別　冊　資　料　1
Separate Volume 1

উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এর মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র

(খসড়া ১.৫)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

Upazila Integrated Capacity Development Project

Japan International Cooperation Agency (JICA)

২০২০

সূচিপত্র

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ .... গ

১. ভূমিকাঃ ১

১.১ পটভূমি ১

১.২ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য (Objectives of the Strategy Paper)........ ২

১.৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান........ ২

১.৪ বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়কাল........ ২

২. মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র........ ৩

২.১ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য........ ৩

২.২ লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক (Target and Indicator) ৪

২.২.১ লক্ষ্যমাত্রা........ ৪

২.২.২ সূচক ৪

২.২.৩ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে স্থানীয় সরকার বিভাগের করনীয়........ ৫

২.৩ কৌশলগত উপাদান ৫

২.৩.১ আইনি কাঠামো........ ৫

২.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ৬

২.৩.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা ৮

২.৩.৪ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ১১

২.৩.৫ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ১৪

২.৩.৬ সক্ষমতা বৃদ্ধি ১৫

৩. বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ১৭

৩.১ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি ১৭

৩.২ ওয়ার্কিং গ্রুপ........ ১৯

৩.৩ কৌশলপত্র সংশোধন........ ১৯

(৪) কৌশলগত উপাদানসমূহ বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশিকা (Roadmap)........ ১৯

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ

সংক্ষিপ্ত রূপ	ইংরেজি পূর্ণরূপ	বাংলা পূর্ণরূপ
ADP	Annual Development Program	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী
AP	Annual plan	বার্ষিক (উন্নয়ন) পরিকল্পনা
CSO	Civil Society Organization	সুশীল সমাজ সংগঠন
DC	Deputy Commissioner	জেলা প্রশাসক
DDLG	Deputy Director, Local Government	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার
DLG	Director, Local Government	পরিচালক, স্থানীয় সরকার
FY	Fiscal year	অর্থ বছর
FYP	Five-year plan	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
GOB	Government of Bangladesh	বাংলাদেশ সরকার
JICA	Japan International Cooperation Agency	জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা
LGI	Local Government Institutions	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
LGD	Local Government Division	স্থানীয় সরকার বিভাগ
MDG	Millennium Development Goals	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
M&E	Monitoring and Evaluation	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
MoLGRD&C	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
MP	Member of Parliament	জাতীয় সংসদ সদস্য
NGO	Non-governmental Organization	বেসরকারি সংস্থা
NILG	National Institute of Local Government	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
PSC	Project Selection Committee	প্রকল্প বাছাই কমিটি
PDCA	Plan-Do-Check-Act	পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ-পদক্ষেপ
SDG	Sustainable Development Goals	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
TGP	Technical Group for Planning	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল
TLD	Transfer Line Department	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ
TLCC	Town Level Co-ordination Committee	টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি
UCFBPLRM	Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি
UDCC	Union Development Co-ordination Committee	ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি
UGDP	Upazila Governance and Development Project	উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প
UNDP	United Nations Development Programme	জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
UNO	Upazila Nirbahi Officer	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
UP	Union Parishad	ইউনিয়ন পরিষদ
UZGP	Upazila Parishad Govemance Project	উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট
UZP	Upazila Parishad	উপজেলা পরিষদ

১. ভূমিকা

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশে তিন স্তর-বিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমানঃ জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ। অপরদিকে শহর অঞ্চলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হিসেবে রয়েছে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। আর এটি করা হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান, এসডিজি, পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির আলোকে।

একটি মধ্য-স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সাম্প্রতিককালে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপজেলা পরিষদ আইন প্রথম জারি হয় ১৯৯৮ সালে এবং পরবর্তীতে ২০০৯ সালে এতে ব্যাপক সংশোধন আনা হয়। ২০১১ এবং ২০১৫ সালে আইনটি পুনরায় সংশোধন করা হয়। এর আলোকে ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই সাথে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উপজেলা পরিষদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বছর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, UNDP সহায়তায় পরিচালিত উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (UZGP) এর আওতায় সাতটি বিভাগের চৌদ্দটি পাইলট উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সমপরিমাণ প্রণোদনামূলক পারফর্ম্যান্স গ্র্যান্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিলো। উপজেলা পরিষদকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গভর্ন্যান্স এর কিছু নির্ধারিত সূচকের উপর ভিত্তি করে কর্মদক্ষতা (Performance) মূল্যায়নের ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়। এই অনুদান কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে পাইলট উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বরাদ্দের অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করা হতো।

UNDP'র এই প্রকল্পের নিরিখে JICA'র সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP) ২০১৫ সালে এর কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রকল্পের অধীনেও উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পূর্বের মত উপজেলা পরিষদের জন্য পারফর্ম্যান্স গ্র্যান্ট প্রদানের উক্ত ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উপজেলা পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ এবং গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব।

উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ আরো ত্বরান্বিত করা এখন সময়ের দাবি এবং এই লক্ষ্যে সরকারি সহায়তা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা কার্যকরভাবে বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজন স্পষ্ট রূপকল্প (Vision) ও মিশন (Mission) সহ একটি সামগ্রিক মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র প্রণয়ন করা এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। এতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, উন্নয়ন পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার উপজেলা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার জন্য একটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এই কৌশলপত্রটি দীর্ঘমেয়াদে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের ভূমিকাকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে। এই কৌশলপত্রে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও এতে

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (NILG) এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

১.২ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য (Objectives of the Strategy Paper)

কৌশলপত্রটি উপজেলা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার বিষয়ে মৌলিক ও নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত। এটি উপজেলা পরিষদের জন্য ভিশন নির্ধারণ করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ২০৪১ সালে উপজেলা পরিষদের সম্ভাব্য চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে সমন্বয়কে উপজেলা পরিষদের মূল কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা অনস্বীকার্য যে, উপজেলা পরিষদের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড কার্যকরভাবে সমন্বয় করা গেলে উপজেলা পর্যায়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ নাগরিকদের সেবার মানোন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

নির্ধারিত ভিশন অর্জনের লক্ষ্যে উপজেলার নির্ধারিত মিশন অর্জনের বিষয়টিকে সামনে রেখে এই কৌশলপত্রটি গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্য (Target) এবং এর কৌশলগত উপাদানসমূহ (Strategic Component) চিহ্নিত করেছে। একই সাথে এ কৌশলপত্রে গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, NILG এবং অন্যান্য সরকারী বিভাগসমূহসহ উপজেলার অংশীজনদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বোপরি, এ কৌশলপত্রে উপজেলা পর্যায়ের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১.৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

স্থানীয় সরকার বিভাগ কৌশলপত্রটি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সংশোধনের জন্য এককভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

সহযোগী প্রতিষ্ঠান (Associate Entity)

সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপ-

- পরিকল্পনা কমিশন
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগসমূহ যাদের উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত।
- জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (NILG)।

সহায়ক প্রতিষ্ঠান (Supporting Entity)

উন্নয়ন অংশীদার যারা উপজেলা পর্যায়ে গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে, যেমন JICA, UNDP ইত্যাদি।

১.৪ বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়কাল

কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নের সময়কাল অক্টোবর, ২০২০ থেকে জুন, ২০৪১ পর্যন্ত।

২. মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র

২.১ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য

এই কৌশলপত্রটি জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে অতি দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার 'ভিশন ২০৪১' নির্ধারণ করেছে। এই ভিশন অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচির বিবরণ সম্বলিত 'দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' প্রণয়ন করা হয়েছে।

কৌশলপত্রটি উপজেলা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে "ভিশন ২০৪১" অর্জনে অবদান রাখবে। ফলে দেশের প্রতিটি উপজেলা এই জাতীয় রূপকল্প অর্জনে অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

এ প্রেক্ষাপটে, উপজেলা পরিষদের মিশন (Mission) বিবরণী, যা ভিশন ২০৪১ অর্জনে অবদান রাখবে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

উপজেলা পরিষদের মিশন (Mission)

উপজেলা পর্যায়ের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সামগ্রিক সমন্বয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ হতে প্রদেয় সকল সরকারি সেবার মানোন্নয়ন।

এই মিশনে সামগ্রিক সমন্বয় নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে সার্বিকভাবে উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি জরুরী উপাদান। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা, ইউনিয়ন, পৌরসভা, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সমন্বয় নিশ্চত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ থেকে সর্বোত্তম ফলাফল লাভের জন্য উল্লিখিত সমন্বয়ের কোন বিকল্প নাই। এ প্রেক্ষিতে সামগ্রিক সমন্বয়কে উপজেলা পরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, আইনি বিধানসমূহ এবং জাতীয় পর্যায়ের নীতিসমূহও এই সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। একটি মধ্য-স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং বিভিন্ন হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের উপস্থিতির কারণে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদকে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন অংশীজন যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং ১৭টি হস্তান্তরিত বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কাজটি করতে হয়।

উপজেলা পর্যায়ে অনুভূমিক (Horizontal) এবং উলম্ব (Vertical) উভয় ধরণের সমন্বয়ই প্রয়োজন হয়। ১৭ টি হস্তান্তরিত বিভাগের মধ্যে সমন্বয়কে অনুভূমিক সমন্বয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও জেলা পরিষদের সাথে সমন্বয়কে উলম্ব সমন্বয় বুঝায়। উপজেলা স্তরে উত্তম ও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল অংশীজনদের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান আরও ব্যাপকভাবে হওয়া প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিশ্চিতকরণ ও এই কর্মকান্ডের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কর্মকান্ডের দ্বৈততা (Duplication) পরিহারের বিষয়টি উপজেলা পরিষদের বিবেচনায় রাখা জরুরি। উপরে বর্ণিত তথ্যের আদান প্রদান হচ্ছে সমন্বয়ের প্রথম ধাপ।

২.২ লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক (Target and Indicator)

২.২.১ লক্ষ্যমাত্রা

উপজেলা পরিষদের মিশন অর্জনের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য নিচের ৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য আরও অনেক বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, তবুও এই ৭টি লক্ষ্যমাত্রা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এগুলি উপরে বর্ণিত উপজেলা পরিষদের সমন্বয় সক্ষমতাকে শক্তিশালীকরণের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

লক্ষ্যমাত্রা ১: উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুভূমিক এবং উলম্ব উভয় সমন্বয়ই নিশ্চিত করা;

লক্ষ্যমাত্রা ২: উপজেলা কমিটিসমূহকে যথাযথভাবে সক্রিয় করা যাতে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির সাথে কমিটিসমূহের অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করা যায়;

লক্ষ্যমাত্রা ৩: উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উভয়টিই প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

লক্ষ্যমাত্রা ৪: উপজেলা পরিষদের বাজেট এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) নাগরিকদের মতামতের সঠিক প্রতিফলন ঘটানো;

লক্ষ্যমাত্রা ৫: সংশ্লিষ্ট আইন এবং দিকনির্দেশনার আলোকে বাজেট এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণী যথাযথভাবে প্রস্তুত করা;

লক্ষ্যমাত্রা ৬: উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ কর্তৃক যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করা;

লক্ষ্যমাত্রা ৭: সকল উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

২.২.২ সূচক

উপর্যুক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা তা পরিমাপ করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিচের সূচকগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্জনের মাত্রা যাচাই করার কিছু মানদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা		সূচক
লক্ষ্যমাত্রা ১:	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুভূমিক এবং উলম্ব উভয় সমন্বয়ই নিশ্চিত করা।	১.১. উপজেলায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কমপক্ষে ৮০% দপ্তর কর্তৃক তাদের উন্নয়ন প্রকল্প/পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য উপজেলা পরিষদকে অবহিত করা। ১.২. উপজেলা পর্যায়ের হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কমপক্ষে ৮০% দপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প/পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা। ১.৩. কমপক্ষে ৮০% ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক উপজেলা পরিষদে উন্নয়ন প্রকল্প/ পরিকল্পনার প্রস্তাবনা পেশ করা। ১.৪. কমপক্ষে ৮০% ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্প/পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা।
লক্ষ্যমাত্রা ২:	উপজেলা কমিটিসমূহকে যথাযথভাবে সক্রিয় করা যাতে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির সাথে কমিটিসমূহের অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করা যায়।	২.১. উপজেলা পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা কমিটিসমূহের ৫০% বা তারও বেশি সভা অনুষ্ঠান করা।
লক্ষ্যমাত্রা ৩:	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উভয়টিই প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।	৩.১. ৮০% উপজেলা পরিষদ কর্তৃক উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা অনুসরণ করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

লক্ষ্যমাত্রা		সূচক
লক্ষ্যমাত্রা ৪:	উপজেলা পরিষদের বাজেট এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) নাগরিকদের মতামতের সঠিক প্রতিফলন ঘটানো।	৪.১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক বাজেট প্রণয়নকালে নাগরিকদের সাথে কমপক্ষে ২টি পরামর্শ সভার আয়োজন করা। ৪.২. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে নাগরিকদের সাথে কমপক্ষে ২টি পরামর্শ সভা আয়োজন করা।
লক্ষ্যমাত্রা ৫:	সংশ্লিষ্ট আইন এবং দিকনির্দেশনার আলোকে বাজেট এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণী যথাযথভাবে প্রস্তুত করা।	৫.১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং নির্দেশনা অনুসারে মে, ৩০ তারিখের মধ্যে বাজেট প্রস্তুতপূর্বক উপজেলা পরিষদে পেশ করা। ৫.২. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং নির্দেশনা অনুসারে সেপ্টেম্বর, ৩০ তারিখের মধ্যে বার্ষিক আর্থিক বিবরণী তৈরি করে উপজেলা পরিষদে পেশ করা।
লক্ষ্যমাত্রা ৬:	উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ কর্তৃক যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করা।	৬.১. এই কৌশলপত্রের সূচকগুলি যাচাই করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জুন, ২০২১ এর মধ্যে একটি মনিটরিং পদ্ধতি চালু করা। ৬.২. স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অন্তত ৯০% উপজেলা হতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা।
লক্ষ্যমাত্রা ৭:	সকল উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।	৭.১. স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদনক্রমে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট কর্তৃক সকল উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা। ৭.২. সরকার নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান থেকে সকল উপজেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

২.২.৩ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে স্থানীয় সরকার বিভাগের করনীয়

উপর্যুক্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের নিমিত্তে স্থানীয় সরকার বিভাগ নিম্নবর্নিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে।

লক্ষ্যমাত্রা		স্থানীয় সরকার বিভাগের করণীয়
লক্ষ্যমাত্রা ২:	উপজেলা কমিটিসমূহকে যথাযথভাবে সক্রিয় করা যাতে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির সাথে কমিটিসমূহের অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করা যায়।	• স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা কমিটিসমূহ পরিচালনার জন্য বিধিমালা, নির্দেশিকা এবং অন্যান্য আইনি এবং নীতি বিষয়ক দলিলাদি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।
লক্ষ্যমাত্রা ৩:	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উভয়টিই প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।	• স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নির্দেশিকা তৈরি করে সেগুলি নিয়মিত হালনাগাদ করবে। • জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের সাথে পরামর্শ করে স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদসমূহকে উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
লক্ষ্যমাত্রা ৫:	সংশ্লিষ্ট আইন এবং দিকনির্দেশনার আলোকে বাজেট এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণী যথাযথভাবে প্রস্তুত করা।	• স্থানীয় সরকার বিভাগ বাজেট তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং নির্দেশনাসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা এবং সেগুলো সংশোধন করবে। • স্থানীয় সরকার বিভাগ বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং অন্যান্য আইনি ও নীতি বিষয়ক দলিলাদি প্রস্তুত করবে।

২.৩ কৌশলগত উপাদান

২.৩.১ আইনি কাঠামো

(ক) উপজেলা পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব এবং কর্তব্য স্পষ্টীকরণ

সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে একটি একক ও সুসংগত আইনি কাঠামোর আওতায় এনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন। এতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঐক্যতান (Harmony), শৃঙ্খলা (Discipline),

সামঞ্জস্য (Consistency) এবং দক্ষতা (Efficiency) বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে একটি সুসংহত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনি কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়া সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা এবং তাদের কাজে দ্বৈততা পরিহারে সহায়তা করবে।

(খ) উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি এবং অন্যান্য আইনি দলিলাদি

যথাযথ আইনী কাঠামোর আওতায় উপজেলা পরিষদ যাতে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হতে পারে সে লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগকে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এর যে সকল ধারার আলোকে বিধিমালা এবং অন্যান্য যে আইনী দলিলাদি প্রণয়ন প্রয়োজন সে সকল ধারাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বিধি ও আইনি দলিলাদি প্রণয়ন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, উপজেলা পরিষদের জন্য বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত সংক্রান্ত প্রদত্ত ছকে সঠিকভাবে তা তৈরি করার স্পষ্ট এবং বিস্তারিত নির্দেশনা জারিকরণ। এতে উপজেলা পরিষদের অর্থ সংক্রান্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

(গ) উপজেলা অংশীজনদের আইন, বিধি, নির্দেশিকা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

উপজেলার জনপ্রতিনিধিদের এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের উপজেলা পরিষদে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর উপর মৌলিক প্রশিক্ষণের পর নিয়মিত ফলো-আপ প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা উচিত।

এছাড়াও উপজেলা পরিষদ সম্পর্কিত সকল আইন, বিধিমালা ও সার্কুলার সম্বলিত একটি সংকলন (Compendium) প্রস্তুত করা প্রয়োজন এবং তা বার্ষিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এটি উপজেলার সকল অংশীজনকে তাদের আইনী বাধ্যবাধকতাসমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সহায়তা করবে। এই সংকলনটি সফটকপি হিসেবেও প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং প্রতি বছর এটি হালনাগাদ করে সকল উপজেলা পরিষদে এটা প্রেরণ করা যেতে পারে।

২.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ

(ক) উপজেলা কমিটি কার্যকর করা

উপজেলা কমিটিসমূহ সক্রিয় করার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, কার্যকরভাবে নাগরিকদের অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান এবং সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা কমিটিসমূহ সক্রিয় করার জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে উপজেলা পরিষদসমূহকে উপজেলা কমিটি এবং এই কমিটিসমূহের সভা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন। এখানে যে বিষয়ে জোর দেয়া প্রয়োজন তা হলো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কমিটি চিহ্নিত করে উক্ত কমিটিসমূহের যৌথ সভা অনুষ্ঠান করা এবং এমন একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করা যাতে উপজেলা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়। উপজেলা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ উপজেলা পরিষদের সভায় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এছাড়াও উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যানদের উপজেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘমেয়াদে বর্তমান উপজেলা কমিটি ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় খতিয়ে দেখা উচিত; যেমন- উপজেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা বেশী কিনা, কমিটির বর্তমান কাঠামো যথাযথ কিনা ইত্যাদি। স্থানীয়

সরকার বিভাগ বিদ্যমান পদ্ধতি পর্যালোচনা করে উপজেলা কমিটিসমূহকে আরও কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

(খ) উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই জবাবদিহিতা উপজেলা পর্যায়ে জনসেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করবে। জবাবদিহিতা বৃদ্ধির প্রথম ধাপ হিসেবে উপজেলা পরিষদ এবং হস্তান্তরিত বিভাগের অফিসসমূহের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। উপজেলা কমিটিসমূহ সক্রিয়করণের মাধ্যমেও এই জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে, স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো জবাবদিহিতা বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং এই জাতীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়, স্পষ্ট ও বিস্তারিত বিধি বিধান প্রণয়ন এবং নির্দেশনা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা। হস্তান্তরিত কার্যাবলী সম্পর্কে উপজেলা অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান উপজেলা পরিষদকে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য একটি কর্মী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিও দীর্ঘমেয়াদে প্রবর্তন করা উচিত।

(গ) উপজেলা পরিষদের মানব সম্পদ

(১) উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী সকল উপজেলায় অবিলম্বে সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা উচিত। সরকার কর্তৃক এই নিয়োগ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ অস্থায়ীভাবে অন্যান্য কর্মীদের মধ্য হতে একজনকে সহকারী হিসাবরক্ষক হিসাবে কাজ করার জন্য দায়িত্ব দিতে পারে। স্টেনো-টাইপিস্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং গোপনীয় সহকারীর (CA cum UDA) দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পুনর্বিবেচনা করে তা আরও স্পষ্ট করা উচিত।

(২) উপজেলা পরিষদের প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ নির্ধারণ

উপজেলা পরিষদের উপর অর্পিত দায়িত্বের নিরিখে বর্তমান জনশক্তির পর্যাপ্ততা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে উপজেলা পরিষদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উপজেলা পর্যায়ে যথাযথভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরীবিক্ষণের জন্য কারিগরী কর্মী; যেমন- পরিষদের নিজস্ব প্রকৌশলীর প্রয়োজন হতে পারে।

পৌরসভার মত উপজেলা পরিষদকেও তাদের নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগের কর্তৃত্ব প্রদান করা উচিত, যদি তারা তাদের নিজস্ব আয়ের উৎস হতে নিয়োগকৃত কর্মচারীর ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ যে সকল উপজেলা পরিষদের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল, সে সকল উপজেলাকে তাদের প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগের জন্য সম্পূরক বেতন প্রদান করতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, উপজেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধি-বিধান সংশোধন করার প্রয়োজন হতে পারে।

বিদ্যমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উপজেলা পরিষদগুলির মানবসম্পদের চাহিদা পূরণ একটি দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ। তাই, স্বল্প মেয়াদে উপজেলা পরিষদগুলির হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহায়তা নেয়ার ব্যবস্থাটি অব্যাহত রাখা সমীচীন হবে।

(ঘ) উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের সচেতনতা বৃদ্ধি

উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের উপজেলার আইনী কাঠামো এবং উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াতে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং উপজেলা পরিষদের অন্যান্য সদস্যদেরকে উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজনের বিষয় বিবেচনা করতে পারে।

(ঙ) উপজেলা পরিষদের সভায় পৌরসভা মেয়রদের সম্পৃক্ততা

উপজেলা পরিষদের সভায় পৌরসভা মেয়রদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, মেয়রের পরিবর্তে পৌরসভা হতে একজন যোগ্য প্রতিনিধির উপস্থিতিকে বৈধ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। উপজেলা পরিষদ সভায় মেয়রদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসাবে সংসদ সদস্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ এই বিষয়ে বাস্তব সমস্যাসমূহ পরীক্ষা করে পৌরসভা মেয়র ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।

২.৩.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা

(ক) উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠা

উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে উপজেলা পরিষদের স্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে উপজেলা পরিষদকে তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়াও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (AP) প্রণয়ন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)সহ জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াটাও বাঞ্ছনীয়।

এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপজেলা অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে উপজেলা পরিষদকে মৌলিক ধারণা প্রদান করতে পারে। সেইসাথে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় ছক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্বলিত সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা জারি করতে পারে।

(খ) উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনাসমূহ হালনাগাদকরণ

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে জারিকৃত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকাটি (স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০১.২০১২-১০৫৭, তারিখ- ২ নভেম্বর ২০১৪) সংশোধন ও হালনাগাদ করা প্রয়োজন। টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে হালনাগাদকৃত নির্দেশিকাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র কি, উপজেলা পর্যায়ে তা কিভাবে প্রণয়ন করতে হবে, এর ব্যবস্থাপনা কিরূপ হবে এবং এই উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র কিভাবে ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত হবে তা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

হালনাগাদকরণকালে নির্দেশনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যকঃ

- উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্বিক ধারণা এবং উদ্দেশ্য;

- ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং হস্তান্তরিত সরকারি বিভাগসমূহের নিবিড় সহযোগিতায় কিভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, এ বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং তা কোন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা হবে তার দিকনির্দেশনা;
- উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনার জন্য মূল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো;
- পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রিপোর্টিং এর পদ্ধতি;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান;
- জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য যেমন- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য বিধান।

এছাড়াও, উপজেলার মহাপরিকল্পনাসহ (Master Plan) উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িতব্য অন্যান্য পরিকল্পনার উদ্যোগ কিভাবে উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং কিভাবে তা হালনাগাদ করা হবে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকা জরুরী।

(গ) উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা স্পষ্টীকরণ

উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কিছু মূল বিষয়বস্তু অবশ্যই থাকা উচিত যেমন- ১) পরিসংখ্যান এবং আর্থ সামাজিক উপাত্ত; ২) সম্পদের চিত্রায়ন ৩) পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ৪) রূপকল্প [ভিশন] ৫) পরিমাপযোগ্য সূচকসহ উন্নয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট ৬) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ এবং/অথবা প্রকল্প/স্কীমসমূহ; এবং ৭) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রিপোর্টিং জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

এই প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদকে উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে স্থানীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের একটি পদ্ধতি চালু করতে হবে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবে। এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাদের ভিশন তৈরি করবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এই ভিশনের আলোকে উপজেলা পরিষদ তাদের উন্নয়ন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট নির্ধারণ করবে এবং একই সাথে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও প্রকল্প নির্বাচন করবে। পাশাপাশি উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করতে হবে।

(ঘ) উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ

উপাজেলা পরিষদকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা উচিত। তারা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে। এভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে গৃহীত প্রকল্প/স্কিমসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। অন্য কথায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি বছরওয়ারী বিন্যাস।

এ প্রেক্ষিতে, স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে আরো ভালো ধারণা লাভের জন্য সহায়তা করবে।

(ঙ) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ

উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাজেটের প্রকৃত বরাদ্দকে যথাযথ বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা উচিত। বিশেষ করে, যে কোন অর্থবছরে আনুমানিক বাজেট বরাদ্দকে বিবেচনায় এনে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। কোন অর্থ বছরে আনুমানিক বাজেট প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে যেসব স্কীম/প্রকল্প অর্থায়ন করা সম্ভব শুধুমাত্র সেগুলিই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কিছু প্রকল্প অপেক্ষমাণ হিসেবে পাইপলাইনে (Pipeline) রাখা যেতে পারে এবং কেবলমাত্র অতিরিক্ত তহবিল পাওয়া গেলে তবেই সেগুলি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

এইভাবে উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগকে এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করতে হবে এবং সকল উপজেলাকে এ সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এ ছাড়াও, আবশ্যকীয় প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ বিদ্যমান বিধি-বিধানের আলোকে স্থানীয় পর্যায়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করবে।

(চ) উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উলম্ব (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal) সমন্বয় শক্তিশালীকরণ

উপজেলা পরিষদসমূহকে তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উলম্ব এবং অনুভূমিক সমন্বয়ের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়া উচিত। উলম্ব সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং জেলা পরিষদ মূল অংশীজন। উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া উচিত। উলম্ব সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে, ইউনিয়ন পর্যায়ের উন্নয়ন চাহিদাগুলি সঠিকভাবে সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করতে হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিকট জনগণের মতামত প্রকাশের তৃণমূল পর্যায়ের ফোরাম হিসেবে 'ওয়ার্ড সভা' এক্ষেত্রে জনগণের চাহিদা সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনুভূমিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহকে তাদের উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যসমূহ যথাসময়ে উপজেলা পরিষদের সাথে শেয়ার করা উচিত যাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই তথ্যসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়। তবে, এই তথ্যসমূহ হস্তান্তরিত বিভাগের উপজেলা স্তরের সকল অফিসে তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া নাও যেতে পারে। এই তথ্যসমূহ একটি কার্যকর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই, স্থানীয় সরকার বিভাগ আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহকে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি তাদের উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ ও উপজেলার অন্যান্য অংশীজনদের সাথে শেয়ার এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আরো সচেষ্ট হতে পরামর্শ দিতে পারে।

উলম্ব এবং অনুভূমিক সমন্বয়ভিত্তিক সমন্বিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সর্বোচ্চ পরিপূরকতা (Complementarity) ও সাযুজ্য (Synergy) নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে সহায়তা করবে এবং তাদের সীমিত সম্পদকে সবচেয়ে দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

(ছ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের উলম্ব এবং অনুভূমিক সমন্বয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের উচিত উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে তাদের উন্নয়ন কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহের সামঞ্জস্যের দিকে যথাযথ দৃষ্টি দেয়া। স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহকে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

তাছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব মাঠ পর্যায়ের অফিসকে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য ও নির্দেশনা প্রদানে উৎসাহিত করা প্রয়োজন:

১) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অনুভূমিক সমন্বয় নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান; এবং
২) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ। এগুলি উপজেলা পর্যায়ে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তথ্য নির্ভর পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সহায়ক হবে।

(জ) উপজেলা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এর ধারা ৪২ (৩), এবং পরিকল্পনা নির্দেশিকা- ২০১৪ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে যত বেশি সম্ভব সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। এ ধরণের অংশীজনদের মধ্যে রয়েছে জনপ্রতিনিধি, হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনগণ, সুশীল সমাজ, এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং সাংবাদিক। নারী এবং কিশোর-কিশোরীদেরও এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের সুযোগ রাখা উচিত। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থানীয় উন্নয়নের চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড-সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরণের বিস্তৃত অংশগ্রহণের ফলে প্রণীত পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়ন চাহিদা পূরণে অধিকতর কার্যকরভাবে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে অংশীজনদের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

উপজেলা পরিষদের উচিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া বিষয়বস্তু নিয়ে তাদের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনার জন্য উপজেলা চত্বরে কর্মশালার আয়োজন করা এবং সেগুলি চূড়ান্ত করার আগে তাদের মতামত নেয়া। পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতিসমূহ হালনাগাদকৃত পরিকল্পনা নির্দেশিকায় বিশদভাবে বর্ণিত হওয়া প্রয়োজন।

তাছাড়া, কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনসহ আন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তি শুধু পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে সমগ্র প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেমন- পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন। এই ধরণের সংশ্লিষ্টতা দীর্ঘ মেয়াদে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেয়া উচিত।

২.৩.৪ আর্থিক ব্যবস্থাপনা

(ক) উপজেলার আর্থিক সক্ষমতা নিরূপণ

উপজেলা পরিষদের আইনী দায়িত্ব পালন এবং জনসেবা প্রদানের জন্য আর্থিক সক্ষমতা যথেষ্ট কিনা তা নিরূপণ করা স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য জরুরী। এ ধরণের মূল্যায়ন (Assessment) নিয়মিতভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং এই মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগকে উপজেলার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়গুলি খুঁজে বের করতে হবে।

(খ) বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং ছকসমূহ হালনাগাদ করা

উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন এবং অনুমোদন) বিধিমালা, ২০১০ এ উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রস্তুতের ছক সংযুক্ত করা হয়েছে। বিধিমালায় যুক্ত ছকগুলি মূলত আশির দশকে প্রস্তুত করা হয়েছিল। যদিও ছকগুলি ২০১০ সালে হালনাগাদ করা হয়েছে;

তথাপি ইতোমধ্যে অনেক বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় উপজেলা পরিষদের বর্তমান প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে এই ছকগুলি সংশোধন করা প্রয়োজন। অতএব, বাজেটের বর্তমান ছকটি পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা উচিত।

(গ) বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

বাজেট অনুমোদনের পূর্বে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এর ধারা ৩৮ এবং উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও অনুমোদন) বিধিমালা-২০১০ অনুসারে উপজেলা পরিষদ একটি বিশেষ বাজেট সভা আয়োজন করে খসড়া বাজেটের উপর প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ গ্রহন করবে।

এরপর বাজেট চূড়ান্ত হয়ে গেলে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত বাজেটটি সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ সদস্যবৃন্দ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, স্থানীয় পত্রিকা এবং সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের নিকট প্রেরণ করতে হবে। এটি অবশ্যই উপজেলা ওয়েব পোর্টালের পাশাপাশি এর নোটিশ বোর্ডেও প্রদর্শন করতে হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ সুস্পষ্ট এবং সঠিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে বাজেট সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলি মেনে চলতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকেও বাজেট ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে।

(ঘ) উন্নত এবং পূর্বানুমানযোগ্য এডিপি বরাদ্দ ব্যবস্থা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় থোক বরাদ্দ উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের অন্যতম প্রধান উৎস। সুতরাং, পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় নিয়মমাফিক বরাদ্দ, বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করার আগে অর্থাৎ পূর্ববর্তী অর্থ বছরের এপ্রিলের আগে সকল উপজেলা পরিষদকে সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমাণ অবহিত করা প্রয়োজন। আর এটি করা হলে তা সকল উপজেলা পরিষদকে তাদের উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য প্রাপ্তব্য সম্পদ চিহ্নিত করতে এবং আরও কার্যকর ও দক্ষ উপায়ে তাদের বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করতে সহায়তা করবে।

এছাড়াও, বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বর্তমানে অনুসৃত মানদন্ডসমূহ (Criteria) পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে বর্তমান এডিপি বরাদ্দতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্থানীয় আর্থিক চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে কিনা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের কিস্তি ছাড়ের সময়সূচীও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলাসমুহকে নিজেদের উন্নয়ন কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করার জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর থোক বরাদ্দের কিস্তির ছাড়করণ সময়মতো করতে হবে। বিশেষত, শেষ কিস্তিটি অর্থবছর শেষ হওয়ার আগে উপজেলাসমুহকে সেই অর্থ ব্যয়ের পর্যাপ্ত সময় দিয়ে ছাড় করা অত্যাবশ্যক।

এক্ষেত্রে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP) দ্বারা বর্তমানে চালু থাকা কর্মদক্ষতা (Performance) ভিত্তিক বরাদ্দ ব্যবস্থার প্রতিও যথাযথ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ করতে এ ধরণের কর্মদক্ষতাভিত্তিক বরাদ্দ ব্যবস্থা বিবেচনা করা দরকার।

(ঙ) উপজেলা পরিষদের বাজেটের সাথে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের বাজেট সমন্বিতকরণ

উপজেলা পর্যায়ে বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসমূহ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের বাজেট উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন বাজেটের তুলনায় অনেক বেশী এবং এগুলি উপজেলার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য

ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে, হস্তান্তরিত বিভাগের উন্নয়ন বাজেটের তথ্যসমূহ উপজেলা পরিষদের সাথে শেয়ার করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতার আলোকে অনুমিত বা আংশিক তথ্য হলেও তা উপজেলা পরিষদসমূহকে একটি কার্যকর বাজেট প্রণয়নে সহায়তা করবে। হস্তান্তরিত বিভাগসমূহকে অন্তত তাদের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলির তথ্য উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের সুবিধার্থে উপজেলা পরিষদকে অবহিত করতে হবে।

উপজেলা পরিষদের বাজেটে কার্যকর অনুভূমিক সমন্বয় সাধন এবং উপজেলা পরিষদের বাজেটের সাথে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের বাজেটের সমন্বয় নিশ্চিত করতে সমন্বয়ের নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন:

- স্বল্প মেয়াদে: হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ কর্তৃক তাদের বাজেট সংক্রান্ত তথ্য উপজেলা পরিষদের সাথে শেয়ার করা;
- মধ্য মেয়াদে: উপজেলা পরিষদের বাজেট এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সংযোজন;
- দীর্ঘ মেয়াদে: উপজেলা পরিষদ কর্তৃক হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ব্যয়ের তদারকি।

(চ) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও নিরীক্ষা নিশ্চিতকরণ

১) আর্থিক বিবরণী

নাগরিকদের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে বার্ষিক আর্থিক বিবরণী উপজেলা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সকল উপজেলা পরিষদ তাদের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী তৈরি করবে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের ধারা ৩৯ (২) অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগে এই প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপজেলা অনুবিভাগ কর্তৃক এই আর্থিক বিবরণী তৈরির জন্য বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের বিধি, নির্দেশিকা বা অন্যান্য আইনী উপকরণ (Tool) প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই ধরণের আইনী উপকরণগুলি (Legal Instruments) আর্থিক বিবরণীর মূল বিষয়বস্তু, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দায়িত্ব এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতির বিস্তারিত প্রক্রিয়াকে সুস্পষ্ট করবে।

এছাড়া, স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG) এই সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ মডিউল ও প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুত এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

২) নিরীক্ষা

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এর ধারা-৪০ অনুসারে, উপজেলা পরিষদের সকল আয় ব্যয়ের হিসাব সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিরীক্ষণ করতে হবে। সরকারের কেন্দ্রীয় নিরীক্ষণ সংস্থা, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) বাহ্যিক নিরীক্ষার (External Audit) জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে বর্তমানে পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে সিএজি নমুনায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করে বছরে অল্প সংখ্যক উপজেলা পরিষদে নিরীক্ষণের এই কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এই প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে, স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদকে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাবের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় আইন/বিধি প্রণয়ন করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের (NILG) সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদগুলির জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণের (Internal Audit) উপর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

(ছ) অর্থ সম্পর্কিত তথ্যের নিয়মিত প্রকাশ

উপজেলা পরিষদগুলির অর্থ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ তার সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ। এ জাতীয় তথ্যের মধ্যে উপজেলা পরিষদের বাজেট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, নিরীক্ষা সংক্রান্ত দলিল এবং উপজেলা পরিষদ বা সরকারকে দেয়া অন্যান্য আর্থিক প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এক্ষেত্রে, উপজেলা পরিষদের আর্থিক প্রতিবেদনগুলি শেয়ার করার একটি কার্যকর পদ্ধতি গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে সনাতন পদ্ধতির স্থানীয় নোটিশ বোর্ড ছাড়াও অন্য প্রক্রিয়ায় জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি ছাড়াও মূল বাজেটের তথ্য প্রকাশের জন্য একটি অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(জ) সম্পদ ব্যবস্থাপনার (Asset Management) উন্নয়ন

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এবং উপজেলা পরিষদ (সম্পত্তি হস্তান্তর, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন) বিধি, ২০১০ অনুসারে উপজেলা পরিষদ তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তাই উপজেলা পরিষদ কার্যকর একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে পারে এবং তাদের কর্মীদের সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে। একটি সম্পদ রেজিষ্টার প্রস্তুত করে উপজেলা পরিষদে রাখা এবং প্রতিবছর তা হালনাগাদ করা জরুরী। স্থানীয় সরকার বিভাগের উচিত উপজেলা পরিষদকে তাদের সম্পদ রেজিষ্টার তৈরী করতে এবং হালনাগাদ করতে দিকনির্দেশনা দেয়া। এক্ষেত্রে, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাসমূহ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

২.৩.৫ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

(ক) উপজেলা উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য কার্যকর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু

উপজেলা পরিষদ সতেরোটি হস্তান্তরিত বিভাগসহ উপজেলার মধ্যে বাস্তবায়নাধীন সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প/ স্কীমসমূহ পরিবীক্ষণ করে থাকে। এক্ষেত্রে, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণের জন্য হালনাগাদকৃত পরিকল্পনা নির্দেশিকাতে একটি পদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে। পরিবীক্ষণ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি প্রস্তুত করবে এবং সেগুলি পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে। আদর্শ পরিবীক্ষণ এবং সমাপনী প্রতিবেদন ছক উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকা এবং ম্যানুয়ালে প্রদান করা হবে। পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের ছকসমূহ (ফরম্যাট) প্রণয়নকালে বিদ্যমান নির্দেশিকাসমূহ এবং পরিবীক্ষণ ছকসমূহের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়ে অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

এছাড়াও, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় তালিকাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System) প্রতিষ্ঠা বিবেচনায় রাখা উচিত।

(খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা

স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকারগণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমসমূহ পরিবীক্ষণ করে থাকে। এই পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা আরো কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিবীক্ষণ ও মনিটরিং ছক প্রস্তুত করে এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ

হতে পরিচালক (বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মরত) এবং উপ-পরিচালকগণকে (জেলা পর্যায়ে কর্মরত) সুস্পষ্ট এবং বাস্তবসম্মত নির্দেশনা প্রদান করতে হবে যাতে একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকারগণ উপজেলা পরিষদ থেকে যাতে সব প্রতিবেদন সহজেই পেতে পারে এবং সেগুলির উপর তাদের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসহ যে সকল ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, সে সম্পর্কে একীভূত প্রতিবেদনসমূহ স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে পারে সেজন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে আরও কার্যকর একটি পদ্ধতি বিবেচনা করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক উদ্যোগসমূহ যেমন- উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (UZGP) এবং উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP) থেকে প্রাপ্ত শিখণের আলোকে বর্তমান পরিবীক্ষণ ছকের বিষয়বস্তু/পর্যবেক্ষণের সূচকসমূহ পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের স্থানীয় সরকারের পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (MIE) অনুবিভাগের সাথে তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এমন একটি প্রযুক্তিনির্ভর রিপোর্টিং এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা গেলে তা উপজেলার পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

(গ) স্থানীয় সরকার বিভাগের মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগের (MIE) সক্ষমতা বৃদ্ধি

স্থানীয় সরকার বিভাগের মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল স্তরের পরিবীক্ষণ করে থাকে। স্থানীয় সরকার বিভাগের MIE অনুবিভাগের বর্তমান সক্ষমতা পর্যালোচনা করা জরুরী। একই সাথে একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবসম্মত বিকল্পসমূহ অন্বেষণ করাও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন-

- MIE শাখার জনবল এবং মাঠ পর্যায়ের পরিবীক্ষণ পদ্ধতি;
- স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক MIE শাখায় লজিস্টিক সহায়তা বৃদ্ধি;
- পরিচালক, স্থানীয় সরকার ও উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকারগণকে অধিকতর পরিবীক্ষণ ক্ষমতা অর্পণ করা, স্থানীয় সরকারের কাছে পরিবীক্ষণের ক্ষমতার বিশদ ও কার্যকর হস্তান্তর নিশ্চিত করা।

প্রতিটি উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে UGDP উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করছে। এই মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকগুলি উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে সহায়তা করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই, UGDP পরিচালিত কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থার (Performance Assessment System) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

২.৩.৬ সক্ষমতা বৃদ্ধি

(ক) উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদের জন্য একটি সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্বলিত ফ্রেমওয়ার্ক তৈরী এবং তা অনুমোদন করে সংশ্লিষ্ট সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুসমূহ উপজেলার

প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আরও উন্নত করা প্রয়োজন। যেহেতু উপজেলা পরিষদের মূল কাজ হিসেবে সমন্বয়কে বিবেচনা করা হয়, সেহেতু একথা অনস্বীকার্য যে অনুভূমিক এবং উলম্ব সমন্বয় উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত। জেলা পর্যায়ে ফলো-আপ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করাও অতীব জরুরি।

(খ) জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (NILG) এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশে উপজেলা পরিষদসমূহের অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনেক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে, এদের মধ্যে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান; কারণ এর প্রধান দায়িত্ব হলো উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যেন এটি উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক উপজেলাকে এই প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করতে পারে। বিশদভাবে বলতে গেলে, এই ক্ষেত্রে নিম্নলখিত বিষয়সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজনঃ

- জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়ন;
- সর্বোচ্চ সংখ্যক উপজেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সুবিধাদির উন্নয়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে তাদের প্রেষণ/দায়িত্বপ্রাপ্তির শুরুতেই একটি নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ স্পষ্টীকরণের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট কিভাবে উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে তা ঐ পরিকল্পনার প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া উচিত।

(গ) প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য বিকল্প অন্বেষণ

উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবসম্মত উপায় অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে:

- প্রত্যয়ন ব্যবস্থা (Certification System) অর্থাৎ উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রত্যায়িত হবেন;
- উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা রিসোর্স টিম গঠন করা;
- সকল উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে সার্বিক পরিচিতিমূলক একটি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পর্কে মৌলিক তথ্য ও ধারণা লাভ এবং ঐ তথ্য সংরক্ষণের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

৩. বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

৩.১ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি

কৌশলপত্র প্রণয়নের পরে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল বাস্তবায়নের জন্য কমিটি ("কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি") গঠন করা হবে। এই বাস্তবায়ন কমিটি কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে এবং কার্যকর ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির সভাসমূহ নীতিগতভাবে প্রতি ছয় মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে। নিয়মিত সভা ছাড়াও কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি প্রয়োজনে বিশেষ সভাও করতে পারবে।

(ক) কাঠামো

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির গঠন মূলত মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রণয়নের ওয়ার্কিং কমিটির মতোই। কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে এবং প্রয়োজনে আরও কিছু সদস্যকে এই কমিটিতে কো-অপ্ট করা যেতে পারে।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সভাপতি
অতিরিক্ত/ যুগ্ম-সচিব (উপজেলা), স্থানীয় সরকার বিভাগ সিনিয়র সহকারি সচিব/উপসচিব (উপজেলা-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ, স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রতিনিধি, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED), পরিকল্পনা কমিশন পরিচালক, মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রতিনিধি, NILG/উপ-প্রকল্প পরিচালক (NILG), UICDP প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী যেমন- UNDP এবং JICA	সদস্য
উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (উপজেলা-২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য সচিব

বিঃদ্রঃ ১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ এর পরিবর্তে অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (উপজেলা), স্থানীয় সরকার বিভাগ সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

বিঃদ্রঃ ২. অন্যান্য সদস্য যেমন- এনজিও প্রতিনিধি এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানও প্রয়োজনে মনোনীত হতে পারেন।

বিঃদ্রঃ ৩. উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশ্বব্যাংক, অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী এবং UNDP (যারা EALG প্রকল্পকে সহায়তা প্রদান করে) এর প্রতিনিধিরা থাকতে পারে।

(খ) কার্যাবলি

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

- কৌশলপত্রটির বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং আরও ভালো ফলাফল নিশ্চিত করতে বাস্তবায়ন বিষয়ক দিকনির্দেশনা প্রদান করা;
- সমন্বিত উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নির্দেশিকা এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাসহ কৌশলটিতে তালিকাভূক্ত মূল আইনী ও নীতিমালা সংক্রান্ত দলিলাদি আলোচনা ও পরীক্ষা করে এগুলির সংশোধন প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদনের জন্য পেশ করা;
- উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে কৌশলপত্র বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি চিহ্নিত করা;
- জাতীয় নীতি পরিমন্ডলের (Policy Environment) সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং সেই নিরিখে নিয়মিতভাবে কৌশলপত্রটি সংশোধন করার সুপারিশ করা;

- কৌশলগত উপাদানসমূহের পথ-নির্দেশিকার (Road Map) অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে পথ-নির্দেশিকাটি সংশোধন করা;
- কৌশলটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- UGDP, EALG, এবং UICDP সহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের ফলাফল (Output) ও কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে পারে।

(গ) ফোকাল পয়েন্ট

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) এবং জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG) এর মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠানকেও এই কৌশলপত্রের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে স্ব-স্ব দপ্তরে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের উপজেলা পর্যায়ে অফিস রয়েছে এবং সেই অফিসসমূহ উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত। এক্ষেত্রে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তাদের স্ব-স্ব ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

যেহেতু কিছু কৌশলগত পদক্ষেপ হস্তান্তরিত সরকারি বিভাগসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত তাই এই কৌশলপত্রটির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন জরুরী।

ফোকাল পয়েন্টসমূহ তাদের স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের (Department) সাথে কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি প্রতিবছর যে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে সেটা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করা ফোকাল পয়েন্টের কাজ।

এই আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহকে তাদের ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ অনুরোধ করবে। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগে সহায়তা করতে পারে।

(ঘ) কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ডেস্ক

কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সুবিধার্থে কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ডেস্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। যেহেতু উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (এলজিডি, উপজেলা -২ শাখা) কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব সেহেতু এই শাখার মধ্যেই কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ডেস্ক স্থাপন করা শ্রেয়।

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ডেস্ক কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটিকে প্রশাসনিক এবং আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করবে। এই ইউনিট কমিটির সভা পরিচালনা, সভার কার্যপত্র প্রস্তুত করা, সভার রেকর্ডসমূহ ও কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনে কমিটিকে সহায়তা করবে।

প্রথম কয়েক বছর UICDP সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রকল্পের সহযোগিতায় কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ডেস্ককে ভালোভাবে কার্য সম্পাদন করতে সহায়তা প্রদান করবে। UICDP'র সহায়তা প্রতি বছরান্তে ধীরে ধীরে হ্রাস করা হবে এবং তখন একই সাথে প্রয়োজনীয় কাজগুলি স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (উপজেলা -২ শাখা) এর দপ্তর থেকে পরিচালিত হতে পারে। এক পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে এই দপ্তরটি কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ডেস্ক হিসেবে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ করবে।

৩.২ ওয়ার্কিং গ্রুপ (Working Group)

সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উপাদান[১] বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে একটি করে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হতে পারে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পন্ন সদস্যদের নিয়ে গঠিত এই ধরণের গ্রুপ কার্যকরভাবে ভালো ফলাফল পেতে সহায়তা করবে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়েছিল।

এভাবে, কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি সভার আলোচনার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করতে পারে।

৩.৩ কৌশলপত্র সংশোধন

কৌশলপত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ/জীবন্ত দলিল যা স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ ও সংশোধন করা প্রয়োজন। সুতরাং, কৌশলপত্রটি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও সংশোধন করা দরকার। বিশেষত, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সংশোধনী বিবেচনা করা প্রয়োজন:

- যখন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতিসমূহ যেমন- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা হয় এবং/অথবা নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়;
- যখন উপজেলা পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনি কাঠামো সংশোধন করা হয়;
- যখন উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং/অথবা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ আরম্ভ হয়, বাস্তবায়িত হয় এবং/ অথবা সমাপ্ত হয়।

আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, ২০২৫, ২০৩০, ২০৩৫ এবং ২০৪০ সালে এই কৌশলপত্র সংশোধনের প্রকৃষ্ট সময় হবে; কারণ উক্ত বছরগুলি জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের বছর। কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি জাতীয় পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়বস্তু এবং সংশ্লিষ্ট বছরসমূহে কৌশলপত্রটির অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং সে অনুযায়ী কৌশলপত্রটি সংশোধন করবে।

(৪) কৌশলগত উপাদানসমূহ বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশিকা (Roadmap)

যেহেতু কৌশলপত্রটি ২০২০ থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত ২১ বছর ব্যাপী ব্যবহার করা হবে সেহেতু ২০৪১ সালের জন্য একটি পথ-নির্দেশিকা থাকা উচিত যা প্রতিটি কৌশলগত উপাদানের কাঙ্ক্ষিত মাইলফলককে নির্দেশ করবে। এই পথ-নির্দেশিকাটি যথাযথ করণীয় বিষয়সমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং কৌশলপত্র বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণে যথাযথ ভূমিকা রাখবে।

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নিয়মিতভাবে পথ-নির্দেশিকাটি পরিবীক্ষণ করা জরুরী এবং প্রয়োজনবোধে এটি সংশোধন করা যেতে পারে।

পথ-নির্দেশিকাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

[১] অনুচ্ছেদ ২.৩ দ্রষ্টব্য

কৌশলতগত উপাদানসমূহের পথ-নির্দেশিকা (Roadmap of the Strategic Components)

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ অর্থ বছর	মধ্য-মেয়াদ অর্থ বছর	দীর্ঘ-মেয়াদ অর্থ বছর	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
কৌশলগত উপাদান ১ : আইনি কাঠামো						
(১) উপজেলা পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব এবং কর্তব্য স্পষ্টীকরণ।	১.১. সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংজ্ঞায়িত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (প্রশাসন অনুবিভাগ) স্থানীয় সরকার বিভাগ (ইউনিয়ন অনুবিভাগ) স্থানীয় সরকার বিভাগ (নগর অনুবিভাগ)	→	→	→	
	১.২. সাদৃশ্য, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য বিধান এবং দক্ষতা আনয়নের জন্য একটি সুসংগত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (প্রশাসন অনুবিভাগ) স্থানীয় সরকার বিভাগ (ইউনিয়ন অনুবিভাগ) স্থানীয় সরকার বিভাগ (নগর অনুবিভাগ)	→	→	→	→
(২) উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আইন, বিধি এবং অন্যান্য আইনি দলিলাদি প্রস্তুত করা।	১.৩. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এর যে সকল ধারার আওতায়/ আলোকে বিধিমালা এবং অন্যান্য আইনী দলিলাদি প্রয়োজন সে সকল বিধানসমূহ চিহ্নিত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	১.৪. যথাযথ আইনী কাঠামোর আওতায় উপজেলা পরিষদ যাতে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধিমালা এবং অন্যান্য আইনী দলিলাদি প্রস্তুত করা। • উদাহরণস্বরূপ, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী তৈরি সংক্রান্ত নির্দেশনা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৩) উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত আইন, বিধি, নির্দেশনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।	১.৫. উপজেলা পরিষদ সম্পর্কিত সকল আইন, বিধিমালা ও সার্কুলারের একটি সংকলন প্রস্তুত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	১.৬. সংকলনটি বার্ষিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করা এবং প্রতি বছর সকল উপজেলায় সফট কপি আকারে প্রেরণ করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	১.৭. উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা ও বুঝার জন্য উপজেলা জনপ্রতিনিধি এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের অফিসারদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	১.৮. সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে নিয়মিত ফলো-আপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)		→	→	
কৌশলগত উপাদান ২ : প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ						
(১) উপজেলা কমিটি কার্যকর করা।	২.১. উপজেলা কমিটিসমূহ সক্রিয় করার জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ উদ্ভাবন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	২.২. উপজেলা পরিষদসমূহকে উপজেলা কমিটি এবং কমিটির সভা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা। • গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা কমিটিসমূহ চিহ্নিত করা এবং উপজেলা কমিটিসমূহের যৌথ সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা; • উপজেলা কমিটিসমূহের সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিতকল্পে একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	২.৩. দীর্ঘমেয়াদে বর্তমান উপজেলা কমিটি ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা। • সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা যথেষ্ট কিনা; • কমিটির বর্তমান কাঠামো যথাযথ কিনা	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→	→	

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ অর্থ বছর ২০/২১-২৩/২৪	মধ্য-মেয়াদ অর্থ বছর ২৩/২৪-২৫/২৬	দীর্ঘ-মেয়াদ অর্থ বছর ২৫/২৬-৩০/৩১	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ অর্থ বছর ৩০/৩১-৪০/৪১
	২.৪. উপজেলা কমিটিসমূহকে আরও কার্যকর করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→	→	→
(২) উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি।	২.৫. উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ এবং হস্তান্তরিত বিভাগের অফিসসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	২.৬. হস্তান্তরিত বিভাগের অফিসসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধাগুলি চিহ্নিত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	২.৭. এধরনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিধিমালা এবং/অথবা নির্দেশনা প্রস্তুত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	২.৮. উপজেলা সশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে হস্তান্তরিত কার্যাবলী সম্পর্কে বিষদভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	২.৯. হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে একটি কর্মী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৩) উপজেলা পরিষদের মানবসম্পদ সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা।	২.১০. সকল উপজেলা পরিষদে সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	২.১১. বর্তমানে কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ কর্মী সদস্য যেমন- স্টেনো-টাইপিস্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং গোপনীয় সহকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি পুনর্বিবেচনা ও স্পষ্টীকরণ।					
	২.১২. উপজেলা পরিষদের উপর অর্পিত দায়িত্বের নিরিখে একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন পরিচালনা করা।					
	২.১৩. উপজেলা পরিষদগুলিকে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগে ক্ষমতা প্রদানকারী বিধি এবং অন্যান্য আইনী দলিলাদি সংশোধন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→		
(৪) উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের সচেতনতা বৃদ্ধি।	২.১৪. উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপজেলার আইনী কাঠামো ও উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৫) উপজেলা পরিষদের সভায় পৌরসভা মেয়রদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরন।	২.১৫. উপজেলা পরিষদের সভায় পৌরসভা মেয়রদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া। • মেয়রের পরিবর্তে পৌরসভা হতে একজন প্রতিনিধির উপস্থিতি; • মাননীয় সংসদ সদস্য হতে পরামর্শ কামনা; • স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে পৌরসভা মেয়র ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
কৌশলগত উপাদান ৩ : উন্নয়ন পরিকল্পনা						
(১) উপজেলা স্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠা।	৩.১. উপজেলা পরিষদসমূহকে উন্নয়ন পরকল্পনার মৌলিক ধারণা, প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, বিভিন্ন ছক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্বলিত সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান এবং তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ	মধ্য-মেয়াদ	দীর্ঘ-মেয়াদ	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ
			অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
	৩.২. জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), পাইলট উপজেলা	→		→	
	৩.৩. পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→	→	
(২) উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য দিকনির্দেশনাসমূহের হালনাগাদকরণ।	৩.৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়নের বিদ্যমান নির্দেশিকাটি (স্মারক নং-১০৫৭ তারিখ-২নভেম্বর ২০১৪) হালনাগাদ করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৩) উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর ধারণা স্পষ্টীকরণ।	৩.৫. উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপজেলা পরিষদসমূহকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান যেখানে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ১) পরিসংখ্যান এবং আর্থ সামাজিক উপাত্ত; ২) সম্পদ চিত্রায়ন ৩) পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ৪) রূপকল্প ৫) পরিমাপযোগ্য সূচকসহ উন্নয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট ৬) অগ্রাধিকার খাতসমূহ এবং/অথবা প্রকল্প/ পরিকল্পনা; এবং ৭) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৪) উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে সংগতি নিশ্চিতকরণ।	৩.৬. উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা লাভে সহায়তা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৫) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ।	৩.৭. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্পর্কে উপজেলা পরিষদসমূহকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান এবং এই ধরণের সামঞ্জস্য নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পরিষদকে উৎসাহ প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৬) উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উলম্ব (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal) সমন্বয় শক্তিশালীকরণ।	৩.৮. সকল উপজেলা পরিষদকে তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উলম্ব এবং অনুভূমিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৭) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের উলম্ব এবং অনুভূমিক সমন্বয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান।	৩.৯. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ধারণা বৃদ্ধি।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৩.১০. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহকে তাদের নিজ নিজ মাঠ পর্যায়ের অফিসকে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা- ১) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অনুভূমিক সমন্বয় নিশ্চিতকরণ; এবং ২) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের অর্থায়নে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)		→		

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ	মধ্য-মেয়াদ	দীর্ঘ-মেয়াদ	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ
			অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
(৮) উপজেলা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।	৩.১১. পরামর্শ প্রক্রিয়াসমূহ বর্ণনা করার মাধ্যমে উপজেলা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সকল উপজেলা পরিষদকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
কৌশলগত উপাদান ৪ : আর্থিক ব্যবস্থাপনা						
(১) উপজেলার আর্থিক সক্ষমতা নিরূপণ।	৪.১. উপজেলা পরিষদের আইনী দায়িত্ব পালন এবং জনসেবা প্রদানের জন্য আর্থিক সক্ষমতা যথেষ্ট কিনা তা নিরূপণ করা	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(২) বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং ছকসমূহ হালনাগাদ করা।	৪.২. উপজেলা পরিষদের বাজেট (প্রণয়ন ও অনুমোদন) বিধিমালা, ২০১০ এর বাজেট সংক্রান্ত ছকসমূহ পর্যালোচনা করা, এবং প্রয়োজনে উপজেলা পরিষদের জন্য আরও বাস্তবসম্মত করার জন্য সেগুলিকে সংশোধন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৩) বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।	৪.৩. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এর ধারা ৩৮ অনুসারে বাজেট অনুমোদনের পূর্বে উপজেলা পরিষদের একটি বিশেষ বাজেট সভার আয়োজনের জন্য সকল উপজেলা পরিষদকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৪.৪. চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত বাজেটটি সকল সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট প্রেরণে উপজেলা পরিষদসমূহকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান, এবং উপজেলা ওয়েব পোর্টালের পাশাপাশি এর নোটিশ বোর্ডেও টাঙ্গানো।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৪.৫. উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে বাজেট ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→			
(৪) উন্নত এবং পূর্বানুমানযোগ্য এডিপি বরাদ্দ ব্যবস্থা তৈরি।	৪.৬. পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় প্রদেয় বরাদ্দের সম্ভাব্য পরিমাণ বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করার আগে সকল উপজেলা পরিষদকে অবহিত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৪.৭. এডিপি বরাদ্দের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত মানদন্ড পর্যালোচনা করা এবং এতে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে উপজেলার স্থানীয় প্রয়োজনসমূহের যথাযথ প্রতিফলন হচ্ছে কিনা তা নিরূপণ করা।					
	৪.৮. উপজেলাগুলিকে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করার জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর থোক বরাদ্দ সময়মত বিতরণ করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৪.৯. উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP) এর আওতায় পরিচালিত কর্মক্ষমতা ভিত্তিক বরাদ্দ ব্যবস্থার ফলাফল পর্যালোচনা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→		
(৫) উপজেলা পরিষদের বাজেটের সাথে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের বাজেট সমন্বিতকরণ	৪.১০. হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের উন্নয়ন বাজেট এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলির তথ্য উপজেলা পরিষদে প্রেরণে উৎসাহিত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), এলজিইডি (LGED), ডিপিএইচই (DPHE)	→			

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ	মধ্য-মেয়াদ	দীর্ঘ-মেয়াদ	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ
			অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
	৪.১১. সমন্বয়ের সম্ভাব্য পর্যায়সমূহ নিম্নলিখিত উপায়ে চিহ্নিত করা। • স্বল্পমেয়াদী : হস্তান্তরিত বিভাগের বাজেটের তথ্যসমূহ উপজেলা পরিষদকে অবহিত করা। • মধ্যমেয়াদী : উপজেলা পরিষদের বাজেট এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে হস্থান্তরিত বিভাগসমূহের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সন্নিবেশন। • দীর্ঘমেয়াদী : উপজেলা পরিষদ কর্তৃক হস্থান্তরিত বিভাগসমূহের ব্যয়ের তদারকি।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), এলজিইডি (LGED), ডিপিএইচই (DPHE)	→	→	→	
(৬) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও নিরীক্ষা নিশ্চিতকরণ	৪.১২. উপজেলা পরিষদের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতির জন্য বিধি, নির্দেশিকা বা অন্যান্য আইনী উপকরণ প্রস্তুত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৪.১৩. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→	→		
	৪.১৪. উপজেলা পরিষদসমূহকে তাদের আয় ব্যয়ের হিসাবের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→		
	৪.১৫. উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG		→		
(৭) অর্থ সম্পর্কিত তথ্যের নিয়মিত প্রকাশ	৪.১৬. উপজেলা পরিষদকে এর সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং জনসাধারণের নিকট অর্থ-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৪.১৭. উপজেলা পরিষদের আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির স্থানীয় নোটিশ বোর্ডের পাশাপাশি অনলাইন সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করে একটি কার্যকর পদ্ধতি চালু করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→		
(৮) সম্পদ ব্যবস্থাপনার (Asset Management) উন্নয়ন	৪.১৮. সকল উপজেলা পরিষদকে সম্পদ রেজিষ্টার ব্যবস্থাপনা এবং হালনাগাদের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
কৌশলগত উপাদান ৫ : পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন						
(১) উপজেলা উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য কার্যকর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু	৫.১. হালনাগাদকৃত পরিকল্পনা নির্দেশিকায় সকল উপজেলা পরিষদকে উপজেলা পরিবীক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(২) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা	৫.২. স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক এবং উপ-পরিচালকগণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমের উপর কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→		
	৫.৩. বর্তমান পরিবীক্ষণ ছকের বিষয়বস্তু / পর্যবেক্ষণের সূচকসমূহ পর্যালোচনা করা এবং বাস্তবসম্মত পরিবীক্ষণের ছকসমূহ প্রস্তুত ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ	মধ্য-মেয়াদ	দীর্ঘ-মেয়াদ	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ
			অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
	৫.৪. পরিবীক্ষণের ছকসমূহের ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পরিষদ অংশীজনদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→	→		
	৫.৫. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের -স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক, পরিচালক এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের MIE শাখার সাথে শেয়ার করার ক্ষেত্রে একটি অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→	→	
(৩) স্থনীয় সরকার বিভাগের MIE শাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি	৫.৬. স্থানীয় সরকার বিভাগের MIE শাখার সক্ষমতা পর্যালোচনা করা এবং একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবসম্মত বিকল্পসমূহ অন্বেষণ করা। বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন- • MIE শাখার জনবল এবং মাঠ পর্যায়ের পরিবীক্ষণ পদ্ধতি • স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক MIE শাখায় লজিস্টিক সহায়তা বৃদ্ধি	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৫.৭. ইউজিডিপি পরিচালিত উপজেলা পরিচালন ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়নের ফলাফল পর্যালোচনা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→		
কৌশলগত উপাদান ৬ : সক্ষমতা বৃদ্ধি						
(১) উপজেলা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৬.১. উপজেলা পরিষদের জন্য একটি সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্বলিত ফ্রেমওয়ার্ক তৈরী এবং তা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→			
	৬.২. সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং জেলা পর্যায়ে ফলো-আপ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→	→	→	
(২) জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (NILG) এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৬.৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা। • জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ • প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়ন • সর্বোচ্চ সংখ্যক উপজেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। • সুবিধাদির উন্নয়ন।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→	→	→	
	৬.৪. মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→			

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ	মধ্য-মেয়াদ	দীর্ঘ-মেয়াদ	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ
			অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
(৩) প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য বিকল্প অন্বেষণ	৬.৫. উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবসম্মত উপায় অনুসন্ধান করা- • প্রত্যয়ন ব্যবস্থা (Certification System) চালু যেক্ষেত্রে উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রত্যয়িত হবে। • উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ে রিসোর্স টিম গঠন করা। • সকল উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে সার্বিক পরিচিতিমূলক একটি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা। • স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মৌলিক তথ্য ও জ্ঞান লাভের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ই-লার্নিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG				

Government of the People's Republic of Bangladesh

Mid- and Long-term Strategy

for

Upazila Parishad Governance Improvement

Local Government Division
Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives

October 2020

Mid- and Long-Term Strategy for Upazila Parishad Governance Improvement

Table of Contents

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS
1. Introduction 1
 1.1 Background 1
 1.2 Purpose of the Strategy 2
 1.3 Responsible Entity 2
 1.4 Target Period 2
2. Mid- and Long-Term Strategy 3
 2.1 Mission 3
 2.2 Target and Indicator 4
  2.2.1 Target 4
  2.2.2 Indicator 4
 2.3 Strategic Component 6
  2.3.1 Legal Framework 6
  2.3.2 Institutional Strengthening 6
  2.3.3 Development Planning 8
  2.3.4 Financial Management 11
  2.3.5 Monitoring and Evaluation 14
  2.3.6 Capacity Development 15
3. Implementation and Monitoring Mechanism 17
 3.1 Strategy Implementation Committee 17
 3.2 Working Group 19
 3.3 Amendment of the Strategy 19
4. Roadmap of Strategic Component 20

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

7FYP	7th Five Year Plan
AAO	Assistant Accounts Officer
ADP	Annual Development Programme
AP	Annual Development Plan
BARD	Bangladesh Academy for Rural Development
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Centre
BRDB	Bangladesh Rural Development Board
C&AG	Comptroller and Auditor General
CA	Confidential Assistant
DLG	Director, Local Government
DDLG	Deputy Director, Local Government
DPHE	Department of Public Health Engineering
DRT	District Resource Team
EALG	Efficient and Accountable Local Government
FY	fiscal year
FYP	Five-Year Plan
GOB	Government of Bangladesh
JICA	Japan International Cooperation Agency
LGD	Local Government Division
LGED	Local Government Engineering Department
LGI	local government institution
M&E	monitoring and evaluation
MIE	Monitoring, Inspection and Evaluation
MP	Member of the Parliament
NAPD	National Academy for Planning and Development
NILG	National Institute of Local Government
RDA	Rural Development Academy
SDGs	Sustainable Development Goals
TOT	training of trainers
UGDP	Upazila Governance and Development Project
UICDP	Upazila Integrated Capacity Development Project
UNDP	United Nations Development Programme
UP	Union Parishad
UZGP	Upazila Governance Project

1. Introduction

1.1 Background

Bangladesh has a three-tier rural local government system: Zila (District), Upazila (Sub-District), and Union Parishads. In addition, for the urban local governments, Paurashavas (Municipalities) and City Corporations are established. The Government of Bangladesh (GOB) has recently been implementing the initiatives to strengthen the capacity of local government institutions (LGIs). This is in line with the provision of the Constitution of Bangladesh, SDGs, Five-Year Plans etc.

Among others, roles and responsibilities of Upazila Parishads, as a middle tier LGI, have been increasing steadily in recent years. The Upazila Parishad Act was first promulgated in 1998, and the comprehensive amendment was made in 2009. The Act was, then, amended further in 2011 and 2015. The elections of Upazila Parishad were conducted in 2009, 2014 and 2019. Furthermore, the Annual Development Program (ADP) for Upazila Parishad was restored and enhanced gradually.

The Upazila Governance Project (UZGP) supported by UNDP demonstrates the successful implementation of enhanced ADP in several pilot Upazilas, initiates overall capacity development for Upazila Parishad chairs and key staff of transferred government departments, and starts promoting Upazila long-term development planning. However, decentralization and governance improvement at the Upazila level still have many challenges. Furthermore, linkage between Upazila Parishad and Union Parishad (UP) and other LGIs in development coordination has room for further improvement.

The Upazila Governance and Development Project (UGDP) financed by JICA has launched in 2015. The project has been supporting the governance improvement of Upazila Parishads by strengthening capacity of Upazila Parishads as well as providing development fund to selected Upazilas based on their governance performance.

However, the capacity of Upazila Parishads still needs to be enhanced, and supporting system from the government has to be further upgraded. To effectively strengthen the capacity of Upazila Parishads, a comprehensive mid- and long-term strategy, covering key issues such as legal and institutional reform, development planning, financial management and human resource development, should be established with clear vision and targets. In this backdrop, the GOB has made a decision to formulate the Mid- and Long-Term National Strategy for Upazila Governance (hereinafter the “Strategy”).

The Strategy clarifies the roles and responsibilities of Local Government Division (LGD) in supporting and supervising Upazila Parishads in the long run. It also defines collaboration with line departments at the Upazila level. The roles and responsibilities of the National Institute of Local Government (NILG) and other training institutions are also defined in the strategy.

1.2 Purpose of the Strategy

The Strategy Paper is designed to provide basic and policy guideline to the Upazila governance system. It has laid special emphasis on setting a mission for the Upazila Parishad and has been formulated considering the potential needs of the Upazila Parishad during 2041. It highlights "coordination" as the core function of Upazila Parishads. It is undeniable that if all the development activities of the Upazila Parishad are effectively coordinated, it would be possible to improve the quality of services to the citizens including infrastructural development at Upazila level.

To achieve the mission above, the Strategy provides targets and strategic components, which identifies the key thematic areas. It then offers concrete actions to be undertaken by Upazila stakeholders, including the public representatives of Upazila Parishads, officers of transferred departments, and the LGD, NILG, and other government departments. Finally, the Strategy presents a road map that describes detailed actions with timeline.

1.3 Responsible Entity

The Local Government Division (LGD) is responsible for the formulation, implementation, monitoring and evaluation, and revision of the Strategy. The LGD is the sole responsible entity for the LGI-related policies.

(Associate entity)

The following entities are the cooperative entities.

- Planning Commission
- Head offices of Local Government Engineering Department (LGED), Department of Public Health Engineering (DPHE), and other departments whose Upazila-level offices were transferred to Upazila Parishads
- National Institute of Local Governance (NILG)

(Supporting entity)

- Development partners who are providing technical and financial supports to the GOB for implementing projects with a focus on strengthening governance at the Upazila level such as JICA, UNDP etc.

1.4 Target Period

The target period of the Strategy is from October 2020 to June 2041.

2. Mid- and Long-Term Strategy

2.1 Mission

The Strategy shall align with the national development vision. GOB has set Vision 2041, seeking to eliminate extreme poverty and reach Upper Middle-Income Country status by 2030 and High-Income Country status around 2041 with poverty becoming non-existent. The Second Perspective Plan 2021-2041 was formulated to delineate required policies and programs to realize the vision.

The Strategy shall contribute to the achievement of Vision 2041 from the perspectives of Upazila governance improvement. Indeed, all Upazila Parishad shall contribute to the achievement of this national vision.

In this context, the mission statement of Upazila Parishad, which will contribute to Vision 2041, is set as follows.

Mission of Upazila Parishad

Public services delivered at the Upazila level are improved through the comprehensive coordination of all Upazila-level development activities.

The comprehensive coordination is highlighted in the mission. Planning of development projects is a crucial factor for Upazila Parishads to realize the comprehensive and integrated development of the whole Upazila areas. Integration of all the concerned entities, including Districts, Unions and Paurashavas, and transferred line departments is also crucial.

Development projects at the Upazila level need to be well coordinated to maximize their impacts. In this context, the comprehensive coordination is considered as the core function of Upazila Parishads. In fact, the legal provisions and national policies emphasized the importance of the coordination function. As a middle-tier local government institution, and as a unique institution to which line departments are transferred, Upazila Parishad is inherently required to coordinate among stakeholders such as Union Parishads, Paurashavas, and 17 transferred line departments.

At the Upazila level, both horizontal and vertical coordination is crucial. The former is coordination with the 17 transferred government departments, and the latter is coordination with Union Parishads and Paurashavas, and Zila Parishads. To ensure better coordination at the Upazila level, information should be widely shared among these stakeholders. The Upazila Parishads need to take into considerations the shared information when planning and implementing any development activities to maximize the impacts, ensure synergies, and avoid overlapping. Such information sharing is the first step for the coordination.

The coordination will contribute to the comprehensive development of Upazilas. Consensus building on “coordination as the core function” is essential among all stakeholders including LGD and other ministries and departments, Union Parishads, Paurashavas, and Zila Parishad. Such consensus will help Upazila Parishad better perform their coordination functions, and then contribute to the welfare of local residents in the long run.

2.2 Target and Indicator

2.2.1 Target

Following seven (7) targets have been set to evaluate if the vision of Upazila Parishad for 2041 is achieved. Although there are many other issues that need to be addressed to improve Upazila Parishad governance, these 7 targets are centered as they are directly related to the strengthening the coordination capacity of Upazila Parishad.

Target 1: Both horizontal and vertical coordination is ensured by Upazila Parishad.
Target 2: Upazila Committees are well functioning, and contributing to better coordination with transferred line departments.
Target 3: Upazila Parishads prepare both Five-Year Plans and annual development plans.
Target 4: Citizens’ views are properly reflected to Upazila Parishads’ budget as well as development plans (both Five-Year Plans and annual development plans).
Target 5: Budget and annual financial statement are properly prepared in accordance with the relevant laws and guidelines.
Target 6: Activities of Upazila Parishads are properly monitored by the concerned wing of LGD.
Target 7: Training mechanism that covers all Upazila Parishads is established and implemented.

2.2.2 Indicator

The following indicators are set to confirm if the targets are achieved. The criteria to verify the achievement level are also presented.

Target	Indicators
Target 1: Both horizontal and vertical coordination is ensured by Upazila Parishad.	1-1. At least 80% of the transferred departments’ share information on development projects/schemes with Upazila Parishads. 1-2. At least 80% of the transferred departments’ development projects/schemes are incorporated into development plans of Upazila Parishad. 1-3. At least 80% of the Union Parishads submit their proposals of development projects/schemes to Upazila Parishads. 1-4. At least 80% of Union Parishads’ development projects/schemes are incorporated into development plans of Upazila Parishad.

Target 2: Upazila Committees are well functioning, and contributing to better coordination with transferred line departments.	2-1. At least 50% or more meetings of key Upazila Committees are held in Upazila.
Target 3: Upazila Parishads prepare and implement both Five-Year Plans and annual development plans.	3-1. 80% of Upazila Parishads formulate both Five-Year Plans and annual development plans in accordance with the Guidelines for Upazila Development Planning.
Target 4: Citizens' views are properly reflected to Upazila Parishads' budget as well as development plans (both Five-Year Plans and annual development plans).	4-1. Upazila Parishads hold at least 2 consultation meetings with citizens in terms of annual budget. 4-2. Upazila Parishads hold at least 2 consultation meetings with citizens in terms of both Five-Year Plans and annual development plans.
Target 5: Budget and annual financial statement are properly prepared in accordance with the relevant laws and guidelines.	5-1. Upazila Parishads prepare budget in accordance with the relevant rules and guidelines and submit it to Upazila Parishad by May 30. 5-2. Upazila Parishads prepare financial statement in accordance with the relevant rules and guidelines and submit it to Upazila Parishad by September 30.
Target 6: Activities of Upazila Parishads are properly monitored by the concerned wing of LGD.	6-1. LGD establishes a system to monitor all the activities of Upazila Parishads by June 2021, including those to check the indicators of the Strategy. 6-2. LGD collects necessary information of at least 90% of Upazila Parishads.
Target 7: Training mechanism that covers all Upazila Parishads is established and implemented.	7-1. NILG establishes the training mechanism that covers all Upazila Parishads and LGD approves the mechanism. 7-2. All Upazila Parishads receive the necessary training from GOB.

2.2.3 Responsibilities of Local Government Division to fulfil the targets

The Local Government Division will take the following steps to fulfil the above targets.

Target	Responsibilities of Local Government Division
Target 2: Upazila Committees are well functioning, and contributing to better coordination with transferred line departments.	• LGD prepares and implements the operational rules, guidelines and other legal and policy instruments for operating Upazila Committees.
Target 3: Upazila Parishads prepare and implement both Five-Year Plans and annual development plans.	• LGD formulates the Guidelines for Upazila Development Planning, and update them on a regular basis. • LGD, in consultation with NILG, provides trainings to Upazila Parishads on the development planning.

Target 5: Budget and annual financial statement are properly prepared in accordance with the relevant laws and guidelines.	• 5-1. LGD reviews the relevant rules and guidelines for budget preparation and revises it. • 5-2. LGD prepares the relevant guidelines and other legal and policy instruments for financial statements.

2.3 Strategic Component

2.3.1 Legal Framework

(1) Clear definition of the roles and responsibilities of Upazila Parishads and other local government institutions

The roles and responsibilities of respective LGIs should be clearly defined and governed by a single coherent legal framework, separate laws or other legal instruments. In order to bring harmony, discipline, consistency and efficiency, the LGI system should be brought under a coherent and consistent legal framework. This helps all LGIs fully perform their functions and avoid overlapping activities.

(2) Concerned laws, rules and other legal instruments governing Upazila Parishads

LGD needs to identify the important provisions of Upazila Parishad Act, 1998 (amended 2015) where rules and legal instruments are necessary, and prepare necessary rules and other legal instruments in order for Upazila Parishads to become fully functional with proper legal framework. For instance, clear instructions including formats for the preparation of an annual financial statement shall be formulated and thereby Upazila Parishads can increase their transparency and accountability.

(3) Awareness raising of Upazila stakeholders for act, rules, circulars etc.

Upazila public representatives and transferred departments' officers should acquire knowledge and understanding of the roles and responsibilities of Upazila Parishads. Training should be provided to them in this respect. After the basic training on legal framework, follow-up training should be organized on a regular basis to raise their awareness.

In addition, a compendium of all the relevant Acts, rules, and circulars regarding Upazila Parishads needs to be prepared and also updated on a yearly basis. This will help all Upazila stakeholders understand their legal requirements properly. The compendium can be prepared in a soft form, and sent to all Upazila Parishads every year.

2.3.2 Institutional Strengthening

(1) Activation of Upazila Committee

Upazila Committees need to be activated because they have a potential to ensure internal accountability, essential local service delivery, and responsive and integrated planning at the Upazila

level. In this context, practical measures to activate Upazila Committees need to be explored. LGD needs to provide Upazila Parishads with clear and detailed guidance on the Upazila Committees and committee meetings. Such measures may include identifying key Upazila Committees and holding joint meetings among Upazila Committees, and developing a mechanism to monitor the holding of Upazila Committee meetings on a regular basis. The resolution of the Committee meetings should be well taken up and discussed at the Upazila Parishad meeting. In addition, training for Vice-Chairs as a Chairmen of Upazila Committees shall be provided to enhance their capacities.

In the long run, it is also crucial to review the effectiveness of the current Upazila Committee system. Several issues may need to be examined, such as whether the frequency of the meeting is sufficient, and whether the current structure is appropriate. LGD needs to re-examine the current system, and take a leading role in making the Upazila Committees more functional.

(2) Increased accountability of transferred department officers to Upazila Parishad

The accountability of transferred department officers to Upazila Parishad should be strengthened. Such increased accountability will lead to the improvement of the quality of public service delivery at the Upazila level. As the first step for strengthening the accountability, an information sharing mechanism among Upazila Parishad and the transferred department offices should be explored. Activation of Upazila Committees may also contribute to such strengthening of their accountability. In this regard, it is also important for the LGD to assess the bottlenecks on this front and consider preparation of necessary clear and detailed rules and/or guidelines to ensure such accountability. Training of Upazila stakeholders on the details of the transferred functions will also help the Upazila Parishads make rapid headway on this important front. A personnel management system of the transferred department officers should also be explored in the long run.

(3) Human resources of Upazila Parishad

1) Appointment of required personnel according to the Upazila Parishad Act, 1998 (amended 2015)

As stipulated in Upazila Parishad Act, (amended 2015) the Assistant Account Officer (AAO) should be appointed immediately to all Upazila Parishads. Until the official appointment, Upazila Parishad may temporarily assign other staff to work as AAO. The roles and responsibilities of the existing key staff members such as a Steno Typist- cum- Computer Operator (or commonly known as Confidential Assistant) should be revisited and clarified further.

2) Assessment of the required human resources of Upazila Parishads

New positions for the Upazila Parishads may need to be created after an objective assessment of the sufficiency of the current manpower against the assigned responsibilities of Upazila Parishads. For instance, for the proper formulation of and monitoring on Upazila-level development plans, technical personnel such as the Parishad’s own engineer may be needed.

Upazila Parishads should also be given authority to appoint its own staff members like Paurashavas if they can afford to pay from their own source income. On this front, the Local Government Division

should provide necessary salary supplement to Upazila Parishads to hire necessary staff in case of those Upazila Parishads which are having weak financial base.

In this regard, rules or other legal instruments that enable Upazila Parishads to employ necessary staff may need to be revised.

Given the existing reality, there is no denying that the fulfillment of the human resource needs of Upazila Parishads remains a long-term challenge for Upazila Parishads. However, in the short term, Upazila Parishad may need to seek support from transferred department officers and staff members.

(4) Awareness raising of Union Parishad Chairman as a member of Upazila Parishad

Awareness of Union Parishad Chairmen as a member of Upazila Parishad needs to be enhanced. It is necessary for the UP chairs to be imparted training to raise their knowledge about Upazila's legal framework and its development vision.

LGD, in collaboration with NILG and other training institutions, needs to consider organizing training courses for the Union Parishad Chairmen and other Upazila Parishad members with a view to make them aware of their roles and responsibilities as the members of Upazila Parishads.

(5) Involvement of Paurashava Mayors in Upazila Parishad meetings

Practical measures to ensure the attendance of Paurashava Mayors need to be explored. For example, attendance of a representative from Paurashava instead of Mayors may be made legally acceptable. The Member of the Parliament (MP) may also play an instrumental role as the adviser to the Upazila Parishad to ensure Mayor's regular attendance in the Upazila Parishad meetings. The LGD needs to examine practical measures and give guidance to Paurashava Mayors and Upazila Parishad Chairmen.

2.3.3 Development Planning

(1) Establishment of development planning cycle at the Upazila level

Upazila Parishads need to have a good understanding of development planning and establish a development planning cycle at the Upazila level. They need to prepare the FYP in accordance with the national development plans. In addition to FYP, Upazila Parishad also needs to prepare an annual development plan (AP) in consistent with its FYP. The development plans prepared by Upazila Parishads need to align with the national development goals including Sustainable Development Goals (SDGs).

In this regard, LGD needs to provide clear guidance for development planning which indicate the core concept, procedures, institutional set-up, formats and other key elements, and support Upazila Parishads to establish their development planning cycle, including providing training to Upazila-level stakeholders.

(2) Updating of the guidelines for development planning

The guidelines for the preparation and implementation of development plans for local government institutions, issued by LGD as an administrative circular (Memo No. 46.046.006.00.00.001.2012-1057 dated 2 November 2014) need to be revised and/or updated. The updated Guidelines should provide a clear direction as to what the development planning cycle is, how to create and manage it at the Upazila level, and also how the development planning cycle can be effectively synchronized with the result-based management, monitoring and evaluation for ensuring sustainability.

The following points should be provided in the updated guidelines.

- Overall concept and objectives of development planning at the Upazila level
- More detailed steps and processes in formulating the FYP and AP in close collaboration with the Unions and Paurashavas and the transferred government departments
- Key institutional framework for managing development plans
- Monitoring and evaluation, and reporting system
- Necessity of both FYPs and APs, and consistency among them
- Consistency with national development goals such as FYPs

In addition, the updated Guidelines shall clarify how the other initiatives of Upazila-level planning, including the master plan, are harmonized with and related to the Upazila FYP and AP.

(3) Improvement of the contents of development planning

Development plans of Upazila Parishads need to cover the key contents such as 1) statistics and other socio-economic data; 2) resource mapping; 3) situational analysis; 4) vision; 5) development goals, objectives and targets with measurable indicators; 6) prioritized sectors and/or projects/schemes; and 7) institutional mechanism for the implementation, M&E and reporting.

In this context, Upazila Parishads need to develop a mechanism to collect local data/information through Upazila Committees, Unions and Paurashavas, and other sources. Based on the collected data and information, Upazila Parishads need to conduct situation analysis in an objective manner. Based on the situation analysis, Upazila Parishads then are expected to set their visions, development goals, objectives and targets with measurable indicators, and select the prioritized sectors and/or projects. Upazila Parishad also needs to develop an implementation and monitoring mechanism of FYPs and APs.

(4) Ensuring linkage between AP and FYP of Upazila Parishads

Upazila Parishads should prepare their FYPs in consistent with national development plans, and implement and monitor the FYPs. They also prepare APs which aim to realize the overall goals and objectives of their FYPs, and thus their projects/schemes funded under the APs are consistent with their FYPs. In other words, APs is a year-wised breakdown of FYPs, and thus the linkage between FYP and APs are crucial.

In this regard, LGD needs to provide clear guidance on AP to Upazila Parishads. LGD also provide

support for Upazila Parishad to have better understanding about FYP and AP.

(5) Ensuring consistency between AP and budget

Development plans should be prepared with adequate considerations of actual budgetary allocations. In particular, APs need to be prepared taking into account the estimated budgetary allocations for any given fiscal years. Only schemes/projects which can be financed within the estimated budgetary allocations for a fiscal year should be included in the AP. Some additional projects can be kept in the pipeline and implemented when additional funds are available.

Upazila Parishads, thus, need to pay due attention to the consistency between AP and budget. LGD needs to provide clear guidance on this, and encourage all Upazila Parishads to ensure such consistency. In addition, Upazila Parishad itself shall make efforts to increase its revenue within the purview of existing rules and regulations to ensure the implementation of necessary schemes/projects.

(6) Enhancement of vertical and horizontal integration in Upazila FYP

Upazila Parishads should pay due attention to both vertical and horizontal coordination in preparing their FYPs to the extent possible. For the vertical coordination, Unions, Paurashavas and Zila Parishads are the main stakeholders. Upazila FYP should also align with the national development plans. To ensure vertical coordination, communication among relevant LGIs should be enhanced. In particular, Union-level development needs should be well collected and analyzed. In this context, Ward-shava, a grass-root level forum where local people can express their views to local public representatives, can work effectively to gather local people's needs.

In terms of horizontal coordination, information on development projects of the transferred departments needs to be shared with a view to properly include such information in FYP. However, such information is not readily available at the Upazila-level offices of the transferred departments. As such information is crucial for formulating an effective FYP, it may be effective for LGD to facilitate the discussion at the inter-ministerial meeting to enable the relevant ministries and departments to share the information with Upazila-level stakeholders.

Both vertical and horizontal coordination and integration into FYPs will help all Upazila-level stakeholders in creating maximum synergy and complementarity, avoid duplications and utilize their limited resources in the most efficient and effective ways.

(7) Enhancement of the relevant ministries' and departments' understanding about vertical and horizontal coordination

The relevant line ministries and departments should also pay due attention to the alignment of their development programs and projects with Upazila FYP and AP. It is, therefore, recommended that LGD, in collaboration with the Cabinet Division and other relevant ministries, takes a leading role in enhancing line ministries' and departments' understanding about Upazila-level development plans.

Furthermore, it is worth encouraging the relevant line ministries and departments to provide their respective field offices with: 1) appropriate guidance as to ensure this horizontal coordination in FYP and AP formulations; and 2) necessary information and data regarding their respective development projects and programs funded by the respective line ministries and departments. They would be a great help for Upazila to undertake better situational analysis for their integrated development planning.

(8) Ensuring stakeholders' participation in Upazila planning process

Upazila Parishads need to involve as many stakeholders as possible in the process of the formulation of development plans as stated in Section 42 (3) of Upazila Parishad Act, 1998 (amended 2015) and the Planning Guidelines of 2014. Such stakeholders include public representatives, transferred department officers, local people, representatives from CSOs and NGOs, local enterprises, and journalists. Women and adolescents should also be involved in the process. Ward-shava, in the context of identifying local development needs, is of great importance. Such participation of a wide range of stakeholders will help the plans more effective to address Upazilas' development needs. In this context, stakeholders' participation shall be highlighted.

In this regard, Upazila Parishads should organize workshops at the Upazila premises to share the draft contents of the FYPs and APs with wider stakeholders, and also solicit their views before finalizing them. Consultation procedures need to be detailed out in the updated planning guidelines.

In addition, the involvement of a wide range of stakeholders, including community-based organizations, shall not be limited to the planning process. In particular, the development needs of backward communities shall be taken into account. The stakeholders should be involved in the entire process, i.e., planning, implementing, monitoring and evaluating process. Such involvement should be explored in the long run.

2.3.4 Financial Management

(1) Assessment of Upazila's financial base

It is important for LGD to assess if Upazila Parishads' financial base is sufficient to perform its mandated functions and provide public services. Such assessment shall be conducted on a regular basis, and based on the assessment results, LGD needs to explore the ways to expand Upazila's financial base.

(2) Updating procedures and formats regarding budget formulation

Upazila Parishad Budget (Formulation and Approval) Rules 2010 provide the budget formats to be prepared by Upazila Parishads. However, the budget formats in the Rules were originally prepared in 1984. Although the formats were updated in 2010, there is still a room for amendment to make them more practical for Upazila Parishad. The current budget formats, therefore, should be reviewed and updated.

(3) Increased transparency of budget formulation process

Before finalizing the budget, the Upazila Parishad should seek public opinions, comments and suggestions of all stakeholders, including marginalized people, on its draft budget by organizing a special budget meeting prior to the Upazila Parishad's approval as per Section 38 of Upazila Parishad Act, 1998 (amended 2015).

The finally approved budget needs to be shared with all relevant stakeholders including MP, UPs, Paurashavas, Zila Parishads, local newspapers and journalists. It must also be posted on Upazila's web portal as well as its notice board.

LGD needs to assist Upazila Parishads in taking the above measures by providing clear and appropriate guidance. LGD also needs to provide training opportunities for the relevant stakeholders of Upazila Parishad on the budget management.

(4) Improved and predictable ADP allocation system

The ADP block grant is one of the major sources of Upazila's development expenditures. Thus, the indicative amount of the ADP grant allocation of the next financial year should be informed to all Upazila Parishads prior to the preparation of the annual budget, i.e., before April of the previous financial year. This will help all Upazila Parishads identify available resources of development expenditures, and prepare an annual budget in a more effective and efficient way. This will also help Upazila Parishad ensure the better use of the development funds.

Furthermore, more need-based and objective criteria for the ADP block grant allocation may be needed for better development of each Upazila. In this context, the criteria of the allocation should be revisited to see if the current ADP allocation properly reflects Upazila's local needs.

The allocation timing of the ADP grant is also important. The disbursements of ADP block grant should be made on time to help Upazilas effectively implement their development activities. In particular, the last installment needs to be disbursed well before the end of the fiscal year.

In this context, the performance-based allocation system piloted by the Upazila Governance Project (UZGP) and Upazila Governance and Development Project (UGDP) also needs to be given due attention. Such performance-based allocation system is worth considering to further enhance the governance status of Upazila Parishads.

(5) Integration of transferred departments' budget into Upazila budget

Most of lager development initiatives at the Upazila level are implemented by the transferred departments. The budgets of the transferred departments are much larger than the Upazila Parishad's development budget, and have bigger impacts on the Upazilas' development. In this context, information on development budget of the transferred departments should be shared with Upazila Parishads. Even the indicative or incomplete information would be useful for Upazila Parishads to prepare effective budget. The transferred departments should share the information on

ongoing development projects to Upazila Parishads at least.

To realize the effective horizontal coordination and the integration of transferred departments' budgets into Upazila Parishad's budget, the following measures need to be taken into account to identify the feasible level of the integration.

- **Short-term**: Sharing of information on transferred departments' budget with Upazila Parishads.
- **Mid-term**: Incorporation of transferred departments expenditures into budget and annual financial statement of Upazila Parishads as reference information.
- **Long-term**: Supervision of expenditures of transferred departments by Upazila Parishad.

(6) Enhancement of financial statement and audit

1) Financial statement

The annual financial statement is an important tool for Upazila Parishads to ensure the accountability to their citizens. All Upazila Parishads shall prepare the annual financial statement and report it to LGD as per Section 39 (2) of Upazila Parishad Act, 1998 (amended 2015).

LGD, therefore, needs to formulate rules, guidelines or other legal instruments for the preparation of annual financial statement of Upazila Parishad to encourage all Upazila Parishads to prepare the financial statement every year. Such legal instruments shall clarify the key contents, roles and responsibilities of stakeholders, and detailed preparation process.

In addition, LGD also needs to arrange necessary training for preparing the financial statement to Upazila Chairmen, Vice-Chairs, UNOs and other key officers and staff members of Upazila Parishads. In this context, the National Institute of Local Government (NILG) can also play a significant role in designing training modules, preparing training materials, and organizing training sessions.

2) Audit

As per Section 40 of Upazila Parishad Act, 1998 (amended 2015) the accounts of all Upazila Parishads shall be audited in a prescribed manner by auditors assigned by the government. The Comptroller and Auditor General (C&AG), the central audit institution of the government, is responsible for the external audit, but the office only conducts sample auditing for Upazila Parishads.

The internal audit system, therefore, needs to be established within Upazila Parishads. In this regard, LGD needs to prepare necessary legal instruments to motivate Upazila Parishad to conduct internal audit for their accounts. LGD, in collaboration with NILG, also needs to provide training opportunities for the internal audit to Upazila Parishads.

(7) Regular disclosure of finance related information

It is important for Upazila Parishads to disclose finance-related information to its stakeholders and public at large. Such information includes budget documents of Upazila Parishads, financial statement

report, audit-related documents and other financial reports to the Upazila Parishads or government. In this regard, an effective mechanism for sharing of Upazila Parishad's financial reports is required to fulfil the public's right to information beyond the traditional local noticeboards. As part of the mechanism, an online system to disclose key budget information, in addition to the other key documents, to all stakeholders may be recommended.

(8) Improvement of asset management system

Upazila Parishad Act, 1998 (amended 2015) and Upazila Parishad (Property Handover, Maintenance and Management) Rules, 2010 require Upazila Parishads to maintain its assets under its jurisdictions. Upazila Parishads should, therefore, introduce an effective asset management system and provide their staff with necessary training for asset management. An asset register should be prepared and kept at Upazila Parishads, and should be updated every year. LGD needs to help Upazila Parishads maintain and update asset register. In this context, guidelines can be prepared by LGD.

2.3.5 Monitoring and Evaluation

(1) Effective monitoring mechanism on Upazila development activities

Upazila Parishad is responsible for monitoring all the development projects/schemes implemented within the Upazila, including those of the 17 transferred departments. In this context, a mechanism for periodical monitoring on the progress of development plans will be suggested by the updated planning guidelines. The monitoring reports are to be prepared by the concerned Upazila Committees and submitted to the Upazila Parishad meeting for review and approval. Standard monitoring and completion reporting formats will also be provided by the guidelines and manual for development planning. When the monitoring and evaluation formats are prepared, due attention shall be given to ensure/maintain the consistency with the existing guidelines and other policy instruments.

In addition, the institutionalization of grievance redress system may worth considering for the proper implementation of activities listed in AP.

(2) Effective monitoring mechanism by the government

LGD monitors the activities of the Upazila Parishad through by DDLGs and DLGs. In order to make this monitoring system more effective and practical, Local Government Division may prepare monitoring tables and take necessary steps to ensure its use. It is also important for LGD to give more clear and practical guidance to DLGs and DDLGs to ensure the effective monitoring.

More delegated system may be worth considering in which DLGs and DDLGs receive all the reports from Upazila Parishads, and send the summary reports with their observations and recommendations to LGD, highlighting issues that the government's attention is required. The current contents/ monitoring indicators of the existing monitoring format may need to be revisited based on lessons of the recent initiatives such as UZGP and UGDP.

An electronic reporting and evaluation system in which UNOs will share the reports with DDLGs, DLGs

and MIE Wing of LGD may be effective in the long run.

(3) Strengthening capacity of MIE Wing of LGD

MIE Wing of LGD is responsible for the monitoring of all tiers of local government institutions (LGIs) in Bangladesh. It is necessary to review the existing capacity of MIE Wing of LGD, and explore practical and realistic options to establish an effective and practical monitoring mechanisms. In particular, the following issues need to be taken into account.

- Manpower of MIE Wing and field monitoring mechanisms
- Improved logistic support to the MIE Wing of LGD
- More delegation of monitoring functions to DLGs and DDLGs

In terms of monitoring of governance performance of each Upazila Parishad, UGDP is conducting a performance assessment of Upazila governance. As the indicators covers a broad range of governance issues of Upazila Parishad, it is worth considering the institutionalization of the performance assessment system piloted under UGDP with necessary adjustments.

2.3.6 Capacity Development

(1) Capacity development of Upazila elected representatives and other stakeholders

A capacity development framework for Upazila Parishad shall be developed and officially approved by LGD, and widely disseminated to all the relevant training institutions. The contents of the trainings provided by the NILG also need to be examined and improved based on the Upazilas' needs. In particular, as the coordination function is highlighted as the core function of Upazila Parishad, horizontal and vertical coordination is a crucial topic of Upazila Capacity Development.

Basic training should be given to all Upazila elected representatives and other stakeholders. Refresher training courses should also be organized at the District levels.

(2) Capacity development of NILG and other training institutions

In Bangladesh, there are many training institutions providing training to Upazila Parishads, but NILG is the key institutions as its main responsibility is to provide training to LGIs including Upazila Parishads. The capacity of NILG needs to be further strengthened so that NILG can provide proper training to Upazila stakeholders and cover as many Upazilas as possible. Broadly speaking, the following issues need to be addressed.

- Institutional strengthening of NILG
- Training program improvement
- Arrangement to provide necessary training as many Upazila Parishads as possible
- Facility improvement

In addition to the above, an intensive training to deputed officers of NILG and other institutions should be provided at the beginning of their deputations.

To realize the above-mentioned issues, the Mid- and Long-Term Training Plan shall be formulated. The plan will detail out how NILG provides training to Upazila stakeholders.

(3) Exploring feasible options for increasing the coverage of training

It is necessary to explore practical ways to increase the training coverage of Upazila Parishad elected representatives and other key stakeholders. Feasible options to increase the coverage of training shall be explored such as:

- Certification system in which trainers of training institutions and NGOs are trained and certified to provide training to Upazila stakeholders.
- District Resource Teams (DRTs) who will provide training to Upazila stakeholders could be formed at each District level.
- A short training could be given as an overall orientation to all Upazila elected representatives.
- Introduction of e-learning system utilizing ICT could be developed for LGIs' stakeholders to acquire basic knowledge and information.

3. Implementation and Monitoring Mechanism

3.1 Strategy Implementation Committee

After the formulation of the Strategy, the Committee for the Implementation of the Mid- and Long-Term Strategy (hereinafter the “Strategy Implementation Committee”) will be established. The Strategy Implementation Committee will monitor the implementation status of the Strategy, and will give necessary guidance to ensure fruitful outputs.

The meetings of the Strategy Implementation Committee will be held every six months in principle. In addition to the regular meetings, the Strategy Implementation Committee can also hold special meetings if needed.

(1) Structure

The structure of the Strategy Implementation Committee is basically the same as that of the Working Committee for the Mid- and Long-Term Strategy. Members of the committee are listed below. Some more members can be co-opted as per necessary.

Chairman	Additional Secretary (Administration), LGD
Member	Additional/Joint Secretary (Upazila), LGD Deputy/Senior Assistant Secretary (Upazila-1), LGD Project Directors of Upazila-related projects, LGD Representative, General Economic Division (GED), Planning Commission Representative, MIE Wing, LGD Representative, Cabinet Division Representative, Upazila Governance and Development Project (UGDP) Representative, LGED Representative, DPHE Representative, NILG/ Deputy Project Director (NILG), UICDP Representative, development partners such as UNDP and JICA
Member Secretary	Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary (Upazila-2), LGD

Note 1. Additional/Joint Secretary (Upazila), LGD may serve as the Chairman instead of Additional Secretary (Administration), LGD.

Note 2. Other members, such as representatives of NGOs and selected Upazila Parishad Chairmen, can be co-opted if needed.

Note 3. Representative(s) of development partners may include representatives from UNDP who supports the EALG project, the World Bank, and other relevant development partners.

(2) Function

The major functions of the Strategy Implementation Committee are presented below.

- Monitor the implementation status of the Strategy, and give guidance on the implementation to ensure better outputs.

- Discuss and examine the key legal and policy documents listed in the Strategy, including the Guidelines for the Integrated Upazila Development Planning and the Mid- and Long-Term Training Plan, and submit them to the LGD for its approval.
- Identify key issues related to the Strategy implementation from Upazila Parishad Chairmen, Vice-Chairs, UNOs and other transferred department officers.
- Review the latest development of the policy environment, and recommend the amendment of the Strategy on a regular basis.
- Monitor the progress of the roadmap for the strategic components, and revise the roadmap if needed.
- Develop the Action Plan for specific years to ensure the implementation of the Strategy.
- Coordinate outputs and activities of relevant projects, including UGDP, EALG, and UICDP.

In addition to the above, the Strategy Implementation Committee can discuss any matters if deemed necessary.

(3) Focal point

In addition to the members of the Strategy Implementation Committee, it is recommended that some key government departments, such as the Local Government Engineering Department (LGED), the Department of Public Health Engineering (DPHE) and the National Institute of Local Government (NILG), whose Upazila-level offices are transferred to the Upazila Parishads appoint a focal point of the Strategy implementation. In addition, key ministries such as the Cabinet Division and Planning Commission are also required to appoint the focal point.

As some strategic actions are closely related to the transferred government departments, collaboration with the key ministries and departments is critical to ensure proper implementation of the Strategy.

The focal points are taking a leading role within their ministries and departments in collaborating with the Strategy Implementation Committee. In particular, the focal points are responsible for planning and implementing the activities in the Action Plan which the Strategy Implementation Committee develops every year.

In this light, LGD shall request the relevant ministries and departments to appoint the focal points. An inter-ministerial committee could facilitate the appointment of the focal points at all relevant ministries and departments.

(4) Strategy Implementation Desk

The Strategy Implementation Desk needs to be established to facilitate the implementation of the Strategy. As the Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary (LGD, Upazila-2) is the member secretary of the Strategy Implementation Committee, the unit will be established within its office.

The Strategy Implementation Desk will provide administrative and logistic support to the Strategy

Implementation Committee. It will assist the Committee in holding its meeting, preparing the minutes of the meeting, keeping the record of the meeting materials and minutes, and performing all other necessary activities.

For the first few years, UICDP, in collaboration with other relevant projects, will support the Strategy Implementation Desk to better perform its functions. The UICDP's support will be gradually reduced year by year, and necessary tasks will be handed over to the office of the Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary (Upazila-2) of LGD so that the office can fully function as the Strategy Implementation Desk in the future.

3.2 Working Group

The working group for the implementation of respective strategic components may be established as necessary. Such a group consisting of members with practical expertise and experiences can ensure intensive discussion to produce fruitful outputs effectively. For instance, the Working Group for the Mid- and Long-Term Training Plan was established to facilitate the process of the formulation of the plan.

The Strategy Implementation Committee, therefore, can form working group for specific issues based on the discussion at the committee meeting.

3.3 Amendment of the Strategy

The Strategy is a living document that needs to be updated and amended continually as per the changing policy environment regarding LGIs. Thus, the Strategy needs to be reviewed and amended on a regular basis. In particular, the amendments at the following timing need to be considered.

1) When major national policies such as Five-Year Plan are amended and/or newly formulated.
2) When the legal framework regarding Upazila Parishads and other LGIs is amended
3) When major projects to support the capacity development and/or governance improvement of Upazila Parishads are started, implemented, and/or ended.

More specifically, the years of 2020, 2025, 2030, 2035 and 2040 would be good-timings as the national Five-Year Plans are expected to be formulated in these years. The Strategy Implementation Committee shall review the contents of the national Five-Year Plans and progress of the Strategy in these years, and revise the Strategy accordingly.

4. Roadmap of Strategic Component

As the Strategy covers 21 years from 2020 to 2041, there should be a roadmap for 2041 indicating milestones of each strategic component. The roadmap will also contribute to proper planning of actions to be undertaken, and proper monitoring on the progress of the Strategy.

The Strategy Implementation Committee needs to monitor the roadmap on a regular basis, and can revise it if deemed necessary.

The roadmap is presented from the next page.

Roadmap of the Strategic Components

Strategic Component	Component	Responsible Entity	Timeframe Short-Term FY 20/21-23/24	 Mid-Term FY 23/24-25/26	 Long-Term FY 25/26-30/31	 Superlong-Term FY 30/31-40/41
Strategic Component 1: Legal Framework						
(1) Clear definition of the roles and responsibilities of Upazila Parishads and other local government institutions	1-1. Define the roles and responsibilities of respective LGIs.	LGD (Admin. Wing) LGD (Upazila Wing) LGD (Union Wing) LGD (Urban Wing)	→	→	→	
	1-2. Establish a coherent and consistent legal framework to bring harmony, discipline, consistency and efficiency.	LGD (Admin. Wing) LGD (Upazila Wing) LGD (Union Wing) LGD (Urban Wing)	→	→	→	→
(2) Concerned laws, rules and other legal instruments governing Upazila Parishads	1-3. Identify the important provisions of Upazila Parishad Act where rules and legal instruments are necessary.	LGD (Upazila Wing)	→			
	1-4. Prepare necessary rules and other legal instruments in order for Upazila Parishads to become fully functional with proper legal framework. • Guidelines for the preparation of an annual financial statement	LGD (Upazila Wing)	→			
(3) Awareness raising for legal requirements of Upazila stakeholders	1-5. Prepare a compendium of all the relevant Acts, rules, and circulars regarding Upazila Parishads.	LGD (Upazila Wing)	→			
	1-6. Update the compendium on a yearly basis, and send it to all Upazila Parishad every year in a soft form. 1-7.	LGD (Upazila Wing)	→			
	1-8. Provide training to Upazila public representatives and transferred departments' officers so that they can acquire knowledge and understanding of the roles and responsibilities of Upazila Parishads.	LGD (Upazila Wing) NILG	→			

Strategic Component	Component	Responsible Entity	Timeframe Short-Term FY 20/21-23/24	 Mid-Term FY 23/24-25/26	 Long-Term FY 25/26-30/31	 Superlong-Term FY 30/31-40/41
	1-9. Provide follow-up trainings on a regular basis to raise their awareness.	LGD (Upazila Wing) NILG		→	→	
Strategic Component 2: Institutional Strengthening						
(1) Activation of Upazila Committee	2-1. Explore practical measures to activate Upazila Committees.	LGD (Upazila Wing)	→			
	2-2. Provide Upazila Parishads with clear and detailed guidance on the Upazila Committees and committee meetings. • Identify key Upazila Committees and hold joint meetings among Upazila Committees • Develop a mechanism to monitor the holding of Upazila Committee meetings on a regular basis.	LGD (Upazila Wing)	→			
	2-3. Review the effectiveness of the current Upazila Committee system in the long run. • whether the frequency of the meeting is sufficient • whether the current structure is appropriate.	LGD (Upazila Wing)	→	→	→	
	2-4. Take a leading role in making the Upazila Committees more functional.	LGD (Upazila Wing)	→	→	→	→
(2) Increased accountability of transferred department officers to Upazila Parishad	2-5. Explore an information sharing mechanism among Upazila Parishad and the transferred department offices to strengthen the accountability of transferred department officers to Upazila Parishad.	LGD (Upazila Wing)	→			
	2-6. Assess the bottlenecks to increase the accountability of transferred department offices.	LGD (Upazila Wing)	→			
	2-7. Prepare clear and detailed rules and/or guidelines to ensure such accountability.	LGD (Upazila Wing)	→			

Strategic Component	Component	Responsible Entity	Timeframe			
			Short-Term FY 20/21-23/24	Mid-Term FY 23/24-25/26	Long-Term FY 25/26-30/31	Superlong-Term FY 30/31-40/41
	2-8. Provide training of Upazila stakeholders on the details of the transferred functions.	LGD (Upazila Wing)	→			
	2-9. Explore a personnel management system of the transferred department officers in the long run.	LGD (Upazila Wing)	→			
(3) Human Resources of Upazila Parishad	2-10. Appoint the Assistant Account Officer to all Upazila Parishads.	LGD (Upazila Wing)	→			
	2-11. Revisit and clarify the roles and responsibilities of the existing key staff members such as a Steno Typist- cum-Computer Operator (or commonly known as Confidential Assistant).	LGD (Upazila Wing)	→			
	2-12. Conduct an objective assessment of the requirements of Upazila Parishads against its assigned responsibilities.	LGD (Upazila Wing)	→			
	2-13. Revise rules or other legal instruments that enable Upazila Parishads to employ necessary staff as necessary.	LGD (Upazila Wing)	→	→		
(4) Awareness raising of Union Parishad Chairman as a member of Upazila Parishad	2-14. Provide training to the Union Parishad Chairmen to enhance the awareness as a member of Upazila Parishad, and raise their knowledge about Upazila's legal framework and its development vision.	LGD (Upazila Wing) NILG	→			

Strategic Component	Component	Responsible Entity	Timeframe			
			Short-Term FY 20/21-23/24	Mid-Term FY 23/24-25/26	Long-Term FY 25/26-30/31	Superlong-Term FY 30/31-40/41
(5) Involvement of Paurashava Mayors in Upazila Parishad meetings	2-15. Explore practical measures to ensure the attendance of Paurashava Mayors to Upazila Parishad meeting. • Attendance of a representative from Paurashava instead of Mayors • Seeking an advice from the Member of the Parliament • Guidance from LGD to Paurashava Mayors and Upazila Parishad Chairmen	LGD (Upazila Wing) LGD (Urban Wing)	→			
Strategic Component 3: Development Planning						
(1) Establishment of development planning cycle at the Upazila level	3-1. Provide clear guidance for development planning which indicate the core concept, procedures, institutional set-up, formats and other key elements, and support Upazila Parishads to establish their development planning cycle.	LGD (Upazila Wing)	→			
	3-2. Prepare the Five-Year Plan (FYP) in accordance with the national development plans.	LGD (Upazila Wing) Pilot Upazila	→		→	
	3-3. Prepare an annual development plan (AP) in consistent with its FYP.	LGD (Upazila Wing) Pilot Upazila	→	→	→	
(2) Updating of the guidelines for development planning	3-4. Update the existing guidelines for the preparation and implementation of development plans for local government institutions (Memo No. 1057 dated 2 November 2014).	LGD (Upazila Wing)	→			

Strategic Component	Component	Responsible Entity	Timeframe			
			Short-Term FY 20/21-23/24	Mid-Term FY 23/24-25/26	Long-Term FY 25/26-30/31	Superlong-Term FY 30/31-40/41
(3) Improvement of the contents of development planning	3-5. Give clear guidance to Upazila Parishads on the key contents of the development plans. 1) statistics and other socio-economic data 2) resource mapping 3) situational analysis 4) vision 5) development goals, objectives and targets with measurable indicators 6) prioritized sectors and/or projects/schemes 7) institutional mechanism for the implementation, M&E and reporting	LGD (Upazila Wing)	→			
(4) Ensuring linkage between AP and FYP of Upazila Parishads	3-6. Provide clear guidance on AP to Upazila Parishads, and support Upazila Parishads to have better understanding about FYP and AP.	LGD (Upazila Wing)	→			
(5) Ensuring consistency between AP and budget	3-7. Provide clear guidance to all Upazila Parishads on the consistency between AP and budget, and encourage all Upazila Parishads to ensure such consistency.	LGD (Upazila Wing)	→			
(6) Enhancement of vertical and horizontal integration in Upazila FYP	3-8. Provide clear guidance to all Upazila Parishads on ensuring both vertical and horizontal coordination in preparing their FYPs.	LGD (Upazila Wing)	→			
(7) Enhancement of the relevant ministries' and departments' understanding	3-9. Enhance the relevant ministries' and departments' understanding about Upazila-level development plans in collaboration with the Cabinet Division and other relevant ministries.	LGD (Upazila Wing)	→			

Strategic Component	Component	Responsible Entity	Timeframe			
			Short-Term FY 20/21-23/24	Mid-Term FY 23/24-25/26	Long-Term FY 25/26-30/31	Superlong-Term FY 30/31-40/41
about vertical and horizontal coordination	3-10. Encourage the relevant ministries and departments to provide their respective field offices with: 1) appropriate guidance as to ensure this horizontal coordination in FYP and AP formulations; and 2) necessary information and data regarding their respective development projects and programs funded by the respective line ministries and departments.	LGD (Upazila Wing)		→		
(8) Ensuring stakeholders' participation in Upazila planning process	3-11. Provide clear guidance to all Upazila Parishads on ensuring stakeholders' participation in Upazila planning process by delineating the consultation procedures.	LGD (Upazila Wing)	→			
Strategic Component 4: Financial Management						
(1) Assessment of Upazila's financial base	4-1. Assess if Upazila Parishads' financial base is sufficient to perform its mandated functions and provide public services.	LGD (Upazila Wing)	→			
(2) Updating procedures and formats regarding budget formulation	4-2. Review the budget formats in the Upazila Parishad Budget (Formulation and Approval) Rules 2010, and amend them to make them more practical for Upazila Parishad if necessary.	LGD (Upazila Wing)	→			
(3) Increased transparency of budget formulation process	4-3. Provide clear guidance to all Upazila Parishads on the organization of a special budget meeting prior to the Upazila Parishad's approval as per Section 38 of Upazila Parishad Act.	LGD (Upazila Wing)	→			
	4-4. Provide clear guidance to all Upazila Parishads on sharing the finally approved budget with all relevant stakeholders, and posting it to Upazila's web portal as well as its notice board.	LGD (Upazila Wing)	→			
	4-5. Provide training opportunities for the relevant stakeholders of Upazila Parishad on the budget management.	LGD (Upazila Wing) NILG	→			

Strategic Component	Component	Responsible Entity	Timeframe			
			Short-Term FY 20/21-23/24	Mid-Term FY 23/24-25/26	Long-Term FY 25/26-30/31	Superlong-Term FY 30/31-40/41
(4) Improved and predictable ADP allocation system	4-6. Inform the indicative amount of the ADP grant allocation of the next financial year to all Upazila Parishads prior to the preparation of the annual budget.	LGD (Upazila Wing)	→			
	4-7. Revisit the criteria of the allocation to see if the current ADP allocation properly reflects Upazila's local needs.	LGD (Upazila Wing)	→			
	4-8. Make a timely disbursements of ADP block grant to help Upazilas effectively implement their development activities.	LGD (Upazila Wing)	→			
	4-9. Review the results of the performance- based allocation system piloted by the Upazila Governance and Development Project (UGDP).	LGD (Upazila Wing)	→	→		
(5) Integration of transferred departments' budget into Upazila budget	4-10. Encourage the sharing of the information on development budget and development projects of the transferred departments with Upazila Parishads.	LGD (Upazila Wing) LGED DPHE	→			
	4-11. Identify the feasible level of the integration as follows. • **Short-term**: Sharing of information on transferred departments' budget with Upazila Parishads. • **Mid-term**: Incorporation of transferred departments expenditures into budget and annual financial statement of Upazila Parishads as reference information. • **Long-term**: Supervision of expenditures of transferred departments by Upazila Parishad.	LGD (Upazila Wing) LGED DPHE	→	→	→	
(6) Enhancement of financial statement and	4-12. Formulate rules, guidelines or other legal instruments for the preparation of annual financial statement of Upazila Parishad.	LGD (Upazila Wing)	→			

Strategic Component	Component	Responsible Entity	Timeframe			
			Short-Term FY 20/21-23/24	Mid-Term FY 23/24-25/26	Long-Term FY 25/26-30/31	Superlong-Term FY 30/31-40/41
audit	4-13. Arrange necessary training for preparing the financial statement to Upazila Chairmen, Vice-Chairs, UNOs and other key officers and staff members of Upazila Parishads.	LGD (Upazila Wing) NILG	→	→		
	4-14. Provide clear guidance to all Upazila Parishads to motivate them to conduct the internal audit for their accounts.	LGD (Upazila Wing)	→	→		
	4-15. Provide training for the internal audit to all Upazila Parishad stakeholders.	LGD (Upazila Wing) NILG		→		
(7) Regular disclosure of finance related information	4-16. Provide clear guidance to all Upazila Parishads on the disclosure of finance-related information to its stakeholders and the public.	LGD (Upazila Wing)	→			
	4-17. Explore an effective mechanism, including an online system, for sharing of Upazila Parishad's financial reports beyond the use of the traditional local noticeboards.	LGD (Upazila Wing)	→	→		
(8) Improvement of asset management system	4-18. Provide clear guidance to all Upazila Parishads on maintaining and updating asset register.	LGD (Upazila Wing)	→			
Strategic Component 5: Monitoring and Evaluation						
(1) Effective monitoring mechanism on Upazila development activities	5-1. Provide a clear guidance to all Upazila Parishads on the Upazila's monitoring mechanism in the updated planning guidelines.	LGD (MIE Wing) LGD (Upazila Wing)	→			
(2) Effective monitoring mechanism by the	5-2. Develop an effective and practical monitoring system on activities of Upazila Parishads by DDLGs and DLGs.	LGD (MIE Wing) LGD (Upazila Wing)	→	→		

Strategic Component	Component	Responsible Entity	Timeframe			
			Short-Term FY 20/21-23/24	Mid-Term FY 23/24-25/26	Long-Term FY 25/26-30/31	Superlong-Term FY 30/31-40/41
government	5-3. Review the current contents/ monitoring indicators of the existing monitoring format, and develop and disseminate practical monitoring formats.	LGD (MIE Wing) LGD (Upazila Wing)	→			
	5-4. Provide training to Upazila Parishad stakeholders to ensure the use of the monitoring formats.	LGD (MIE Wing) LGD (Upazila Wing) NILG	→	→		
	5-5. Explore an electronic reporting and evaluation system in which UNOs will share the reports with DDLGs, DLGs and MIE Wing of LGD in the long run.	LGD (MIE Wing) LGD (Upazila Wing)	→	→	→	
(3) Strengthening capacity of MIE Wing of LGD	5-6. Review the capacity of MIE Wing of LGD, and explore practical and realistic options to establish an effective and practical monitoring mechanisms. In particular, the following issues need to be taken into account. • Manpower of MIE Wing and field monitoring mechanisms • Improved logistic support to the MIE Wing of LGD	LGD (MIE Wing)	→			
	5-7. Review the result of the performance assessment of Upazila governance piloted by UGDP, and explore the feasibility of the institutionalization of the performance assessment system with necessary adjustments.	LGD (Upazila Wing) LGD (MIE Wing)	→	→		
Strategic Component 6: Capacity Development						
(1) Capacity development of Upazila elected representatives and other stakeholders	6-1. Develop a capacity development framework for Upazila Parishad, and widely disseminate it to all the relevant training institutions.	NILG LGD (Upazila Wing)	→			
	6-2. Provide basic training to all Upazila elected representatives and other stakeholders, and refresher training at the District levels.	NILG LGD (Upazila Wing)	→	→	→	

Strategic Component	Component	Responsible Entity	Timeframe			
			Short-Term FY 20/21-23/24	Mid-Term FY 23/24-25/26	Long-Term FY 25/26-30/31	Superlong-Term FY 30/31-40/41
(2) Capacity development of NILG and other training institutions	6-3. Strengthen the capacity of NILG as the key training institutions responsible for training to LGIs. • Institutional strengthening of NILG • Training program improvement • Arrangement to provide necessary training as many Upazila Parishads as possible • Facility improvement	NILG LGD (Upazila Wing)	→	→	→	
	6-4. Formulate the Mid- and Long-Term Training Plan.	NILG LGD (Upazila Wing)	→			
(3) Exploring feasible options for increasing the coverage of training	6-5. Explore practical ways to increase the training coverage of Upazila Parishad elected representatives and other key stakeholders. • Certification system in which trainers of training institutions and NGOs are trained and certified to provide training to Upazila stakeholders • District Resource Teams (DRTs) who will provide training to Upazila stakeholders • A short training as an overall orientation to all Upazila elected representatives • Introduction of e-learning system utilizing ICT for LGIs' stakeholders to acquire basic knowledge and information	NILG LGD (Upazila Wing)	→	→		

別　冊　資　料　2
Separate Volume 2

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

Upazila Integrated Capacity Development Project

Japan International Cooperation Agency (JICA)

২০২১

সূচিপত্র

সূচিপত্র .... ক

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ .... গ

ভূমিকা .... ঙ

অধ্যায় এক: উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র, ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং PDCA চক্রের ধারণাসমূহ ১

১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ১

১.১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা ১

১.১.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার তাৎপর্য ১

১.১.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ১

১.১.৪ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠান/সংগঠন ১

১.১.৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র ১

১.২ ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) এবং PDCA চক্র (PDCA Cycle) ২

অধ্যায় দুই: বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি কাঠামো এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৩

২.১ বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ ৩

২.২ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ ৪

২.৩ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি কাঠামো ৪

২.৪ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পরিকল্পনা এবং নির্দেশনাসমূহ ৬

২.৫ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৬

অধ্যায় তিন: উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ৯

৩.১ পটভূমি ৯

৩.২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উপাদানসমূহ ৯

৩.২.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation Analysis) ৯

৩.২.২ রূপকল্প (Vision) ১০

৩.২.৩ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ১০

৩.২.৪ পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল ১০

৩.২.৫ উন্নয়ন কৌশল এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ ১১

৩.২.৬ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E) পরিকল্পনা ১১

৩.৩ উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের মূল ধাপসমূহ ১১

৩.৩.১ অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP) কর্তৃক একটি বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ১২

৩.৩.২ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বিস্তারিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং অনুমোদন ১৩

৩.৩.৩ হস্তান্তরিত বিভাগ কর্তৃক অংশীজনদের সাথে পরামর্শকরণ ১৪

৩.৩.৪ উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সম্পদের চিত্রায়ন ১৪

৩.৩.৫ বাজেট প্রাক্কলন এবং অগ্রাধিকার নির্ণয় ১৪

৩.৩.৬ রূপকল্প নির্ধারণ ১৫

৩.৩.৭ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ফলাফল নির্ধারণ এবং খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ১৫

৩.৩.৮ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে খসড়া পরিকল্পনা শেয়ার করা ১৬

৩.৩.৯ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন ১৬

৩.৩.১০ অনুমোদিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশ ও প্রচার ১৭

৩.৩.১১ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ১৭

৩.৩.১২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১৭

অধ্যায় চার: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ১৯

৪.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু ১৯

৪.২ উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (AP cycle) মূল ধাপসমূহ ১৯

৪.২.১ উপজেলা কমিটি এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের অংশীজনদের পরামর্শ গ্রহণ (এপ্রিল) ২০

৪.২.২ উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন (এপ্রিল) ২০

৪.২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাজেট প্রাক্কলন ২০

৪.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট নির্ধারণ এবং প্রকল্প নির্বাচন ২১

৪.২.৫ উপজেলার খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন ২২

৪.২.৬ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ২৩

৪.২.৭ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা ২৩

পরিশিষ্ট ২৫

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ

সংক্ষিপ্ত রূপ	ইংরেজি পূর্ণরূপ	বাংলা পূর্ণরূপ
ADP	Annual Development Program	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী
AP	Annual plan	বার্ষিক (উন্নয়ন) পরিকল্পনা
CBO	Community Based Organization	কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন
CSO	Civil Society Organization	সুশীল সমাজ সংগঠন
DC	Deputy Commissioner	জেলা প্রশাসক
DDLG	Deputy Director, Local Government	উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার
DLG	Director, Local Government	পরিচালক, স্থানীয় সরকার
FY	Fiscal Year	অর্থবছর
FYP	Five-year Plan	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
GOB	Government of Bangladesh	বাংলাদেশ সরকার
LGI	Local Government Institutions	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
LGD	Local Government Division	স্থানীয় সরকার বিভাগ
MDG	Millennium Development Goals	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
M&E	Monitoring and Evaluation	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
MoLGRD&C	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
MP	Member of Parliament	জাতীয় সংসদ সদস্য
NGO	Non-governmental Organization	বেসরকারি সংস্থা
NILG	National Institute of Local Government	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
PSC	Project Selection Committee	প্রকল্প বাছাই কমিটি
PDCA	Plan-Do-Check-Act	পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ-পদক্ষেপ
SDG	Sustainable Development Goals	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
TGP	Technical Group for Planning	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল
TLD	Transfer Line Department	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ
TLCC	Town Level Co-ordination Committee	টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি
UDCC	Union Development Co-ordination Committee	ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি
UCFBPLRM	Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি
UNO	Upazila Nibrahi Officer	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
UP	Union Parishad	ইউনিয়ন পরিষদ
UZP	Upazila Parishad	উপজেলা পরিষদ

ভূমিকা

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণাটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক। বাংলাদেশের সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ৫৯) স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের নির্দেশনার আলোকে পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে এই সংক্রান্ত আইন জারির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। এতদসত্ত্বেও স্থানীয় সরকার এর কোনো স্তরেই উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি বাধ্যবাধকতার বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, উপজেলাসহ স্থানীয় যে কোনো পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে কার্যকর ও বেগবান করার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০১৪ সালে বাংলাদেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি সার্বজনীন (Generic) নির্দেশিকা জারি করে। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এই কথা অনস্বীকার্য যে, বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন চাহিদার মধ্যে সাধারণত ব্যাপক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এই বিবেচনায়, স্তরভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণাটি যে আদর্শ এবং যৌক্তিক, তা নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ের অংশীজনদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের বিস্তারিত পদ্ধতি ও ধাপ সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মত বিশদ কোনো নির্দেশিকা নেই। তৎপরিপ্রেক্ষিতে উপজেলার জন্য সদ্য প্রণীত এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকা বর্ণিত শূন্যতা পূরণে সমর্থ হবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

তাছাড়া সকল উন্নয়ন অংশীজনকে (NGO, CSO, CBO) অধিকতর উন্নত ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদানও এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকার উদ্দেশ্য যাতে তারা তাদের 'সাধারণ কৌশলগত স্থানীয় উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ' (Common Strategic Local Development Goals) অর্জনে অংশগ্রহণ করতে ও অবদান রাখতে পারে।

"উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা"-র প্রয়োজনীয়তা

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা পরিষদের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি নির্দেশিকা জারি করে (স্মারক নং ৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০১.২০১২-১০৫৭, তারিখ ২ নভেম্বর ২০১৪)। নির্দেশিকাটিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্বিক কাঠামো এবং সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পালনীয় সাধারণ নীতিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে, উপজেলার উন্নয়ন চাহিদা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

এই উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি ২০১৪ সালের নির্দেশিকার ধারাবাহিকতায় এর মূল বিষয়বস্তুসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি সুনির্দিষ্টভাবে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপক ও সমন্বিত কাঠামোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি উপজেলা পরিষদকে কিছু বিষয়ে অধিকতর স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করবে। যেমন- ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র কি, খ) উপজেলা পর্যায়ে এটি কীভাবে প্রণয়ন ও পরিচালনা করা যায়, এবং গ) টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে পরিকল্পনা চক্রের সাথে কীভাবে ফলাফল-ভিত্তিক (Result-Based) ব্যবস্থাপনা এবং PDCA[১] এর কার্যকর সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। একই সাথে, উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি যতটা সম্ভব ব্যবহারকারী-বান্ধব করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে:

ক) উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক বিষয়সমূহ এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (উদাঃ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) এবং রিপোর্টিং) সহজ, সামগ্রিক ও সমন্বিত কাঠামোর বিষয়ে ব্যবহারকারীদেরকে উন্নততর ধারণা প্রদান;

[১] Plan-Do-Check-Act (অনুচ্ছেদ ১.২ দ্রষ্টব্য)

খ) ব্যবহারকারীদেরকে ফলাফল-ভিত্তিক (Result-Based) ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ কীভাবে অধিকতর ফলাফলভিত্তিক ও পরিমাপযোগ্য করে তোলা যায়, সেই বিষয়ে ধারণা প্রদান। এই পরিকল্পনা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, যেমন- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, অনুরূপভাবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এর লক্ষ্যের সাথে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে এই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা;

গ) উপজেলা পর্যায়ের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সামগ্রিক ধারণা ও নীতিসমূহ এবং সেই সাথে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কাজে ব্যবহারযোগ্য সকল সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল বিষয়বস্তুসমূহ, ধাপসমূহ এবং প্রক্রিয়াসমূহের সাথে ব্যবহারকারীদের পরিচয় করানো; এবং

ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কীভাবে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা আরও কার্যকর ও টেকসই করা যায় ব্যবহারকারীদেরকে সে সংক্রান্তে সম্যক ধারণা প্রদান।

উপজেলা পরিষদ মধ্য স্তরের একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিধায় এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি উলম্ব (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal) সংযোগ এবং সহযোগিতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। উলম্ব সংযোগ (Vertical Linkage) বলতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে শুধুমাত্র জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় উন্নয়নের সার্বিক কৌশলগত দিকনির্দেশনা, খাতভিত্তিক উন্নয়ন লক্ষ্য এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাথে সংযোগকেই বুঝায় না, পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার উন্নয়ন পদক্ষেপসমূহের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াকে বুঝায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে এই পারস্পরিক সংযোগ উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামঞ্জস্যতা ও সংগতি নিশ্চিত করবে। অনুভূমিক সংযোগ বলতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে অন্যান্য উন্নয়ন তহবিল দ্বারা বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সংযোগকে বুঝায় (যেমনঃ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, পৌরসভা, সংসদ সদস্য, ইউনিয়ন, NGO, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য দাতা সংস্থা)। এখানে বিস্তারিত একটি সম্পদের চিত্রায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার অর্থের মাধ্যমে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকেও বিবেচনা করা উচিত। সাধারণত দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট একটি বছরে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যয়িত উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমুদয় অর্থের মাত্র ৫-৭%। উপজেলা এলাকার সমুদয় উন্নয়ন তহবিলের প্রায় ৮০-৯০ ভাগ অর্থ আসে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে। তাই, উপজেলা পরিষদ ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় অর্থায়নকৃত উদ্যোগসমূহের দ্বৈততা (Duplication) এড়াতে এবং সর্বাধিক সাযুজ্য (Synergy) সৃষ্টি করতে এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলা পরিষদের মধ্যে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। বেসরকারি সংস্থা (NGO), সুশীল সমাজ সংগঠন (CSO), বেসরকারি খাত এবং সাধারণ নাগরিকসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথেও অনুভূমিক সংযোগ প্রসারিত করা প্রয়োজন।

এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটিতে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাতে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রত্যাশিত অভীষ্ট (Targets) ও ফলাফল (Outcomes) অর্জন করার মাধ্যমে মূল লক্ষ্য (Goal) এবং উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives) অর্জন করা যায় এবং যা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে নির্ধারিত পরিমাপযোগ্য সূচকসমূহের বিপরীতে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে, এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাতে উপজেলা পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম নিশ্চিতকল্পে PDCA চক্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অধ্যায় এক: উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র, ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং PDCA চক্রের ধারণাসমূহ

১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

যেহেতু সংবিধান ও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ অনুসারে উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাই উপজেলা পরিষদকে তার নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য, উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক।

জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো। এ বিষয়গুলো উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১.১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রচলিত অর্থে উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যৌক্তিক এক প্রক্রিয়া, যা একটি দেশের ভবিষ্যৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়সমূহ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।

১.১.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার তাৎপর্য

উন্নয়ন পরিকল্পনা এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি জাতিকে একটি রূপকল্প প্রদান করে এবং দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থে তা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার সম্মিলিতভাবে কাজ করে থাকে।

১.১.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্পের উপর ভিত্তি করে একটি দেশের সুস্পষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এর মাধ্যমে সরকার তার উন্নয়ন কৌশল স্থির করতে পারে এবং মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থসম্পদ ও মানব সম্পদ সর্বাধিক কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে বণ্টন এবং এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য প্রতি অর্থবছরের জন্য একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

১.১.৪ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠান/সংগঠন

উন্নয়ন পরিকল্পনা জনকেন্দ্রিক হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতের পূর্বে এবং প্রস্তুতকালে অবশ্যই নাগরিকদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। এরূপ পরামর্শ উক্ত পরিকল্পনায় নাগরিকদের সমর্থন পেতে সাহায্য করবে। এটি অনস্বীকার্য যে, জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা গেলে জনগণ পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশাজীবী, শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের মতামত সংগ্রহ করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার কাজটি কার্যকরভাবে করতে পারলে জনগণ পরিকল্পনার ফলাফল (Outcome) পরিবীক্ষণ, ফলাফল (Result) মূল্যায়ন এবং পরিশেষে প্রভাব মূল্যায়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হবে।

১.১.৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলের একটি সাধারণ লক্ষ্য হলো জনজীবনের উন্নয়ন সাধন। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার পর তা বাস্তবায়ন করতে হয়; অতঃপর নির্ধারিত লক্ষ্য ও সূচকের বিপরীতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। এ থেকে অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে হবে। তাই, আদর্শ উন্নয়ন পরিকল্পনা একবার অনুশীলনের বিষয় নয়; বরং এতে রয়েছে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং অর্জিত শিখন (যা পরবর্তী পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যাবে) সম্বলিত একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া। উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও মানবসম্পদসহ একটি ভালো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) এবং PDCA চক্র (PDCA Cycle)

ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে "উন্নতমানের কর্মদক্ষতা ও প্রদর্শনযোগ্য ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত ব্যবস্থাপনা কৌশল" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা হিসাবে পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন একসাথে হয়ে থাকে। ভালো উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলাফল হচ্ছে প্রত্যাশিত উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা। "ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার" মৌলিক ধারণাসমূহ "উন্নয়ন ফলাফলের জন্য ব্যবস্থাপনায়" প্রয়োগ করা হয়। ভালো ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এতে রয়েছে ক্রমাগত ফিডব্যাক, শিখন (Learning) এবং উন্নয়নের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ। পরিবীক্ষণ এবং এই ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিখনের উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান পরিকল্পনা নিয়মিত সংশোধন করা হয়, এবং এই প্রাপ্ত শিখনসমূহের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

পরিবীক্ষণও (Monitoring) একটি চলমান প্রক্রিয়া। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিখন সময় সময় আলোচনা করা হয় এবং কর্মকাণ্ডে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা হয়। পরিকল্পনা চলমান থাকা কালে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচির অগ্রগতি মূল্যায়ন হওয়া উচিত এবং নতুন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে সংশ্লিষ্টদেরকে তা অবহিত করা উচিত। PDCA (পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ-পদক্ষেপ) চক্রের এই প্রক্রিয়াকে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার (RBM) জীবন চক্র বলা হয়ে থাকে।

একটি পদ্ধতি হিসেবে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং তার ব্যবহার তখনি অধিকতর কার্যকর হয়ে উঠে যখন এর সাথে যথাযথ জবাবদিহিতা আর প্রণোদনার ব্যবস্থা যুক্ত হয়- যা প্রকারান্তরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাঙ্খিত আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্যদিকে, RBM-কে শুধুমাত্র পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ এবং ফলাফল মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি বা টুল হিসেবে দেখা উচিত নয়। এটিকে ফলাফল কেন্দ্রিক একটি সংস্কৃতি বিকাশের উপায় হিসেবেও দেখা উচিত যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সবাই অর্জিত ফলাফল, তাদের কর্মকান্ড ও আচার আচরণ এর জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

একইভাবে, PDCA চক্র অনুসারে, এই উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজন হলে সংশোধন/ হালনাগাদের সুপারিশ করা হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকা তদনুযায়ী সংশোধন করবে বা প্রয়োজনে সংশোধনী যুক্ত করবে।

অধ্যায় দুই: বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি কাঠামো এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.১ বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়নের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের উপর ন্যস্ত। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়।

(১) জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছে, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১; অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫; ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি[২]। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হল সরকারের চিন্তাধারা, আকাঙ্খা এবং রাজনৈতিক এজেন্ডাসমূহকে ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিতে রূপান্তর করা এবং সেগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তুসমূহ হচ্ছে ক) সুশাসন, খ) গণতন্ত্র, গ) বিকেন্দ্রীকরণ এবং ঘ) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া।

এছাড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

(২) খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন খাতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা; উদাহরণস্বরূপ - কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ ইত্যাদি। একটি সুনির্দিষ্ট খাতের পদ্ধতিগত ও টেকসই বিকাশের সুস্পষ্ট লক্ষ্যে এধরনের খাতভিত্তিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় উপরে বর্ণিত জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

উদাহরণস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দুটো খাতের কৌশলপত্র (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাত এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত) প্রস্তুত করা হয়েছিলো যা ২০১৮ সালে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অবকাঠামো ও যোগাযোগ খাতের জন্য **২০০৭ সালের বাংলাদেশ রোড মাস্টার প্লান** এবং স্বাস্থ্য খাতের জন্য **২০১০ সালের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনাও** খাতভিত্তিক পরিকল্পনার উদাহরণ। **২০১৩ সালের জাতীয় পশুপালন সম্প্রসারণ নীতিও** পশুপালন খাতের জন্য অনুরূপ একটি পরিকল্পনা কাঠামো প্রদান করে। এছাড়াও, খাত উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে **জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮** এবং **জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০৪**। এসব খাতভিত্তিক পরিকল্পনা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণয়ন করা হয়। খাতভিত্তিক পরিকল্পনার জন্য সরকার কর্তৃক জারিকৃত কোন একক বিধিমালা বা নির্দেশিকা নেই। এ ধরনের খাতভিত্তিক পরিকল্পনাসমূহ জাতীয় পরিকল্পনার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তাই, উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনাগুলোও খাতভিত্তিক পরিকল্পনাগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

---

[২] প্ল্যানিং কমিশন ওয়েবসাইট http://www.plancomm.gov.bd/functions/

২.২ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ

(৩) উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা পর্যায়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদের প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের (অনুভূমিক সমন্বয়) চাহিদা ও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনার সমষ্টিই হওয়া উচিত উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়বস্তুর অংশ। একই সাথে বলা যায় যে , উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে (উলম্ব সমন্বয়), এটাই প্রত্যাশিত।

- **উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা**

উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা। এটি সচরাচর উপজেলা পরিষদের নির্বাচনী সময়ের সাথে সম্পর্কিত। এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি ব্যাপক প্রকৃতির হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এতে সকল অংশীজনের যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, NGO, বেসরকারি খাত এবং উপজেলার নাগরিকদের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ প্রতিফলিত হবে এবং এটি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। এতে রূপকল্প (Vision), লক্ষ্য (Goal), অভীষ্ট (Target), উন্নয়ন ফলাফল (Development Outcome) তথা পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত পরিবর্তন, এবং বাস্তবায়নের একটি সময়সূচি থাকবে। এতে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E) প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তা জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সেগুলোতে অবদান রাখতে পারে।

- **উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা**

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা মূলত উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বছরভিত্তিক বিন্যাস। এতে বিস্তারিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট (Target) এবং প্রকল্প ব্যয়, অর্থের উৎস, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসহ প্রকল্পের তালিকা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তাছাড়া পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্যও এতে উল্লেখ থাকবে।

২.৩ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি কাঠামো

সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (LGIs) জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন একটি আইনি বাধ্যবাধকতা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের **সংবিধানের** ৫৯ নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনসেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও, **উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮** এর ধারা ২৩ (দ্রষ্টব্যঃ ২য় তফসিল এর- ১ নং ক্রমিক) অনুসারে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উপজেলা পরিষদের জন্য বাধ্যতামূলক কাজ। একইভাবে উক্ত আইনের ৪২ নং ধারায় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

“৫৯। স্থানীয় শাসন

(১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:

(ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য;
(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;
(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।”

“৬০। স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সংক্রান্ত

এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।”

খ. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮

ধারা ২৩: পরিষদের কার্যাবলী

১) দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলী হবে এবং পরিষদ তার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

দ্বিতীয় তফসিল (উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী)-এর ১ নং ক্রমিক নিম্নরূপঃ
(১) উপজেলা পরিষদ পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

ধারা ৪২: উন্নয়ন পরিকল্পনা

১) পরিষদ তার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে তার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং এইরূপ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিষদের এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ বা উক্ত এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের পরামর্শ বিবেচনা করতে পারবে।

২) উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকবে, যথা:-

ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অর্থ যোগান হবে এবং তার তদারক ও বাস্তবায়ন হবে;
খ) কার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে;
গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী।

৩) পরিষদ তার প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক তার একটি অনুলিপি বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করবে এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য পরিষদের বিবেচনায় যথাযথ পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বা ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের মতামত বা পরামর্শ বিবেচনাক্রমে উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

গ. উপজেলা পরিষদ (কর্মসূচি বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০

বিধি ৫: আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য, আইনের বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ন না করে, নিম্নবর্ণিত আর্থিক, উন্নয়নমূলক, অপারেশনাল, সমন্বয় ও বিবিধ বিষয়সমূহ উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে। যথা:-

উন্নয়নমূলক:
৫(২) উপজেলা পরিষদের-পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতকৃত ও হালনাগাদকৃত পরিকল্পনা বই।

ঘ. উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০

বিধি ১৩: বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমূহ পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না।

২.৪ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পরিকল্পনা এবং নির্দেশনাসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০) উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত কার্যাবলী **(অনুচ্ছেদ ৭.২.৬)** উল্লেখ রয়েছে। এ সকল কার্যাবলীর মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের ২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের ৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০১.২০১২-১০৫৭ নং স্মারকে জারিকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকায় উপজেলা পর্যায়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সার্বিক কাঠামো প্রদান করা হয়েছে। সকল স্থানীয় সরকারের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হলেও এতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় রয়েছে। যেমন- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে (বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) সংযোগ, জেন্ডার মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি (Gender Mainstreaming), জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ এবং উপজেলা পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

২.৫ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

প্রথম অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী একটি আদর্শ উন্নয়ন পরিকল্পনা একবার অনুশীলনের বিষয় নয় বরং এটি উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। তাই, এর জন্য শক্তিশালী একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) উপজেলা পরিষদ

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পূর্ণ দায়িত্ব উপজেলা পরিষদকে অর্পণ করা হয়েছে। সেই সাথে পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বৃহত্তর অংশীজনদের ও উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে পরিকল্পনাসমূহ অধিকতর অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়[৩]। উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রটিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ অংশীজন সভা আয়োজনের জন্য রাজস্ব বাজেট থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ নির্দিষ্ট করে রাখতে পারে। যেহেতু উপজেলা পরিষদ তার উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, সেহেতু পরিষদ যথাসময়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ সভা আয়োজন করবে। উপজেলা পরিষদের নির্বাচন সাধারণভাবে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর মার্চ থেকে জুন মাসের দিকে কয়েক ধাপে অনুষ্ঠিত হয় বিধায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-পরিকল্পনার সময়সূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথাযথ বিবেচনা প্রয়োগ করতে হবে।

(২) উপজেলা কমিটি

কার্যকরভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র পরিচালনা করার জন্য উপজেলা কমিটিসমূহকে সক্রিয় করা গুরুত্বপূর্ণ। এ কমিটিগুলো উপজেলা পরিষদের অত্যাবশ্যকীয় কমিটি এবং এগুলো পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময় সংশ্লিষ্ট খাতের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও প্রকল্পসমূহের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এবং নিজেদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান প্রদানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষত অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির[৪] অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলা পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের নিবিড় সহযোগিতায় এই উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (যথাঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, রিপোর্টিং) ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দেয়া।

[৩] উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ৪২(১)

[৪] অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সদস্যদের তালিকা ও কার্যবিবরণী পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া হলো

(৩) পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (Technical Group for Planning)

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা উপজেলা কমিটির পাশাপাশি উপজেলা পরিষদের সদস্য ও সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের[৫] সমন্বয়ে প্রকল্প প্রস্তাবনার অনুমোদন পূর্ববর্তী মূল্যায়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সুযোগ রেখেছে। একইভাবে, এ উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাও একটি পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP) গঠনের সুপারিশ করেছে, যা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও উপজেলা পরিষদকে নিয়মিতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে এই কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৫-৮ জন। এরমধ্যে ৩ থেকে ৬ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ থেকে এবং ১ থেকে ২ জন সদস্য NGO বা বেসরকারি খাত থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে। TGP এর প্রধান কাজগুলো হলোঃ

- উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ফরম্যাট ও সারণিসমূহ প্রস্তুতকরণ;
- উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহার্থে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, উপজেলা কমিটি ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা;
- অন্যান্য উৎস থেকে উপজেলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগকৃত সম্পদের চিত্রায়ন ও প্রকল্প বিবরণী সংগ্রহ করা;
- হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রণীত 'পরিস্থিতি বিশ্লেষণ' পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা এবং উপজেলা কমিটিসমূহ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা;
- অন্যান্য অংশীজন যেমন NGO, CSO এবং বেসরকারি খাতের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা;
- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারসমূহের ভিত্তিতে সকল প্রকল্প প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই এর প্রাথমিক কাজটি করা;
- একটি সমন্বিত উপজেলা পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা;
- খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর উপজেলা পরিষদ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও TLDসহ সংশ্লিষ্ট মহলের মতামত একত্রীকরণ এবং এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নে সহায়তা করা এবং চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদে পেশ করা;
- প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি ও কর্ম-সম্পাদন প্রতিবেদন তৈরি করে পরামর্শ ও সুপারিশের জন্য অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটির মধ্যমে উপজেলা পরিষদের নিকট পেশ করা।

(৪) প্রকল্প বাছাই কমিটি

হস্তান্তরিত বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক দাখিলকৃত দীর্ঘ প্রকল্প প্রস্তাব থেকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্প/স্কিমে অর্থায়ন করা যাবে তা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় নির্ধারিত অগ্রাধিকার খাত, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প বাছাই কমিটি যাচাই বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত করে উপজেলা পরিষদের অনুমোদনের জন্য তালিকাভুক্ত করে পেশ করবে।

(৫) হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ (TLDs)

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ অনুসারে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ উপজেলার নাগরিকদের তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় সেবা প্রদানের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের অংশ হিসেবে কাজ করে থাকেন। আঞ্চলিক ও মাঠ

[৫] ১০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ইস্যুকৃত উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা

পর্যায়ে অবস্থান করায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব বিভাগ সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য ও উপাত্ত, উন্নয়ন চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ সংগ্রহ এবং অন্যান্য উৎসের (যেমনঃ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, সংসদ সদস্য, NGO, বেসরকারি ক্ষেত্র, ইউনিয়নগুলোর ADP, ইত্যাদি) মাধ্যমে চলমান ও পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক উদ্যোগ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন। অতএব একথা বলা যায় যে, তারা স্ব-স্ব খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার জন্য সর্বোত্তম অবস্থানে রয়েছেন।

অধ্যায় তিন: উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

৩.১ পটভূমি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এমন একটি সামগ্রিক ডকুমেন্ট (Comprehensive Document), যার মাধ্যমে উপজেলার মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন নীতি ও কৌশল প্রকাশ পায়। এতে উপজেলার রূপকল্প (Vision), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করা হয় এবং একইসাথে উপজেলার উন্নয়ন অগ্রাধিকার খাতসমূহ চিহ্নিত করা হয়। এই অগ্রাধিকার খাতসমূহ উপজেলার জনগণের মতামত এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নিশ্চিত করার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু জনগণকে অবহিত করা এবং সময়ে সময়ে এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে তাদেরকে অবগত রাখার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের দায়বদ্ধতা ও কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া জরুরি[৬]। কারণ, উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য পরিষদে তাঁদের মেয়াদকালে তাঁদের নির্বাচনী এলাকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি মৌলিক দলিল বিধায় এটি একাধারে সামগ্রিক, সমন্বিত ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সহজবোধ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর নির্ধারিত মেয়াদকালে প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে এটি উদ্ধৃতিযোগ্য একটি ডকুমেন্ট হতে হবে। তাছাড়া, প্রতিবছর প্রণীতব্য উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাজ করবে।

৩.২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উপাদানসমূহ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উপাদানসমূহ নিম্নরূপ:

৩.২.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation Analysis)

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বলতে উপজেলায় বসবাসরত জনগণের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়গুলোর বিশ্লেষণকে বুঝায়। এটা উপজেলার উন্নয়ন চাহিদা, চ্যালেঞ্জ, সম্ভাব্য উন্নয়ন কার্যক্রম (Development Interventions) এবং এর প্রভাব চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার (যেমনঃ জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন) মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির এবং অধিক সংখ্যক অংশীজনদের কাছ থেকে আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে একটি আদর্শ এবং বস্তুনিষ্ঠ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময় উপজেলায় কী কী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বর্তমানে চলমান এবং/অথবা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সেগুলোর তহবিলের উৎস কী- সে সকল তথ্য সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত, উপজেলা পর্যায়ে মোট ব্যয়িত উন্নয়ন সম্পদের মাত্র ৫-৭% উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উন্নয়নের বৃহৎ অংশের ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে অন্যান্য উৎস থেকে; যেমন- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, পৌরসভা, ইউনিয়ন, NGO/CSO এবং বেসরকারি খাত। তাই, এই সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সঠিক চিত্রায়নের (Mapping) মাধ্যমে দ্বৈততা (Duplication) পরিহার এবং সমন্বয় সাধন ও সাযুজ্য বিধান (Creating Synergy) ছাড়াও উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব সম্পদ অধিকতর দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

---

[৬] উপজেলা নির্বাচন সাধারণত প্রতি পাঁচ বছরে একবার কয়েকটি ভাগে মার্চ থেকে জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তাই, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিশেষ করে উপজেলা চেয়ারম্যান এর শপথ নেয়ার আগে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন শুরু করা যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং নির্বাচনের বছরের জুন-জুলাই মাসে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন শুরু হবে।

সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ব্যাপক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সম্ভাবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা এবং চ্যালেঞ্জসমূহের একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র প্রদান করবে। এটি স্থানীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার নির্ধারণেও সাহায্য করবে। সঠিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপজেলা তার রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল (Outcome) নির্ধারণের কাজটি সহজে ও সঠিকভাবে করতে সক্ষম হবে।

যেহেতু সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা[৭] এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে সেহেতু পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এসকল ডকুমেন্ট-এ বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত সূচকসমূহ বিবেচনায় নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, সরকার ২০১৮ সালে এসডিজি'র পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন কাঠামো প্রস্তুত করেছে[৮]।

সেই সাথে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে (পূর্বেকার বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে) শিক্ষা নেয়াটাও উপজেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষণের এ পর্যায়ে যা দেখা দরকার তা হলো- কি অর্জিত হয়েছে আর কি অর্জিত হয়নি এবং কেন? কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কার্যকর হয়েছে এবং কোনটি হয়নি? কোন্ কোন্ কৌশল আরো শক্তিশালী করা দরকার বা কোনগুলো স্থগিত করা প্রয়োজন? উপজেলা অতীতের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে লব্ধ শিখন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ব্যবহার করবে। এই বিষয়টি উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকার প্রথম অধ্যায়ের ১.২ অনুচ্ছেদে বর্নিত PDCA চক্রেও জোর দেওয়া হয়েছে।

৩.২.২ রূপকল্প (Vision)

প্রতিটি উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি রূপকল্প থাকা বাঞ্ছনীয়। রূপকল্প হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের একটি চিত্র যা উপজেলা পরিষদ দীর্ঘমেয়াদে অর্জন করতে চায়। উপজেলার রূপকল্প জাতীয় পরিকল্পনা এবং নীতির উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা আবশ্যক কারণ উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে। রূপকল্প উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

৩.২.৩ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

নির্ধারিত রূপকল্পের আলোকে এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ পরবর্তী পাঁচ বছরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যা অর্জন করতে চায় তাই হবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের উচিত এমন সব গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ চিহ্নিত করা, যা রূপকল্পের আওতায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নে অবদান রাখবে। উপজেলার অংশীজনদের মালিকানাবোধ (Ownership) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি যতদূর সম্ভব অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক হওয়া আবশ্যক।

৩.২.৪ পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল

পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে সকল উন্নয়ন সাধিত হবে সেগুলোই হবে প্রত্যাশিত ফলাফল (Outcomes)। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা অবশ্যই ফলাফল-ভিত্তিক (Result-Based) হবে। আর এই প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ (Outcomes) অবশ্যই নির্ধারিত সূচকের বিপরীতে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। বাংলাদেশ সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় জাতীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্য স্থির করেছে। উপজেলাসমূহকে তাদের স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের নিরিখে জাতীয় পর্যায়ে স্থিরকৃত লক্ষ্য এবং অভীষ্ট অর্জনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-এর শেষ ভাগে এবং ২০২০ সালের প্রথম ভাগে প্রণীত হতে যাচ্ছে। সে কারণে উপজেলার ২০১৯-২০২৪ অর্থবছরের জন্য প্রণীতব্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্টসমূহ জাতীয় অভীষ্টের আলোকে পরিমার্জন/ সংশোধন করে নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

---

[৭] টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হল আন্তঃসরকারি সংস্থাগুলোর সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তে জাতিসংঘে গৃহীত উচ্চাভিলাষী কিছু অভীষ্ট। ২০৩০ সালের মধ্যে ১৬৯ টি লক্ষ্য নিয়ে ১৭ টি অভীষ্ট অর্জন করতে হবে।

[৮] মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক অফ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজিস)- প্রেক্ষিত বাংলাদেশ; জেনারেল ইকোনোমিক ডিভিশন, প্লানিং কমিশন, মিনিস্ট্রি অব প্লানিং, মার্চ ২০১৮।

৩.২.৫ উন্নয়ন কৌশল এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ

উন্নয়ন কৌশল হলো একটি মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশিকা যা কোন্ কোন্ উন্নয়ন পন্থা (Development Approaches) সবচেয়ে কার্যকর এবং দক্ষভাবে উপজেলার রূপকল্প (Vision), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য (FYP Goals), এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফলসমূহ (Desirable Outcomes) অর্জনে সহায়ক হবে তা তুলে ধরে। এটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নের আওতায় কোন্ কোন্ প্রকল্প/স্কিম/উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সে বিষয়ে দিকনির্দেশ করে। উপজেলা পরিষদ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলের সাথে জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, পৌরসভা, ইউনিয়নের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর কার্যকর সংযোগ স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করবে। এক্ষেত্রে জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় উপজেলার উন্নয়নে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা বিবেচনায় নিতে হবে।

৩.২.৬ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E) পরিকল্পনা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ বার্ষিক ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP) -এর সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন একীভূতকরণের মাধ্যমে একটি বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করবে। এ বিষয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকার পরিশিষ্টে প্রদত্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংক্রান্ত **ফরম্যাট ৭** দ্রষ্টব্য। কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন একটি ফলাফল-ভিত্তিক (Result-Based) প্রক্রিয়া। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে পরিকল্পনার শুরুতে স্থিরকৃত প্রত্যাশিত ফলাফল (Output) এবং সূচকসমূহ চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে উক্ত ফলাফল ও সূচক কতটা অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপ করতে হবে। উপজেলা কর্তৃক অনুমোদিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি অনুমোদনের পর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জেলা পর্যায়ের পাশাপাশি ইউনিয়ন ও পৌরসভায়ও পাঠাতে হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর) একটি মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন পরিচালনা করতে হবে। প্রয়োজনে মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করতে হবে। উক্ত সময়কালের মধ্যে উপজেলার জনগণের জীবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা মহামারীর মত আকস্মিক কিছু ঘটলে (উদাহরণস্বরূপ, কোভিড '১৯ মহামারী) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করে নেয়া যাবে। পাঁচ বছর শেষে উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে লব্ধ শিখন (Lessons Learnt) চিহ্নিত করার প্রয়াসে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে, এই শিখনসমূহ পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

৩.৩ উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের মূল ধাপসমূহ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ নিম্নোক্ত (চিত্র ১ এ প্রদত্ত) পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এখানে প্রতিটি ধাপ যৌক্তিক ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে। উপজেলার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং অংশীদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উলম্ব (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal) সমন্বয় এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রতিটি ধাপ পদ্ধতিগতভাবে সম্পন্ন করাটাও গুরুত্বপূর্ণ।

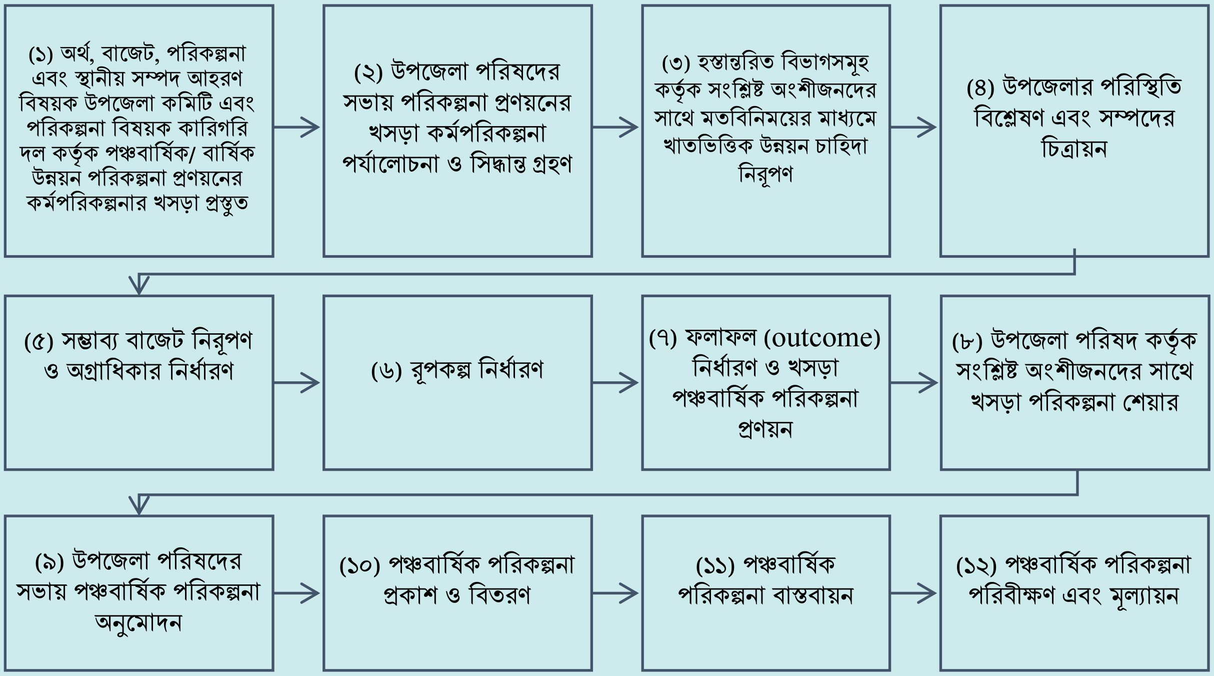

চিত্র ১- উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের মূল ধাপসমূহ

৩.৩.১ অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP) কর্তৃক একটি বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ

সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি (অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি) এবং পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP) আলোচনাপূর্বক বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি খসড়া কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রতি পাঁচ বছর পর পর উপজেলাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তাই, উভয় পরিকল্পনার জন্যই কর্ম পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। এই কর্ম পরিকল্পনা যথাসময়ে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

নিম্নোক্ত সারণি-১ এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য একটি প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনার ফরম্যাট তুলে ধরা হলো। কর্ম পরিকল্পনাটি উপজেলা পরিষদের সময়পঞ্জির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

সারণি ১: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্ম পরিকল্পনা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা	মন্তব্য
পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সাথে পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP)	আগস্ট	নির্বাচনের পরে উপজেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে (অথবা উপজেলা কমিটি গঠনের সাথে সাথে)
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক কর্ম পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত কার্যক্রমের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ	উপজেলা পরিষদ	আগস্ট	নির্বাচনের পর উপজেলা পরিষদের ১ম বৈঠক / বিশেষ বৈঠকে
অংশীজনদের সাথে পরামর্শকরণ	উপজেলা কমিটিসমূহ/ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ (পৌরসভা, ইউনিয়নসমূহ ও অন্যান্যদের সাথে)	আগস্ট	উপজেলা কমিটিসমূহ/ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে আলোচনা এবং উন্নয়ন চাহিদা নিরুপণ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা	মন্তব্য
উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি /হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ/TGP	সেপ্টেম্বর	আর্থ-সামাজিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ
বিশ্লেষণ ও অগ্রাধিকার নির্ণয়	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি/TGP	সেপ্টেম্বর	সংকলন এবং সুপারিশ
উন্নয়ন উদ্যোগ ও সম্পদের চিত্রায়ন	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে TGP (ইউনিয়নসমূহ, পৌরসভা, NGO/CSO এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে)	সেপ্টেম্বর	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করবে। TGP অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে।
রূপকল্প নির্ধারণ	উপজেলা কমিটিসমূহ এবং TGP এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	সেপ্টেম্বর	আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ফলাফল (Outcomes) নির্ধারণ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুতকরণ	TGP এর সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি	সেপ্টেম্বর	আলোচনা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং খসড়া প্রস্তুতকরণ
অংশীজনদের সাথে খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেয়ার করা	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ও TGP এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	সেপ্টেম্বর	অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুমোদন	উপজেলা পরিষদ	অক্টোবর	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রকাশনা এবং প্রচারণা	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ও TGP এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	অক্টোবর	স্থানীয় সরকার বিভাগ ও উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার এর নিকট প্রেরণ এবং উপজেলার জনসাধারণের কাছে শেয়ারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা / কমিটি	চলমান	
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	অর্থ, বাজেট পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP)	চলমান	বার্ষিক পরিবীক্ষণ এবং প্রয়োজনে সংশোধন

৩.৩.২ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বিস্তারিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং অনুমোদন

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও TGP কর্তৃক প্রণীত পঞ্চবার্ষিক এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে উপজেলা পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। উপজেলা পরিষদ আলোচনার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ও সময়সূচি চূড়ান্ত করবে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য উপজেলা পরিষদের বিশেষ সভা আয়োজনের প্রয়োজন হতে পারে।

৩.৩.৩ হস্তান্তরিত বিভাগ কর্তৃক অংশীজনদের সাথে পরামর্শকরণ

এই প্রক্রিয়ায় উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, NGO, পেশাজীবী সংগঠন ও সাধারণ নাগরিকবৃন্দের নিকট থেকে মতামত ও পরামর্শ আহ্বান করতে পারে। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত রেকর্ড করে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক তা সংরক্ষণ করবে[৯]। হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে চাহিদা নিরূপণের দায়িত্ব পালন করবে। এ ক্ষেত্রে তারা উপজেলায় অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের স্বার্থে টাউন লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (TLCC) এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (UDCC) এর সাথে পরামর্শ বৈঠক আয়োজনের জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে খাতওয়ারি চাহিদা নিরূপণের জন্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, NGO, CBO, CSO ও ব্যক্তি-খাতের সাথেও মতবিনিময় সভা আয়োজন করতে পারে।

৩.৩.৪ উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সম্পদের চিত্রায়ন

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে ‘বিরাজমান বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন’। এটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ যা বর্তমান সমস্যা ও বিষয়গুলোর পাশাপাশি ভবিষ্যতের প্রয়োজন ও চাহিদাসমূহ নিরূপণ করে এবং পদ্ধতিগতভাবে সেই সমস্যাগুলো সমাধানের এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলো চিহ্নিত করে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সন্নিবেশন করার মত কর্মকান্ডসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা লভ্য সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসমূহ হলো: ক) জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য; খ) আর্থ-সামাজিক তথ্য; গ) এসডিজি সূচকসমূহ; ঘ) উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ; ঙ) পরিবেশগত প্রভাব; চ) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ (গাইডলাইনের শেষের দিকে **ফরম্যাট ১**: মৌলিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, অবকাঠামোগত এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য-উপাত্ত এবং **ফরম্যাট ২**: পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ফরম্যাট সংযুক্ত করা হয়েছে)। পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক- উভয় পরিকল্পনার জন্যই উপজেলা পরিষদ এবং অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটির পক্ষে TGP ফরম্যাট ১ এবং ২ এর তথ্য সংগ্রহ করবে। এ ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলাস্থ ইউনিয়ন পরিষদ (যেমন UDCC), পৌরসভা (যেমন TLCC), NGO সমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে খাতভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত এবং উন্নয়ন চাহিদা সংগ্রহ করা। মৌলিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইটেও অনেক সময় এসব তথ্য পাওয়া সম্ভব।

হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সহযোগিতায় TGP উপজেলা পর্যায়ে চলমান ও পরিকল্পিত উন্নয়ন উদ্যোগসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে সম্পদের চিত্রায়ন সম্পন্ন করবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা (যেমন খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা), সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন ইউনিয়ন ও পৌরসভা), NGO সমূহ, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য উৎসের সকল উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে। জাতীয় খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ইউনিয়ন ও পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। এ ক্ষেত্রে তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের পাশাপাশি ইউনিয়ন ও পৌরসভার সাথে নিয়মিত ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক বজায় রাখবেন। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এটি একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে উপজেলায় ভিন্ন-ভিন্ন উৎস থেকে লভ্য উন্নয়ন তহবিলের তথ্যের জন্য ফরম্যাট ৩ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকালে সম্পদের চিত্রায়ন হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

৩.৩.৫ বাজেট প্রাক্কলন এবং অগ্রাধিকার নির্ণয়

সাধারণত উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণয়নে/পরিচালনায় পরবর্তী কয়েক বছরের প্রাপ্য সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। এই বিবেচনায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে চলমান বছরের প্রাক্কলিত বাজেটকে (ছক-২) ৫ গুণ করে সম্ভাব্য বাজেটের একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা যেতে পারে (ফরম্যাট ৪)। একইভাবে উপজেলায় চলমান খাতওয়ারি উন্নয়ন উদ্যোগের ৫ গুণ করে

[৯] উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১২, স্মারক নং ১০৫৭, নভেম্বর ২, ২০১৪

সম্পদ বিবরণী সম্পন্ন করা যেতে পারে। সম্পদ চিত্রায়নের বিবরণী অনুশীলন আরও কার্যকর এবং অর্থবহ হবে যখন উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে।

হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ফলাফল পর্যালোচনার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য উন্নয়ন অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ করবে। উপজেলা পরিষদকে পরবর্তী পাঁচ বছরের আর্থিক সংস্থানের পরিমাণ নিরূপণ করতে হবে। এই দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিধি এবং উন্নয়ন অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারে।

বিদ্যমান আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতায় উপজেলার সাধ্যের বাইরে যে সকল ক্ষেত্র অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, সেগুলোর ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে পারে।

৩.৩.৬ রূপকল্প নির্ধারণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উন্নয়নের প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারণ করবে যাতে করে পরবর্তী পাঁচ বছরে সমস্যাসমূহের (উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতাসমূহ) প্রতিকার সম্ভবপর হয়।

জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত উপজেলার রূপকল্প বা উপজেলার কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ চিত্রে থাকবে উপজেলা তার উন্নয়ন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে কি কি করতে চায় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপজেলা কোথায় যেতে চায় তার একটি বাস্তবভিত্তিক প্রতিচ্ছবি।

আগেও বলা হয়েছে যে, রূপকল্পে দীর্ঘ মেয়াদের একটি কাঙ্ক্ষিত চিত্র থাকা যুক্তিযুক্ত এবং রূপকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, এর মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৩.৩.৭ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ফলাফল নির্ধারণ এবং খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো রূপকল্পের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদের বিবেচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খাতকে (সকল খাতে নয়) অগ্রাধিকার প্রদান করবে। অগ্রাধিকার খাতের চিহ্নিত উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা দূরীকরণের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্য (Goal) এবং ফলাফল (Outcome) নির্ধারণ করা হয়। উক্ত ফলাফল সাধারণতঃ বিবৃতি আকারে প্রকাশ করা হয়, যেমনঃ উপজেলাসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরবর্তী পাঁচ বছরে কি পরিবর্তন বা ফলাফল (Result) লাভ করতে চায়। উপজেলা পরিষদ পরিবর্তন ও ফলাফল (Outcome) পরিমাপ করার জন্য যথাযথ সূচক নির্দিষ্ট করবে। **ফরম্যাট- ৫'এ** (উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকার পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতসমূহের লক্ষ্য ও ফলাফল নির্ধারণের জন্য একটি আদর্শ ফরম্যাট সংযুক্ত করা হলো।

খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, উপজেলার মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন নীতিমালা ও কৌশল সম্বলিত সামগ্রিক ডকুমেন্ট হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রূপকল্প, লক্ষ্য, পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণের মাধ্যমে উন্নয়ন অগ্রাধিকারের দিক নির্দেশনা থাকে। এতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্র পরিচালনার জন্য উপজেলা পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, দায়িত্ব ও কর্তব্যের উল্লেখ থাকবে। নির্ধারিত পাঁচ বছর সময়কালে উপজেলা উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে এটিকে জীবন্ত দলিল (Living Document) হতে হবে যা উক্ত পরিকল্পনার মেয়াদকালে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সর্বদাই উদ্ধৃতিযোগ্য হয় বা যার সাহায্য নেয়া যায়।

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি TGP এর সহায়তায় খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং তা অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদে পেশ করবে। খসড়া প্রণয়নকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ/ সূচিপত্র অনুসরণ করা যেতে পারে।

১। মলাট (Cover Page)
২। বাণী (Foreword)
৩। উপজেলার মানচিত্র (Map of the Upazila)
৪। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত (Basic Demographic and Socio-Economic Data and Information) (**ফরম্যাট ১** দ্রষ্টব্য)
৫। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation Analysis) (**ফরম্যাট ২** দ্রষ্টব্য)
৬। বাজেটের সার-সংক্ষেপ (Budget Summary) (**ফরম্যাট ৪** দ্রষ্টব্য)
৭। বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলা এলাকায় উন্নয়ন কর্মসূচি (**সম্পদের চিত্রায়ন**) **(**Resource Mapping) (**ফরম্যাট ৩** দ্রষ্টব্য)
৮। রূপকল্প বিবরণী (Vision Statement)
৯। খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল (Sector Goals and Outcomes) (**ফরম্যাট ৫** দ্রষ্টব্য)
১০। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্ল্যানিং ফরম্যাট (FYP Planning Format) (**ফরম্যাট ৬** দ্রষ্টব্য)
১১। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা (M & E Plan)
১২। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও TGP এর সদস্যদের তালিকা

খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপে সিদ্ধান্তে পৌঁছার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ (উপরোক্ত প্রদর্শিত সূচিপত্রের ৪-১০ পর্যন্ত ক্রমিকের প্রতিটির ক্ষেত্রে)। বিশেষ করে নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর পেতে এটি সহায়ক হতে পারে:

- সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য কি কি বিশ্লেষণ করা হয়েছিল? (উদাঃ যৌক্তিকতা)
- কোন সিদ্ধান্ত (সমূহ) নেয়া হয়েছিল? (উদাঃ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত)
- কীভাবে সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়েছে? (উদাঃ বৃহত্তর অংশীজনদের সাথে পরামর্শ)

এই প্রক্রিয়ায় সকল অংশীজন ও অংশীদারদের কাছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হবে একটি স্ব-ব্যাখ্যামূলক ও সহজবোধ্য ডকুমেন্ট। এটি এমন হবে যে, পাঠকেরা যেন এটা পড়ে উপজেলা উন্নয়ন নীতি ও কৌশল সম্পর্কে খুব সহজেই বুঝতে ও জানতে পারেন।

৩.৩.৮ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে খসড়া পরিকল্পনা শেয়ার করা

খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি প্রণয়ন এবং তা উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনার পর উপজেলা পরিষদ উক্ত খসড়া পরিকল্পনা সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাসমূহে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি ও সচেতন নাগরিকদের খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই সভায় আমন্ত্রণ জানাবে। উল্লেখ্য, উপজেলা পরিষদ আইনের বিধান অনুসারে, পরিষদের সভায় কোন বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁর মতামত প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে[১০]।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ উপজেলার নোটিশ বোর্ড ও উপজেলার ওয়েব সাইট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অফিসের নোটিশ বোর্ডে জনগণের অবলোকন ও মন্তব্য প্রদানের জন্য প্রদর্শন করতে হবে।

৩.৩.৯ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অংশীদারদের মতামতের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ সভায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদিত হবে। প্রয়োজনে, উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন করার জন্য একটি বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারে।

[১০] উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮, ধারা ২৮, উপ-ধারা (২)

৩.৩.১০ অনুমোদিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশ ও প্রচার

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে তা স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংসদ সদস্য (উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ), জেলা প্রশাসক, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও গণমাধ্যমে প্রেরণ করবে। উপজেলার তথ্য বইতে অন্যান্য তথ্যের সাথে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অধিকন্তু, ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টানাতে হবে এবং উপজেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। সেই সাথে, জেলা ওয়েব পোর্টালে পরিকল্পনাটি আপলোড করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩.৩.১১ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন কাঠামোর ভিত্তি। আর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম বা কৌশল। অতএব, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম (প্রকল্প/স্কিম) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। একইভাবে বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতির সময়েও এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই বাজেট যেন অবশ্যই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রস্তুত করা হয়।

৩.৩.১২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা, সম্পদ ব্যবহার এবং উন্নয়নের ফলাফলসমূহ পরিবীক্ষণ ও তদারকি করবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তদারকি ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে উপজেলা পরিষদকে[১১] সহযোগিতা করবেন।

পরিবীক্ষণের সময় পূর্ব-নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নিরূপণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি TGP এর সহযোগিতায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করবে। TGP উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ভিত্তি-বছরের (Base Year) সাথে তুলনার মাধ্যমে কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখবে এবং এই প্রক্রিয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখবে যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রত্যাশিত লক্ষ্য ও ফলাফল অর্জিত হচ্ছে কি না। প্রাপ্ত তথ্যাদির (যেমন- ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন; ফরম্যাট ১২) ভিত্তিতে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি উপজেলা পরিষদের কাছে একটি বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পেশ করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তৃতীয় বছর উপজেলা পরিষদ একটি মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা (Mid-term Review) পরিচালনা করবে। মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনার ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন/ হালনাগাদ করা যেতে পারে। পর্যালোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- বিলম্ব হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে বিলম্বের কারণ;
- পরিস্থিতির পরিবর্তন, স্থানীয় জনগণের চাহিদা বা অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
- জরুরি চাহিদাজনিত পরিবর্তন যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ও অন্যান্য (Disasters, Accidents and Others)।

[১১] হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রজ্ঞাপন নংঃ ১৪২২, তারিখঃ ১৭/০৬/২০১৪

কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাধীন বিষয়ে ও সম্পদের বহুলাংশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ও বিশেষ জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে)।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদান্তে উপজেলা পরিষদ **চূড়ান্ত মূল্যায়ন** করবে। এই কাজটির নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকল্পে তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে করাতে হবে। এই মূল্যায়নের ফলাফল স্থানীয় সরকার বিভাগে জমা দিতে হবে এবং একইসাথে উপজেলার নাগরিকদেরকেও জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ব্যবহার করতে হবে, যা PDCA চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অধ্যায় চার: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

৪.১ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা[১২] প্রস্তুত করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের জন্য বছরভিত্তিক পরিকল্পনাই হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। একবছরে অর্জন করা সম্ভব এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ: ক) উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট বছরে কোন্ কোন্ উন্নয়ন প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন করতে চায়; খ) কোন্ কোন্ অভীষ্ট অর্জন করতে চায় এবং গ) কিভাবে স্কিম/প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা করা হবে তার বিবরণ। এতে স্পষ্টভাবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলও উল্লেখ থাকবে। উল্লেখ্য, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট এবং প্রকল্পসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্ধারিত আওতার মধ্যে রাখাটা বাঞ্ছনীয়। অন্য কথায় বলা যায় যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভিষ্ঠ এবং প্রকল্পসমূহ অবশ্যই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৪.২ উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (AP cycle) মূল ধাপসমূহ

স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী[১৩] উপজেলা পরিষদ প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত (Responsible)। পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে প্রতি বছর প্রণীতব্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থাৎ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) চক্রের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অণুঘটকের (Building Block) কাজ করবে।

চিত্র-২ এ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বর্ণনা করা হলো। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা[১৪] প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধাপগুলোর অনুরূপ। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর যখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে তখন বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কিছু ধাপ (যেমন আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সম্পদের চিত্রায়ন) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধাপের সাথে একত্রে সম্পন্ন করা যেতে পারে। অন্যান্য বছরে, উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য ঐসব তথ্য ও উপাত্ত হালনাগাদ করবে।

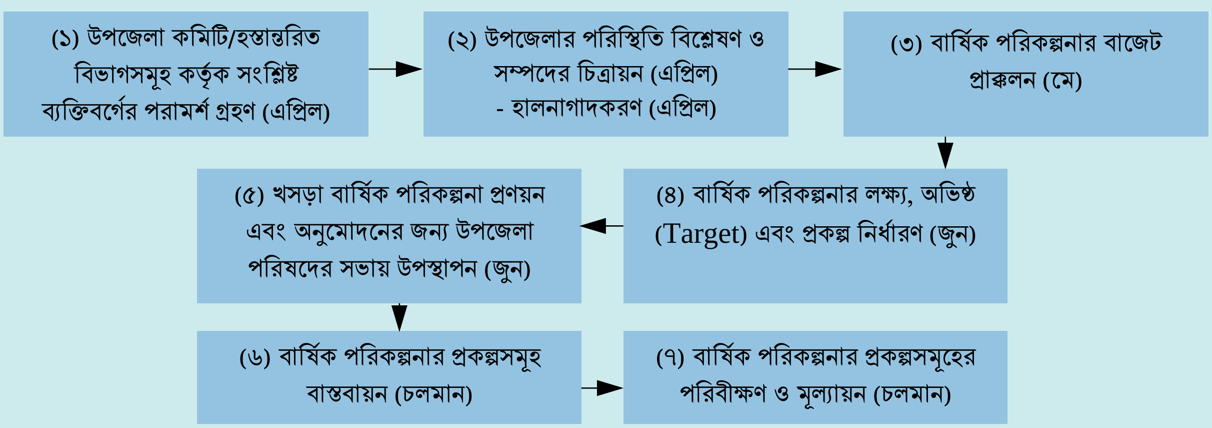

চিত্র ২- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রধান ধাপসমূহ

---

[১২] উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ধারা (৪২)

[১৩] উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা এর অনুচ্ছেদ (৩), স্মারক নং- ১০৫৭, তারিখঃ ০২/১১/২০১৪

[১৪] বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রটি ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত শুরু হওয়া প্রতিটি অর্থবছরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। যেহেতু উপজেলা নির্বাচন সাধারণত মার্চ-জুন প্রতি পাঁচ বছরে হয়, তাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রথম বর্ষের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতি জুন থেকে শুরু করতে হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের পরবর্তী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর জন্য, মার্চ/এপ্রিলের শুরুতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতি প্রক্রিয়া শুরু করা উচিৎ যাতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা আর্থিক বছরের শুরু থেকে (১ জুলাই) তার প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন শুরু করবে।

৪.২.১ উপজেলা কমিটি এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের অংশীজনদের পরামর্শ গ্রহণ (এপ্রিল)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, NGO, স্থানীয় পেশাজীবী এবং সাধারণ নাগরিকের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করতে পারেন। উপজেলা কমিটি এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ অংশীজনদের কাছ থেকে তাদের এলাকার চাহিদা এবং সুপারিশসমূহও শুনতে পারেন। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রতিবার উপজেলায় এ জাতীয় পরামর্শ নেয়া উচিৎ। এর মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে।

৪.২.২ উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন (এপ্রিল)

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়। আর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই পরিস্থিতির মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়ে থাকলে তা আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় হালনাগাদ করা হয়। উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে এটি একটি কার্যকর প্রক্রিয়া। প্রতি পাঁচ বছর পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ কালে একইসাথে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্যও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা যেতে পারে। তবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা যে বছর একত্রে প্রণীত হবে তার প্রথম বছরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ একই রকম হবে। পরবর্তী বছরে এতে পরিবর্তন আসতে পারে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য বেশিরভাগ তথ্য ও উপাত্ত উপজেলার হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ (TLDs) সরবরাহ করবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি TGP এর সহায়তায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে উপজেলা পরিষদের বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পেশ করবে। উপজেলার চলমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর দিকে নজর দিতে হবেঃ

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর, উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্তের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আছে কি না (অর্থাৎ উদ্ভূত কোন সমস্যা এবং চাহিদা যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় যে বিবেচনায় নেয়া সম্ভব হয়নি তা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরি)?
- পরিস্থিতি কি উন্নতির দিকে যাচ্ছে না অবনতির দিকে?
- উদ্ভূত চাহিদা ও সমস্যা সমাধানের জন্য উপজেলা কি কি সম্ভাব্য কার্যক্রম (পদক্ষেপ/প্রকল্প) নিতে পারে?
- বিবেচ্য বছরে উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যাবে?

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে (গাইডলাইনের শেষে সংযুক্তি ২ দ্রষ্টব্য) উপজেলা পরিষদ তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কৌশল প্রণয়ন করবে এবং অগ্রাধিকার প্রকল্প / স্কিমের তালিকা তৈরি করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্পদ চিত্রায়নের উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ, উপজেলা পরিষদ তার আওতাধীন এলাকায় এক বছরে ব্যয়িত মোট উন্নয়ন তহবিলের মাত্র ৫-৭% ব্যয় করে। এ কারণে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্পদের চিত্রায়ন জরুরি। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রথম বর্ষের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একই তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। পরবর্তী বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য উক্ত তথ্য ও উপাত্ত হালনাগাদ করা গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ বিবেচনা করতে পারবে যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাজেটের মোট সম্পদ নির্দিষ্ট কোন বছরে কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যেতে পারে। জাতীয় পর্যায়ের, জেলার, ইউনিয়নসমূহের এবং পৌরসভাগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে আরও ভাল সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পরিপূরকতা এবং সাযুজ্য (Synergy) তৈরি করতে পারে।

৪.২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাজেট প্রাক্কলন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাজেট প্রাক্কলন করার নিমিত্তে কোন একটি বছরে উপজেলার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থায়নের জন্য কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা ও এর সবচেয়ে দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহারের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটি উপজেলা তার বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের বাইরে কোন প্রকল্প হাতে নিতে পারবে না।

উন্নত আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য, ফরম্যাট ৪ (ছক ২) ব্যবহার করে পরবর্তী বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বাজেটের আর্থিক অভিক্ষেপ (Financial Projection) তৈরি করা যেতে পারে।

ছক ২: উপজেলা পরিষদের বাজেট (বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মোট প্রাক্কলিত বাজেট)

বিবরণ		পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য বাজেট
অংশ ১	**রাজস্ব হিসাব** **প্রাপ্তি**			
	রাজস্ব			
	অনুদান			
	মোট প্রাপ্তি			
	বাদ রাজস্ব ব্যয়			
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)			
অংশ ২	**উন্নয়ন হিসাব** উন্নয়ন অনুদান			**পরিমাণ ঘ**
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা			
	মোট (খ)			
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক + খ)			
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়			
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি			
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)			**পরিমাণ গ**
	সমাপ্তি জের			

ছক ২ এ প্রদর্শিত **'গ'** এবং **'ঘ'** এর মোট পরিমাণ হচ্ছে আগামী বছরের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য সম্ভাব্য মোট বরাদ্দ। পরিমাণ 'গ' চলতি বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্তের অংশবিশেষ যা উপজেলা পরিষদ পরের বছরের উন্নয়ন তহবিলে স্থানান্তর করবে। পরিমাণ 'ঘ' হচ্ছে সরকার প্রদত্ত বর্তমান বছরের এডিপি এর পরিমাণ (বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য চলতি বছরের সমপরিমাণ এডিপি বরাদ্দ বিবেচনায় নেয়া সমীচীন) এবং অন্যান্য উন্নয়ন বাজেট (যেমনঃ ইউজিডিপি প্রদত্ত তহবিল) ইত্যাদি।

৪.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট নির্ধারণ এবং প্রকল্প নির্বাচন

উপজেলা পরিষদ একটি নির্দিষ্ট বছরে স্থানীয় সমস্যা নিরসনে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট নির্ধারণ করবে। উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Goal), উদ্দেশ্য (Objective) এবং অভীষ্ট (Target) নির্ধারণে উপজেলায় রূপকল্প এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। **ফরম্যাট ৫** (গাইডলাইনের শেষে সংযুক্ত)-এ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ফলাফল নির্ধারণের জন্য একটি আদর্শ নমুনা প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থির করতে হবে এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সম্ভাব্য বাজেটের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই লক্ষ্যসমূহ ৩ থেকে ৫ টি খাতের মধ্যে সীমিত রাখা সমীচীন হবে।

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ হয়ে গেলে, উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় অর্থায়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে পারে। এ কাজে **ফরম্যাট ১১** ব্যবহার করা যেতে পারে। সারা বছর ধরে মানসম্পন্ন প্রকল্প প্রস্তাব নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবগুলোকে তালিকাভুক্ত করে রাখতে পারে। এই তালিকার কোন প্রকল্প যদি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের জন্য বাছাইকৃত হয়, তবে নতুন আর্থিক বছরের শুরুতে কোন বিলম্ব ছাড়াই দরপত্র আহ্বান অথবা প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করা সম্ভব হবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক উন্নয়ন

পরিকল্পনার লক্ষ্যের ভিত্তিতে ইউনিয়ন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের আওতায় প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী **প্রকল্প বাছাই কমিটি (**PSC**)** প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা এবং প্রকল্প বাছাই করবে। বাছাইকৃত প্রকল্পগুলো ঐ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাজেটে অনুমিত সম্পদের সীমার মধ্যে থাকতে হবে। TGP ঐ বাছাইকৃত প্রকল্পের প্রস্তাবগুলো একত্রীকরণের (Compile) দায়িত্বও পালন করবে এবং উপজেলা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্প সারসংক্ষেপে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করবে (**ফরম্যাট ১০**)। এটি শুধুমাত্র সেই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে যা উপজেলার উক্ত বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় অর্থায়ন করা সম্ভব হবে। এতে এমন কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না যা উক্ত বছরে উপজেলার অর্থায়নে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত প্রকল্প "অপেক্ষমাণ প্রকল্প" বা "পাইপলাইন প্রকল্প" হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে এবং কোনো উৎস থেকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অতিরিক্ত তহবিল পেলেই কেবল সেগুলোর বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৪.২.৫ উপজেলার খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সর্বদা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রণয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিবেচনায় রাখতে হবে যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে যাতে উপজেলার রূপকল্প বিবরণী, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল সর্বোচ্চ পর্যায়ে অর্জন করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন, যেমন ইউনিয়ন পরিষদ (UDCC এর মাধ্যমে), পৌরসভা (TLCC এর মাধ্যমে), NGO এবং বেসরকারি খাতের সাথে কার্যকর সমন্বয় এবং সহযোগিতা বজায় রাখবে। মনে রাখা জরুরি যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সর্বদাই অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক হতে হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচির সাথে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচির মিল রয়েছে। কিন্তু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় আরো নির্দিষ্ট এবং হালনাগাদকৃত তথ্য থাকবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচি/প্রধান বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

১। মলাট (Cover Page)
২। বাণী (Foreword)
৩। উপজেলার মানচিত্র (Map of the Upazila)
৪। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত (Basic Demographic and Socio-Economic Data and Information) (গাইডলাইনের শেষে প্রদত্ত ফরম্যাট ১ দ্রষ্টব্য)
৫। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation Analysis) (ফরম্যাট ৮ দ্রষ্টব্য)
৬। বাজেট প্রাক্কলন (Budget Estimate) (ফরম্যাট ৪ দ্রষ্টব্য)
৭। সম্পদের চিত্রায়ন (Resource Mapping) (ফরম্যাট ৩ দ্রষ্টব্য)
৮। রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য (Vision Statement and FYP goals) (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুলিপি)
৯। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট (AP Goals, Objectives and Targets) (ফরম্যাট ৯ দ্রষ্টব্য)
১০। প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (Project Summary) (ফরম্যাট ১০ দ্রষ্টব্য)
১১। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা (M&E Plan)

উপরের সূচিতে বর্ণিত বিষয় ছাড়াও প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ (ফরম্যাট ১১ দ্রষ্টব্য) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে (ক্রমিক নং ১২ হিসাবে)।

উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি স্ব-ব্যাখ্যামূলক ডকুমেন্ট বিধায় এতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে যাতে উপজেলার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অংশীজন সহজেই তা বুঝতে পারে। তাই নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে উল্লিখিত বার্ষিক

উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচির ৪ থেকে ১০ নং ক্রমিকের প্রতিটি ধাপের মাঝে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে একটি যৌক্তিক কাঠামো তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

- সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য কি কি বিশ্লেষণ করা হয়েছিল (যৌক্তিকতা)?
- কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত)?
- সিদ্ধান্তসমূহ কোন প্রক্রিয়ায় নেয়া হয়েছিল (সংশ্লিষ্ট কোন কোন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে)?

খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রণয়নের পর উপজেলা পরিষদ উক্ত খসড়া পরিকল্পনা সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়ে প্রেরণ করবে এবং এর সার-সংক্ষেপ উপজেলার নোটিশ বোর্ড ও অন্যান্য অফিসের নোটিশ বোর্ডে জনগণের মতামত ও মন্তব্য গ্রহণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিবে। পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উপজেলা পরিষদের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ মতামত ও মন্তব্য সংগ্রহের জন্য বৃহত্তর পরিসরে অংশীজনের সাথে একটি উন্মুক্ত সভা আয়োজন করতে পারে।

মতামত প্রাপ্তির পর সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে উপজেলা পরিষদ চূড়ান্ত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করবে। চূড়ান্ত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটি উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং পরিচালক, স্থানীয় সরকার এর কাছে প্রেরণ করতে হবে এবং জনসাধারণের দেখার জন্য উপজেলা ওয়েবসাইটে দিতে হবে।

৪.২.৬ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের পর উপজেলা পরিষদ প্রশাসনিক পদ্ধতি অনুসারে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে[১৫]। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকল্প/স্কিম/কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের। যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উচ্চস্তরের কারিগরি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, যেমন- এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর সহায়তা চাইতে পারে।

উপজেলা পরিষদ অর্থবছরের শুরুতেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রথম কিস্তির বরাদ্দ নাও পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প বাস্তবায়নের বিলম্ব এড়ানোর জন্য উপজেলা পরিষদ শুরুতে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যবহার করতে পারে।

একটি ভাল ও কার্যকর অনুশীলনের অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদ সারা বছরের জন্য ভালো প্রকল্প প্রস্তাবনার তালিকা প্রস্তুত রাখতে পারে। তাছাড়া হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাগণের (যেমন, উপজেলা প্রকৌশলী) দ্বারা বিভিন্ন অংশীজনদেরকে (যেমন- ইউনিয়ন, NGO ইত্যাদিকে) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রস্তাবনার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে পারে। এগুলো উপজেলা পরিষদকে বিলম্ব ছাড়াই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

৪.২.৭ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রধান ভূমিকা পালন করবেন এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ বিষয়ে তাঁকে সহযোগিতা করবেন। প্রকল্পের প্রতিটি বাস্তবায়নকারী দপ্তর/কর্তৃপক্ষের (যেমন- প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি) দায়িত্ব হলো অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির নিকট ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করা। অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিষয়ে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটিকে TGP সহযোগিতা করবে (ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের জন্য **ফরম্যাট ১২** ব্যবহার করতে হবে)। উক্ত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদের নিয়মিত সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (অক্টোবর, জানুয়ারি ও

[১৫] এ ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করতে হবে

এপ্রিল মাসে) পর্যালোচনার জন্য পেশ করতে হবে। এই পর্যালোচনাকালে উপজেলা পরিষদ প্রতিটি চলমান প্রকল্প/স্কীমের অভীষ্টের সূচক এবং/অথবা ব্যয়ের পরিমাণের দিক থেকে অগ্রগতি যথাযথ পর্যায়ে হচ্ছে কিনা- সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেবে। উপজেলা পরিষদ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রকল্প স্থগিত করা বা অন্য প্রকল্পে সম্পদ স্থানান্তর করার (নতুন জরুরি প্রয়োজন, চাহিদা বা অগ্রাধিকার বিচার সাপেক্ষে) সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সূচি ও তার পর্যালোচনা প্রক্রিয়া উপজেলা বাজেট প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে এমনভাবে করতে হবে যাতে পরিকল্পনা ও বাজেটের মধ্যে পরিষ্কার সমন্বয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। প্রতিবছর এপ্রিল মাসে উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে উক্ত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। উক্ত সংশোধনী উপজেলা পরিষদের সভায় অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে।

অর্থবছরের শেষে (জুলাই), TGP এর সহযোগিতায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে (**ফরম্যাট ১৩** দ্রষ্টব্য)। এই প্রতিবেদনে প্রতিটি প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল এবং প্রাক্কলিত বাজেটের বিপরীতে বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি উল্লেখ করা ছাড়াও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোর বিপরীতে সামগ্রিক অর্জনও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চলতি বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে লব্ধ গুরুত্বপূর্ণ শিখন (Lessons Learnt) পরবর্তী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে হবে (এ বিষয়ে PDCA চক্রের ব্যবস্থাপনা দ্রষ্টব্য)।

পরিশিষ্ট

ফরম্যাট ১: উপজেলার জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	উৎস/বছর
উপজেলার রূপরেখা		
আয়তন	বর্গ কি.মি.	আদমশুমারি ২০১১
জনসংখ্যা	(নারী- ; পুরুষ- ; তৃতীয় লিঙ্গ-)	
খানা/ পরিবার		
প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার সংখ্যা	(নারী- ; পুরুষ- ; তৃতীয় লিঙ্গ-)	
ভোটার সংখ্যা		
জনসংখ্যার ঘনত্ব	প্রতি বর্গ কি.মি.	
পৌরসভার সংখ্যা		
ইউনিয়নের সংখ্যা		
গ্রামের সংখ্যা		
গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অবকাঠামো		
হাট-বাজার		
গ্রোথ সেন্টার (Growth Center)		
হাসপাতাল		
স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র/কমিউনিটি ক্লিনিক		
ব্যাংকের শাখা		
ডাকঘর		
প্রাথমিক বিদ্যালয়		
মাধ্যমিক বিদ্যালয়		
বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ		
মসজিদ		
মন্দির		
কবরস্থান		
নৌকার ঘাট		
পোষ্ট অফিস		
কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		
গণ শৌচাগার		
পাঠাগার		
পার্ক/উন্মুক্ত স্থান		
পুকুরের সংখ্যা		
নদীর সংখ্যা		

এসডিজি’র গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহ এবং টার্গেটসমূহ	**জাতীয় পর্যায়ে বেসলাইন তথ্য (বছর)**	**উপজেলার সর্বশেষ তথ্য (বছর)**	**২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা**
১.২.১ জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্রের হার (%) (এসডিজি- ১, টার্গেট ১.২)	২৪.৩% (বিশ্বব্যাংক, ২০১৬)		৯.৭%
২.২.২ পাঁচ (৫) বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (%) (এসডিজি ২, টার্গেট ২.২)	১৪.৩% (BDHS, ২০১৫)		<৫%
৩.১.১ মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ শিশুর জন্য) (এসডিজি ৩, টার্গেট ৩.১)	১৮১ (SVRS, ২০১৫)		৭০

৪.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর হার (সরকারি হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সের সময়) (%) (এসডিজি ৪, টার্গেট ৪.২)	৩৯% (APSC, ২০১৫)		১০০%
৫.৫.১ স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধিত্বকারী নারী প্রতিনিধির পরিমাণ (%) (এসডিজি ৫, টার্গেট ৫.৫)	২৩% (স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৬)		৩৩%
৬.১.১ নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৬, টার্গেট ৬.১)	৪২.৬%, (MICS, 2019)		১০০%
৭.১.১ বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৭, টার্গেট ৭.১)	৭৮% (SVRS, ২০১৮)		১০০%
৮.৬.১ ১৫-২৪ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বা প্রশিক্ষণে না থাকা যুবকের পরিমাণ (%) (এসডিজি ৮, টার্গেট ৮.৬)	২৮.৮৮% (QLFS, ২০১৫-১৬)		৩%
৯.গ.১ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত	2G- ৯৯% 3G- ৭১%		2G, 3G- ১০০%, 4G চালু হয়েছে ২০১৮ সালে
ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার			
স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারকারী পরিবার (%)			

ফরম্যাট ২: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী (সম্পদের চিত্রায়নের উপর ভিত্তি করে)	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতি কেমন হবে, তার বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক/ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/করণীয়
	মূল সমস্যাসমূহ (চ্যালেঞ্জসমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ			

ফরম্যাট ৩: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদ চিত্রায়ন)

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট উপকারভোগী ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান (উপজেলার নাম)	মেয়াদ/ বাজেট
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প (সকল জাতীয় খাতের উন্নয়ন উদ্যোগের বিবরণী TLD দ্বারা সম্পন্ন করা হবে)				
এমপি’র উন্নয়ন প্রকল্প				
স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য উন্নয়ন প্রকল্প (উন্নয়ন উদ্যোগের বিবরণী TLD দ্বারা সম্পন্ন করা হবে)				
NGO ও CSO এর প্রকল্প				
শিল্প / বাণিজ্য উদ্যোক্তা				
অন্যান্য প্রকল্প / উন্নয়ন কার্যক্রম				

ফরম্যাট ৪: পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক বাজেট

ফর্ম-ক

অর্থ-বছর…………......

বিবরণ		পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বছরের বাজেট
অংশ ১	**রাজস্ব হিসাব** **প্রাপ্তি**			
	রাজস্ব			
	অনুদান			
	মোট প্রাপ্তি			
	বাদ রাজস্ব ব্যয়			
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)			
অংশ ২	**উন্নয়ন হিসাব** উন্নয়ন অনুদান			**পরিমাণ ঘ**
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা			
	মোট (খ)			
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক + খ)			
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়			
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি			
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)			**পরিমাণ গ**
	সমাপ্তি জের			

ফরম্যাট ৫: পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ফলাফল

নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১				
২				
৩				

ফরম্যাট ৬: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট

অর্থবছর: .... হতে ....

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়ন সূচি						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
প্রকল্পের আইডি	কর্ম-সূচির নাম	কর্মকান্ডের বিবরণ	অভীষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী/ অন্যান্য	খাত	অবস্থান (ইউপি/ পৌরসভা-ওয়ার্ড নং)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারী (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান)
							১	২	৩	৪	৫				

ফরম্যাট ৭: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

<table>
<tr><td colspan="6">পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক মূল্যায়নের সংক্ষিপ্তসার (অগ্রগতি, প্রভাব, ব্যয়, সমস্যা, সমাধান, শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত, শিখন ইত্যাদিসহ)</td></tr>
<tr><td colspan="6">১
২
৩</td></tr>
<tr><td>নং</td><td>পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট</td><td>শুরুর তারিখ/ মেয়াদ</td><td>বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য/ কার্যক্রম/ পরিমাপযোগ্য সূচক অভীষ্ট</td><td>এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভীষ্টের %)</td><td>বাজেট/ এ পর্যন্ত ছাড়কৃত পরিমাণ (%)</td></tr>
<tr><td>১</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>২</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>৩</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>৪</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>৫</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>৬</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>৭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
</table>

ফরম্যাট ৮: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী (সম্পদের চিত্রায়নের উপর ভিত্তি করে)	১ বছর পর পরিস্থিতি কেমন হবে, তার বিবরণ	সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/করণীয়
	সমস্যার ধরন	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			

ফরম্যাট ৯: পরিমাপযোগ্য সূচকসহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট

নং	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভীষ্ট
১				
২				
৩				

ফরম্যাট ১০: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প সারসংক্ষেপ

অর্থবছর: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ	
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী/ পুরুষ/তৃতীয় লিঙ্গ/ শিশু/ প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ বিভাগ	রেফারেন্স (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্রমিক নং)

ফরম্যাট ১১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প (স্কিম) প্রস্তাবনা: ফ্যাক্ট শিট

১ প্রকল্পের নাম			
২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা		৩ প্রকল্পের অবস্থান	
৪ সম্ভাব্য শুরুর তারিখ		৫ প্রকল্পের মেয়াদকাল	
৬ প্রকল্পের বাজেট ও এর বিস্তারিত বিবরণ (Breakdown)		৭ অন্যান্য অংশীজনদের অবদান (অন্যান্য ইনপুট)	
৮ প্রকল্প ও স্কিমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা			
৯ উদ্দেশ্য			
১০ প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিমাপযোগ্য আউটপুট)			
১১ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা			

(সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

____
নামঃ

____
তারিখঃ

ফরম্যাট ১২: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন: _________
প্রতিবেদনের মেয়াদ: ______ থেকে___________

উপজেলা: ____________________

জেলা: ____________________

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

- পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামগ্রিক অগ্রগতি, মোকাবেলা করা সমস্যা/চ্যালেঞ্জ এবং তাঁর সমাধান, মোট বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়, ভালো অনুশীলন এবং শিখন চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি।
  - ত্রৈমাসিক শেষে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-১ এর আওতায় মূল কার্য সম্পাদনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সংক্ষিপ্তসার
    ○
    ○
  - ত্রৈমাসিক শেষে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-২ এর আওতায় মূল কার্য সম্পাদনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সংক্ষিপ্তসার
    ○
    ○

নং	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড	অভীষ্টের (Target) সূচক	বাস্তব সম্পাদিত কাজ	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম	বর্তমান অবধি অর্জন [অভীষ্ঠ (Target) অর্জনের হার %]	বর্তমান অবধি বাজেট/মোট বিতরণ (%) (টাকায়)
১								

ফরম্যাট ১৩: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম সম্পাদন প্রতিবেদন

কর্ম-সম্পাদন প্রতিবেদন: _______

প্রতিবেদনের মেয়াদ: ______ থেকে __________

উপজেলা: ___________________

জেলা: ___________________

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

- **পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামগ্রিক অগ্রগতি, মোকাবেলা করা সমস্যা/চ্যালেঞ্জ এবং তাঁর সমাধান, মোট বাজেটের তুলনায় ব্যয়িত প্রকৃত ব্যয়, ভালো অনুশীলন এবং শিখন চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি।**
    - সামগ্রিক অর্জন:
    - মোকাবেলা করা সমস্যাসমূহ:
    - সমস্যার সমাধান:
    - মোট বাজেটের বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মোট ব্যয়:
    - ভাল অনুশীলনসমূহ:
    - যে কোন শিখন যেটা পরবর্তী বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কাজে লাগবে:

- **বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-১ এর আওতায় প্রকল্পগুলোর অর্জনের সংক্ষিপ্তসার:**
    -
- **বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-২ এর আওতায় প্রকল্পগুলোর অর্জনের সংক্ষিপ্তসার:**
    -

নং	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড	অভীষ্টের (target) সূচক	বাস্তব সম্পাদিত কাজ	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম	বর্তমান অবধি অর্জন [অভীষ্ঠ (target) অর্জনের হার %]	বর্তমান অবধি বাজেট/মোট বিতরণ (%) (টাকায়)
১								

Guidelines for Upazila Integrated Development Planning

Government of Bangladesh

Local Government Division

Ministry of Local Government, Rural Development and cooperatives

Supported by

Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP)

Japan International Cooperation Agency (JICA)

2020

Table of Contents

Table of Contents..i
Introduction..v
Why do we need "the Guidelines for Upazila Integrated Development Planning"?..v
Section One: Concepts of Development Planning Cycle, Result Based Management and PDCA cycle... 1
1.1 Key elements of development planning: what, why, how and with whom..1
1.1.1 What is development planning?..1
1.1.2 Why is development planning important?..1
1.1.3 How development plans are made?..1
1.1.4 With whom development plans are made?..1
1.1.5 What is the concept of development planning cycle?..2
1.2 What are results-based management (RBM) and PDCA cycle?..2
Section Two: Development Plans in Bangladesh, the Legal Framework for Upazila Development Planning and the Institutional Framework for Development Planning Cycle at the Upazila Level 3
2.1 Development plans in Bangladesh..3
2.2 Development plans at the Upazila level..4
2.3 Key legal frameworks of development planning at the Upazila level in Bangladesh..4
2.4 The other plans and guidelines relating to development planning at Upazila level..6
2.5 The institutional framework in support of development planning cycle at Upazila level..7
Section Three: Formulation of Upazila Five-Year Plan (FYP).. 10
3.1 Background..10
3.2 Key contents of the FYP..10
3.2.1. Situation Analysis..10
3.2.2. Vision..11
3.2.3. FYP Goals..11
3.2.4. Expected Outcomes with Measurable Indicators..12
3.2.5. Development Strategy and Prioritization..12
3.2.6. Monitoring and Evaluation (M&E) Plan..12
3.3 Key steps for Upazila FYP cycle..13
3.3.1. Preparation of the FYP (/AP) action plan initiated by UCFBPLRM and TGP..13
3.3.2. Detailed FYP/AP action plan reviewed and approved by the Upazila Parishad..14
3.3.3. Stakeholder consultations by Transferred Line Departments (TLDs)..15
3.3.4. Situation Analysis and resource mapping of Upazila..15
3.3.5. Budget estimates and prioritization..16
3.3.6. Visioning..16
3.3.7. FYP goals and outcomes with measurable indicators setting and drafting the FYP..16
3.3.8. Sharing of draft plan with the stakeholders..18
3.3.9. Approval of the FYP by the Upazila Parishad..18
3.3.10. Publication of the approved FYP..18
3.3.11. Implementation of FYP..18
3.3.12. Monitoring and Evaluation (M&E) of FYP..19
Section Four: Formulation of Annual Plan (AP).. 20
4.1. Main contents of AP..20
4.2. Key steps for Upazila AP cycle..20
4.2.1. Stakeholder consultations by Upazila Committees and/or TLDs..21

4.2.2. Situation Analysis of the Upazila 21
4.2.3. AP budget estimate 22
4.2.4. Setting AP Goals, Objectives, Targets and Projects 23
4.2.5. Preparation of the draft AP and approval by the Upazila Parishad 23
4.2.6. Implementation of AP 24
4.2.7. Monitoring and review of AP 25

List of Formats Attached

Format 1: FYP/AP Basic demographic, infrastructure and socio-economic data and information 29
Format 2: FYP Format for Situation Analysis 31
Format 3: FYP/AP Upazila development programmes from different sources (resource mapping) 32
Format 4: FYP/AP Budget 33
Format 5: FYP Goals and Outcomes with Measurable Indicators 34
Format 6: FYP Planning Format 35
Format 7: FYP Annual Progress Report 36
Format 8: AP Format for Situation Analysis 37
Format 9: AP Goals, Objectives and Targets with Measurable Indicators 38
Format 10: AP Project Summary 39
Format 11: Project (Scheme) Proposal: Fact Sheet 40
Format 12: AP Quarterly Monitoring Report 40
Format 13: AP Accomplishment Report 42

List of Tables

Table 1: Work Plan for FYP Formulation 14
Table 2: Budget of Upazila Parishad (for total AP budget estimate) 22

List of Figures

Figure 1. Key Steps for Upazila FYP Cycle 13
Figure 2. Key steps in preparing AP 20

Abbreviations and acronyms

ADP	Annual Development Programme
AP	Annual Plan
CSO	Civil Society Organization
DC	Deputy Commissioner
DDLG	Deputy Director, Local Government
DLG	Director, Local Government
FY	Fiscal Year
FYP	Five-Year Plan
GoB	Government of Bangladesh
LGI	Local Government Institutions
LGD	Local Government Division
MDG	Millennium Development Goals
M&E	Monitoring and Evaluation
MoLGRD&C	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives
MP	Member of Parliament
NGO	Non-Governmental Organization
NILG	National Institute of Local Government
PSC	Project Selection Committee
PDCA	Plan-Do-Check-Act
SDG	Sustainable Development Goal
TGP	Technical Group for Planning
TLD	Transferred Line Department
TLCC	Town Level Coordination Committee
UC	Upazila Committee
UCFBPLRM	Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization
UDCC	Union Development Coordination Committee
UNO	Upazila Nirbahi Officer
UP	Union Parishad
UZP	Upazila Parishad

Introduction

Formulation of development plans at the Upazila level is a relatively recent phenomenon. The Constitution of Bangladesh (Article 59) clearly mentions about formulation of economic development plans at the local level. In the light of the provisions of the Constitution, Acts were enacted later on in Parliament to impose obligation to prepare Development Plans on various levels of local government (Union Parishad, Upazila Parishad, Zila Parishad, Pourashava and City Corporation). Nevertheless, this obligation has not been taken seriously at any level of local government. It is important to note that formulation of a proper five-year development plan will have a significant bearing on rejuvenating developmental activities at the grass-root level including Upazila. In 2014, LGD issued a generic Guideline for the formulation and implementation of development plan meant for LGIs in Bangladesh. There is no denying the fact that development needs generally vary across different LGIs and therefore it is ideal and efficient to have LGI-specific development planning guidelines. As such, at present, there exists no detailed guidelines to guide the Upazila level stakeholders with regard to the formulation, implementation and monitoring of their development plans. Given that, the current guidelines will serve that purpose.

The Guidelines also intend to facilitate more improve and participatory planning cycle where all development actors in a local government (including NGOs, CSOs and communities) can effectively participate in and contribute to achieving their common strategic local development goals.

Why do we need “the Guidelines for Upazila Integrated Development Planning”?

Upazila Parishads are mandated to prepare their own development plans by law. In this context, the Local Government Division (LGD) issued an administrative circular (Memo No. 46.046.006.00.00.001.2012-1057 dated 2 November 2014), containing **the Guidelines for preparation and implementation of development plan for Local Government Institutions**. The guidelines provide the overall framework of the FYP, but in some cases, the more generic principles were suggested for all tiers of local government institutions to follow. Thus, formulation of a tailor-made Upazila Parishad specific guidelines with a view to address the specific development needs of the Upazila, is deemed to be crucially important.

While maintaining consistency with some key contents of the 2014 guidelines, the present **Guidelines for Upazila Integrated Development Planning** shall be an updated version, with a more comprehensive and integrated framework for development planning with a clear focus on Upazila Parishads. The Guidelines also provide Upazila Parishads with a clear understanding of a) what is the development planning cycle; b) how it is created and managed at the Upazila level; and c) how the development planning cycle can be effectively synchronized with the result-based management and the PDCA (plan, do, check and act) cycle for ensuring sustainability. In addition, attempts are made to have the guidelines as user friendly as possible.

The Guidelines are designed to serve the following specific **objectives and purposes**:

a) Provide the users with better understanding of the basic principles of development planning and a simple but comprehensive and integrated framework for development planning cycle (e.g. formulation, implementation, M&E and reporting) at the Upazila level.
b) Help the users have a better understanding of the process of result-based management. Thereby Upazilas' development plans shall be more result based and measurable for all stakeholders. They are also aligned with the goals of the national development plans such as the Perspective Plan 2010-2021 as well as the 8th Five-Year Plan 2021-2025.
c) Introduce the users to overall concepts and principles of a Five-Year Plan (FYP) and an Annual Plan (AP) at the Upazila level and the key contents, steps and processes in formulating the development plans by effectively utilizing the development financial resources available at the Upazila level.
d) Provide users with some practical steps and recommendations on how to formulate, implement, M&E, and reporting Upazila development plans by strengthening the institutional framework and accountability and transparency measures for sustainability.

As Upazila Parishads are the middle-tier local government institutions, the Guidelines shall especially emphasize the importance of vertical and horizontal linkages and collaborations. The vertical linkages refer to the Upazila development plans being aligned not only with the district development plan and the overall national development's strategic directions and sectoral development goals and perspective plans, but also with the development initiatives of the Unions and the Pourashavas. This gives the Upazila development plans consistency and coherence. The horizontal linkages refer to the Upazila development plans being linked with other development activities financed by other development funds (e.g. national development plans, Members of the Parliament, NGOs, CSOs, the private sector and other funding organizations). Here the development activities funded by Union Parishads and Pourashavas should also be considered with a view to ensure a broad-based resource mapping. It is estimated that the development funds managed by an Upazila Parishad are approximately 5-7% of the total development resources spent in that Upazila in any given year. Some 80-90% of the total development resources come from the national development plans. It is therefore very important to have the Upazila development plans create maximum synergy and avoid duplications between development initiatives funded by the Upazila and national development plans. This can be done by enhancing close coordination with the Transferred Line Departments within the Upazila Parishad. Horizontal linkages also need to be extended to other stakeholders, such as non-governmental organizations (NGOs), civil society organizations (CSOs), the private sector and to citizens more generally.

The Guidelines stress the importance of result-based management in order to ensure that the plans will accomplish the expected targets and outcomes and thereby attain the original goals and objectives, which can be assessed against the measurable indicators set at the time of formulation of development plans. Similarly, the Guidelines emphasize the PDCA cycle to ensure the sustainability of development planning at Upazila level.

Section One: Concepts of Development Planning Cycle, Result Based Management and PDCA cycle

1.1 Key elements of development planning

When the Constitution and the Upazila Act, 1998 clearly state that Upazila Parishads are fully responsible for their own development plans, it is a requirement for Upazila Parishads to formulate their own development plans. In this context, it is important to understand the basic principles of development planning.

Key elements for development planning at the national level are discussed below. These issues are applicable for every level of the local government institutions including the Upazila Parishads.

1.1.1 Development Planning

Development planning is traditionally a set of national processes for decision-making and actions that determine and regulate the future social, economic and environmental prospects of a country. It usually includes time-based benchmarks.

1.1.2 Importance of Development Planning

Development planning is important as it provides a vision for a nation which the government shall collectively aim to achieve for the nation and its people.

1.1.3 Process of Preparing Development Plans

Based on a long-term vision, a five-year plan is developed as a medium-term plan for a nation to achieve its concrete development goals. With them, the government can create its development strategy and allocate its financial and human resources most effectively and efficiently with a view to achieve the medium and long-term goals. An annual plan can be formulated to correspond to any given fiscal year in order to realize the five-year plan.

1.1.4 Different Stakeholders of Development Plans

Development plans need to be people-centered. Thus, citizens must be consulted before and during the preparatory phases of development planning and these consultations will help getting citizen’s endorsement of the plans. Especially important is to collect opinions from different professionals, labors and marginalized people. Once this endorsement is sought and given, it is expected that the citizens would be motivated to contribute to the attainment of the goals envisaged in the plans. Besides, the citizens would spontaneously become responsible for monitoring the outcomes of the plans, evaluate the results and also assess its impact at the end.

1.1.5 The Concept of Development Planning Cycle

A common goal of development planning and strategy is to improve people's lives. Once formulated, development plans need to be implemented; then, monitored and evaluated against the set goals and indicators. The lessons learned will be fed-back into the next development plans. Good development planning, therefore, is not a one-time exercise, rather, it involves a whole cyclical process of planning, implementation, monitoring, evaluation, learning and feeding back to the next plans. In order to manage the development planning cycle, it is also important to have a good institutional framework supported by sufficient financial and human resources.

1.2 What are results-based management (RBM) and PDCA cycle?

Results-based management (RBM) is defined as "a broad management strategy aimed at achieving improved performance and demonstrable results." Planning, monitoring and evaluation come together as RBM. Good development plans entail management for development results. And this "**managing for development results**" applies the basic concepts of "**results-based management**". Good RBM is an ongoing process. This means that there is continuous feedback, learning and subsequent actions for improvement. Existing plans are regularly modified based on the lessons learned through monitoring and evaluation, and future plans are developed based on these lessons.

Monitoring is also an ongoing process. The lessons from monitoring are discussed periodically and used to inform actions and decisions. Evaluations should be conducted for programmatic improvements while the plan is still ongoing and also inform the preparation of the new plans. This ongoing process of **PDCA (plan, do, check and act) cycle** is what is referred to as the **RBM life-cycle** approach.

RBM practices and systems are most effective when they are accompanied by clear accountability arrangements and appropriate incentives that promote desired behavior. In other words, RBM should not be seen simply in terms of developing systems and tools to plan, monitor and evaluate results. It must also include effective measures for promoting a culture of results orientation and ensuring that persons are accountable for both the results achieved and their actions and behavior.

Similarly, as per the PDCA cycle, the Guidelines shall be also reviewed periodically and revised/updated when it is needed. Accordingly, the Local Government Division (LGD) will issue any revision, corrigendum and/or addendum to the Guidelines for Upazila Integrated Development Planning.

Section Two: Development Plans in Bangladesh, the Legal Framework for Upazila Development Planning and the Institutional Framework for Development Planning Cycle at the Upazila Level

2.1 Development plans in Bangladesh

In Bangladesh, the Planning Commission was established in 1972 after the country's independence and entrusted with the responsibility to formulate the national development plans.

(1) National Plans

The national plans include, Second Perspective Plan 2021-2041, Eighth Five-Year Plan 2021-2025, Bangladesh Delta Plan 2100, Annual Development Programme[1] etc. As the central planning organization of Bangladesh, the Planning Commission is responsible for translating the ideas, aspirations and political agendas of the government into macro and micro economic policies, and incorporating them into long, medium and short-term plans. The Planning Commission is responsible for preparing, processing and approving the development plans.

The main themes of the Eighth FYP and the Second Perspective Plan are to eradicate all forms of poverty and become a high-income country by 2041 by ensuring through a) good governance; b) expansion of democracy; c) decentralization; and d) capacity development.

In addition, having gained significant progress in each of the MDGs in 2015, Bangladesh has made clear commitments to attain the SGDs by 2030 and aim to be a middle-income country by 2021.

(2) Sector Development Plans

A sectoral plan is a long-range plan for a specific sector, for instance, agriculture, fisheries, education, public health and communication. Such sectoral plans are prepared with a clear vision to develop a particular sector in a systematic and sustained manner. The Planning Commission and the line ministries are responsible for preparing, approving and implementing the sector development plans in line with the National Plans described in (1) above.

For instance, the two sector strategy papers (**Local Government and Rural Development Sector and Power and Energy Sector**) were developed in consultation with the concerned line ministries and divisions and approved by the Planning Commission in 2018. For the infrastructure and communication, the **Bangladesh Road Mater Plan of 2007**, and for the health sector, the **Health, Population and Nutrition Sector Strategic Plan of 2010** are the

[1] Planning Commission Website: http://www.plancomm.gov.bd/functions/

examples of those sectoral plans. The **National Livestock Extension Policy of 2013** also provides a planning framework for the livestock sector. In addition, the sector development policies and plans include: the **National Agriculture Policy 2018** and the **National Water Management Plan 2004.** These sectoral plans are formulated at different levels, and no single rule or guideline is issued by the government for the sector plans. However, such sectoral plans shall be consistent with the national plans. Thus, the Upazila Parishad plans shall be aligned with those sector plans as well.

2.2 Development plans at the Upazila level

(3) Upazila-level Plans

At the Upazila level, the Upazila Parishads shall formulate the Five-Year Plan (FYP) and the annual plan (AP) based on their situation analysis, local needs and priorities, capacity and available resources. These development plans shall cover needs and priorities of Union Parishads and Transferred Line Departments' working within the Upazila (horizontal harmonization). Moreover, these development plans need to be consolidated and comprehensive plans of these institutions. At the same time, the plans shall also be consistent with the focus of the national and sectoral plans, and contribute to achieving the national targets through different local interventions (vertical harmonization).

- **Upazila Five-Year Plan (FYP)**

The FYP is a mid-term development plan of Upazila Parishad. It usually corresponds to an electoral period of Upazila Parishads. It is expected that it will be comprehensive in nature and inclusive to reflect the needs and challenges of all stakeholders such as the Unions, Pourashavas, Transferred Line Departments, NGOs, private sector and the citizens of the Upazila. It should entail the vision, goals, development outcomes (expected changes with measurable indicators), and timeframe indicating the implementation schedules. It should also include monitoring and evaluation (M&E) mechanisms. The FYP is to be formulated in a way that is consistent with and can contribute to the development plans at the district as well as the national levels.

- **Upazila Annual Plan (AP)**

The Annual Plan (AP) is the annual breakdowns of the Upazila FYP. This contains further detailed goals, objectives, targets with measurable indicators and specific projects/ schemes, costs involved and sources of funding, implementation modalities, implementing agencies, monitoring mechanism and other relevant information.

2.3 Key legal frameworks of development planning at the Upazila level in Bangladesh

Preparation and implementation of development plans are the legal requirements for all local

government institutions (LGIs). In Article 59 of **the Constitution** of the People's Republic of Bangladesh, the issue of preparing and implementation of the plans of LGIs related to public services and economic development is noted. Furthermore, Section 23 (read with serial no 1 of Schedule-II) of **Upazila Parishad Act, 1998** stipulated that the formulation of development plans including Five Year Plan is a mandatory function of the Upazila Parishad. Section 42 indicated the process and content of the same.

A. Constitution of People's Republic of Bangladesh

"59. Local Government

(1) Local Government in every administrative unit of the Republic shall be entrusted to bodies, composed of persons elected in accordance with law.

(2) Everybody such as is referred to in clause (1) shall, subject to this Constitution and any other law, perform within the appropriate administrative unit such functions as shall be prescribed by Act of Parliament, which may include functions relating to-
(a) administration and the work of public officers;
(b) the maintenance of public order;
(c) the preparation and implementation of plans relating to public services and economic development."

"60. Powers of local government bodies

For the purpose of giving full effect to the provisions of article 59 Parliament shall, by law, confer powers on the local government bodies referred to in that article, including power to impose taxes for local purposes, to prepare their budgets."

B. Upazila Parishad Act 1998

Section 23: Tasks of Parishad

1) The tasks listed in the second schedule would be the task of Parishad and the Parishad will perform its tasks in accordance with its financial capability.

First tasks listed in the second schedule is as follow:

(1) Upazila Parishad will prepare and implement five-year plan and plans for various time frame.

Section 42: Development Plans

(1) Based on financial capacity, the Parishad may formulate and implement development plans of various duration including Five-year plan and the Parishad, in formulating the Plan, may consult with the Union Parishads within its jurisdiction or Non-Government Organizations or any individual involved actively in development activities in that area.

(2) Such plans shall have the following directives as to: a) how the plans shall be financed,

implemented and supervised; b) by whom the plans shall be implemented; and c) necessary matters related to planning.

(3) The Parishad, before implementation of any plan (subject to approval of the concerned Member of Parliament) shall send a copy of each development plan to the government and publicize those in manners deemed appropriate by the Parishad. The Parishad, after taking recommendation of the concerned Member of Parliament on the plan, shall send a copy to the government before implementation of the plan and may publish the same for information of the people in a way deem fit to the Parishad or may take appropriate actions considering their opinions and suggestions.

C. Upazila Parishad (Programme Implementation) Rules, 2010

Section 5: Without deviating from the Act, the following financial, developmental, operational, coordination and miscellaneous issues shall be presented at the Parishad meetings for the purposes of discussion and making decisions.

Developmental:

(2) Preparing and updating Five Year Plan, Annual Development plans, and plan books of the Parishad.

D. Upazila Parishad Budget (Preparation and Approval) Rules, 2010

Section 13: Budget allocation for development projects or sectors shall be made in light of the Five-Year Plan as well as Annual Development Plan and Budget allocation shall not be kept for any new project which is not included in the plan book.

2.4 The other plans and guidelines relating to development planning at Upazila level

The **7th Five-Year Plan (FY 2016-20)** provides the proposed activities related to development planning at the Upazila level (**Section 7.2.6**). Such activities include: ensuring the consistency among national-level development plans and local development plans, development of planning and budgeting capacities at the local level, necessity of annual and five-year plans, guidelines for local-level plans to be developed by the Planning Commission, and technical assistance to LGIs to prepare five-year plans.

The Guidelines for Development Planning and Implementation, Memo No. 46.046.006.00.00.001.2012-1057 dated 2nd November 2014, issued by the Local Government Division (LGD) provides the overall framework for the preparation of the FYP at the Upazila level. Though they are more generic, there are nonetheless some relevant key contents, which include: MDGs (now SDGs) linkages, gender mainstreaming, consistency with national and district level plans, and inclusive and participatory planning at the Upazila level planning.

2.5 The institutional framework in support of development planning cycle at Upazila level

As stated in Section One, good development planning is not a one-time exercise, rather, it involves the management of a development planning cycle. Therefore, it is of the utmost importance to have a solid institutional framework. The following are the key institutions recommended to manage the development planning cycle:

(1) Upazila Parishad

Upazila Parishad Act, 1998 gives the Upazila Parishad a full responsibility to formulate and implement its development plans. Equally important is that Upazila Parishads shall ensure that preparation and implementation of FYPs and APs involve wider stakeholders and development partners and that they become more inclusive and participatory[2]. As needed, the Upazila Parishad set aside an appropriate budget from the revenue budget to hold such stakeholder meetings to ensure the development planning cycle be inclusive and participatory. As the Upazila Parishad is the final decision-making body in regards to its development plans, Upazila Parishad holds an ad hoc meeting as needed to make key decisions regarding development plans on a timely basis without any delay in the processes. Some due consideration is to be given for proper scheduling of the FYP work plan as the Upazila elections normally take place in batches in the period of March to June every five years.

(2) Upazila Committees

In order to effectively manage the development planning cycle, it is important to revitalize the Upazila Committees. They are the mandatory committees at the Upazila level, playing critical functions during the situation analysis in coordinating development activities and schemes in respective sectors and sharing the critical information amongst them. In particular, the **Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization (UCFBPLRM)**[3] has the prime responsibility to lead the management of this development planning cycle (i.e. formulation, implementation, M&E, reporting of the development plans) in close collaboration with the Upazila Parishad and TLDs.

(3) Technical Group for Planning (TGP)

In addition to the Upazila Committees, the Upazila Parishad Development Fund Utilization Guidelines envisage the formation of a committee involving the members of the Upazila Parishad members and non-Parishad members[4] for assessing the project proposals before

[2] Upazila Parishad Act 1998, Section 42 (1)

[3] The members and terms of reference of Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization is attached in Annex 1

[4] Guidelines for Upazila Parishad Development Fund Utilization Guidelines, on 10 November 2014

approval. Thus, A Technical Group for Planning (TGP) can be created to assist UCFBPLRM and Upazila Parishad in managing the processes of development planning cycle on a regular basis. This is a technical group, consisting of 5-8 members, headed by the Upazila Nirbahi Officer (UNO). 3-6 members can be selected from TLDs and 1-2 members from the NGOs and/or private sector. TGP's key functions include:

- To gather necessary data and information for development plans and prepare key formats and tables for development plans under the guidance of the Upazila Parishad and the UNO.
- To closely work with the Union Parishads, Pourashava, TLDs, Upazila Committees and the Bangladesh Bureau of Statistics to gather key information and data for development plans.
- To create the resource and project mapping of the Upazila from other sources.
- To review and analyze situation analysis undertaken by the TLDs and set priorities in consultations with Upazila Committees and Union Parishads through consultation meetings.
- To consult ideas with other stakeholders including NGOs, CBOs, CSOs and private sector.
- To scrutinize the project/scheme proposals based on the goals and priorities set by the Upazila Parishad.
- To draft an integrated Upazila FYP and AP.
- To review monitoring and evaluation to consolidate all the comments of the stakeholders, including Upazila Parishad, concerned Union Parishads and TLDs on the draft FYP, and assist in preparing the final draft. The final draft will be submitted to the Upazila Parishad for approval.
- To reports of the individual projects and make necessary AP progress and accomplishment reports, advice and recommendations to Upazila Parishad via UCFBPLRM.

(4) Project Selection Committee (PSC)

In accordance with the priority sectors, goals and objectives determined by the Upazila Parishad, the Project Selection Committee (PSC) shall examine the projects and schemes to be funded by the AP from a long list of the proposals submitted by the TLDs, Unions and the Pourashava.

(5) Transferred Line Departments (TLDs)

In accordance with the Upazila Act, the TLD officers shall be part of the Upazila Parishad while they are fulfilling their responsibilities for providing their respective sectoral services to the citizens in the Upazilas. Being stationed at the regional and field offices at the lowest administrative units, those TLD officers shall be responsible for gathering sectoral

socioeconomic and demographic data, information and development needs and challenges in the communities at the Upazilas and information regarding development initiatives ongoing and planned in the Upazila by other sources (e.g. national development plan, the member of parliament, NGOs, the private sector, Unions' ADPs, etc.). Therefore, the TLD officers are in the best positions of undertaking the situation analysis for the respective sectors.

Section Three: Formulation of Upazila Five-Year Plan (FYP)

3.1 Background

Five-Year Plan (FYP) is a comprehensive document showing a medium-term development policy and strategy of the Upazila. It presents a set of priorities by establishing the vision, FYP goals, and expected outcomes with measurable indicators. The set of priorities need to reflect the views and desires of the people of the Upazila. In accordance with the timelines established for the FYP, therefore, Upazila Parishad must follow its accountability and transparency mechanisms to ensure that the contents of FYPs are shared with the people in the Upazila and the status are periodically reported to them.

The FYP is to be generally coherent with the Upazila local election cycle.[5] For the elected officials of the Upazila Parishad, the FYP is an important instrument to realize the expectations of their constituencies during their terms by demonstrating development plans and strategy to address the local needs of the people in the Upazila.

Being the principle document concerning Upazila's development for a given five-year period, the FYP shall be an integrated, comprehensive and self-explanatory document for all stakeholders and partners. It shall be constantly referred during the given period. In addition, it shall serve as the basis for formulating an annual plan (AP) each year during the period.

3.2 Key contents of the FYP

The FYP will consist of the following key contents (please also refer to the suggested table of contents in 3.3.7):

3.2.1. Situation Analysis

It refers to the analysis of the internal and external factors that affect the lives and livelihoods of people residing in the Upazila. It helps to identify development needs and challenges, possible interventions and potential impacts. Good situation analysis can be done by strengthening (vertical and horizontal) coordination among different development plans (e.g. national, regional, district, Union, Pourashava) and gathering socio-economic data and information from wider stakeholders.

In situation analysis, it is also important for the Upazila Parishad to understand what development initiatives and funds are ongoing and/or planned in the Upazila. The development resources managed by the Upazila Parishad are approximately 5-7% of the total

[5] Upazila elections usually take place in groups in the period of March to June every five years. Thus, it is not feasible for start the preparation of the FYP prior to the inoculations of the elected representatives, especially Upazila Parishad Chairmen. Thus, preparation of the FYP/AP shall begin in June/July for the election year.

development resources utilized. A large sum of the development funds come from other sources such as development plans of national, district, Pourashava, Unions, NGOs/CSOs, and the private sector. By mapping those development initiatives funded by other sources, therefore, Upazila Parishad cannot only avoid duplications and create maximum synergies and linkages (horizontal), but also strategically allocate its own resources most efficiently and effectively.

Comprehensive review and analysis of those data and information shall lead to an objective assessment of Upazila's key development potentials, opportunities, constraints and challenges. It will also help setting local development priorities. Based on the situation analysis, Upazila can set a vision, FYP goals and expected outcomes with measurable indictors.

Key Sustainable Development Goals (SDGs)[6] indicators are important as the Government of Bangladesh identifies them as critical in the Vision 2021 and 2041 as well as the 8th Five Year Plan. The Government has also established the monitoring and evaluation framework of SDGs in 2018.[7]

It is also important for Upazila to learn the lessons from the past experiences (e.g. from the past APs and FYP). What has been achieved and not been achieved and why? What development initiatives have worked and what have not worked? What approaches need to be strengthened or be suspended? Upazila shall draw lessons from the past development activities to use for future planning. It is also stressed in Section One, 1.2 for PDCA cycle of the Guidelines.

3.2.2. Vision

Each Upazila Development Plan should have a 'Vision'. It is a picture of the desired future that the Upazila Parishad wants to achieve in the long run. The Vision of the Upazila must be determined on the basis of national plan and policy as the Five-Year Plans of the Upazila will play a vital role in achieving the National Development Plan and its goals. 'Vision' will be the basis for the Development Plan and Development Strategy of the Upazila.

3.2.3. FYP Goals

Based on the situation analysis and in line with the selected vision statement, FYP goals are what the FYP will be aiming to achieve during the next five years. They should more specifically define key sector development which can contribute to make changes within the vision. The process for setting FYP goals should also be inclusive and participatory for

[6] SDGs are intergovernmental set of aspirational goals adopted at the United Nations in September 2015. 17 goals with 169 targets are to be achieved by 2030.

[7] Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective, General Economics Division, Planning Commission, Ministry of Planning, March 2018

ensuring the ownership of the stakeholders in the Upazila.

3.2.4. Expected Outcomes with Measurable Indicators

Expected outcomes are the changes to be made as a result of development initiatives by the FYP and APs. All development plans must be result-based. Therefore, the expected outcomes (results) must be measurable with a set of indictors. The Government of Bangladesh provides various socio-economic national targets in its long and medium-term development plans. At the same time, the government is also relentlessly striving to achieve SDGs. Keeping the above in view, Upazilas are required to follow these goals and targets based on their local needs and priorities. It is important to note that Upazilas' needs and priorities should always be consistent with the national development plans and new strategies which are adopted by the national government. Therefore, the targets of the FYP of Upazila may be revised in accordance with the most recent national plan, priorities and targets.

3.2.5. Development Strategy and Prioritization

The development strategy is a medium-term policy direction that focuses on what development approaches would most effectively and efficiently helps realizing the vision, FYP goals and desirable outcomes (results). This also guides the prioritization of projects/schemes/ initiatives which are to be funded by the APs during the period of FYP. Upazila must take into account the closeness (vertical) between Upazila development plans and strategy and other development plans at the national, regional, district, Pourashava and Unions considering how much of the development funds being utilized for development in Upazilas are being sourced from the national and other development plans.

3.2.6. Monitoring and Evaluation (M&E) Plan

The monitoring of FYP is to be conducted on an annual basis. The UCFBPLRM with the help of the TGP, compiles with a FYP annual monitoring report by consolidating the AP monitoring reports. Please refer to the **Format 7** FYP Annual Monitoring Report in the annexes of the Guidelines. Effective M&E is a result-based process. The FYP annual monitoring report determines expected outcomes and indicators established at the beginning. M&E measures the attainments of those outcomes and indicators during the implementation of the FYP. Once the M&E reports are approved by the Upazila Parishad, these will be reported to the District (Zila) as well as Unions/Pourashavas for the purposes of transparency and accountability. At the mid-term (Year 3), a mid-term evaluation shall be undertaken. If needed, the FYP can be amended in accordance with the recommendations therein. FYP may also be amended when any drastic change happens to the Upazila and/or the people in Upazila during the period, such as a natural disaster or pandemic. At the end of the FYP, a final evaluation shall be conducted to draw the lessons learned which will eventually help the preparation of the next FYP.

3.3 Key steps for Upazila FYP cycle

In preparation of FYP, Upazila Parishad shall undertake the following key steps described as follows (**Figure 1**). Each step is designed in the logical sequences and therefore it is important for each Upazila to go through each step rigidly and systematically while ensuring the maximum vertical and horizontal coordination and collaboration among the concerned stakeholders and partners.

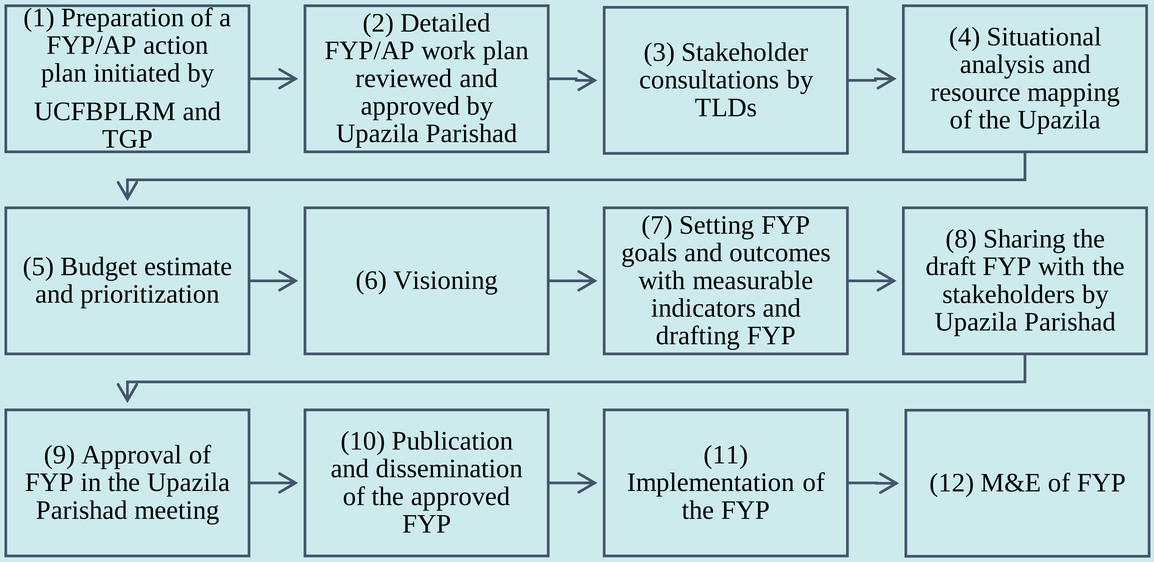

Figure 1. Key Steps for Upazila FYP Cycle

3.3.1. Preparation of the FYP (/AP) action plan initiated by the Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization (UCFBPLRM) and the Technical Group for Planning (TGP)

At the beginning of the FYP formulation process, the core planning team should discuss on the planning exercise. The core team consists of the UCFBPLRM and the TGP members. TGP provides technical support to UCFBPLRM. The first task of the core team is to prepare a FYP (/AP) action plan. It should be noted that every five years, Upazila will formulate a FYP along with an AP and thus important is to develop the action plan for both. The action plan shall be approved by the Upazila Parishad for immediate implementation.

Table 1 below exhibits a suggested format of the action plan for FYP. The work plan needs to be adjusted to fit appropriately with the calendar of the Upazila.

Table 1: Work Plan for FYP Formulation

FYP Preparation Tasks	Responsible Person	Timeline	Remarks
Preparation of a FYP/AP action plan	UCFBPLRM with TGP	August	Within a month after the Upazila Parishad is formed after the election
Decision making on the action plan and tasks by Upazila Parishad	Upazila Parishad	August	First Upazila Parishad meeting
Stakeholders consultations	Upazila Committees/ TLDs and Pourashava and Unions	August	Discussions via TLDs/ Upazila Committees
Situation analysis of the Upazila Analysis and prioritization	Upazila Committees/ TLDs TGP/UCFBPLRM	September September	Socio-economic data and information gathering Compilation and recommendation
Development resource and activities mapping	TGP with TLDs, Unions, Pourashava, NGOs/CSOs	September	TLDs consult with the line ministries of the GoB TGP gathers other sources
Visioning exercise	Upazila Parishad with UCs and TGP support	September	Discussions, analysis and decision making
Setting FYP goals and outcomes and drafting a FYP	UCFBPLRM with TGP support	September	Discussions, analysis, decision making and drafting
Sharing the draft FYP with stakeholders	Upazila Parishad with UCFBPLRM support	September	Ensuring inclusive and participatory consultations
Approval of the FYP by Upazila Parishad	Upazila Parishad	October	Decision making
Publication and dissemination of the FYP	Upazila Parishad with UCFBPLRM and TGP	October	Reporting to LGD, DDLG and the people in Upazila
Implementation of the FYP	TLDs and other implementing agencies	Continuous	
M&E of the FYP	UCFBPLRM and TGP	Continuous	Annual monitoring and revision as needed

3.3.2. Detailed FYP/AP action plan reviewed and approved by the Upazila Parishad

Upazila Parishad makes a decision on the FYP and AP action plan prepared by UCFBPLRM. Upazila Parishad may require an ad hoc meeting to decide several critical decisions regarding its development plans. The Upazila Parishad discusses key steps and timelines in preparing the FYP/AP and assigning the necessary responsibilities to each Upazila officials and stakeholder.

3.3.3. Stakeholder consultations by Transferred Line Departments (TLDs) [6]

In this process, the Upazila Parishad may invite opinions from the concerned Union Parishads, Pourashava, NGOs, professional groups and informed general citizens. The opinions of these stakeholders will be recorded and preserved by the Upazila Parishad[8]. The TLDs are responsible for the needs assessment at the Union and Pourashava level. They are also responsible for participatory planning process at the Unions and Pourashava by holding consultation meetings with Town Level Coordination Committee (TLCC) and Union Development Coordination Committee (UDCC) and with communities, NGOs, CBOs, CSOs and private sector entities to identify sectoral needs at the Union/Pourashava levels.

3.3.4. Situation Analysis and resource mapping of Upazila

A situation analysis entails a “snapshot of the existing ground realities.” It is the most important process of planning by taking stock of current problems and issues as well as future requirements and wants, and systematically identifying the most effective ways of resolving those issues and achieving desired outcomes. Such analysis involves gathering, analyzing, and synthesizing data to make decisions along the lines of the strategic objectives using the available resources. The key data and information for situational analysis include: a) democratic data; b) socioeconomic data; c) SDGs indicators; d) needs assessment; e) environment impacts; and f) hazards mapping. At the end of the Guidelines attached for use is the Format 1: Basic democratic, infrastructure and socio-economic data and information and the Format 2: Format for situation analysis. While the TGP consolidates the Format 1 and 2 for UCFBPLRM and Upazila Parishad, the TLDs are responsible for gathering necessary sectoral data and information as well as the development needs and analysis from Union Parishads (e.g. UDCC), Pourashava (e.g. TLCC) and NGOs and the development partners at the Upazila level. Basic demographic and socio-economic data are available at the TLDs and the Bangladesh Bureau of Statistics.

In preparation of situation analysis, the TGP in close collaboration with the TLDs officials shall undertake the resource mapping for the FYP by taking into account of ongoing and projected development initiatives in the Upazila level. It can consist of different sources. They include the development activities by national development plans (i.e. sector development plans), Member of the Parliament (MP), LGIs (i.e. Unions and Pourashava), NGOs and even private entities and other sources. TLDs play important roles in gathering that information from both national sector development planning and Union and Pourashava development plans and thus they shall maintain close communications and networks with the respective

---

[6] Transferred Line Departments (TLDs) are decentralized from key line ministries/offices of the central Government of Bangladesh offices and become part of the Upazila Parishad.

[8] Section 12, the Guidelines for Preparation of Development Plan and Implementation, Memo No. 1057, 2 November 2014

central ministries/regional departments as well as Unions and Pourashava within the Upazila on a regular basis. It is an important step in part of the situation analysis. The Format 3 is used for the development funds utilized in the Upazila from different sources. The resource mapping can be adjusted every year when the AP is prepared.

3.3.5. Budget estimates and prioritization

As for the budget estimate for the FYP, often it is difficult to obtain the development resources for multiple years (5 years). In such cases, the FYP may give the projections (estimates) based on the estimated budget for the current year (use the Format 4) multiply by 5. Similarly, as for the resource mapping, Upazila may use ongoing sector development initiatives and projects in the Upazila multiply by 5. Resource mapping exercise can be more effective and meaningful when Upazila prepares its AP.

By reviewing the outcomes of the situation analysis in all different sectors by the TLDs, the Upazila Parishad shall determine which areas (sectors) the Upazila should determine as the priority (focused) areas for development for the next five years. The Upazila Parishad also must determine the level of financial resources available at the Upazila for the next five years. With those two criteria, Upazila Parishad can decide the scope of the FYP and focused areas for development.

The Upazila Parishad may request the higher-level authorities at the district and national level of the Transferred Line Departments for those areas which are given priority but beyond the capacity of the Upazila in the existing financial and technical condition.

3.3.6. Visioning

Based on the situation analysis, the Upazila Parishad sets its vision, FYP goals and expected outcomes so as to address the problems (development challenges) in the next five years.

Based on people's opinion, the Vision of the Upazila is an image of desired future with a realistic reflection of what the Upazila wants to do in its development activities and where the Upazila wants to go at a given time. It has been stated earlier that, in Upazila's Vision, it is reasonable to have a long-term desired image and the process of formulating it should be inclusive and participatory. Because, through this, the expected future of the livelihood is determined.

3.3.7. FYP goals and outcomes with measurable indicators setting and drafting the FYP

FYP goals are directly linked with the vision statement. Upazila Parishad given the situation analysis, sets their own FYP goals to be achieved within a period of five years. In setting FYP goals, Upazila shall focus on some key sectors (not all sectors) which they consider to be the most important for development planning in the next five years. From the priority sectors,

FYP goals are formulated to address the specific development challenges and problems. Then, Upazila Parishad also comes up with desirable outcomes. An outcome is usually described in the form of an outcome statement, i.e. what changes or results for which the Upazila will aim within the five-year period through the FYP. Upazila Parishad establishes an associated indicator to measure the outcome (change/result). **Format 5** (please see in the annexes to the Guidelines) provides the standard format for setting the FYP (sector) goals and outcomes.

In drafting the FYP, it is important to keep in mind that the FYP is a comprehensive document showing a medium-term development policy and strategy of the Upazila in five years. It presents a set of priorities by establishing the vision, FYP goals, and expected outcomes with measurable indicators. It also describes the institutional framework and the roles and responsibilities of the Upazila Parishad to manage the FYP cycle. Being a principle document concerning Upazila's development for a given five-year period, the FYP shall be a living document, which is constantly referred to and used as the basis for formulating an annual development plan (AP) during the period.

The UCFBPLRM with support from the TGP formulates a draft FYP and submits it to the Upazila Parishad for approval. In preparing the draft, the following **FYP table of contents** can be used. They include:

1. Cover page
2. Foreword
3. Map of the Upazila
4. Basic demographic and socio-economic data and information (use Format 1)
5. Situation analysis (use Format 2)
6. FYP Upazila development programs from different sources (resource mapping) (use Format 3)
7. Budget summary (use Format 4)
8. Vision statement
9. Sector Goals and Outcomes (use Format 5)
10. FYP planning format (use Format 6)
11. M&E plan
12. List of the members of Upazila Parishad, UCFBPLRM and TGP

In drafting the FYP, it is also important to have good explanations what conclusions are reached at each step (e.g. each key heading of 4-10 in the above Table of Contents). Especially responding to the following questions may be helpful:

- What analysis was given to reach a conclusion (e.g. rationales)?
- What decision(s) was (were) made (e.g. final conclusions)?
- How the decisions were made (e.g. consultations with wider stakeholders)?

By doing so, the FYP becomes a self-explanatory document for all stakeholders and partners.

The readers of the FYP can easily read and understand the development policy and strategy of the Upazila.

3.3.8. Sharing of draft plan with the stakeholders

Once the draft FYP is prepared and reviewed at the Upazila Parishad, the Upazila Parishad sends the draft FYP to the MP, DC, DDLG, all Union Parishads, and Pourashava. The Upazila Parishad shall invite representatives from different professional groups and the civil society to this meeting to discuss the drafted FYP. As per the provision of the Upazila Parishad Act, 1998 it may also invite any individual with special skills or expertise to the Parishad's meeting for providing his/her opinions on a specific matter[9].

A summary of the draft FYP shall be posted on the notice boards and website of the Upazila Parishad and sent to other important offices for public view comments.

3.3.9. Approval of the FYP by the Upazila Parishad

Having reflected the views and comments from the stakeholders and partners, the Upazila Parishad shall approve the final FYP in an Upazila Parishad meeting. As needed, the Upazila Parishad may hold an ad hoc/special meeting to approve the FYP.

3.3.10. Publication of the approved FYP

The Upazila Parishad publishes the FYP after the approval for wider distributions to the LGD, MP, DC, DDLG, all Unions and Pourashava and other local institutions and media. The Information Book of the Upazila may include the FYP, annual plan (AP) and annual budget related information along with other information.

It will also be put up in the notice board of Upazila Parishad and other important offices, and posted on the websites of Upazila Parishad, and District Web portal for wider dissemination.

3.3.11. Implementation of FYP

The Five-Year Plan (FYP) provides a basic medium-term framework for the Upazila's development. The annual plan (AP) is a building block of realizing the FYP and an instrument for implementing the FYP. Therefore, the AP prepared each year shall be within the framework of the FYP. All development activities (projects/schemes) listed in the AP need to be in line with the FYP goals and expected outcomes. The annual budget of the first year AP is prepared to ensure a clear linkage with the FYP and AP.

[9] Upazila Parishad Act 1998, Section 28, Sub section 2.

3.3.12. Monitoring and Evaluation (M&E) of FYP

As for the institutional setup for M&E, Upazila Parishad is responsible for monitoring and supervising the operations of the development activities, utilization of resources and their results. Upazila Nirbahi Officer (UNO) is responsible to provide support to the Upazila Parishad[10] for the execution of the development plans, and supervision and reporting on the progress.

Monitoring involves a regular collection and analysis of information to identify the progresses and achievements of the FYP against its goals and expected outcomes with measurable indicators. Monitoring of the FYP is done by the UCFBPLRM with the support of the TGP on an annual basis. TGP analyzes Upazila's socio-economic data and information to see if there is any change against the baselines and reviews the AP monitoring and accomplishment reports to see if they are on track attaining the expected targets an output of the year. Based on the major findings, UCFBPLRM submits a monitoring report to the Upazila Parishad on an annual basis. Please use the **Format 12**: FYP Annual Monitoring Report.

In the third year of the FYP implementation, Upazila Parishad conducts a **mid-term review** of the FYP. At the mid-term review, the FYP can be revised and/or updated as needed. The review points may include the following:

- Delay of the progress and its reasons;
- Changes in situation, needs or priorities of the local people;
- Urgent needs, such as disasters, accidents and others;

The FYP can be revised in case any significant incident happens and drastically changes the scope of the development planning and resources (e.g. natural disasters, pandemics to respond to the state of emergency and/or disaster).

At the end of the FYP, Upazila Parishad undertake the **final evaluation**. It shall be done by the third party. The result of the evaluation must be reported to the LGD and also be known to the citizens of the Upazila. Key lessons learned should be reflected in the preparation of the next FYP, which is an important process of PDCA cycle.

[10] Charter of Duties of the officials of the transferred departments, Circular no: 1422, Dated 17-06-2014

Section Four: Formulation of Annual Plan (AP)

4.1. Main contents of AP

The Upazila Parishad is required to prepare the FYP and the APs[11]. The APs are annualized development plans to realize FYP goals and expected outcomes in line with a medium-term vision. The APs describe more concrete AP goals, objectives and targets attainable in a given year. The contents of the AP include: a) what projects/schemes the Upazila Parishad will implement in a given year; b) what targets will be achieved; and c) how project activities will be executed and managed. It also describes the clear deliverables (outputs). Thus AP goals, objectives, targets and projects are within the scope of the FYP and consistent with the FYP goals and expected outcomes.

4.2. Key steps for Upazila AP cycle

According to the LGD Guidelines[12], the Upazila Parishad is responsible for managing the AP cycle corresponding to each fiscal year of the Upazila.[13] Each AP within the five-year period is an important building block in realizing the medium-term development planning cycle (i.e. FYP).

Some key steps for AP preparation are described in Figure 2 below. The key steps for AP preparation are similar to the ones for FYP preparation. Every five years when the FYP is prepared, some steps for AP (e.g. socioeconomic data collection, situation analysis, resource mapping) can be combined with the steps for FYP. In any other years, Upazila updates those information and data for the AP preparation.

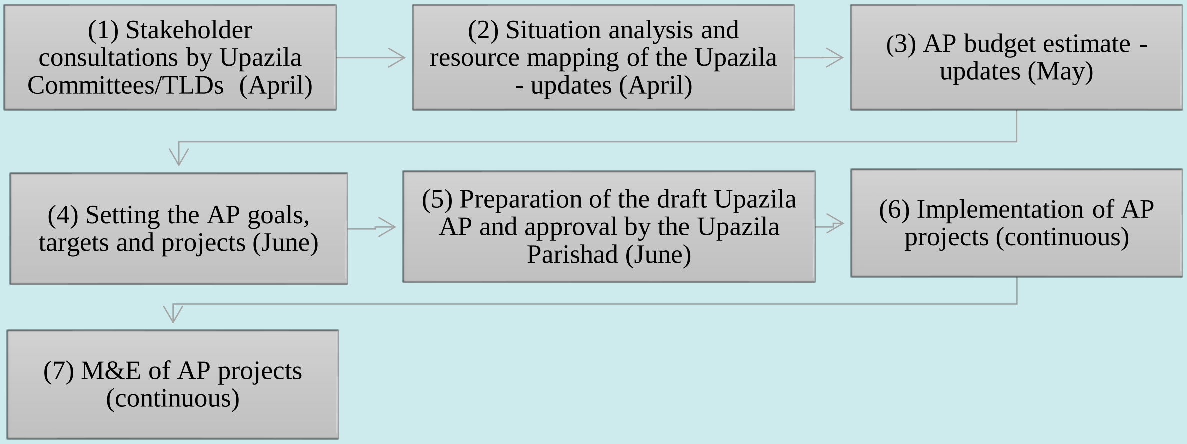

Figure 2. Key steps in preparing AP

---

[11] Section 42 of the Upazila Parishad Act, 1998

[12] Section 3 of the Guidelines for Development planning and implementation, Memo No. 1057 dated 2nd November 2014

[13] The AP cycle corresponds each fiscal year starting from 1 July to 30 June. Because the Upazila elections usually take place in the period of March – June every five years, the preparation of the FYP and the first year AP would only start from June. For the subsequent APs of the FYP cycle, however, the AP preparation process should start as early as March/April so that the AP shall begin implementing its projects/schemes from the start of the fiscal year (1 July).

4.2.1. Stakeholder consultations by Upazila Committees and/or TLDs

In preparation of the AP, the Upazila Parishad may invite opinions from the concerned Unions, Pourashava, NGOs, professional groups and general citizens. The Upazila Committees and the TLDs can also solicit their needs and recommendations. Such consultations must be held at the Upazila every time when the AP formulation process starts. Thereby the development planning can be more inclusive.

4.2.2. Situation Analysis of the Upazila

While the FYP provides the situation analysis of the Upazila, the AP situation analysis shall take note and update it if there are any changes. The processes involve in gathering, analyzing, and synthesizing the Upazila's socioeconomic data and information. When the AP is prepared at the same time as the FYP every five years, this process can be combined with the situation analysis for the FYP.

Majority of data and information and the updates of the situation analysis shall be undertaken by the TLDs. The UCFBPLRM with support from the TGP, consolidate the situation analysis and updated data and information for the Upazila Parishad's consideration and decision. In analyzing the current Upazila's situations, the following questions may be addressed.

- Are there any significant changes in socio-economic data and information in the Upazila since the ones prepared for the FYP? (e.g. emerging problems and needs which were not captured as the priorities in the FYP but may require for urgent actions and/or responses in the AP)
- Is the situation would be getting improved or deteriorating?
- What are possible actions which Upazila could take to address those emerging needs and problems? (projects / interventions)
- What budget will be available to execute the projects for the year?

Based on the situation analysis (See **Format 2** annexed to the Guidelines), the Upazila Parishads prepare their strategies and list the priority projects and schemes funded under the AP.

The importance of resource mapping is stressed in the formulation of the FYP because the development resources (budget) which Upazila Parishad directly manages under its authority normally represents only 5-10% of the total development funds being spent within the Upazila for development in a given year. In the preparation of the FYP, this resource mapping is done. For the first year AP, the same information/data can be used. For the following year APs, however, it is important the resource mapping information and data are updated each year. Thereby the Upazila Parishad can consider how best it can use the scarce resources of AP budget to maximize the development results in any given year. By ensuring better coordination and collaboration with the national, district, Pourashava and Union Parishad's

development plan, complementarity and synergies can be created.

4.2.3. AP budget estimate

In estimating the AP budget, it is important to know how much funds would be available for funding development projects/schemes in the Upazila for any given year. Upazila Parishad is responsible for managing the development funds and using them in most effective and efficient manners. Needless to say, that any Upazila cannot fund projects beyond the financial resources available for the year.

In order to maintain a good financial management and control, **Format 4**: AP budget (Table 2) can be used for estimating the budget for the AP next year.

Table 2: Budget of Upazila Parishad (for total AP budget estimate)

Particulars		**Actual of Previous year**	**Budget or revised budget for current year**	**Estimated budget for next year**
Prat 1	Revenue account/receipt			
	Revenue			
	Grant			
	Total income			
	Expenditure from revenue account			
	Revenue surplus / deficit (A)			
Part 2	Development Account/Development Grant			**Amount D**
	Other grant and contribution			
	Total (B)			
	Total resources available (A+B)			
	Expenditure from development account			
	Total budget surplus / deficit			
	Carry over (1st July)			**Amount C**
	Closing balance			

In Table 2, a total of **Amount C** and **Amount D** will be the estimated budget for the development activities of the AP next year. **Amount C** is part of the estimated total revenue surplus from the current year to the following year, of which the Upazila Parishad transfers to the development funds for the following year. **Amount D** is the ADP given by the Government (for the AP planning, the same ADP amount of current year should be used) and other development budgets (e.g. UGDP).

4.2.4. Setting AP Goals, Objectives, Targets and Projects

The Upazila Parishad sets AP goals, objectives and targets to address the problems in a given year. The vision statement and the FYP (sector) goals become the guiding principles in setting of more specific AP goals, objectives and annual targets for the Upazila. **Format 5** (which is annexed to the Guidelines) provides the standard guidance for setting these AP goals, objectives, and targets. The AP goals need to be prioritized among those FYP (sector) goals and limited to 3-5 sectors within the range of the AP estimated budget.

Once the prioritized AP goals and objectives are set, Upazila can formulate project proposals to be funded by the AP. Please use **Format 11** for the purpose. Upazila can keep development project/scheme proposals in the inventory (roster) and ensure their qualities throughout the year and thereby when they are selected for AP funding, they can jump start their tendering and/or implementation at the beginning of the new fiscal year. In accordance with the AP goals set by the Upazila Parishad, Upazila also can invite the Unions and other institutions to propose project proposals for AP funding.

The project proposals are reviewed and selected by the **Project Selection Committee** (PSC) in accordance with the AP goals and objectives. TGP will compile those selected proposals and list them in the project summary (**Format 10**. It covers only those prioritized projects/schemes which can be funded by the AP estimated budget. It should not include any other projects/schemes whose funding are beyond the financing capacities of the Upazila for the given year. A few additional projects can be listed as the ‘projects in waiting’ or ‘pipeline projects’. They can be funded only when any additional funds become available in the AP. The Upazila Parishad approves the final AP project list at its regular meeting.

4.2.5. Preparation of the draft AP and approval by the Upazila Parishad

In preparing the AP, it is important to always refer to the FYP and consider how best the vision statement, FYP goals and expected outcomes can be realized by implementing the AP each year. In addition, the Upazila Parishad shall keep good coordination and collaboration with concerned stakeholders such as Unions (through UDCCs), Pourashava (through TLCC), NGOs and private sector. The process of AP formulation should be always inclusive and participatory.

The AP’s contents are somewhat similar to the ones of FYP. But they contain more specific and updated information for the year. The **main AP’s table of contents** are as follows:

1. Cover page
2. Foreword
3. Map of the Upazila
4. Basic demographic and socio-economic data and information
   (use Format 1 at the end of the Guidelines)

5. Situation analysis (use Format 8)
6. Resource mapping (use Format 3)
7. Budget estimate (use Format 4)
8. Vision statement and FYP goals (copied from the FYP)
9. AP Goals, Objectives and Targets (use Format 9)
10. Project summary (use Format 10)
11. M&E plan

In addition to the above table of contents, the following project outlines can be attached as annexes to the AP:

12. Scheme Proposal (use Format 11)

Being a self-explanatory document, the annual development plan (AP) must contain all necessary information for all stakeholders and partners to read and understand the development initiatives in the Upazila for a given year. In drafting the AP, therefore, it is crucially important to have good logical framework between each steps by providing detailed explanations to each heading (4 to 10) of the contents along the line of the following questions:

- What analysis was given to reach a conclusion (e.g. rationales)?
- What decision(s) was (were) made (e.g. final conclusions)?
- How the decisions were made (e.g. consultations with wider stakeholders)?

After having prepared the draft AP, the Upazila Parishad shall share it with the concerned stakeholders such as Union Parishads, Pourashava, Zila Parishad, Upazila Committees, MP, DC/DDLG, and private sector entities and citizens by posting it on the website. A copy of the AP should also be put up on the Upazila Parishad's notice board for public display. Open meeting can be organized to collect feedbacks and comments from wider stakeholders.

After having finalized the AP with the comments and feedbacks received, the Upazila Parishad shall approve the AP. The final AP can be published. It will also be submitted to the DDLG and DLG and posted in the Upazila website for public view.

4.2.6. Implementation of AP

After the approval of the AP, the Upazila Parishad implements the development projects in accordance with the administrative procedures.[14] The Upazila Parishad continues to be primarily responsible for the implementation of all development schemes/projects/ activities listed in the AP. For the schemes which require higher technical capacity of design and supervision, the Upazila Parishad may seek assistance of the Transferred Line Departments

[14] the Public Procurement Rules

(TLDs) such as the Executive Engineer of LGED.

At the beginning of the fiscal year, the Upazila Parishad may not have the first ADP allocation. In order to avoid any delay in implementing the AP projects, the Upazila Parishad may utilize the revenue surplus funds to fund some AP projects at the beginning.

As part of the good practices, Upazila can keep up the inventory (roster) of good project proposals throughout the year and/or improve the qualities of the proposals by providing necessary training to the stakeholders (e.g. Unions, NGOs, etc.) by TLDs and/or Upazila Engineer. They will help the Upazila Parishad to implement the AP projects/schemes without any delay.

4.2.7. Monitoring and review of AP

The implementation of the AP is monitored by the Upazila Parishad. The Chairman takes the leading role in monitoring the AP implementation, while UNO assists him in this regard. Each implementing agency of the project is responsible for submitting a progress report quarterly to the UCFBPLRM. The TGP helps UCFBPLRM in compiling the progress reports into a quarterly monitoring report. Then it is submitted to a regular meeting of the Upazila Parishad for review on a quarterly basis (in October, January and April). Use **Format 12** for quarterly monitoring reports.

The Upazila Parishad, in its review of ongoing projects/schemes, shall give a special attention to see if the projects/schemes are on track in terms of the target indicators and/or the expenditures to date. The Upazila Parishad may make a decision to revise the suspension of the projects and/or the reallocation of the resources for other purposes (e.g. newly emerging needs and priorities or emergencies) if needed.

The timeframe and processes for review of the AP are closely aligned with the budget process to ensure that plans and budgets are well integrated. The review and revision will take place in April of each year and before the preparation of the Upazila Parishad’s annual budget. If required, the annual development plan can be revised along with the revision of the fiscal year’s budget. This revision must be approved by the Upazila Parishad in a formal meeting.

At the end of the fiscal year (in July), AP accomplishment report shall be prepared (**Format 13**) by UCFBPLRM with the help of TGP. It shall contain not only the accomplishments of each project against each expected outputs and estimated budget but also the overall accomplishments against the AP goals and objectives. Important lessons, including good practices shall be drawn from the current AP. They shall be incorporated in preparation of the next AP (the PDCA cycle).

Annexure

Format 1: FYP/AP Basic demographic, infrastructure and socio-economic data and information

Topics	Quantity / Number	Source/ Year
Outline of Upazila		
Area	sq. km.	District Census 11
Populations	(Male - ; Female - Third Gender-)	
Households		
Number of population with disability	(Male - ; Female - Third Gender-)	
Number of voters		
Population density	per sq. km.	
No. of Municipalities		
No. of Unions		
No. of Villages		
Important Public Infrastructure		
Hat-bazaars		
Growth centers		
Hospitals		
Health sub-centers/ Community Clinic		
Bank branches		
Post offices		
Primary schools		
Secondary schools		
Universities/Colleges		
Mosques		
Temples		
Graveyards		
Boat jetties (Ghat)		
Technical training institutes		
Public toilets		
Libraries		
Park/Open places		
Number of ponds		
Number of rivers		

Key indicators for SDGs and its targets	**Baseline data (year) at the national level**	**Latest data at the Upazila (year)**	**Target by 2030**
1.2.1 Proportion of population living below the national poverty line (%) (SDG1, target 1.2)	24.3% (World Bank, 2016)		9.7%
2.2.2 Prevalence of malnutrition among children under 5 years of age (%) (SDG2, target 2.2)	14.3% (BDHS)		Wasting: <5%

3.1.1 Maternal mortality rate (per 1,000 live births) (SDG3, target 3.1)	181 (SVRS, 2015)		70
4.2.2 Participation rate in organized learning (one year before the official primary entry age) (%) (SDG4, target 4.2)	39% (APSC, 2015)		100%
5.5.1 Proportion of seats held by women in local government (%) (SDG5, target 5.5)	23% (LGD, 2016)		33%
6.1.1 Proportion of population using safely managed drinking water services (%) (SDG6, target 6.1)	42.6% (MICS, 2019)		100%
7.1.1 Proportion of population with access to electricity (%) (SDG7, target 7.1)	78% (SVRS, 2015)		100%
8.6.1 Proportion of youth (aged 15-24 years) not in education, employment, or training (%) (SDG8, target 8.6)	28.88% (QLFS, 2015-16)		3%
9.c.1 Proportion of population covered by a mobile network, by technology	2G: 99% 3G: 71%		2G &3G: 100% 4G launched in 2018
Dropout rate of students			
Family of hygienic toilet users (%)			

Format 2: FYP Format for Situation Analysis

Sector	Description of problems/development challenges				Recent, ongoing and/or planned activities addressing the problems	Given the ongoing and planned activities, what would be the situation after 5 years?	Based on the situation forecasted in 5 years, what are the recommendable actions/ counter measures in the FYP?
	Major Problems (Challenges)	Location/ Area	Quantity/ Magnitude	Reasons contributing to the problems			

Format 3: FYP/AP Upazila development programmes from different sources (resource mapping)

Sector	Plan/ Project Title	Brief description including target groups, and outcomes/ outputs	Location (names of Upazilas	Duration /Budget
National Plan and projects (to be completed by TLDs for all national sector development initiatives)				
Development projects of MP				
Development projects of local government institutions (to be completed by TLDs for all Union/Pourashava development initiatives)				
Projects of NGOs and CSOs				
Industry/trade entrepreneurship				
Others projects/Development programmes				

Format 4: FYP/AP Budget

Form A

Fiscal Year ________

Particulars		Actual of previous year	Budget or revised budget for current year	Budget for next year
Part 1	Revenue account/ Receipt			
	Revenue			
	Total Income			
	Expenditure from revenue account			
	Revenue surplus / deficit (A)			
Part 2	Development Account			
	Other grants and contribution			
	Total (B)			
	Total resources available (A+B)			
	Expenditure from development account			
	Total budget surplus / deficit			
	Carry over (1 July)			
	Closing balance			

Format 5: FYP Goals and Outcomes with Measurable Indicators

No	FYP goals	Sector	Outcomes/Outputs	Measurable indicators
1				
2				
3				

Format 6: FYP Planning Format

Period: FY _ _ _ _ To: FY _ _ _ _

Project Description						Location	Schedule of Implementation						Investment		Source of Proposal
ID Tag	Name of the Scheme	Description	Target / quantity	Expected Beneficiary Male/ Female, Children, People with special need / others	Sector	Location (UP/ Pourashava-Ward No.)	Proposed Year of Implementation					Executing Agency	Estimated Cost	Sources of Fund	Scheme Proposed by
							1	2	3	4	5				

Format 7: FYP Annual Progress Report

<table>
<tr><td colspan="6">Summary of overall assessment of FYP status (including progress, impact, expenditure, problem, solution, good practice, lessons learned, etc.)</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.

2.

3.</td></tr>
<tr><td>No.</td><td>FYP Goals</td><td>Date of Start/ Duration</td><td>AP Goals/ activities/ targets with measurable indicators</td><td>Achievements to date (% of the targets achieved)</td><td>Budget/ Disbursement to date (%)</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Any issues to be highlighted during the period:</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Any issues to be highlighted during the period:</td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Any issues to be highlighted during the period:</td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Any issues to be highlighted during the period:</td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Any issues to be highlighted during the period:</td></tr>
<tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Format 8: AP Format for Situation Analysis

Sector	Description of problems/development challenges				Recent, ongoing and/or planned activities addressing the problems	Given the ongoing and planned activities, what would be the situation after 1 year?	Based on the situation forecasted in 1 year what are the recommendable actions/ counter measures in the AP?
	Major Problems (challenges)	Location/ Area	Quantity / Magnitude	Reasons contributing to the problems			

Format 9: AP Goals, Objectives and Targets with Measurable Indicators

No	AP Goals	Sector	Objectives	Annual measurable targets
1				
2				
3				

Format 10: AP Project Summary

FY: _ _ _ _

Project Description						Location	Schedule of Implementation			Investment		Monitoring	
ID Tag	Title of the project	Description	Target / quantity	Expected Beneficiary Male/ Female/ Third Gender/ Children, Disable	Sector	Location	Start Date	End Date	Executing Agency	Estimated Cost	Sources of Fund	Responsible Agency	Reference [SN-2 of FYP]

Format 11: Project (Scheme) Proposal: Fact Sheet

1. Project title			
2. Name of implementing agency		3. Project location(s)	
4. Proposed starting date		5. Project duration	
6. Project budget and breakdown		7. Counterpart contributions (other inputs)	
8. Brief description of the project / scheme			
9.Objectives			
10.Expected results (measurable outputs)			
11.Implementing arrangements			

(Signature of the concerned officer)

Name:

Date:

Format 12: AP Quarterly Monitoring Report

Quarterly Monitoring Report________
Reporting Period: ________ to _________

Name of Upazila: _________________
District: _________________________

Narrative Summary:

- Overall progress toward the FYP/AP goals, any problems/challenges encountered and solutions, total expenditures incurred against the total budget, good practices identified, lessons learned, etc. during the quarter.
  -
- Summary and overall situation of the key performance at the end of the quarter regarding the Annual Plan goal 1:
  -
- Summary and overall situation of the key performance at the end of the quarter regarding the Annual Plan goal 2:
  -

No.	AP Goals	Sector	AP Objectives/ Activities	Target Indicator	Actual accomplishment	AP Project Title	Achievements to date (% of the targets achieved)	Budget/ Total disbursement to date (%) (Taka)
1								

Format 13: AP Accomplishment Report

Accomplishment Report
Reporting Period: _________ to _________

Name of Upazila: _________________
District: _________________________

Narrative Summary:

- Overall accomplishments against the FYP/AP goals, any problems/challenges encountered and solutions, total expenditures incurred against the total budget, good practices identified, lessons learned, etc. at the end of AP.
    - Overall accomplishments:
    - Problems/challenges encountered:
    - Any solutions:
    - Total AP expenditures against total AP budget:
    - Any good practices identified:
    - Any lessons learned during the year to be incorporated in the next AP:
- Summary of accomplishment(s) of the projects regarding the Annual Plan Goal 1:
    -
- Summary of accomplishment(s) of the projects regarding the Annual Plan Goal 2:
    -

No.	AP Goals	Sector	AP Objectives/ Activities	Target Indicator	Actual accomplishment	AP Project Title	Achievements to date (% of the targets achieved)	Budget/ Total disbursement to date (%) (Taka)
1								

別　冊　資　料　3
Separate Volume 3

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ম্যানুয়াল

(শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসাবে ব্যবহার্য)

স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহযোগীতায়

Upazila Integrated Capacity Development Project
Japan International Cooperation Agency (JICA)

২০২২

সূচিপত্র

শিরোনাম পৃষ্ঠা

সূচিপত্র i

চিত্রের তালিকা ii

সারণীর তালিকা ii

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ iii

ভূমিকা ১

অধ্যায় একঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র, ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং পিডিসিএ চক্রের ধারণা ৫

১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক নীতিসমূহ ৫

১.১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা কি ৫

১.১.২ উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন গুরুত্বপূর্ণ ৫

১.১.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা কিভাবে প্রণয়ন করা হয় ৫

১.১.৪ কাদের সাথে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে ৫

১.১.৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ধারণা ৬

১.২ ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কি? ৬

১.২.১ পরিকল্পনা কী ৭

১.২.২ পরিবীক্ষণ কী? ৮

১.২.৩ মূল্যায়ন কী? ৮

১.৩ ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা- পরিকল্পনা প্রণয়ণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কে চক্রাকারে সম্পাদন ৮

১.৪ Plan-Do-Check-Act (PDCA)- পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, যাচাই এবং যথাযথ ব্যবস্থা সাপেক্ষে কর্মকান্ড গ্রহণ- চক্র কি? ৯

অধ্যায় দুইঃ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা, উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১১

২.১ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা ১১

২.২ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কি? ১২

২.৩ বাংলাদেশে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আইনি কাঠামো ১৩

২.৩.১ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত আইনি কাঠামো নিম্নরূপ ১৩

২.৩.২ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পরিকল্পনা এবং নির্দেশনাসমূহ ১৪

২.৪ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১৫

অধ্যায় ৩: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ১৭

৩.১ পটভূমি ১৭

৩.২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ ১৭

৩.৩ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের সময়সূচি ৩৩

অধ্যায় ৪: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ৩৫

৪.১ পটভূমি ৩৫

৪.২ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ ৩৫

৪.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৪৩

৪.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা ৪৪

৪.৪.১ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ৪৪

৪.৪.২ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ৪৫

পরিশিষ্ট: ৫১

সূত্র ১- অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সদস্য ও তাদের কার্যাবলী ৫৩
সূত্র ২- পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (টিজিপি) সদস্য ও তাদের কার্যাবলী ৫৪
সূত্র ৩- প্রকল্প নির্বাচন কমিটির সদস্য ও তাদের কার্যাবলী ৫৫
ফরম্যাট ১: উপজেলার জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত ৫৭
ফরম্যাট ২: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট ৫৯
ফরম্যাট ৩: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদ চিত্রায়ণ) ৬০
ফরম্যাট ৪: পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক বাজেট ৬১
ফরম্যাট ৫: পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ফলাফল ৬২
ফরম্যাট ৬: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট ৬৩
ফরম্যাট ৭: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ৬৪
ফরম্যাট ৮: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট ৬৫
ফরম্যাট ৯: পরিমাপযোগ্য সূচকসহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট ৬৬
ফরম্যাট ১০: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প সারসংক্ষেপ ৬৭
ফরম্যাট ১১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প (স্কীম) প্রস্তাবনাঃ ফ্যাক্ট শীট ৬৮
ফরম্যাট ১২: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ৬৯
ফরম্যাট ১৩: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম সম্পাদন প্রতিবেদন ৭০

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: RBM চক্র ৯
চিত্র ২: উন্নয়ন পরিকল্পনার PDCA চক্র ১০
চিত্র ৩: বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৩
চিত্র ৪: অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ১৫
চিত্র ৫: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ ১৭
চিত্র ৬: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক ৩০
চিত্র ৭: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়নের মূল ধাপ ৩৭
চিত্র ৮: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত বিষয়াদি ৪৪
চিত্র ৯: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষন এবং প্রতিবেদনে কর্মপ্রবাহ ৪৮

সারণীর তালিকা

সারণী ১: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনা ১৮
সারণী ২: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলায় উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য উপলব্ধ সম্পদ ২০
সারণী ৩: উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরণের একটি সারসংক্ষেপ ২৩
সারণী ৪: উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কৌশল এর যৌক্তিক সংযোগের উদাহরণ ২৮
সারণী ৫: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সময়সূচি ৩৩
সারণী ৬: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা ৩৬
সারণী ৭: বাজেটের সার-সংক্ষেপ ৩৮
সারণী ৮: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম ৩৯
সারণী ৯: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময়সূচী এবং পর্যালোচনা চক্র ৪৮

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ

সংক্ষিপ্ত রূপ	ইংরেজি পূর্ণরূপ	বাংলা পূর্ণরূপ
ADP	Annual Development Program	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী
AP	Annual plan	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
CSO	Civil Society Organization	সুশীল সমাজ সংগঠন
DC	Deputy Commissioner	জেলা প্রশাসক
DDLG	Deputy Director, Local Government	উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার
DLG	Director, Local Government	পরিচালক, স্থানীয় সরকার
FY	Fiscal year	অর্থ বছর
FYP	Five-year plan	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
GOB	Government of Bangladesh	বাংলাদেশ সরকার
LGI	Local Government Institutions	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
LGD	Local Government Division	স্থানীয় সরকার বিভাগ
MDG	Millennium Development Goals	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
M&E	Monitoring and Evaluation	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
MoLGRD&C	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
MP	Member of Parliament	জাতীয় সংসদ সদস্য
NGO	Non-governmental organization	বেসরকারি সংস্থা
NILG	National Institute of Local Government	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
PSC	Project Selection Committee	প্রকল্প বাছাই কমিটি
PDCA	Plan-Do-Check-Act	পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ-পদক্ষেপ
SDG	Sustainable Development Goals	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
TGP	Technical Group for Planning	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল
TLD	Transferred Line Department	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ
TLCC	Town Level Co-ordination Committee	টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি
UDCC	Union Development Co-ordination Committee	ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি
UCFBPLRM	Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি
UNO	Upazila Nibrahi Officer	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
UP	Union Parishad	ইউনিয়ন পরিষদ
UZP	Upazila Parishad	উপজেলা পরিষদ

ভূমিকা

'**উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার ম্যানুয়াল**' (পরবর্তিতে '**ম্যানুয়াল**' নামে বিধৃত) এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ে সামগ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সহায়তা করা। ২০২১ সালের **উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকার** (যাকে '**নির্দেশিকা**' বলা হয়) সাথে সঙ্গতি রেখে এই ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করা হয়েছে, যা ২০১৪ সালের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকার আলোকে উপজেলা পর্যায়ের বর্তমান প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণাটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের। বাংলাদেশের সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ৫৯, ৬০) স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের নির্দেশনার আলোকে পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে এই সংক্রান্ত আইন জারির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। এতদসত্ত্বেও স্থানীয় সরকার এর কোনো স্তরেই উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি বাধ্যবাধকতার বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংস্থাসমূহের পাশাপাশি সরকারের সকল উন্নয়ন ও পরিষেবা প্রদানকারি সংস্থা সমূহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের পরিকল্পনা ও সেবা সংক্রান্ত আদেশকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়নি। এ কথা অনস্বীকার্য যে উপজেলা সহ তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি উপযুক্ত পাঁচ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। স্থানীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের এটাও অনুধাবন করতে হবে যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের সমন্বয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, উপজেলা পরিষদের কাঠামোগত বৈচিত্র্য, কার্যাবলীর ধরণ ও এখতিয়ারের স্বাতন্ত্র্যের বিবেচনায় উপজেলা পর্যায়ে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন এখন এক অপরিহার্য বাস্তবতা। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে অংশীজনদের তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা প্রদানের কোন ম্যানুয়াল নেই। এই প্রেক্ষাপটে, এই ম্যানুয়ালটি সেই অভাব যে বহুলাংশে পূরণে সমর্থ হবে একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

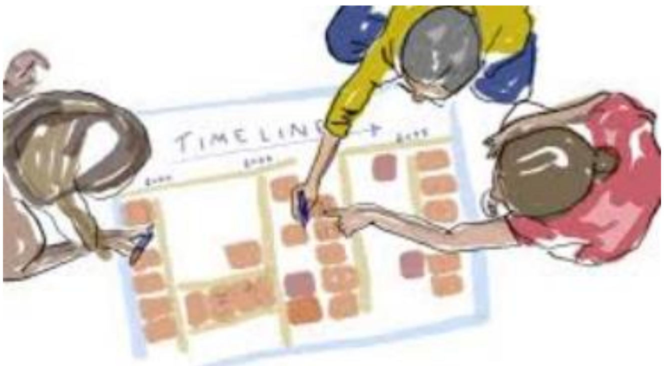

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ে সামগ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে ক) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (উদাহরণস্বরূপ, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) সাধারণ কৌশলগত উন্নয়ন নির্দেশনাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে সমন্বয় করা এবং খ) খাতভিত্তিক এবং উপজেলার পাশাপাশি ইউনিয়ন এবং পৌরসভার উন্নয়ন চাহিদা ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়ন এবং একই সাথে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে সমন্বয় নিশ্চিত করা। এই নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যরত এবং স্থানীয় উন্নয়নের সুফলভোগী সকল উন্নয়ন অংশীদারদের (যেমন এনজিও, সুশীল সমাজ সংগঠন, এবং স্থানীয় জনগণ) কার্যক্রমকে সহজতর করার জন্য যাতে তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কৌশলগত স্থানীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং অবদান রাখতে পারে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত উক্ত নির্দেশিকাটি পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে আরও উন্নত এবং ব্যাবহারকারী-বান্ধব করার সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রয়োজনমাফিক নির্দেশিকাটি সংশোধন ও করা হবে। একই প্রক্রিয়ায় এই ম্যানুয়ালটিতে ও উক্ত নির্দেশিকায় আনা পরিবর্তন এর সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন/ সংশোধন করা হবে।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার ম্যানুয়ালের প্রয়োজনীয়তা

নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য এই ম্যানুয়ালটি ডিজাইন করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ:

ক) উপজেলার যে সকল অংশীজন উন্নয়নমূলক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন এবং অবদান রাখেন, তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য এবং প্রশিক্ষক বান্ধব করা;

খ) উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক নীতিসমূহ এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের [উদাহরণস্বরূপ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E) ও রিপোর্টিং] সামগ্রিক এবং সমন্বিত কাঠামোর বিষয়সমূহ ম্যানুয়াল ব্যবহারকারীদের কাছে স্পষ্ট করে তোলা;

গ) ম্যানুয়াল ব্যবহারকারীদের ফলাফল-ভিত্তিক (Result-Based) ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আরও ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করা- যাতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ আরো বেশি ফলাফল ভিত্তিক, পরিমাপযোগ্য এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন করা যায়;

ঘ) উপজেলা পর্যায়ের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সামগ্রিক ধারণা ও নীতিসমূহ এবং সেই সাথে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল বিষয়বস্তু, পদক্ষেপ এবং প্রক্রিয়াসমূহের সাথে ব্যবহারকারীদের পরিষ্কার ধারনা প্রদান;

ঙ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে টেকসই একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং পর্যায়ে ম্যানুয়াল ব্যবহারকারীদের জন্য অনুসরনীয় কিছু বাস্তব পদক্ষেপ তাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরা।

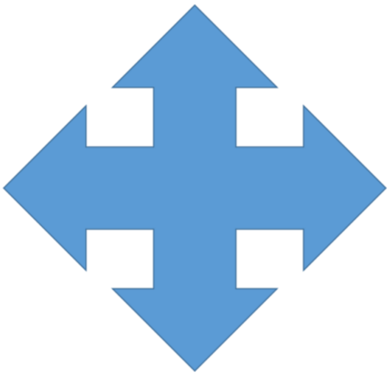

উপজেলা পরিষদ মধ্যম স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিধায় এই ম্যানুয়াল বিশেষতঃ উলম্ব (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal) সংযোগ এবং কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে। উলম্ব সংযোগ (Vertical Linkage) বলতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে শুধুমাত্র সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের নির্দেশনা, খাত ভিত্তিক উন্নয়ন লক্ষ্য এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাথে সংযোগকেই বুঝায় না, পাশাপাশি ইউনিয়ন ও পৌরসভার উন্নয়ন পদক্ষেপসমুহের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াকেও বোঝায়। এটা উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে অবদান রাখে। অনুভূমিক সংযোগ বলতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সংযোগকে বোঝায় (যেমন: জাতীয় উন্নয়ন হতে হস্থান্তরিত বিভাগসমূহের (TLDs) মাধ্যমে অন্যান্য উন্নয়নমূলক সম্পদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন, এনজিও, এবং বেসরকারি খাত)। ধারণা করা হয় যে, উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যয়িত সমুদয় সম্পদের মাত্র ৫ থেকে ৭ শতাংশ। তাই, উপজেলা পরিষদ ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় অর্থায়নকৃত উদ্যোগসমূহের মধ্যকার দ্বৈততা (Duplication) এড়াতে এবং সর্বাধিক সমলায়ন (Synergy) সৃষ্টি করতে এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলা পরিষদের সাথে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের ঘনিষ্ঠ এবং কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে।

বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), সুশীল সমাজ সংগঠন (সিএসও), বেসরকারি খাত এবং সাধারণ নাগরিক সহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথেও আনুভূমিক সংযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই ম্যানুয়াল ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে যাতে করে পরিকল্পনাটি প্রত্যাশিত অভীষ্ট (Targets) ও ফলাফল (Outcomes) অর্জন করার মাধ্যমে মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। এটা মনে রাখতে হবে, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের অগ্রগতি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় নির্ধারিত পরিমাপযোগ্য সুচকসমূহের বিপরীতে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

"উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার ম্যানুয়াল" কারা ব্যবহার করবে?

উপজেলা ম্যানুয়ালের মূল ব্যবহারকারী হবে উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। নিম্নে ম্যানুয়াল ব্যবহারকারী বিভিন্ন শ্রেণীর বিবরণ দেয়া হলো:

ক) উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস- চেয়ারম্যান, পৌরসভা মেয়র এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সহ উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ;

খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দ (UNOs);

গ) উপজেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ, অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (UCFBPLRM), পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (TGP)[১] এবং প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (PSC);

[১] পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (TGP) সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকার পৃষ্ঠা ৭ দেখুন।

ঘ) হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ (TLDs);
ঙ) উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ (MPs);
চ) জেলা পর্যায়ে কর্মরত উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (যারা উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত);
ছ) স্থানীয় সরকার বিভাগ (LGD) যা প্রশাসনিক সহায়তা ও কারিগরি পরামর্শের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত;
জ) অন্যান্য মন্ত্রনালয় যারা উপজেলা পর্যায়ে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে খাত ভিত্তিক উন্নয়ন বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত;
ঝ) জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (NILG) এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ফ্যাসিলিটেটর এবং প্রশিক্ষকবৃন্দ, যারা স্থানীয় সরকার এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল এর উপর স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, বেসরকারি খাত, এনজিও/ সিএসও এবং সাধারণ জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

নির্দেশিকাটি অন্যান্য অংশীজন-ও (Stakeholders) ব্যবহার করতে পারে, যেমন:

ঞ) সুশীল সমাজ সংগঠন (CSO), বেসরকারি সংস্থা (NGO), ধর্মীয় সংস্থা এবং সমাজভিত্তিক সংস্থা;
ট) বেসরকারি খাত ও উদ্যোগ (Enterprises) যারা তাঁদের কর্মকান্ড স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে পরিচালনায় ইচ্ছুক;
ঠ) নাগরিক যারা পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপে অংশগ্রহণ করে এবং যাদের চাহিদাই হল স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক ভিত্তি;
ড) উন্নয়ন অংশীজন, যারা উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন করছে।

ম্যানুয়ালটি কিভাবে সাজানো হয়েছে?

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ম্যানুয়ালটি নিম্নের অধ্যায়সমূহে ভাগ করা হয়েছে:

প্রথম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র এবং ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা কি, কেন তা প্রণয়ন করতে হবে, কিভাবে তা করতে হবে এবং কারা এই প্রক্রিয়ার যুক্ত থাকবেন ইত্যাদি মৌলিক তথ্যও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনার বর্ণনা এবং উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে তাঁদের সম্পর্ক ও পরিপূরকতা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উপজেলা পর্যায়ে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও নীতি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান আইনি কাঠামোতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: এই অধ্যায়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়বস্তু, গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, সময়সীমা এবং কর্ম পরিকল্পনা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উপজেলা পরিষদের সাথে উলম্ব এবং আনুভূমিক সম্পর্ক এবং সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও, এখানে অন্যান্য বিষয় যেমন উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E), এবং প্রতিবেদনসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনা সমুন্নত রেখে কিভাবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এর বিষয়বস্তু, মূল ধাপসমূহ, প্রক্রিয়া এবং সময়সূচি বর্ণনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এখানে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (এপি) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যাতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনা সহজে করা সম্ভব হয় (যথা: বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন)।

এছাড়াও, এই ম্যানুয়ালের শেষে ব্যবহারকারীকে প্রশিক্ষণের সময় এবং প্রকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রে ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফরম্যাট এবং উদাহরণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায় এক: উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র, ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং পিডিসিএ চক্রের ধারণা

এই অধ্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র এবং ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা ও নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার এবং উপজেলা পর্যায়ের জনসাধারনের জন্য উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন তুলনামূলকভাবে নতুন একটি কার্যক্রম। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পূর্বে এর মূল ধারণা এবং নীতি ও কৌশল সম্পর্কে সঠিক ধারনা লাভ করা জরুরী।

১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়সমূহ

যেহেতু সংবিধান ও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে উপজেলা পরিষদ তাঁর নিজের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, সেহেতু উপজেলা পরিষদের নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা বাধ্যতামূলক। এই প্রেক্ষিতে, উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলনীতি সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের মৌলিক নীতিসমূহ কি, কেন, কিভাবে এবং কার সাথে সংশ্লিষ্ট তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো। এই নীতিসমূহ উপজেলা পরিষদ সহ স্থানীয় সরকারের প্রত্যেকটি স্তরের জন্য এখনও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং প্রযোজ্য।

১.১.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা কি

সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making) এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ (Action) বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে'ই প্রচলিত ভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়- যা নির্দিষ্ট একটি সময়ে একটি ভূখন্ডের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ (Determine) ও নিয়ন্ত্রণ (Regulate) করে।

উপজেলা পর্যায়ে এই নীতি সমূহ একই ভাবে উপজেলার উন্নয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ বাস্তবাওয়নের প্রক্রিয়া কে বুঝায় যা নির্দিষ্ট একটি সময়ে উপজেলা এবং উপজেলায় বসবাসরত জনগনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।

১.১.২ উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন গুরুত্বপূর্ণ

উন্নয়ন পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এটি জাতিকে একটি রূপকল্প প্রদান করে; যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে।

একই ভাবে উপজেলা পর্যায়ে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা উপজেলার জন্য একটি রূপকল্প প্রদান করে যা এর বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে কার্যকর উলম্ব (Vertical) ও আনুভূমিক (Horizontal) সংযোগ স্থাপন নিশ্চিত এবং পারস্পরিক সহযোগিতা (Collaboration) বৃদ্ধির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ এর জনগনের জন্য উক্ত রূপকল্প অর্জনে অব্যাহত ভাবে চেষ্টা করতে পারে।

১.১.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা কিভাবে প্রণয়ন করা হয়

একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্পের উপর ভিত্তি করে, একটি দেশের সুস্পষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এর মাধ্যমে সরকার তার উন্নয়ন কৌশল তৈরি করতে পারে এবং মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর্থিক ও মানব সম্পদ সর্বাধিক কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে বণ্টন করতে পারে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোনো নির্দিষ্ট অর্থবছরের জন্য একটি করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

উপজেলা পর্যায়ে পঞ্চবার্ষিক এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ধারণা সমূহ মনে রাখা জরুরী।

১.১.৪ কাদের সাথে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে

উন্নয়ন পরিকল্পনা গণমুখী হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়নের পূর্বে এবং প্রণয়নকালিন সময় অবশ্যই নাগরিকদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। এরূপ পরামর্শ গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপস্থিতি উক্ত পরিকল্পনা সমূহের ক্ষেত্রে নাগরিকদের ফিডব্যাক (feedback) বা মতামত ও সমর্থন পেতে সহায়তা করবে। জনগনের কাছে উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে এমন অনুমোদন চাওয়া এবং প্রদান করার বিষয়টি নিশ্চিত করা

গেলে জনগন পরিকল্পিত উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত বোধ করবে । আর ঠিক এই কারণে নাগরিকগণ পরিকল্পনার ফলাফল (Outcome) পরিবীক্ষন, ফলাফল মূল্যায়ন এবং পরিশেষে এর প্রভাব মূল্যায়নে (Impact Assessment) স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব নিতেও অধিকতর আগ্রহী হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগনের খুব কাছে থেকে কাজ করে এবং এ বিবেচনায় উপজেলা তার অবস্থানগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে এর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারে- যেখানে উপজেলার জনগনের উন্নয়ন চাহিদা এবং স্থানীয় চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিফলন নিশ্চিত করা সহজতর হবে।

১.১.৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ধারণা

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলের একটি সাধারণ লক্ষ্য হলো জনজীবনে উন্নয়ন সাধন। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এবং নির্ধারিত লক্ষ্য ও সূচকের বিপরীতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়ায় শিখন সমূহ পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যাবে। তাই, উন্নয়ন পরিকল্পনা একবারের অনুশীলনের বিষয় নয়, বরং এটি একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া যাতে রয়েছে পরিকল্পনা প্রনয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য ফিডব্যাক (Feedback)যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থসম্পদ ও মানবসম্পদ সহ ভালো একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উল্লেখ্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ধারনাটি বহুল প্রচলিত ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) এর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। নীচে ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) এর বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

১.২ ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) কি

একটি আদর্শ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সে পরিকল্পনা অর্জনের জন্য গৃহীত উন্নয়ন কৌশল[২] নিশ্চিতভাবেই দৃশ্যমান ও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ফলাফল লাভের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। তাই "উন্নয়ন ফলাফলের ব্যবস্থাপনা", প্রকৃতপক্ষে "ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা" এর মৌলিক ধারণাসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত; যেমন- সঠিক পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, শিখন পরিকল্পনার ফিডব্যাক (Feedback) বা মতামত প্রদানেরসুযোগ রাখা ইত্যাদি।

উন্নয়ন ফলাফলের ব্যবস্থাপনার ধারনাটি আসলে সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, কি ফলাফল অর্জিত হয়েছে এবং এই ফলাফল স্থানীয় উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে যথোপযুক্ত কিনা ইত্যাদি বিষয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জনগণের ক্রমবর্ধমান দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এটি উন্নয়ন সহযোগীদের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি ও পারস্পারিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে কাজ করার প্রতি জোর দিতে উৎসাহিত করে যা তাদের কাজের মধ্যে বৃহত্তর সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে পারে। একইভাবে, এটা গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন কৌশল এবং এর ফলাফল ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে জনগনের মালিকানা (Ownership) বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে।

কার্যতঃ উন্নয়ন ফলাফলের ব্যবস্থাপনা মানেই হচ্ছে ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) এর সক্রিয় উপস্থিতি। এটি শুধুমাত্র যে একটি দেশের বাহ্যিক পরিবেশ এবং ঐ দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের সাথেই সংশ্লিষ্ট তা নয়; বরং এটি একটি দেশের জনগনের কর্মদক্ষতা (Performance) এবং জীবিকার পরিবর্তনের (Changes in Livelihood) সাথেও সম্পর্কযুক্ত।

এ কথা অনস্বীকার্য যে বাস্তবে উন্নয়ন ফলাফল অর্জনকে যতটুকু কঠিন বলে ধারনা করা হয় প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টি তার চেয়েও কঠিন। উন্নয়ন ফলাফল অর্জন করার জন্য এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আনার জন্য সরকারকে বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা, কৌশল, কর্মসূচি এবং প্রকল্প হাতে নিতে হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে:

- একটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা অথবা দারিদ্র দূরীকরণ কৌশল
- খাত-ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কাঠামো এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা

[২] উন্নয়ন কৌশল বলতে বুঝায় একটি প্রতিষ্ঠান বা এলাকার নির্ধারিত উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিভাবে বা কোন পথে এগুবে তার যৌক্তিক বিবরণ যেমন লক্ষ্য অর্জনে কি কি স্কিম/প্রকল্প নেয়া হবে, কিভাবে তা নেয়া হবে, কবে এবং কারা বাস্তবায়নে জড়িত থাকবে ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি।

- উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার কর্ম কৌশল
- অফিস এবং ইউনিটের জন্য নির্ধারিত পরিকল্পনা
- প্রকল্প সংক্রান্ত ডকুমেন্ট এবং বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ, বৃহৎ কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ বা প্রচুর আর্থিক সম্পদের লভ্যতা ও উন্নয়ন ফলাফল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এই ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠি হল পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহের গুণগতমান এবং কিভাবে সম্পদের ব্যবহার করা হচ্ছে- এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া।

এছাড়াও এই সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য, কর্মসূচি বা পরিকল্পনাসমূহের দুর্বলতার সাধারণ ক্ষেত্রগুলির প্রতি নজর দিতে হবে। নীচের চারটি বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে:

১। **পরিকল্পনার পরিধি/পরিকল্পনা সংক্রান্ত ধারণাসমূহ:** যখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, কৌশল এবং পরিধি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তখন এর সফলতার সম্ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায়। এটা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়কারসম্ভাব্য বাধাসমূহ কমিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

২। **অংশীজনদের অংশগ্রহন:** পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নাগরিক, অংশীজন এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সর্বোচ্চ এবং ব্যাপক অংশগ্রহন পরিকল্পনার সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৩। **যোগাযোগ ও তথ্যের প্রচারনা:** পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ কৌশল নির্ধারণ এবং তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করা গেলে তা অংশীজনদের মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং পরিকল্পনার বিষয়ে তাদের সমর্থন আদায় করাও তখন সহজতর হয়। এছাড়াও একটি যথার্থ যোগাযোগ কৌশলের উপস্থিতি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যাশা, ভূমিকা এবং কর্তব্যসহ কাজের অগ্রগতি এবং কর্মদক্ষতা সংক্রান্ত তথ্যসমূহের বিশয়ে আমাদের ধারনার স্পষ্টতা বৃদ্ধি করে। আর ধারনার এই স্পষ্টতা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

৪। **পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E):** পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের উপাদানগুলো প্রকল্পকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এর ফলে সমস্যাগুলি দ্রুত চিহ্নিত করা সহজতর হয় যার ফলশ্রুতিতে অর্থ ও সময় অপচয়ের সম্ভাবনাও কমিয়ে দেয়।

কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ সঠিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি ও প্রকল্পের কার্যকারিতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা উপজেলাসমূহের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে- যা তাদেরকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সফলতা ও চ্যালেঞ্জগুলো থেকে শিখতে সাহায্য করে এবং এটা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উদ্যোগগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে তথ্যবহুল/তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে যা পরবর্তীতে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের পছন্দের পরিধি বিস্তার এ (Expand the Choices) অবদান রাখে।

১.২.১ পরিকল্পনা কী?

পরিকল্পনাকে লক্ষ্য নির্ধারণ, লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশল প্রনয়ন, বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্দিষ্টকরণ এবং নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সম্পদের বন্টনের একটি পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এটা উল্লেখ করা জরুরী যে পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে।

- অর্জিতব্য **রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সনাক্তকরণ**
- রূপকল্প ও লক্ষ্য অর্জনে **প্রয়োজনীয় কৌশল প্রণয়ন**
- রূপকল্প ও লক্ষ্য অর্জনে **প্রয়োজনীয় সম্পদের (আর্থিক ও অন্যান্য) লভ্যতা নির্ধারণ ও বণ্টণ**
- **বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্দিষ্টকরণ** যা তে রূপকল্প এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়নের অগ্রগতির বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে

একটি প্রাচীন প্রবাদ রয়েছে যে "পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যর্থতা মানেই হলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পরিকল্পনা করা" (Failing to Plan is Planning to Fail)। যদিও এটা সবসময় সত্য নয় যে যারা পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হয় তারা পরবর্তীতে কাজের ক্ষেত্রে সবসময় ব্যর্থ হবে, তবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে পরিকল্পনা করে অগ্রসর হলে কাজের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসু হওয়া সম্ভব। যেকোন অফিস, কর্মসূচী কিংবা প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা না থাকাটা অনেকটা নকশা ছাড়া বাড়ি নির্মাণের শামিল অর্থাৎ, বাড়িটি দেখতে কেমন হবে, কত খরচ পড়বে, নির্মাণ করতে কত সময় লাগবে, নির্মাণ করতে কী কী সম্পদের প্রয়োজন হবে এবং পরিশেষে মালিকের চাহিদা পূরন

করতে পারবে কী না- সেটা সঠিক নকশা তৈরি না করলে অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন। মোদ্দা কথা হল, উপজেলার জন্য পরিকল্পনা একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পরিকল্পনা উপজেলাকে সংগঠন হিসেবে এর নিজের পরিকল্পনা অথবা প্রকল্পের অর্জিতব্য লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তা কিভাবে অর্জন করা যায় সে বিষয়ে বিশদভাবে ধারণা লাভে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে সাহায্য করে।

১.২.২ পরিবীক্ষণ কী?

পরিবীক্ষণকে একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে যার মাধ্যমে উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে হালনাগাদকৃত অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনগন নিয়মিত ফিডব্যাক (Feedback) লাভ করতে পারেন। অপরদিকে অনেক সংজ্ঞায় পরিবীক্ষণকে কেবল বাস্তবায়নাধীন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনার হাতিয়ার হিসেবে দেখান হয়েছে। এই নির্দেশিকায় ব্যবহৃত সংজ্ঞাটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা ফলাফল অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যভাবে বলা যায়, এই নির্দেশিকায় পরিবীক্ষণ শুধুমাত্র এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত নয় যে "উপজেলা কি সেই গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডগুলো সম্পাদন করছে যেগুলো উপজেলা করবে বলে পূর্বে সম্মত হয়েছে?" বরং এখানে মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে "উপজেলা যে কাঙ্খিত উন্নয়ন ফলাফল অর্জন করবে বলে পরিকল্পনা করেছিল তার বিপরীতে কত টা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে?"। এখানে উল্লেখ্য যে এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যটা উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে বা বিবেচনায় পরিবীক্ষণ কে উপজেলার প্রকল্প ও সম্পদ ব্যবহারে নজরদারী সংক্রান্ত কর্মকান্ড হিসেবে দেখা যেতে পারে। আবার ব্যাপক অর্থে, এই পরিবীক্ষণ হলো সরাসরি অংশীজন বা অন্য কারো দ্বারা গৃহীত কর্মকান্ড (Action) ও কৌশল (Strategy) অনুসরণ (Track)করা এবং গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের পথে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে আরও কী-কি নতুন কৌশল ও কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে তা খুঁজে বের করা।

১.২.৩ মূল্যায়ন কী?

মূল্যায়ন হল বর্তমানে চলমান বা সম্পন্ন হওয়া উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি নিখুঁত এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ (Assessment) যার মাধ্যমে পূর্বে বিবৃত উদ্দেশ্য অর্জনের পথে স্থির রয়েছে কিনা তা নির্ণয় রা যায় । পরিবীক্ষণের মতো মূল্যায়নও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে যেমন- কোন কর্মকান্ড, প্রকল্প, কর্মসূচী, কৌশল, নীতি, বিষয়বস্তু, প্রসঙ্গ, খাত বা সংগঠন ইত্যাদি। এই দুইটির ধারণার মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, মূল্যায়নে ব্যবস্থাপক ও কর্মীরা সঠিক পথে রয়েছে কিনা তা নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ ভাবে পরিমাপ করা হয়। মূল্যায়নের কার্যপ্রণালীর ধারা, এর রূপরেখা (Design), পদ্ধতিগত ও বিশ্লেষণের ব্যাপকতার মধ্যেই এর স্বাতন্ত্র্য নিহিত রয়েছে।

অন্যদিকে, পরিবীক্ষণ বলতে প্রকল্প/কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের পদ্ধতিগত এবং নিয়মিত সংগ্রহকে বুঝায়। যাই হোক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উভয়ের লক্ষ্য প্রায় একই কারন উভয় প্রক্রিয়াতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা পরবর্তীতে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং যার দ্বারা পরিকল্পিত ফলাফল অর্জন সম্ভবপর হয়।

১.৩ ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM)- পরিকল্পনা প্রণয়ণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কে চক্রাকারে সম্পাদন

পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কে চক্রাকারে অনুসরণ করা মানেই হল ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বা RBM কে সক্রিয় করা। RBM হল "একটি ব্যাপক ব্যবস্থাপনা কৌশল যার উদ্দেশ্য হলো কর্মদক্ষতার উন্নয়ন সাধন করে প্রদর্শনযোগ্য ফলাফল অর্জন" যা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সংস্থা (Multilateral Development Organizations), দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সংগঠন (Bilateral Development Agencies) এবং জনপ্রশাসন ব্যবহার করছে।

ভালো ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর অর্থ হল সার্বক্ষনিক ফিডব্যাক (Feedback) গ্রহণ, এর শিখন বিবেচনায় নিয়ে উন্নতির ধারা কে অব্যাহত রাখা। এই ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিখনের উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান পরিকল্পনা নিয়মিত সংশোধন করা হয় এবং প্রাপ্ত শিখনসমূহের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

পরিবীক্ষণও (Monitoring) একটি চলমান প্রক্রিয়া। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষা নির্দিষ্ট সময় পরপর আলোচনা করা হয় এবং পরবর্তী কর্মকান্ডে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা ব্যবহার করা হয়। চলমান কোন কর্মসূচির উন্নয়ন এবং নতুন কর্মসূচি পরিকল্পনার জন্য মূল্যায়ন সম্পন্ন করা প্রয়োজন। সম্পাদন, শিখন এবং উন্নয়ন (Doing, Learning and Improving) এর এই চলমান প্রক্রিয়াকে ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার (RBM) জীবন চক্র বলা হয় যা চিত্র ১ এ দেখানো হয়েছে।

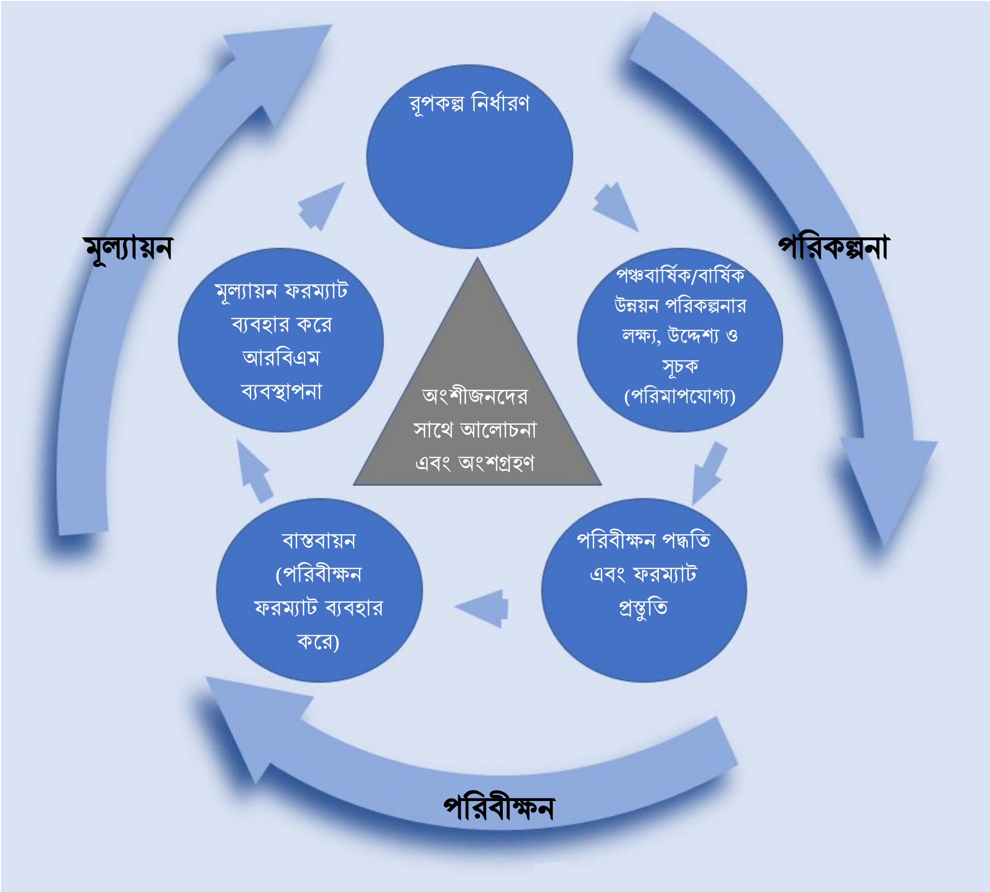

<u>**চিত্র ১:** RBM চক্র</u>

ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা শিখন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহিতার সাথে সংশ্লিষ্ট। শিখন কেবলমাত্র বর্তমান কর্মসূচি ও প্রকল্পের ফলাফল অর্জনেই সহায়তা করে না, বরং এটি একটি সংগঠন এবং এর কর্মীদের ভবিষ্যতে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে সহজতর করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন পরিকল্পনাই নিখুঁত নয়, তাই ব্যবস্থাপক, কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রত্যেকটি কর্মসূচি এবং প্রকল্পের সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরী।

উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের পথে অনেক ঝুঁকি এবং সুযোগ জড়িত থাকে। ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার এই পদ্ধতি এই ঝুঁকি এবং সুযোগ-সুবিধার ধরণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং এটি ব্যবস্থাপক, কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সহযোগীদের গৃহীত কর্মকান্ডে ঝুঁকি কমিয়ে এবং সুবিধার পরিধি বাড়িয়ে উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়।

ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা তখনই পদ্ধতি হিসেবে সবচেয়ে কার্যকর হয়ে উঠে এর সাথে একটি জবাবদিহিতা ও প্রণোদনা কাঠামো যুক্ত করা হয় যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সবার প্রত্যাশিত আচারাচরণকে নিশ্চিত করা যাবে । অন্য দিকে, ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে নিছক উন্নয়ন ফলাফল অর্জনে বা পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের হাতিয়ার হিসেবে দেখা উচিত নয়। এতে অবশ্যই এমন ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয় যেখানে সংগঠনে একটি ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি গড়ে উঠে এবং সংগঠনেরসংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ অর্জিত ফলাফল এবং তাদের কার্যক্রম ও আচরণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন

১.৪ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, যাচাই এবং যথাযথ ব্যবস্থা সাপেক্ষে কর্মকাণ্ড গ্রহণ Plan-Do-Check-Act (PDCA)- চক্র কি

পিডিসিএ চক্র আরবিএম চক্রের মতই উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার অন্য আরেকটি ধারণা। এটা চার ধাপ বিশিষ্ট এবং পুনরাবৃত্তিমুলকএকটি ব্যবস্থাপনা হাতিয়ার যা ফলাফল ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার PDCA চক্র চিত্র ২ এ দেখানো হলো।

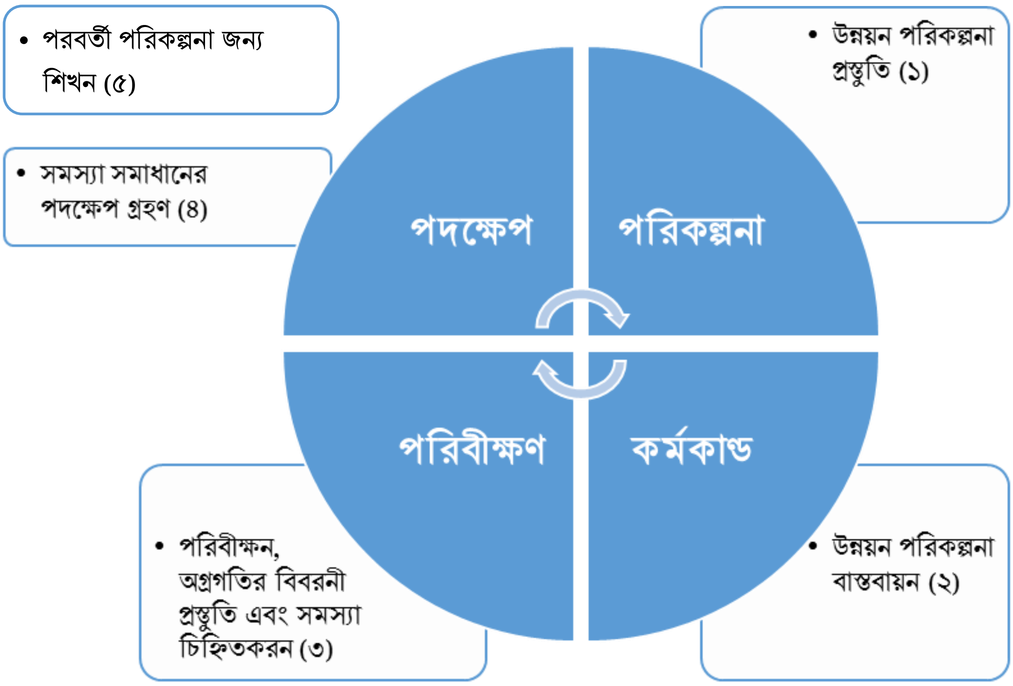

চিত্র ২: উন্নয়ন পরিকল্পনার PDCA চক্র

"পরিকল্পনা" বলতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণকে বোঝানো হচ্ছে (যেমন, পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা)। "কর্মকাণ্ড" বলতে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকে বোঝানো হচ্ছে (যেমন, প্রকল্প/স্কিম)। "যাচাই" পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদনের অধীনে করা হয় (যেমন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)। "পদক্ষেপ" হচ্ছে চিহ্নিত বিষয়ের প্রতি সাড়া প্রদান এবং পরবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অর্জিত শিখন কাজে লাগানো (যেমন, মূল্যায়ন এবং অর্জিত শিখন)।

অধ্যায় দুইঃ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা, উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

এই অধ্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে এই নির্দেশিকা ব্যবহারকারীদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হয়েছে। এখানে রয়েছেঃ

- বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং তাঁদের সম্পর্ক।
- উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি কাঠামো।
- উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

২.১ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা

স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান এর উপর জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী 'বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০২১-২০৪১) এবং একটি মধ্যমেয়াদী 'অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে।

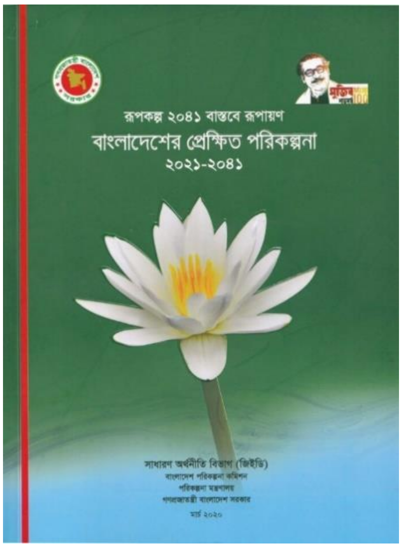

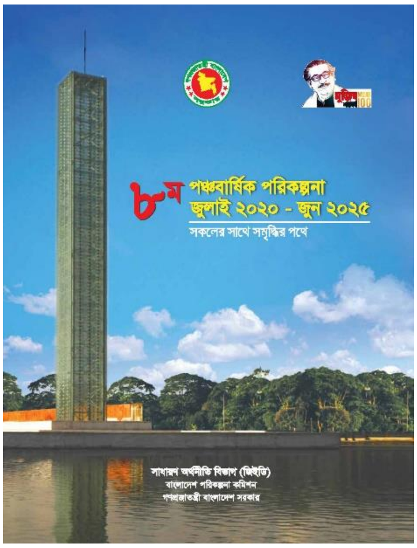

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তুসমূহ হচ্ছে ক) সুশাসন, খ) গণতন্ত্র, গ) বিকেন্দ্রীকরণ এবং ঘ) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া।

এছাড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে; যেমন- জাতীয় এবং অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা (দ্রষ্টব্য: চিত্র ৩), যা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

(১) জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: ক) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১; খ) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (যেমন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক

পরিকল্পনা); এবং গ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি[৩]। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হলো সরকারের চিন্তাধারা, প্রত্যাশা এবং রাজনৈতিক এজেন্ডাকে ব্যষ্টিক এবং সামস্টিক অর্থনৈতিক নীতিতে রূপান্তর, এবং সেগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই পরিকল্পনাসমূহ সরকারের দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্পের (যেমন, রূপকল্প রূপকল্প ২০৪১) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(২) খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন খাতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা; উদাহরণস্বরূপ, কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও যোগাযোগ। রূপকল্পের আলোকে একটি সুনির্দিষ্ট খাতের বিকাশের জন্য পদ্ধতিগত ও টেকসই উপায়ে এধরনের খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় উপরের (১)-এ বর্ণিত জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

সাধারণভাবে উপজেলা পর্যায়ে হস্তান্তরিত বিভিন্ন বিভাগসমূহের তাদের মূল মন্ত্রণালয় বা বিভাগ দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে, **‘বাংলাদেশ রোড মাস্টার প্ল্যান (আরএমপি) ২০০৭’** প্রণীত হয়েছে যা নতুন সড়ক নির্মাণের জন্য একটি ভৌত পরিকল্পনা। স্বাস্থ্য খাতের জন্য ২০১০ সালের **‘স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা’** একটি খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার উদাহরণ। ২০১৩ সালের **‘জাতীয় পশুপালন সম্প্রসারণ নীতি’** পশুপালন খাতের জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো প্রদান করে। এসব খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণয়ন করা হয়। খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার জন্য সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত কোনো একক বিধিমালা বা নির্দেশিকা নেই। এ ধরনের খাত ভিত্তিক পরিকল্পনাসমূহ জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একইভাবে, উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোও উক্ত খাতভিত্তিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

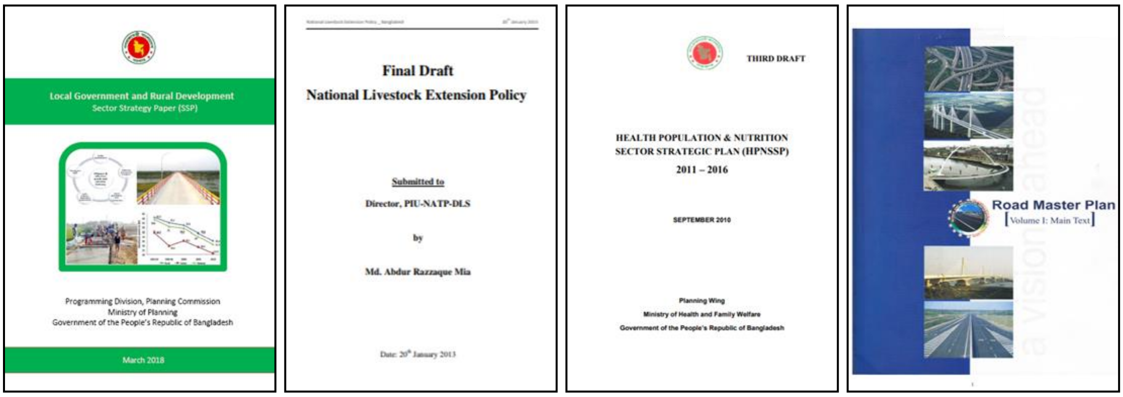

২.২ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কি?

(৩) উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা পর্যায়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, স্থানীয় চাহিদা ও অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদের প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পর্যায়ে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন (অনুভূমিক সমন্বয়) থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা। আদর্শগতভাবে, উক্ত পরিকল্পনা জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে (উল্লম্ব সমন্বয়)।

- উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (FYP)

উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (FYP) উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা। এটা প্রত্যাশিত যে , পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হবে ব্যাপক ভিত্তিক এবং এই পরিকল্পনায় সকল অংশীজন যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, এনজিও, বেসরকারি খাত এবং উপজেলার নাগরিকদের উন্নয়ন চাহিদা ও চালেঞ্জসমূহ প্রতিফলনের মাধ্যমে একে অন্তর্ভুক্তিমূলক করা জরুরী। এতে

[৩] পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েবসাইট: http://www.plancomm.gov.bd/functions/

রূপকল্প (Vision), লক্ষ্য (Goal), উদ্দেশ্য (Objective), উন্নয়ন ফলাফল (পরিমাপযোগ্য সূচক সহ প্রত্যাশিত পরিবর্তন), এবং বাস্তবায়নের একটি সময়সীমাও থাকা উচিত। পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (M&E) প্রক্রিয়ার বৃত্তান্তও এখানে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তা জাতীয় ও খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সেগুলোতে অবদান রাখতে পারে।

- উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (AP)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (AP) মুলত উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (FYP) বছর ভিত্তিক অংশ যাতে বিস্তারিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট (Target) এবং নির্দিষ্ট প্রকল্প/ স্কিম ব্যয় এবং অর্থের উৎস, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

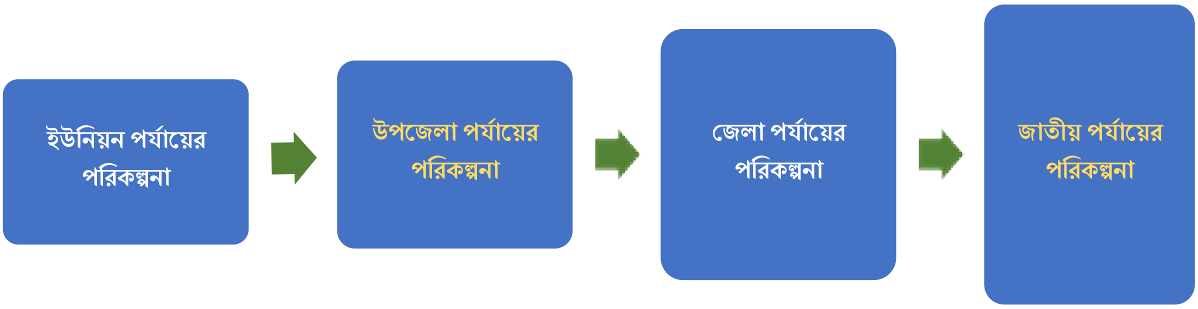

চিত্র ৩: বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা

২.৩ বাংলাদেশে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আইনি কাঠামো

বাংলাদেশে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন একটি আইনি বাধ্যবাধকতা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনসেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নের ব্যাপারে উল্লেখ আছে। এছাড়াও, **উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮** (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) এর ধারা ২৩ (দ্রষ্টব্য: ২য় তফসিল এর- ১ নং ক্রমিক) অনুসারে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উপজেলা পরিষদের জন্য বাধ্যতামূলক কাজ। একইভাবে উক্ত আইনের ৪২ নং ধারায় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৩.১ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত আইনি কাঠামো

ক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

অনুচ্ছেদ ৫৯-২: এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:
(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;
(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;
(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

অনুচ্ছেদ ৬০: এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

খ। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫)
ধারা ২৩: পরিষদের কার্যাবলী
১) দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলী হবে এবং পরিষদ তার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করবে৷ দ্বিতীয় তফসিল (উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী)-এর ১ নং ক্রমিক নিম্নরূপ:
(১) উপজেলা পরিষদ পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

ধারা ৪২: উন্নয়ন পরিকল্পনা

১) উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উপজেলা পরিষদ এর আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ, উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থা এবং ইউনিয়নে পরিচালিত ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে যে কোন বিষয়ে পরামর্শ করতে পারে।

২) উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকবে, যথা:-
ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অর্থ যোগান হবে এবং উহার তদারক ও বাস্তবায়ন হবে;
খ) কার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে;
গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি।

৩) কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে (সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের অনুমতি সাপেক্ষে) উপজেলা পরিষদ উক্ত পরিকল্পনার একটি কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করবে এবং পরিষদের নিকট উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে তা প্রকাশ করবে ও বিশেষ কোন ক্ষেত্রে জনগনের মতামত ও পরামর্শ থাকলে তা বিবেচনা করবে।

গ) উপজেলা পরিষদ (কর্মসূচি বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০
ধারা ৫:
আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য আইনের বিধানাবলিকে ক্ষুন্ন না করে নিম্নবর্ণিত আর্থিক, উন্নয়নমূলক, অপারেশনাল, সমন্বয় ও বিবিধ বিষয়সমুহ উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে। যথা:
উন্নয়ন মূলক:
(২) উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বই প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ।

ঘ) উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০
ধারা ১৩:
বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমুহ পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না।

২.৩.২ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পরিকল্পনা এবং নির্দেশনাসমূহ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫), অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যে "স্থানীয় সরকার আইনের বিধান অনুসারে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রতিটি স্তরে বার্ষিক এবং/অথবা বহু-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন" বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যার সাথে বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) পরিমাণ এবং অর্থ পাঠানোর সময় সংক্রান্ত পূর্বাভাসের ব্যবস্থার উন্নয়ন, তথ্য অধিকার এবং এর প্রকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের নিকট আরও স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, উপজেলা পরিষদ এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাঝে পর্যাপ্ত সমন্বয় সাধনকে সেখানে অগ্রাধিকার প্রদান করার কথা বলা হয়েছে কারণ ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এটি অপরিহার্য" (অধ্যায় ৭, পৃ. ৭৫২)।

স্থানীয় সরকার বিভাগের ২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের ৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০১. ২০১২-১০৫৭ নং স্মারকে জারিকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকায় উপজেলা পর্যায়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সার্বিক কাঠামো প্রদান করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখিত কতিপয় মূল নির্দেশিকা নিম্নরূপ:

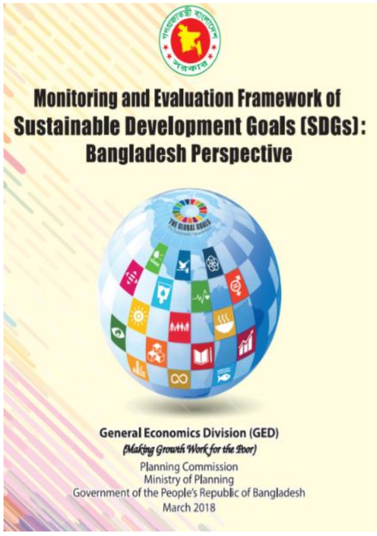

- **সহাস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs)/ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-র সংযোগ:** উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে। নির্দেশিকার ১১ নং অনুচ্ছেদে সহাস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে মিল রেখে ২০১৫ সালের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে যা ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে মিল রেখে উপজেলা পরিষদ তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

- **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায় পরিকল্পনার সামঞ্জস্য:** নির্দেশিকার ১৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, উপজেলা পরিষদ যাতে জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কৌশলের প্রতিফলনের মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করতে পারে এবং সে লক্ষ্যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ পরীবিক্ষনের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করবে।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা:** পরিকল্পনার গণশুনানীর প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, রূপকল্প ২০২১ এর উপর আলোচনা সভায় ব্যখ্যা বিশ্লেষণের সময় উপজেলা পরিষদ জনগনের মধ্যে আলোচনা ও তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে যেটা নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১২-তে বলা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা (NGOs), নাগরিক সমাজ সংস্থা (CSOs), সমবায়, বেসরকারি খাত, পেশাজীবী সংগঠন এবং সাধারণ জনগনও এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে (চিত্র ৪ দ্রষ্টব্য)। এই আলোচনার বিষয়সমূহ পরবর্তী পরিকল্পনায় ব্যবহার করার জন্য সংরক্ষণ করা হবে।

চিত্র ৪: অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা

২.৪ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

প্রথম অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী, ভালো উন্নয়ন পরিকল্পনা একবার অনুশীলনের বিষয় নয়, বরং এটা উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। এই ব্যবস্থাপনার জন্য একটি দৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র পরিচালনার জন্য সুপারিশকৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো টি নিম্নরুপঃ

(১) উপজেলা পরিষদ

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) উপজেলা পরিষদকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। উপজেলা পরিষদ তার উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা। তাই পঞ্চবার্ষিক এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সকল উপজেলার জন্য বাধ্যতামূলক। পঞ্চবার্ষিক এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বৃহত্তর অংশীজনদের ও উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া কে অংশগ্রহণমূলক (Participatory) ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) করা গুরুত্বপূর্ণ[৪]।

(২) উপজেলা কমিটি

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) এ আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপজেলা পর্যায়ে খাত ভিত্তিক উন্নয়ন এবং সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য ১৭ টি স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে। বেশিরভাগ উপজেলায় এই কমিটিগুলি গঠন করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কমিটিসমূহ এখনও খুব বেশি কার্যকর নয়।

[৪] উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১, এবং ২০১৫), ধারা ৪২(১)

উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য উপজেলা কমিটিসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলা পর্যায়ে বাধ্যতামূলক এ কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট খাতের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও প্রকল্পসমুহের সমন্বয়ে এবং তাদের মাঝে গুরুত্বপুর্ণ তথ্য আদান-প্রদানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষত **অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির (UCFBPLRM)** প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলা পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ঘনিষ্ট সহযোগিতায় এই উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (যথা: উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, রিপোর্টিং) ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দেয়া।

(৩) পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (TGP)

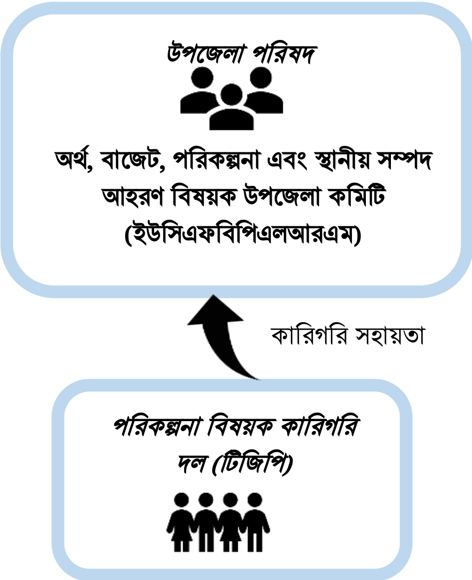

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকাতে একটি পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি) গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে যা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও উপজেলা পরিষদকে নিয়মিতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বাধীন এই কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৫-৮ জন। এরমধ্যে ৩ থেকে ৬ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ থেকে এবং ১ থেকে ২ জন সদস্য এনজিও বা বেসরকারি খাত থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে। পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল গঠনের জন্য সুপারিশকৃত কাঠামো এবং কার্য-পরিধি এই ম্যানুয়ালের শেষে সূত্র ২ তে দেয়া হল।

(৪) প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (PSC)

উন্নয়ন পরিকল্পনার (যথা: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) নির্ধারিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং সম্পদের প্রাপ্যতা (যথা: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় আনুমানিক বাজেট) অনুযায়ী, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে সকল প্রকল্প এবং স্কিমে বরাদ্দ দেয়া হবে তা প্রকল্প বাছাই কমিটি (PSC) নির্ধারণ করবে[৫]। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা অন্য কোন পক্ষ (party) কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল করা যেতে পারে। প্রকল্প বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংযুক্ত করা উচিত। এই কমিটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি অপেক্ষমাণ প্রকল্পের তালিকা সংযুক্ত করতে পারে, শুধুমাত্র যখন অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া যাবে তখনই ঐ অপেক্ষমাণ প্রকল্পে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

(৫) হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ (TLDs)

উপজেলা আইন অনুসারে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের অফিসারগণ উপজেলার নাগরিকদের নিজ নিজ বিভাগের সেবা প্রদানের জন্য উপজেলা পরিষদের অংশ হিসাবে কাজ করেন। আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করায় এই কর্মকর্তাগন উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ব-স্ব বিভাগের আর্থ-সামাজিক ও জনসংখ্যার উপাত্ত সংগ্রহ, চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত তথ্য এবং অন্যান্য সংস্থার দ্বারা উপজেলায় চলমান পরিকল্পিত উন্নয়ন উদ্যোগ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন (উদাহরণস্বরূপ, সরকারের মন্ত্রনালয় দ্বারা সরাসরি বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলি, বা সংসদ সদস্য/ এনজিও /বেসরকারী খাত/ ইউনিয়নগুলোর এডিপি ইত্যাদির দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলি)। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে এই কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার জন্য সর্বোত্তম অবস্থানে রয়েছেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের জন্য উন্নয়নের চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জগুলির বিস্তারিত পর্যালোচনা করা জরুরী। এই কারণে আশা করা হচ্ছে যে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগন পরিস্থিতি বিশ্লেষণে নেতৃত্ব প্রদান করবেন। উপজেলার উন্নয়ন চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জগুলির ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা চূড়ান্ত করবে।

[৫] উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ১০ নভেম্বর ২০১৪, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার

অধ্যায় ৩: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

৩.১ পটভূমি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন নীতি ও কৌশল সম্বলিত একটি বিস্তারিত ডকুমেন্ট (Document)। এটি উপজেলার রূপকল্পের আলোকে প্রণীত হয় এবং যা উন্নয়নের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহের একটি তালিকা, খাতওয়ারি লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল উপস্থাপন করে। অগ্রাধিকারের এই তালিকায় জনগণের মতামত এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকতে হবে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে পরিকল্পনার বিষয়বস্তু উপজেলার জনগণের সাথে শেয়ার করার একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে উপজেলা পরিষদ এই পরিকল্পনার অগ্রগতি জনগনকে জানাবে এটাই প্রত্যাশিত।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়সীমা সাধারণতঃ উপজেলা নির্বাচন চক্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়[৬]। উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট (Document) যা প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা/ চাহিদা নিরূপণ এবং উপজেলার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহীত উন্নয়ন কৌশল প্রকাশ পায়।

পাঁচ বছর মেয়াদে উপজেলার উন্নয়ন সম্পর্কিত মূল দলিল হওয়ার কারনে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সকল অংশীজনদের জন্য একটি সমন্বিত, বিস্তৃত এবং স্ব-ব্যাখ্যামূলক ডকুমেন্ট (Document)। উক্ত সময়কালে এটিকে নিয়মিত উদ্ধৃত করা হবে। উপরন্তু, এটি এই সময়কালে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।

৩.২ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ চিত্র ৫ এ দেখানো হলো।

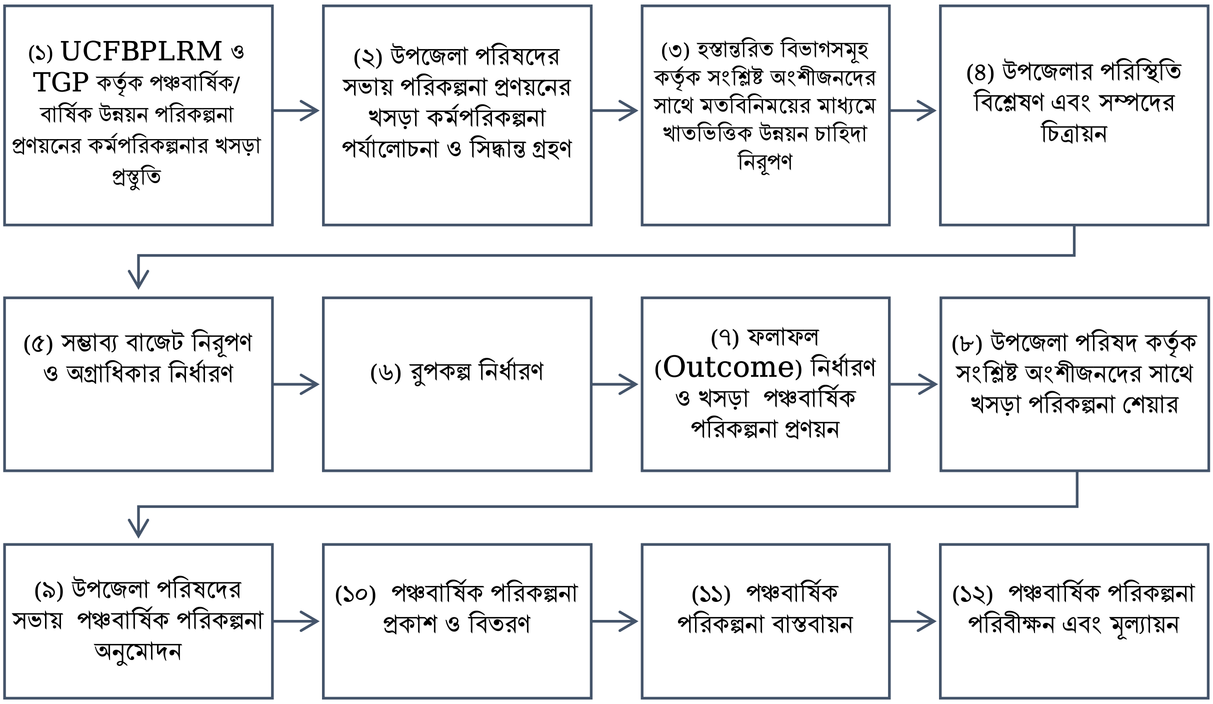

<u>চিত্র ৫: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ</u>

প্রতিটি ধাপের কর্মকান্ড আরো বিস্তারিত ভাবে নীচে বর্ণনা করা হলো।

[৬] উপজেলা নির্বাচন সাধারণত প্রতি পাঁচ বছর পর পর মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তাই, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, বিশেষ করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের শপথ নেওয়ার আগে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি শুরু করা সম্ভব নয়। তাই আশা করা হচ্ছে যে, নির্বাচনের বছর পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ জুন/জুলাই মাসে শুরু হবে।

(১) অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি (Technical Group for Planning) এর প্রস্তুতিমূলক সভা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ মার্চ মাসে তাদের কর্মকান্ড শুরু করবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এই কাজে নেতৃত্ব প্রদান করবে। এই কমিটি কার্যকর না থাকলে, এটি পুনরায় সক্রিয় করা গুরুত্বপূর্ণ। টিজিপি একটি অনানুষ্ঠানিক কারিগরী টীম - যা এই কমিটিকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে। উপজেলা পরিষদ টিজিপি'র সদস্যদেরকে নিয়োগ করবে তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান, উন্নয়ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপিসভায় মিলিত হয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী কিভাবে একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা করবে।

(২) উপজেলা পরিষদের সভায় পঞ্চবার্ষিক/ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করার পর উপজেলা পরিষদ তা পর্যালোচনাপূর্বক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই প্রক্রিয়ায় উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, এনজিও, পেশাজীবি সংগঠন ও সাধারণ নাগরিকবৃন্দের নিকট থেকে মতামত আহবান করতে পারে। এই সকল অংশীজনের মতামত লিপিবদ্ধ করে উপজেলা পরিষদ তা সংরক্ষন করবে[৭]।

উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতির প্রক্রিয়ার পাশাপাশি প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল নিয়ে আলোচনা করবে এবং উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করবে। উপজেলা পরিষদের পক্ষে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের অর্থায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট বাজেট অনুমোদন করা (প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) জরুরী। বাজেটের অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে পরিচালিত ব্যয়সমূহ যেমন অংশীজনদের সভা আয়োজন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশ করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রাক্কলিত খসড়া বাজেট উপজেলা কমিটি কর্তৃক উপজেলা পরিষদের অনুমোদনের জন্য টিজিপি'র সাহায্যে প্রস্তুত করা যেতে পারে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট সারণী ১ এ দেখানো হলো।

সারণী ১: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা	মন্তব্য
পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সাথে পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP)	আগস্ট	নির্বাচনের পরে উপজেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে (অথবা উপজেলা কমিটি গঠনের সাথে সাথে)
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক কর্ম পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত কার্যক্রমের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ	উপজেলা পরিষদ	আগস্ট	নির্বাচনের পর উপজেলা পরিষদের ১ম বৈঠক / বিশেষ বৈঠকে
অংশীজনদের সাথে পরামর্শকরণ	উপজেলা কমিটিসমূহ/ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ (পৌরসভা, ইউনিয়নসমূহ ও অন্যান্যদের সাথে)	আগস্ট	উপজেলা কমিটিসমূহ/ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে আলোচনা এবং উন্নয়ন চাহিদা নিরুপণ
উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি /হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ/TGP	সেপ্টেম্বর	আর্থ-সামাজিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ
বিশ্লেষণ ও অগ্রাধিকার নির্ণয়	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি/TGP	সেপ্টেম্বর	সংকলন এবং সুপারিশ
উন্নয়ন উদ্যোগ ও সম্পদের চিত্রায়ন	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে TGP (ইউনিয়নসমূহ, পৌরসভা, NGO/CSO এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে)	সেপ্টেম্বর	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করবে। TGP অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে।

[৭] ধারা ১২, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, মেমো নং ১০৫৭, ২ নভেম্বর ২০১৪

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা	মন্তব্য
রূপকল্প নির্ধারণ	উপজেলা কমিটিসমূহ এবং TGP এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	সেপ্টেম্বর	আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ফলাফল (Outcomes) নির্ধারণ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুতকরণ	TGP এর সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি	সেপ্টেম্বর	আলোচনা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং খসড়া প্রস্তুতকরণ
অংশীজনদের সাথে খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেয়ার করা	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ও TGP এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	সেপ্টেম্বর	অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুমোদন	উপজেলা পরিষদ	অক্টোবর	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রকাশনা এবং প্রচারণা	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ও TGP এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	অক্টোবর	স্থানীয় সরকার বিভাগ ও উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার এর নিকট প্রেরণ এবং উপজেলার জন-সাধারণের কাছে শেয়ারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা / কমিটি	চলমান	
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	অর্থ, বাজেট পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (TGP)	চলমান	বার্ষিক পরিবীক্ষণ এবং প্রয়োজনে সংশোধন

* প্রতি পাঁচ বছরে জুন / জুলাই মাসে উপজেলা নির্বাচন শেষ হলে, অতিসত্বর শুরু করতে হবে।

(৩) উপজেলা পর্যায়ে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে মতবিনিময়

উপরে উল্লিখিত সারণি ১-এ, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগন পুরো বছর জুড়ে আর্থ-সামাজিক তথ্য এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে চাহিদা সংগ্রহ করতে থাকবেন। হস্তান্তরিত বিভাগসমূহকে ইউনিয়ন পরিষদে আয়োজিত ওয়ার্ড সভা এবং ইউডিসি সভা থেকে জনগনের চাহিদা সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজন হলে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ বিভিন্ন সেক্টরের চাহিদা চিহ্নিত করতে জনগণ, এনজিও, সিবিও, সিএসও এবং বেসরকারি খাতের সংস্থাগুলির সাথে আলোচনা করতে পারে। এটি উপজেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সহজতর করবে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগণের প্রকৃত চাহিদা এবং অগ্রাধিকারগুলি সনাক্ত করার এবং সেগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত করার পথও সুগম করবে। এক্ষেত্রে, ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজনের মতামত সংগ্রহের জন্য ইউডিসিসি একটি ভাল জায়গা হতে পারে। একইভাবে, হস্তান্তরিত বিভাগগুলির কর্মকর্তাগণ ইউনিয়ন পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করবেন এবং সারা বছর ধরে তা হালনাগাদ রাখবেন।

আগষ্ট মাসে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতির লক্ষ্যে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ফরম্যাট ১ (এনেক্স দেখুন) ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্য এবং উপাত্ত (উদা: যেমন সামাজিক-অর্থনৈতিক তথ্য, জনসংখ্যাতাত্বিক, এসডিজি'র তথ্য, উন্নয়ন চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি) পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করবে।

(৪) উপজেলা কমিটি ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ কর্তৃক উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষন এবং সম্পদের চিত্রায়ণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য সঠিক জনসংখ্যাতাত্বিক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন। সেইসাথে উপজেলার নাগরিকদের যথাযথ চাহিদা নির্ধারণও জরুরী। এ ধরনের তথ্য-উপাত্ত হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদ (যেমন, ওয়ার্ড সভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি- ইউডিসিসি) এবং পৌরসভার (যেমন ওয়ার্ড লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি- ডব্লিউএলসিসি, টাউন লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি- টিএলসিসি) কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে[৮]।

তাই, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহকে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে নিবিড় সমন্বয় এবং সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সকল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সমূহ সংগ্রহ করার এবং হালনাগাদের দায়িত্ব পালন করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এসকল

[৮] হস্তান্তরিত বিভাগ (TLDs) হচ্ছে মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের উপজেলা পর্যায়ের অফিস।

তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষ করে যেগুলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সূচকসমূহের (Indicators) (নির্দেশিকা ৪ দ্রষ্টব্য: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা) সাথে সম্পর্কযুক্ত যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছে।

নির্দেশিকা ৪: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) হচ্ছে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তঃসরকার কেন্দ্রিক অনুপ্রেরণামূলক লক্ষ্য যা ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত হয়েছে। এটি অর্জন করতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭ টি লক্ষ্যের ১৬৯ টি টার্গেট অর্জন করতে হবে। লক্ষ্য ১৭ টি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলো নিয়ে গঠিতঃ

১) দারিদ্র	৬) জল	১১) বাসস্থান	১৬) প্রতিষ্ঠান
২) খাদ্য	৭) জ্বালানী (Energy)	১২) ভোগ	১৭) টেকসহিতা
৩) স্বাস্থ্য	৮) অর্থনীতি	১৩) জলবায়ু	
৪) শিক্ষা	৯) অবকাঠামো	১৪) সামুদ্রিক-বাস্তুসংস্থান (Ecosystem)	
৫) নারী	১০) বৈষম্য	১৫) বাস্তুসংস্থান সমূহ	

এ সকল লক্ষ্য অর্জনে এনজিও / সিএসও, বেসরকারি খাত এবং সাধারণ জনগণের সাথে পরামর্শও করা যেতে পারে। এই চর্চা সারা বছর অব্যাহত রাখা আবশ্যক এবং এভাবেই তথ্য সবসময় হালনাগাদ রাখা যেতে পারে। ফরম্যাট ১ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য) মৌলিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, অবকাঠামোগত এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক তথ্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্পদের চিত্রায়ন উপজেলা পরিষদের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমুদয় সম্পদের মাত্র ৫-৭%। উপজেলার ভেতর চলমান বা গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি কি- তা সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে না পারলে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না।

এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। এতে এক বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলোর অর্থ যোগান উপজেলার নিম্নোক্ত উৎস থেকে আসার কথা: ১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২) বিশেষ অনুদান ৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ ৪) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ, যা মন্ত্রণালয়/ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয় ও মন্ত্রণালয় এবং/অথবা হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় ৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন ও পৌরসভা) ৬) সংসদ সদস্য ৭) এনজিও এবং ৮) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এই উৎসগুলোর মধ্যে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের উচিত সারা বছর ব্যাপী নিজ-নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে উপজেলাতে কোন্ ধরনের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে এবং কোন উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে সে সম্পর্কে ধারণা নেয়া এবং এগুলোর বাৎসরিক প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা ।

একটি উপজেলা পরিষদ তার সংশ্লিষ্ট উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সম্পদের নিরিখে সম্পদের চিত্রায়ন সম্পন্ন করবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে সম্পদের চিত্রায়নের সময় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন কাজের জন্য ব্যবহারযোগ্য সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের সম্পদ অন্তর্ভূক্ত করবে। এক্ষেত্রে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, এনজিও এমনকি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তহবিল এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে যেন স্থানীয় উন্নয়ন উদ্যোগগুলোর মধ্যে একটি বৃহত্তর সঙ্গতি বজায় রাখা যায়। সারণী ২ সংক্ষেপে উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন উৎস থেকে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত মোট সম্পদের বিষয়ে একটি ধারনা দিবে।

সারণী ২: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলায় উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য উপলব্ধ সম্পদ

জাতীয় পরিকল্পনা দ্বারা অর্থায়নকৃত প্রকল্প	**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা অর্থায়নকৃত প্রকল্প**	**সংসদ সদস্য কর্তৃক অর্থায়নকৃত অগ্রাধিকার প্রকল্প**	**বেসরকারী খাতের অর্থায়নে গৃহীত উদ্যোগ**	**অন্যান্য প্রকল্প**
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্প	উপজেলা পরিষদের প্রকল্প	সংসদ সদস্যের প্রকল্প	শিল্প / বাণিজ্যিক প্রকল্প	এনজিও'র প্রকল্প
উপজেলায় জেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্প			
উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্প		ব্যাংকিং / ঋণ প্রোগ্রাম	সিএসও'র প্রকল্প
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প			

উৎস: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৪

হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে উত্তম সমন্বয় ও সহযোগিতা স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের বিষয়টি

অবশ্যই উপজেলা পরিষদের বিবেচনায় থাকা উচিত যাতে করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প ও খাতসমূহের লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হয়। উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের (এডিপি) আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদের উপর উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক উদ্যোগসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোন্ দ্বৈততা থাকলে তা পরিহার করতে পারে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল (Results) এবং প্রভাব (Outcome) নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাগণ টিজিপি এর সহযোগিতায় সম্পদের চিত্রায়নের কাজ করবেন এবং ফরম্যাট ২ ব্যবহার করে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে 'একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিরাজমান বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ণ'। এই বিশ্লেষনে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশনের মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়।

তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে লব্ধ শিখন)। কোন্ কোন্ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন্ কোন্ লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন- সেটা জানতে হবে। কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্ উদ্যোগ কাজ করেনি বা কোন্ বিষয় আরও গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন বিষয় বাতিল করা প্রয়োজন- সে সম্পর্কে জানতে হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, বর্তমান পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি টিজিপি'র সহায়তায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা করবে। উপজেলা সমূহের চলমান পরিস্থিতি বিশ্লেষনের জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। । যেমন:

- ক) উপজেলায় বিদ্যমান পরিস্থিতি কেমন? (উন্নয়ন চাহিদা এবং বিভিন্ন খাতে উদ্ভূত সমস্যা সহ)
- খ) পাঁচ বছর মেয়াদে পরিস্থিতি কেমন হবে? (যেমন, ভালো বা খারাপ)
- গ) এমতাবস্থায়, এসব উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়/উদ্ভূত সমস্যা (Emerging Problems) সমাধানে উপজেলা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? (যেমন, বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য প্রকল্প/কার্যক্রম)
- ঘ) উক্ত খাতের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ তহবিল প্রয়োজন? উপজেলার উক্ত খাতগুলিতে বিদ্যমান একই ধরণের চ্যালেঞ্জ/সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কোনো চলমান/ভবিষ্যৎ প্রকল্প আছে কি? এই প্রকল্পসমূহ কিভাবে একে অপরের পরিপূরক হতে পারে?

উপজেলা পর্যায়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তারা ফরম্যাট ২ ব্যবহার করে খাতভিত্তিক বিশ্লেষণ করবেন। এ কাজে উপজেলাকে ফরম্যাট ২ এ উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। শিক্ষা খাতের জন্য নমুনা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হল:

(১) হস্তান্তরিত বিভাগের প্রত্যেক কর্মকর্তা উপজেলায় তার নিজ-নিজ খাতের উন্নয়নকে প্রভাবিত করে এমন ১-২ টি মূল সমস্যা (চ্যালেঞ্জ) নির্ধারণ করবেন। নিচে শিক্ষা খাতের নিরিখে একটি উদাহরণ দেয়া হল (১)

(২) হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা বর্ণনা করবেন:

- ক) সমস্যার প্রকৃতি: এলাকাবাসী (Community) কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এর কারণ সম্পর্কে কিছু তথ্য সরবরাহ করবেন। অনুগ্রহ করে "স্কুল এর অভাব……।" এরকম বর্ণনা ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।
- খ) নির্দিষ্ট অবস্থান এবং এলাকা: অনুগ্রহ করে অবস্থানটি নির্দিষ্ট করুন। যেমন- ইউনিয়ন/এলাকার নাম।
- গ) সমস্যার বা চ্যালেঞ্জ এর ব্যাপকতা: অনুগ্রহ করে সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত জনসংখ্যা / এলাকা উল্লেখ করুন।
- ঘ) সমস্যার পেছনের কারণগুলি: অনুগ্রহ করে সমস্যার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন এবং নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করুন। সমস্যার কারণসমূহ একাধিক হতে পারে এমনকি সরল না'ও হতে পারে।

(৩) এই সমস্যার বিপরীতে, হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা (উদাহরণ এর এই ক্ষেত্রে শিক্ষা অফিসার) সম্পদ চিত্রায়নের তালিকার তথ্য থেকে সরকার, এনজিও বা অন্যান্য সংস্থার দ্বারা কোন প্রকল্প/প্রকল্পগুলো চলমান এবং/বা পরিকল্পনা করা হয়েছে তা সনাক্ত করবেন। অনুগ্রহ করে প্রতিটি কারণের দিকে লক্ষ্য রেখে কার্যক্রমগুলোর তালিকা প্রস্তুত করতে হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

- *১৬ টি হস্তান্তরিত বিভাগ তাদের একটি বা দুটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সমস্যা নির্বাচন করবে এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবে।*
- *টিজিপি হস্তান্তরিত বিভাগগুলো থেকে তথ্য নিয়ে সংকলন করবে।*

খাত	**সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ**				**সরকারি বা বেসরকারি সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী (সম্পদের চিত্রায়নের ওপর ভিত্তি করে)**	**আর কোনো পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যার বিবরণ**	**সুপারিশকৃত পদক্ষেপ / পাল্টা ব্যবস্থা**
	সমস্যা	**অবস্থান / এলাকা**	**পরিমাণ / বিস্তৃতি**	**কারণ**			
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির হার খুব বেশী	সমগ্র উপজেলা	২৪ টি স্কুল/ ২৪০০ ছাত্রছাত্রী/ ১২০ শিক্ষক	- শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তা সমস্যার কারণে স্কুলে যেতে চায় না - খারাপ রাস্তার কারণে	-এলজিইডি আগামী ৩ বছরে স্কুলের সাথে সংযুক্ত ১২ টি রাস্তা সংস্কার/ মেরামত করবে -শিক্ষা বিভাগ প্রতি বছর ২০ জন শিক্ষককে আকর্ষণীয় শ্রেণী শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়	- অনুপস্থিতির হার আগামী ৫ বছরে ৪০% থেকে কমে ২০% এ আসবে	-যেসব শিক্ষক শিক্ষা বিভাগের প্রশিক্ষণে অনশগ্রহণ করেন নাই উপজেলা পরিষদ তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। (২০) -এলজিইডি স্কুলের সাথে সংযুক্ত যেসব রাস্তা মেরামত করতে সমর্থ হয় নাই সেসব রাস্তা উপজেলা পরিষদ মেরামত করবে

খাত	**পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম**	**অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ**	**অবস্থান (উপজেলার নাম)**	**মেয়াদ/ বাজেট**
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প (সকল জাতীয় খাতের উন্নয়ন উদ্যোগ টিএলডি দ্বারা সম্পন্ন করা হবে)				
সমাজ কল্যাণ	আমার বাড়ি আমার খামার	এমডিজি'র সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ন লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচন এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হয়। যেহেতু দেশে গ্রামে বসবাসকারী মানুষের ৮০% ভাগের বেশিই ক্ষুদ্র কৃষি পরিবার, তাই ক্ষুদ্র কৃষকদের জড়িত করার মাধ্যমে টেকশই উন্নয়ন ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করাই দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল। আজকের দিনে, অনেকেরই সর্বনিম্ন ক্রয় ক্ষমতা রাখে না কারন তাদের আয়ের কোন স্থায়ী উৎস নেই। এই শ্রেণির মানুষকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রাথমিক ভাবে ছিল ৫০ লক্ষ্য মানুষকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।	উপজেলার সকল ______ ইউনিয়ন	২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ৫ বছরে ______ টাকা
এমপি'র উন্নয়ন প্রকল্প				
স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্প (সকল ইউনিয়ন/পৌরসভার উন্নয়ন উদ্যোগ টিএলডি দ্বারা সম্পন্ন করা হবে)				
শিক্ষা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র প্রদান	______ বেঞ্চ ______ ইউনিয়নের নিজেস্ব তহবিল থেকে ______ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেয়া হয়েছে।	______ ইউনিয়ন, ______ ইউনিয়ন, ______ ইউনিয়ন, ______ ইউনিয়ন	১বছরে ______ টাকা

(৪) চলমান বা পরিকল্পিত প্রকল্পগুলো বিবেচনায় নিয়ে হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা ৫ বছরে এই সমস্যাটি কাটিয়ে ওঠা যাবে কিনা সেটা নির্ধারণ করার চেষ্টা করবেন।

(৫) হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা অবশিষ্ট কোন সমস্যা থাকবে কিনা তাও নির্ধারণ করবেন। যদি চলমান ও পরিকল্পিত প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্যাটি সমাধান করা যায় তবে কোন পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই এবং তাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য এটি কোনও অগ্রাধিকার নয়। সমস্যাটি কাটিয়ে উঠার জন্য যদি কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন হয় তাহলে হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করবেন (অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে অর্থায়নের সম্ভাব্য কর্মসূচী)।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক/ বার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/ পাল্টা ব্যবস্থা
	মূল সমস্যাসমূহ (চ্যালেঞ্জসমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ			
শিক্ষা	ঝরে যাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে	১৪ টি ইউনিয়ন	১৪ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ১২০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১)শিশুদের উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে জড়িত থাকা ২) নিরাপত্তার সমস্যা ৩) শিশু শিক্ষায় অনাগ্রহ/ ৪) বিদ্যালয়ে সংযোগ সড়কের অপ্রতুলতা/ ৫) অপর্যাপ্ত অবকাঠামো	১) কোনো প্রকল্প নেই/ ২) কোনো প্রকল্প নেই/ ৩) ইউজিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে সচেতনতা-মূলক কার্যক্রম/ ৪)কোনো প্রকল্প নেই/ ৫) প্রতি বছর বিদ্যালয় ভবন এবং শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ৭০% এর নিচে থাকবে	ক) অভিভাবকদের সাক্ষাৎ / সভা, খ) পুলিশের প্রহরা বৃদ্ধি, গ) সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো, ঘ) বিদ্যালয়ে সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ঙ) পরিবেশ বান্ধব নতুন ভবন নির্মাণ এবং শিক্ষা উপকরণ ক্রয়, চ) মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলাসমূহ ভবিষ্যতের একটি রূপকল্প নির্ধারণ করবে এবং সেই রূপকল্প অর্জনের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অগ্রাধিকার খাত এবং প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করবে। এই লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি নিরূপণ এর জন্য পরিমাপযোগ্য সূচক ও নির্ধারণ করবে। এটি খাতভিত্তিক উন্নয়ন চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ, সম্ভাব্য করনীয় এবং তার প্রভাবগুলো চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটি পরামর্শ গ্রহণ এবং তথ্য সংগ্রহের সমন্বয়ে করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অগ্রাধিকার প্রকল্প নয়; অগ্রাধিকার খাতগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উন্নয়নের একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা যেখানে উপজেলায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ অনুসারে আগামী পাঁচ বছরে উপজেলাতে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র এবং/অথবা খাত (৫ টির বেশি নয়) চিহ্নিত করতে হবে। অন্যদিকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাতে উপজেলা উক্ত উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আরও সুনির্দিষ্ট প্রকল্প / স্কিম সনাক্ত করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্পদ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে আর্থিক প্রক্ষেপণের জন্য নিম্নোক্ত 'সম্পদ চিত্রায়নের সারসংক্ষেপ' (সারণী ৩) ব্যবহার করতে পারে।

সারণী ৩: উপজেলার সম্পদ চিত্রায়নের একটি সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ	পাঁচ বছরের প্রক্ষেপণ (বার্ষিক বরাদ্দx৫)
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বরাদ্দ		**পরিমাণ ক**
২	বিশেষ কর্মসূচী বরাদ্দ		**পরিমাণ খ**
৩	স্থানীয়ভাবে আহরিত সম্পদ		**পরিমাণ গ**
৪	উপজেলায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বরাদ্দ		পরিমাণ ঘ
৫	ইউনিয়ন / পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে অর্থায়ন		পরিমাণ ঙ
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প		পরিমাণ চ
৭	এনজিও / সিএসও প্রকল্প		পরিমাণ ছ
৮	বেসরকারি খাতের প্রকল্প		পরিমাণ জ

উপরের সারণিতে, পরিমান **ক, খ ও গ** হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে থাকা তহবিল। যদি উপজেলা পরিষদ ৫ বছরে প্রাপ্তব্য সম্পদ নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে না পারে, তাহলে বর্তমান বার্ষিক আয়ের পরিমাণকে ৫ গুন বাড়িয়ে ৫ বছরের বাজেট তৈরি করতে পারে।

উন্নয়নের ফলাফলকে সর্বাধিক করতে এবং উপজেলা স্তরে সীমিত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ উপজেলাস্থ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতা এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন বিভিন্ন প্রকল্প/পরিকল্পনার মধ্যে পরিপূরকতা ও সাযুজ্য (Synergy) তৈরি করা যায় এবং যার অর্থায়ন করা হবে তহবিলের অন্যান্য উৎস দ্বারা (পরিমাণ ঘ, ঙ, চ, ছ, জ)। একটি আদর্শ সম্পদ চিত্রায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে পারে এবং প্রধান-প্রধান উন্নয়ন খাতগুলোতে চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে যদি পার্থক্য থেকে থাকে তাও চিহ্নিত করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ খাত বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে সেটা নির্ধারণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ এমন সব উন্নয়ন উদ্যোগে বরাদ্দ বিবেচনা করবে যা থেকে একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ উপকৃত হবে এবং যা এককভাবে একটি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

নিচের সারণীতে সম্পদ চিত্রায়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে চলমান বিভিন্ন খাতের প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং সন্নিবেশন কিভাবে করতে হবে তা উদাহরণ হিসেবে দেখানো হল।

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	টার্গেট গ্রুপ ও ফলাফলসহ (Outcome/Output) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট/ সময়কাল
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প				
পল্লী উন্নয়ন	আমার গ্রাম, আমার শহর	আমার গ্রাম, আমার শহর বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তাপুষ্ট একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল প্রতিটি গ্রামের উন্নয়ন যেন প্রতিটি নাগরিক শোভন একটি জীবন যাপনের সকল সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারে। এই প্রকল্পের অধীনে সরকার গ্রামীণ	৮ টি বিভাগের ১৫ টি পাইলট গ্রাম	১৫০ কোটি টাকা/২০২০-২০২৫

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	টার্গেট গ্রুপ ও ফলাফলসহ (Outcome/Output) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট/ সময়কাল
		এলাকায় নগর এলাকার সুবিধা সম্প্রসারণ করবে, যার মধ্যে থাকবে বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানীয়জল ইত্যাদির মত সুবিধায় সহজ প্রবেশ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, যোগাযোগের সমস্ত পদ্ধতির উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা বৃদ্ধি, পরিকল্পিত আবাসন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং ইন্টারনেট এবং প্রযুক্তির বিকাশ। এই প্রকল্পটি দেশের ৮টি বিভাগের ১৫টি গ্রামে পাইলট ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার জন্য এলজিইডি দায়িত্বপ্রাপ্ত।		
	---	---	---	---
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প				
শিক্ষা	প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে আসবাবপত্র সরবরাহ	ইউনিয়নের নিজস্ব রাজস্ব তহবিল থেকে ১০ টি ইউনিয়নের ২০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০০০ বেঞ্চ প্রদান করা হয়েছে	১০ টি ইউনিয়ন	১ বছর, ৯,০০০,০০০ টাকা
	---	---	---	---
	---	---	---	---
এমপি’র প্রকল্প				
	---	---	---	---
এনজিও ও সিএসও’র প্রকল্প				
সমাজ কল্যাণ	নারীদের জন্য দর্জি প্রশিক্ষণ	উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নের ৮০ জন নারীকে প্রতিবছর একটি জাতীয় এনজিও ‘রুপান্তর’ এর পক্ষ থেকে বিশেষ দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	১০ টি ইউনিয়ন	৩ বছর _ _ _ টাকা
	---	---	---	---
বেসরকারি খাতের অর্থায়নে উদ্যোগ				
শিল্প	প্লাস্টিকের বালতি কারখানা	গাজী গ্রুপ অব কোম্পানীর একটি প্রকল্পে ১০০ স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।	১ টি ইউনিয়ন	-
	---	---	---	---
অন্যান্য প্রকল্প/ উন্নয়ন কার্যক্রম				
স্বাস্থ্য	স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য হাত ধোওয়া প্রশিক্ষণ	এটি ২০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য ইউনিসেফ’র সহায়তায় একটি কর্মসূচি এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এটার ব্যবস্থাপনা করেছে। এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া।	১০ টি ইউনিয়ন	২ বছর ৩,০০০,০০০ টাকা
	---	---	---	---

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য, উপজেলা পরিষদ **'ফরম্যাট ৩: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ'** ব্যবহার করতে পারে যাতে বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণপূর্বক কর্মকান্ডের অগ্রাধিকার ঠিক করা যায়। **'ফরম্যাট ২: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত উপজেলা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ'** সম্পদের চিত্রায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৫) বাজেটের প্রাক্কলন এবং অগ্রাধিকার

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বাজেট প্রাক্কলন এর ক্ষেত্রে প্রায়শই একাধিক বছরের (৫ বছর) উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের সঠিক হিসাব নিরূপণ করা কঠিন। এমতাবস্থায়, চলতি বছরের আনুমানিক বাজেটের পরিমানকে (ফরম্যাট ৪ ব্যবহার করুন) ৫ দ্বারা গুন করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার

বাজেট তৈরি করা যেতে পারে।

এক বছরের বাজেটের আর্থিক প্রক্ষেপণের জন্য ফরম্যাট ৪ ব্যবহার করা যেতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চলতি বছরের জন্য আনুমানিক বাজেট ৫ দ্বারা গুণ করতে হবে।

ফরম্যাট ৪: পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক বাজেট এর সারসংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য বাজেট
অংশ ১	**রাজস্ব হিসাব** **প্রাপ্তি**			
	রাজস্ব			
	অনুদান			
	মোট প্রাপ্তি			
	বাদ রাজস্ব ব্যয়			
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)			
অংশ ২	**উন্নয়ন হিসাব** উন্নয়ন অনুদান			**পরিমাণ অ**
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা			**পরিমাণ আ**
	মোট (খ)			
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক + খ)			
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়			
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি			
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)			**পরিমাণ ই**
	সমাপ্তি জের			

প্রদত্ত বছরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য আনুমানিক বাজেট হবে ফরম্যাট ৪-এর পরিমাণ 'অ' (এডিপি তহবিল) এবং পরিমাণ 'আ' (ইউজিডিপি তহবিলের মতো অন্যান্য উন্নয়ন তহবিল) এর মোট পরিমাণ।

পরিমাণ 'ই' (রাজস্ব উদ্বৃত্ত- পূর্ববর্তী বছর থেকে আগত) রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে বছরের প্রত্যাশিত ব্যয়কে বিয়োগ করে হিসাব করা যেতে পারে। পরিমাণ 'অ' বর্তমান বছরের এডিপি এর সমপরিমাণ হতে পারে[৯]। এগুলো (অ, আ এবং ই এর মোট পরিমাণ) একটি নির্দিষ্ট বছরে তহবিলের জন্য সরাসরি উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট লব্ধ সম্পদ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য উপজেলা প্রাক্কলিত বাজেট হিসাব করতে এক বছরের আনুমানিক বাজেটের ৫ গুণ পরিমাণ হিসাব করবে (এক্স পরিমাণ x ৫ = মোট আনুমানিক ৫ বছরের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ)।

পুরো উপজেলায় ব্যয় করা মোট অর্থের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, উপজেলা পরিষদের নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। এর পরিমাণ উপজেলায় ব্যয়িত মোট উন্নয়ন তহবিলের ৫-৭%। তাই উপজেলা পরিষদ এই সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে যাতে এর মাধ্যমে সর্বাধিক ফলাফল অর্জন করা যায়।

হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ফলাফল পর্যালোচনা করে উপজেলা পরিষদ নির্ধারণ করবে যে, আগামী পাঁচ বছরে উন্নয়নের জন্য উপজেলা কোন- কোন খাত (Sector) কে অগ্রাধিকার হিসাবে নির্ধারণ করবে। উপজেলা পরিষদকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য উপজেলায় যে পরিমাণ অর্থের সংস্থান পাওয়া যাবে তাও নির্ধারণ করতে হবে। এই দুটি বিষয়ের তুলনার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিসীমা এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো নির্ধারণ করতে পারে।

(৬) রূপকল্প নির্ধারণ

[৯] উপজেলা পরিষদের জন্য এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ প্রতি বছর পরিবর্তন হতে পারে। বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বাজেট নির্ধারণের লক্ষ্যে গত বছর উপজেলা পরিষদকে প্রদানকৃত এডিপি-র সমপরিমাণ অর্থকে উপজেলা ব্যবহার করবে বলে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

প্রতিটি উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি রূপকল্প থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত উন্নয়ন ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করবে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে।

রূপকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিকল্পনা হচ্ছে চিহ্নিত ও বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সবচেয়ে কার্যকর উপায় খুঁজে বের করে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা যায়। উপজেলার ক্ষেত্রে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এটা জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র যার মধ্যে থাকবে উপজেলা কি করতে চায় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপজেলা কোথায় যেতে চায় তাঁর প্রত্যয়। সে কারণে এটা অনুপ্রেরণা জাগানো উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং একই সাথে উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারনেও সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, “অদূর ভবিষ্যতে আপনি আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান”?

আগেই বলা হয়েছে যে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের আলোকে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলার জনগনের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত চিত্র। এতে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ধারণার প্রতিফলন থাকে এবং এটি উপজেলার উন্নয়ন নীতি ও কৌশলগত পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এতে উপজেলাসমূহের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলার জন্য একটি সমন্বিত ও বহু-ক্ষেত্রীয় উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকা উচিত। এটি এসডিজি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথেও সম্পর্কযুক্ত, কারণ উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে অবদান রাখার কথা।

উপজেলা পর্যায়ে একটি রূপকল্প তখনই উত্তম বলে বিবেচিত হবে যখন এতে স্থানীয় জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকবে এবং যা পরবর্তীতে জাতীয় রূপকল্প যেমন "ভিশন ২০২১" বা ভিশন ২০৪১ অর্জনে অবদান রাখবে। এর দুটি মাত্রা রয়েছে- একদিকে এটি যেমন সরকারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে; একইসাথে এটি স্থানীয় উন্নয়নের নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। রূপকল্পের এই দ্বিমাত্রিকতা এভাবেও দেখা যেতে পারেঃ

১) "বহির্মুখী প্রেক্ষাপট" (Outward-looking) উপাদান হচ্ছে উপজেলার সেই ধরণের কাঙ্খিত ভূমিকা যা জাতীয় উন্নয়নে সর্বোত্তম ভাবে অবদান রাখতে পারে। অর্থাৎঃ

- উপজেলার সাথে সম্পর্কযুক্ত এরূপ বিস্তৃত এলাকা চিহ্নিত করা যে এলাকার উন্নয়নে উপজেলা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে; এবং
- বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে উক্ত অঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা কাঙ্ক্ষিত যে ভূমিকা পালন করতে পারে তা নির্ধারণ করা।

২) "অন্তর্মুখী প্রেক্ষাপট" (Inward-looking) যার অর্থ হল উপজেলা সমূহে বসবাসকারী বাসিন্দাদের জন্য একটি কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ তৈরি করা যেখানে তারা স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে এবং তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবিকা অর্জন করতে পারে। এই অন্তর্মুখী প্রেক্ষাপট নীচে বর্ণিত বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিতঃ

- স্থানীয় জনসংখ্যা (সামাজিক খাত)
- স্থানীয় অর্থনীতি (অর্থনৈতিক খাত)
- প্রাকৃতিক পরিবেশ (পরিবেশ খাত)
- স্থানীয় পর্যায়ের নির্মাণ (অবকাঠামো খাত)
- স্থানীয় নেতৃত্ব / শাসনব্যবস্থা (প্রাতিষ্ঠানিক খাত)

একটি রূপকল্প অবশ্যই মোটামুটি দীর্ঘমেয়াদী হওয়া প্রয়োজন। একটি খসড়া রূপকল্প বিবৃতি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রাথমিক পর্যায়েই তৈরি করা উচিত। রূপকল্প বিবৃতি তৈরিতে উপজেলার নাগরিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রূপকল্প অনুশীলনী একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া হওয়া উচিত কেননা এটি জনগণের জন্য কাঙ্ক্ষিত অবস্থাকে তুলে ধরে। উন্নয়নের বিভিন্ন খাত এবং উপ-খাতের (সামাজিক, অর্থনৈতিক, অবকাঠামো, পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক) এবং যথাসম্ভব সামাজিক খাতের (নারী, আদিবাসী, যুব, ব্যবসা, একাডেমিক, নাগরিক সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয়, কৃষক ইত্যাদি) বিভিন্ন অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

উপজেলার রূপকল্পটি উপজেলা কেন্দ্রিক হতে হবে, যার অর্থ হলো এই রূপকল্প সব উপজেলায় একই রকম হবার কথা নয়। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নে কিছু রূপকল্প বিবৃতি প্রদান করা হলোঃ

- শিক্ষার মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও মৎস্য চাষে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের নাগরিকদের জীবনমান বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন।
- উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ এবং স্থানীয় শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপজেলার দারিদ্র কমানো।

(৭) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক সহ ফলাফল নির্ধারণ এবং খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে যেখানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় গুরুত্ব আরোপ করবে এবং আগামী পাঁচ বছর কোন্ কোন্ লক্ষ্যে কাজ করবে তা উল্লেখ থাকবে। উপজেলাসমূহ উন্নয়নের প্রধান খাতসুমহ চিহ্নিত করবে যা পূর্বে নির্ধারিত রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মালিকানাবোধ (Ownership) নিশ্চিতকল্পে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহনমূলক হওয়া উচিত।

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি উপজেলাকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে তিন থেকে পাঁচটি খাতের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে যেগুলি উপজেলা পরিষদের মত সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাওয়া উচিত। উপজেলা পরিষদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং স্পষগ্রাধিকার নির্ধারণ করা উচিত। উপজেলা যেসব উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যার মুখামুখি হচ্ছে তা মোকাবেলা করার নিমিত্তে অগ্রাধিকার খাতসমূহ বিবেচনায় নিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফল অবশ্যই ঠিক করতে হবে। উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলাফল ভিত্তিক হতে হবে। তাই, ফলাফলসমূহ (প্রত্যাশিত পরিবর্তনসমূহ) অবশ্যই কিছু নির্ধারিত সূচক দ্বারা পরিমাপযোগ্য হতে হবে। একটি ফলাফল সাধারনত পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, যেমনঃ উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে কি ধরণের পরিবর্তন অথবা ফলাফল আশা করে। উপজেলা পরিষদকে ফলাফল (পরিবর্তন ও ফলাফলসূমহ) পরিমাপের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সূচক নির্ধারণ করতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে এসডিজি এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তি করে এবং এর সাথে আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং মানব সম্পদ ব্যবহার করে উপজেলা পরিষদসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। এভাবে উপজেলাসমূহ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে এসডিজি'র[১০] কিছু ফলাফল (Outcome) / অভীষ্ট (Target) বেছে নিতে পারে (নির্দেশিকা ৪: এসডিজি দ্রষ্টব্য) যেগুলো উপজেলা পরিষদের অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত এবং এই লক্ষ্যসমূহ (ফলাফল) সংখ্যাবাচক হওয়া উচিত যেন সহজে এর অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়।

এক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইতিমধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাই, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সর্বশেষ জাতীয় লক্ষ্য ও এসডিজি অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।

নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল (Outcome/Output)	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	প্রাথমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা (Access) বৃদ্ধি	শিক্ষা	২০২৪ সালের মধ্যে গ্রাম ও বিদ্যালয়ের মধ্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন	_ _ গুলো ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ _ _ গুলো ইউনিয়ন পরিষদের ব্রিজ/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণ
			২০২৪ সালের মধ্যে যে সকল বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করা হবে তার নিয়মিত তত্ত্বাবধান	প্রতি দুই মাসে _ _ গুলো ইউনিয়ন পরিষদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর তত্ত্বাবধান
২	জনজীবন ও গণ পরিষেবার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	যোগাযোগ শিক্ষা	২০২৪ সালের মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও নিকটবর্তী বাজারের সংযোগ সড়ক নির্মাণ	গ্রাম সংযোগকারী _ _ গুলো রাস্তা নির্মাণ গ্রাম সংযোগকারী _ _ গুলো ব্রীজ/ কালভার্ট নির্মাণ
			২০২৪ সালের মধ্যে গ্রাম ও	_ _ গুলো ইউনিয়ন পরিষদের _ _ সংযোগ

[১০] অনুগ্রহ করে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত Monitoring and Evaluation Framework of SDGs: Bangladesh Perspective দেখুন।

			বিদ্যালয়ের মধ্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন	সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ _ _ গুলো ইউনিয়ন পরিষদের _ _ ব্রিজ/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণ

রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তার আগামী পাঁচ বছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক করতে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণে সক্ষম হবে। ফরম্যাট ৫-এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং সূচক নির্ধারণের একটি নমুনা দেয়া হলো (ম্যানুয়াল শেষে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

রূপকল্প বিবরনী প্রস্তুতি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচক সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি-এর নেতৃত্বে হবে। এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময় বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমুলক হতে হবে। সর্বোপরি, এটা উপজেলা পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

(৮) অগ্রাধিকার এবং উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক লক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করবে। উপজেলা পরিষদের জন্য আগামী পাঁচ বছরের কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে।

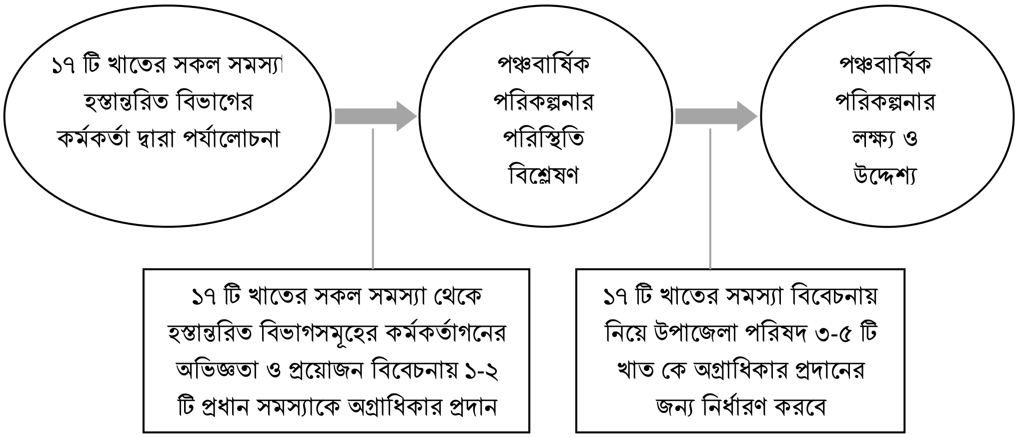

এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হসেবে কাজ করবে। এ উন্নয়ন কৌশলই মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখাবে- উন্নয়নের কোন্ পথ অবলম্বন করলে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন সম্ভবপর হবে। এই উন্নয়ন কৌশল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করবে।

সারণী ৪-এ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কৌশল যেমন- পরিস্থিতি পর্যালোচনা, উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা, খাতের লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিমাপযোগ্য সূচকের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে আন্তসংযোগ স্থাপনের একটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলো।

সারণী ৪: উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কৌশল এর যৌক্তিক সংযোগের উদাহরণ

	পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation Analysis)	**রূপকল্প নির্ধারণ** (Vision Setting)	**সেক্টর লক্ষ্য নির্ধারণ** (Sector Goals Setting)	**ফলাফল নির্ধারণ** (Outcomes Setting)	**উন্নয়ন কৌশল** (Development Strategy)
জাতীয়	ব্যাপক দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা, ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সাধারণ মানুষের প্রবেশগম্যতা নেই, বেকারত্ব, নারীরা	২০২১ সাল নাগাদ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা	দারিদ্র্য বান্ধব উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস শিক্ষায় জনগণের প্রবেশগম্যতা বাড়ানো স্বাস্থ্যে জনগণের প্রবেশগম্যতা বাড়ানো	• ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ দারিদ্র্য হ্রাস • সকল জেলায় সামাজিক নিরাপত্তা প্রোগ্রাম ২০ শতাংশ বৃদ্ধি • বাংলাদেশে প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর কমপক্ষে ২ টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

	পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে আছে		কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরি, বিশেষ করে নারীদের জন্য	এবং বিদ্যমান বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান বজায় রাখা • ২০২১ সালের মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকের সকল কর্মীদের জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান • ২০২১ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা • ২০২১ সালের মধ্যে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুযোগ (কৃষি এবং অকৃষি) ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি	
স্থানীয় (উপজেলা)	৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে, স্বক্ষরতার হার কম, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সুবিধা নাজুক, উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে নারীর ভূমিকা ন্যূনতম	২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়ে দারিদ্রবান্ধব উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে একটি দায়বদ্ধ ও সেবাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।	---	• ২০২১ সালের মধ্যে সকল উপজেলা কমিটি সক্রিয় করন • উপজেলায় দারিদ্র বান্ধব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি • ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ৯০ শতাংশে উন্নীতকরন • ২০২১ সালের মধ্যে উপজেলার দরিদ্র মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (১০০%) নিশ্চিত করন	দারিদ্র বিমোচন ও দারিদ্র-বান্ধব উন্নয়ন কর্মসূচি কেন্দ্র করে অন্তর্ভূক্তিমূলক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করে অন্তর্ভূক্তিমূলক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ তার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে (রিসোর্স ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে) উপজেলায় কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে সেগুলোর সাথে সঙ্গতি এবং সম্পূরকতা প্রতিষ্ঠা করবে। এই ধরনের উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হলে তা উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলোর মধ্যকার দ্বৈততা এড়াতে সাহায্য করে যা একইসাথে সীমিত উন্নয়ন সম্পদের অপচয় রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উন্নয়ন কৌশলের এই ধাপে, কিভাবে ৫ বছরের মধ্যে পৃথক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় তা উপজেলা পরিষদ নির্ধারণ করতে পারে। উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলি অনুসরণ করা যেতে পারে:

- উপজেলার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে প্রস্তাবিত কর্মসূচীসমূহের (Programs) ভূমিকা
- জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা
- আপেক্ষিক সুফল বিবেচনায় নেয়া (বহু খাত, বহু অংশীজন, বৃহত্তর সংখ্যক সুবিধাভোগী)
- নারী, দরিদ্র এবং অন্যান্য দুঃস্থ জনগোষ্ঠির উপর সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব
- অত্যন্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উপর সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব
- সামগ্রিকভাবে উপজেলার উপর সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব
- ইউনিয়ন ভিত্তিক অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ
- খাতওয়ারী অগ্রাধিকার যেমন, শিক্ষা, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব
- এসডিজি অর্জনে অবদান
- পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা

উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সুবিধাভোগীদের জেন্ডার, অক্ষমতাসহ অন্যান্য সামাজিকভাবে সংবেদনশীল

বিষয়গুলোকে বিশেষ বিবেচনায় রাখা উচিত। তাছাড়া পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনের মত বিষয়গুলোও যথাযথভাবে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। যে পরিকল্পনাগুলি অকার্যকর, সাশ্রয়ী নয় বা পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বা ভবিষ্যতে বিপর্যয়ের ঝুঁকি বাড়াতে পারে বা উপজেলা পরিষদের সক্ষমতার বাইরে, সেগুলোকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে বাদ দেওয়া উচিত।

যেহেতু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ন উপাদান হিসেবে কাজ করে সেহেতু উপজেলার জন্য পাঁচ বছরের সময়কালে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কৌশল নির্ধারণ করাও গুরুত্বপূর্ণ।

নীচের চিত্রে একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো কীভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাতের নিরিখে নেয়া উন্নয়নের উদ্যোগগুলি প্রতি বছর বাস্তবায়িত হতে পারে এবং কীভাবে তা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ফলাফল অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে।

চিত্র ৬: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য চিহ্নিত অগ্রাধিকার ক্ষেত্র	বছর ১	বছর ২	বছর ৩	বছর ৪	বছর ৫
শিক্ষা					
স্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশন					
কৃষি ও মৎস্য					
সড়ক নির্মাণ / মেরামত					

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য একবার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি উন্নয়ন কৌশল প্রস্তুত করবে এবং ফরম্যাট ৫ অনুযায়ী (ম্যানুয়াল শেষে দ্রষ্টব্য) উন্নয়ন উদ্যোগগুলির একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি করবে।

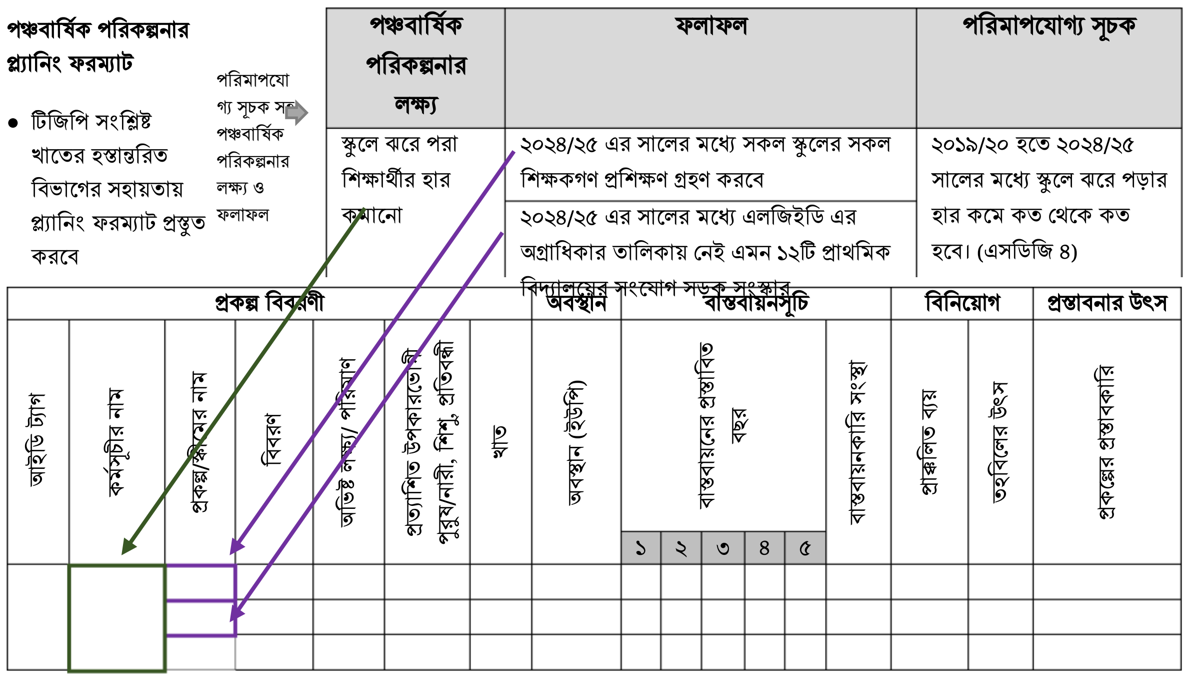

আগেও বলা হয়েছে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে পাঁচ বছরে উপজেলার মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন নীতিমালা ও কৌশল সম্বলিত বিশদ একটি ডকুমেন্ট (Document)। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রূপকল্প, উন্নয়ন লক্ষ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য সূচকের বিস্তারিত অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। পাশাপাশি এতে উপজেলার উন্নয়ন উদ্যোগসমূহের প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পদ্ধতিও পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত থাকা উচিত।

নির্ধারিত পাঁচ বছর সময়কালে উপজেলার উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট (Document) হিসেবে এটিকে অবশ্যই একটি জীবন্ত ডকুমেন্ট (Living Document) হওয়া উচিৎ যাতে উক্ত সময়কালে এটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে প্রয়োজন অনুযায়ী যাতে উদ্বৃত করা যায়।

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি টিজিপি'র সহায়তায় খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং তা অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদে পেশ করবে।

খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুপারিশকৃত সূচিপত্র নিম্নরূপ:

১. মলাট
২. মুখবন্ধ/বানী
৩. উপজেলার মানচিত্র
৪. জনসংখ্যাতাত্বিক এবং আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য-উপাত্ত (ফরম্যাট ১)
৫. পরিস্থিতি বিশ্লেষন (ফরম্যাট ২)
৬. বাজেটের সার-সংক্ষেপ (ফরম্যাট ৪)
৭. হস্তান্তরিত প্রতিটি বিভাগ কর্তৃক উপজেলায় সম্পাদিত কর্মকান্ড (আবশ্যিক নয়; তবে উপজেলা চাইলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে)
৮. রূপকল্প বিবরণী
৯. খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং ফলাফল (ফরম্যাট ৫)
১০. পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা ফরম্যাট (ফরম্যাট ৬)
১১. পরিবীক্ষন এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা
১২. উপজেলা পরিষদ, অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি'র সদস্যের তালিকা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সকল অংশীজনের নিকট সহজবোধ্য হতে হবে। এই কারণে উপরে উল্লিখিত ৪-১০ নং ক্রমিকের প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তুর সুন্দর বিবরণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও যৌক্তিক ধারার সর্বাঙ্গীন ব্যাখ্যা উল্লেখ করতে হবে যেন পাঠক সহজেই উপজেলার উন্নয়ন নীতিমালা ও কৌশল বুঝতে পারেন। বিশেষতঃ নিচের প্রতিটি ধাপে ব্যাখ্যা প্রদান করা আবশ্যকঃ

- ধাপের শেষে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, সমাপ্তি, ইত্যাদি)?
- সিদ্ধান্তটি কেন এবং কিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে (বিশ্লেষন, পর্যালোচনা, সভা, ইত্যাদি)?
- কাদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছে (ইউনিয়ন, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, সিএসও, এনজিও, জনসাধারণ, ইত্যাদি)?

(৯) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে খসড়া পরিকল্পনা শেয়ার করার উদ্দেশে প্রেরণ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে উপজেলা পরিষদ খসড়া পরিকল্পনাটি সংসদ সদস্য (এমপি), জেলা প্রশাসক (ডিসি), উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (ডিডিএলজি), সকল ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভায় প্রেরন করবে। খসড়া পরিকল্পনার একটি সারাংশ জনগণের অবগতি ও মতামতের জন্য নোটিশ বোর্ডে এবং উপজেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে।

(১০) উপজেলা পরিষদের সভায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন

উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে সেগুলো বিবেচনা করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবে। এরপর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি অনুলিপিটি পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন পেশাজিবী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং নাগরিকদের এই সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

(১১) অনুমোদিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রচার ও প্রকাশ

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অংশ হিসাবে উপজেলা পরিষদকে জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি যোগাযোগ কৌশল (Communication Strategy) নির্ধারণ করতে হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদনের পর উপজেলা পরিষদ এর ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করবে। উপজেলার তথ্য বইতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বার্ষিক বাজেট সম্পর্কিত তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন এবং কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন (Annual Accomplishment Report) ওয়েবসাইটের পাশাপাশি উপজেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে জনগণের দেখার এবং মতামত প্রদানের জন্য প্রদর্শন করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদনের পর উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চুড়ান্ত অনুলিপি সংসদ সদস্য, এলজিডি, জেলা প্রশাসক, ডিডিএলজি, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ, পৌরসভা, অন্যান্য গুরত্বপূর্ণ কার্যালয় ও পরিষদের সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করবে। পাশাপাশি, উপজেলা পরিষদ তার নোটিশ বোর্ড এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়ে (স্থানে) পরিকল্পনার একটি অনুলিপি প্রেরন করবে এবং অধিকতর প্রচারের জন্য উপজেলা পরিষদের ওয়েবসাইট ও জেলা ওয়েব পোর্টালে তা প্রদর্শনের বাবস্থা নিশ্চিত করবে। পরিকল্পনার একটি কপি স্থানীয় সংবাদপত্র/সাংবাদিকদের ও দেয়া যেতে পারে।

(১২) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন এবং মূল্যায়ন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়নে একটি মৌলিক মধ্যমেয়াদী কাঠামো প্রদান করে থাকে। উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পঞ্চবার্ষিক

পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন যা উপজেলা অংশীজন কর্তৃক বর্ণিত উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির বিপরীতে সময়ের সাথে সাথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার একটি সুযোগ প্রদান করে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন কর্মসূচি বার্ষিক ভিত্তিতে করা বাঞ্ছনীয়। পরিবীক্ষণ কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল কার্যক্রমে সম্পদের ব্যবহার এবং ফলাফল পরিবীক্ষন ও তদারকিতে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান দায়িত্বপ্রাপ্ত। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা এবং তদারকি করে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার[১১]। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (Summary Report) তৈরি করে তা উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প-বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন।

পরিবীক্ষণ হলো পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশ্লেষণ যা পরিমাপক সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন তুলে ধরে এবং অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা নিরূপণ করে থাকে। টিজিপির সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনগুলোর সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্য-প্রনালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তার দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতার অংশ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ডিসি অফিসে প্রেরণ করবে এবং সাথে সাথে ডিডিএলজি এর অফিসেও প্রেরণ করবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতির ধারাবাহিকতা প্রকাশের জন্য এই প্রতিবেদন উপজেলার ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে যা স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণের জন্য ফরম্যাট-৭ ব্যবহৃত হবে।

ফরম্যাট ৭- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক	বার্ষিক অর্জন এবং বাস্তবায়নের শতকরা হার (অর্জিত অভিষ্টের %)	সম্পদ/টাকা (%)
১	গ্রামীণ সমাজে অবকাঠামোগত উন্নয়ন	উন্নত জীবিকা এবং জনসেবায় নাগরিকদের প্রবেশগম্যতা (Access) বৃদ্ধি	২৩ কি.মি. রাস্তা ৬ টি ব্রীজ (কালভার্ট)	২০১৯: ৩.৪৫ কিমি (১৫%) ২০২০: ৪.৬০ কিমি (২০%) ২০২১: ___% ২০২২: ___% ২০২৩: ___%	২০১৯: ১৫% ২০২০: ২২% ২০২১: ___% ২০২২: ___% ২০২৩: ___%
পরিবীক্ষণ সময়কালের উল্লেখযোগ্য বিষয়: ● ১ম বছরে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব হওয়ায় উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনার সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেনি। উপজেলা পরিষদের উচিৎ হবে বার্ষিক পরিকল্পনার সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়: ● এডিপি'র প্রথম কিস্তি প্রাপ্তির বিলম্বের কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছিল। উপজেলা পরিষদ বছরের শুরুতে বার্ষিক পরিকল্পনার কিছু প্রকল্পের অর্থায়ন করার জন্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত ব্যবহার করতে পারে।					
২	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস	দরিদ্র পরিবারসমূহের সকল শিক্ষার্থীর জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান	_ _ জন শিক্ষার্থীর জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান	২০১৯: _ _ জন (২০%) ২০২০: _ _ কিমি (২৩%) ২০২১: ___% ২০২২: ___% ২০২৩: ___%	২০১৯: ২০% ২০২০: ২৩% ২০২১: ___% ২০২২: ___% ২০২৩: ___%
পরিবীক্ষণ সময়কালের উল্লেখযোগ্য বিষয়:					

[১১] হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, সার্কুলার নম্বর ১৪২২, তারিখ ১৭-০৬-২০১৪

-
গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়:
-

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), পরিকল্পনাটির একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে। প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনও করা যেতে পারে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বোঝার জন্য এবং একইসাথে সাধারন মানুষের চাহিদা সম্পর্কে ধারনা লাভ করার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবতে পারে। পুনঃপর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা যেতে পারে তা নিম্নরূপঃ

- বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনাসমূহ;
- বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল এবং সুবিধাসমূহ;
- অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারন;
- স্থানীয় জনগনের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
- জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;
- বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা; এবং
- নতুন অথবা নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পসমূহ।

উপজেলা পরিষদের সদস্যগণ যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমতে পৌঁছায় যে উক্ত পরিকল্পনা সংশোধন করতে হবে, তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালের অনুসৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই সংশোধন করতে হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে যদিও পূর্বে অনুসৃত প্রক্রিয়া মেনে চলাই বাঞ্চনীয়।। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয় তাহলে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটেও সে অনুসারে সংশোধন আনতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিখন অর্জিত হলো যা পরবর্তি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে কাজে লাগতে পারে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিৎ যেখানে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলি পরিকল্পনামাফিক অর্জন করা গেছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। যদি পরিকল্পনা মাফিক অর্জন সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিষয়গুলো এর জন্য দায়ী? এতে কি শিখন লাভ করা গিয়েছে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলি কাজ করছে আর কোনগুলো করছে

না, যেমন- প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন)? পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষন, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলি পরবর্তীতে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে।

৩.৩ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের সময়সূচি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সাধারনত স্থানীয় উপজেলা নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত। এই সময়সূচি চাহিদার অগ্রাধিকার, সম্পদের পর্যাপ্ততা অথবা পরের ৫ বছরে গ্রহণ করা যাবে এরূপ যৌক্তিক কার্যপ্রনালীর ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (প্রকল্প/স্কিম সমূহ) বাস্তবায়নের জন্য একটি বাস্তবসম্মত সময়সীমা-ও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি আদর্শ সময়সূচী সারণী-৫ এ দেখানো হলো। নিয়ম অনুসারে অর্থ বছর শুরুর পূর্বে জুন মাসে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুমোদনের কাজ শেষ করতে হবে। প্রতি বছর জুলাই মাসে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যালোচনা করা উচিত এবং অত্যাবশ্যক হলে সে সময় পরিকল্পনার যেকোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্তন করা যেতে পারে। জুনের আগে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটির জন্য উপজেলা পরিষদের অনুমোদন চাইতে হবে এবং তা নিতে হবে। উপজেলা পরিষদের অনুমোদনের পরই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। মধ্যবর্তীকালীন পর্যালোচনা (Mid-term Review) তৃতীয় বছরের এপ্রিল মাসে করা যাবে। পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পঞ্চম বছরের মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

সারণী ৫: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সময়সূচি

কর্মকান্ড	বছর ১	বছর ২	বছর ৩	বছর ৪	বছর ৫
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতি	জুন-আগস্ট	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	এপ্রিল
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন	আগস্ট	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জুন
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	আগস্ট- জুন	জুলাই- জুন	জুলাই- জুন	জুলাই- জুন	জুলাই-জুন
বার্ষিক পর্যালোচনা	প্রযোজ্য নয়	জুলাই	জুলাই	জুলাই	চূড়ান্ত মূল্যায়ণ (জুলাই)
মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জুন	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

সংশোধিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
মূল্যায়ন এবং নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য শিক্ষা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	এপ্রিল

অধ্যায় ৪: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

৪.১ পটভূমি

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সাধারণত উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্য-মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- অর্থ সম্পদের লভ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে প্রতি বছর প্রণীত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে অবশ্যই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

যেহেতু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অংশবিশেষ, সুতরাং বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একই ধরনের কিছু তথ্য থাকবে (উদাহরণস্বরূপ: জনসংখ্যা এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, পরিস্থিতিগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি)। এই তথ্যসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাতে এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ যাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা না দেখে শুধু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পড়েই (একটি স্ব- ব্যাখ্যামূলক ডকুমেন্ট (Document) যে কেউ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে পারেন।

সেই সাথে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় উক্ত বছরের স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সবসময় প্রাসঙ্গিক এমন সকল হালনাগাদকৃত তথ্য ও উপাত্ত থাকা উচিৎ। এতে কিছু সম্ভাব্য চাহিদা ও সাড়া (Response) (উদাঃ দূর্যোগে সাড়া) এবং হালনাগাদকৃত পরিসংখ্যান তথ্য ও উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে সব তথ্য থাকা আবশ্যক তা হলো উপজেলায় কোন্ কোন্ প্রকল্পে অর্থায়ন করা হবে (উদাহরণস্বরূপঃ উপজেলা পরিষদ কোন নির্দিষ্ট বছরে কোন্ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে, কোন্ অভিষ্ঠ অর্জন করা হবে এবং কিভাবে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা করা হবে)। এতে সুস্পষ্ট ফলাফল (Output) এবং বাস্তবায়ন কৌশলের বর্ণনাও থাকবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে কোন্ কোন্ প্রকল্প অর্থায়ন করা হবে তার তালিকা এবং প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ শুধুমাত্র বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাতেই থাকবে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় থাকবে না)।

প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মতোই। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি টিজিপি'র কারিগরি সহায়তায় খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রকল্প বাছাই এর দায়িত্ব প্রকল্প বাছাই কমিটি পালন করবে। খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের সাধারণ সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবে।

স্থানোয় সরকার বিভাগের নির্দেশিকা অনুসারে[১২] উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আদর্শ (Standard) সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ প্রতি বছর এপ্রিল মাসে গ্রহণ করতে হবে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে যাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করার পরপরই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যায়।

৪.২ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির শুরুতেই অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। সারণী-৬ এ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নে প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনার

[১২] উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায় নির্দেশিকার ধারা ৩, স্মারক নং- ১০৫৭, তারিখ ০২/১১/২০১৪

ফরম্যাট দেয়া হল। কর্ম পরিকল্পনাটি উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করতে হবে।

সারণী ৬: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	সময়সীমা	মন্তব্য
সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে পরামর্শ	উপজেলা (ইউডিসিসি) ও পৌরসভা (টিএলসিসি) এর সহায়তায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ কর্মকর্তাবৃন্দ	চলমান	উপজেলা / ইউনিয়ন সমুহের চাহিদা নির্ধারণে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহ কাজ করবে।
তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি, উপজেলা পরিষদ ও টিজিপি	চলমান	উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন সমুহের সামাজিক-অর্থনৈতিক তথ্য/উপাত্ত হালনাগাদ করবে।
সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে পরামর্শ	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি / হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও পৌরসভা ও ইউনিয়ন	এপ্রিল	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ / উপজেলা কমিটির নেতৃত্বে আলোচনা
উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অগ্রাধিকার	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি / হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও টিজিপি	এপ্রিল/মে	আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের জন্য বাজেটের অনুমোদন (প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, এমএন্ডই) সম্পদের উন্নয়ন এবং কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ	উপজেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহর সহায়তায় টিজিপি, ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনজিও/সিএসও	এপ্রিল/মে মে	- ইউএনও / অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি একটি বাজেট প্রস্তুত করবে - হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের সাথে আলোচনা করবে। টিজিপি অন্যান্য উৎস সংগ্রহ করবে।
খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভিষ্ঠ নির্ধারন এবং প্রকল্প নির্বাচন	টিজিপির সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি	জুন	আলোচনা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং খসড়া
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা শেয়ার করা	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	জুন	অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ নিশ্চিতকরণ
উপজেলা কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অনুমোদন	উপজেলা পরিষদ	জুলাই	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকাশ ও প্রচারণা	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপির সহায়তায় উপজেলা পরিষদ	আগস্ট	এলজিডি, ডিডিএলজি এবং উপজেলার জনগণের সাথে শেয়ার করা
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ ও অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা	চলমান	
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি	চলমান	ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রিপোর্ট পেশ (Reporting)

কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন হওয়ার পরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের যে মূল ধাপ গুলো অনুসরণ করা হবে নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৭: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়নের মূল ধাপ

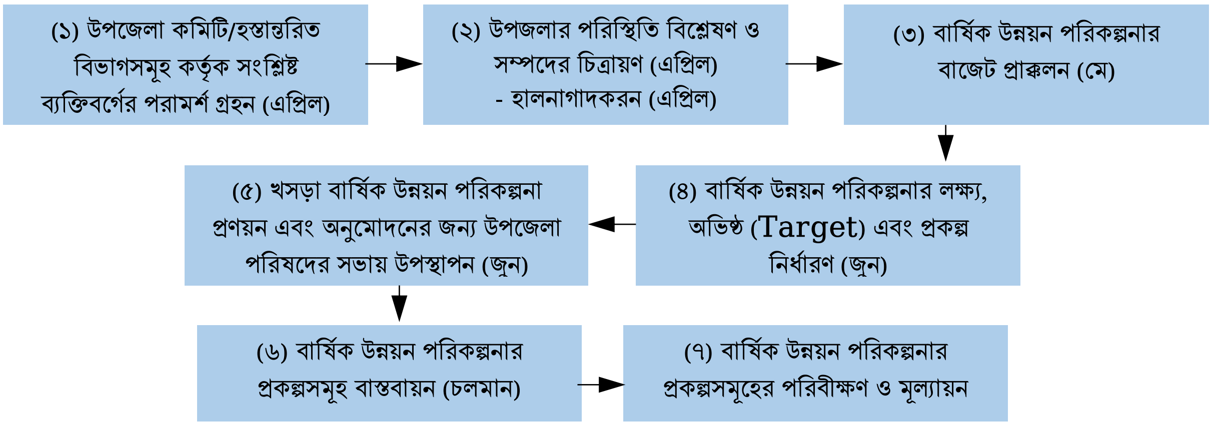

প্রতিটি ধাপের কর্মকান্ড আরো বিস্তারিত আকারে নীচে বর্ণনা করা হলো।

(১) উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষন

পরিস্থিতি বিশ্লেষন হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। পরিস্থিতি বিশ্লেষনে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমনভাবে করতে হয় যাতে সম্ভাব্য সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাও প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষন বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে পারে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয়তা আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য, অধ্যায় ৩ (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ) দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনার আন্তঃসম্পর্ক

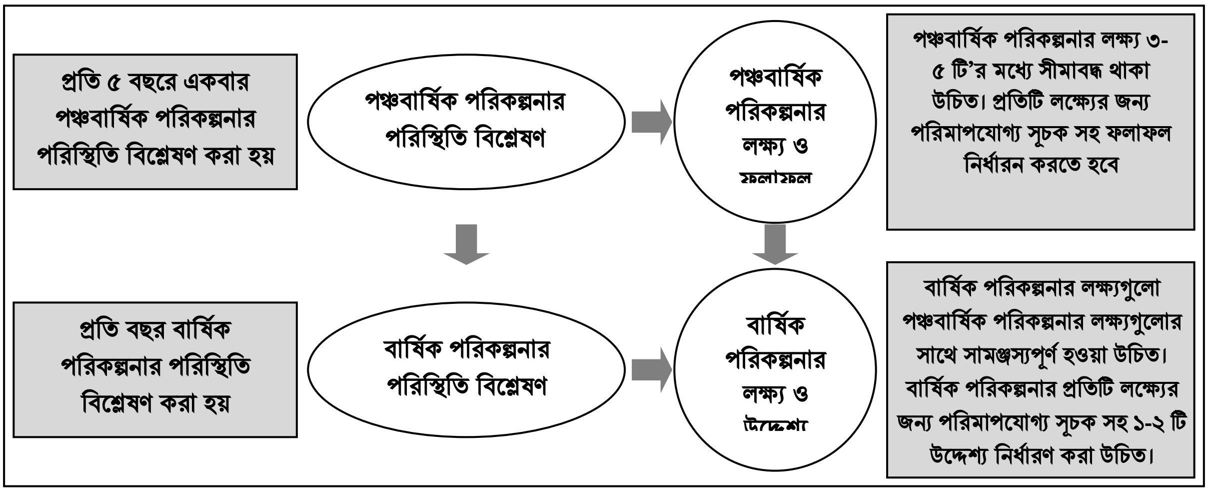

টিজিপি এর সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি উপজেলা পরিষদের এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণের কাজটি করবে। এ ক্ষেত্রে উপজেলার বর্তমান পরিস্থিতি জানার জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে:

ক) উপজেলার বিদ্যমান পরিস্থিতি কেমন? (উদাহরণস্বরূপ: বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন চাহিদা ও উদ্ভূত সমস্যা সহ)

খ) পাঁচ বছরে পরিস্থিতি কেমন হতে পারে? (যেমন: ভাল বা খারাপ)

গ) এমতাবস্থায় এসব উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়/উদ্ভূত সমস্যা (Emerging Problems) সমাধানে উপজেলা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? (যেমন, বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য প্রকল্প/কার্যক্রম)

ঘ) উক্ত খাতের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ তহবিল প্রয়োজন? উপজেলার উক্ত খাতগুলিতে একই চ্যালেঞ্জ/সমস্যা

মোকাবেলার লক্ষ্যে কোনো চলমান/ভবিষ্যৎ প্রকল্প আছে কি? তারা কিভাবে একে অপরের পরিপূরক হতে পারে?

এই একই প্রশ্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়েও করা বাঞ্ছনীয়। যদি পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থেকে যায় তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় বা আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া কোন বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে তাহলে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

একইভাবে, ভাল পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনসংখ্যা-বিষয়ক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত এবং এর পাশাপাশি প্রয়োজন উপজেলার জনগনের চাহিদা নিরূপণ। এসংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত হস্তান্তরিত বিভাগসমূহও ইউনিয়ন পরিষদে পাওয়া যাবে। সুতরাং, এই আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের কাজটির দায়ভার হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের থাকবে এবং তারা সারা বছরজুড়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সাথে সমন্বয় করে উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ ও হালনাগাদ করার চেষ্টা করবে। এ কাজের জন্য ফরম্যাট ১ ও ৭ ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি বছরে যদি হালনাগাদকৃত কোন তথ্য ও উপাত্ত থাকে তাহলে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি অবশ্যই এই হালনাগাদকৃত তথ্য ও উপাত্ত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ব্যবহার করবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে, সম্পদ চিহ্নিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উপজেলায় বছরে বেশ কয়েকটি প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তুতিতে আর্থিক প্রক্ষেপণ ও উক্ত বছরের বাজেট প্রাক্কলনের জন্য, নিম্নোক্ত "বাজেটের সার-সংক্ষেপ" (সারণী ৭- ফরম্যাট ৪) ব্যবহার করা যেতে পারে।

<u>সারণী ৭:</u> বাজেটের সার-সংক্ষেপ

বিবরণ		বিগত বছরের (প্রকৃত)	চলতি বছরের বাজেট	পরবর্তি বছরের বাজেট
অংশ ১	রাজস্ব হিসাব/ প্রাপ্তি			
	রাজস্ব			
	মঞ্জুরি			
	মোট আয়			
	রাজস্ব হিসাব থেকে ব্যয়			
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)			
অংশ ২	সরকার প্রদত্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)			**<u>পরিমান ঘ</u>**
	অন্যান্য মঞ্জুরি ও অনুদান			
	মোট (খ)			
	মোট সম্পদ (ক + খ)			
	উন্নয়ন হিসাব থেকে ব্যয়			
	মোট বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি			
	বিগত বছরের জের			**<u>পরিমান গ</u>**
	সমাপনী জের			

সারণী ৭ (ফরম্যাট ৪) এ প্রদর্শিত গ ও ঘ হবে উক্ত বছরের সম্ভাব্য উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রাক্কলিত বাজেট। চলতি বছরের প্রকৃত বাজেট থেকে প্রত্যাশিত ব্যয় বিয়োগ করলে গ এর পরিমাণ বের করা সম্ভব। অন্যদিকে ঘ এর পরিমাণ হচ্ছে চলতি বছরের মোট এডিপি'র সমান[১৩]। এটা হচ্ছে উক্ত বছরে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন অর্থায়নের জন্য মোট লভ্য সম্পদ।

সরাসরি উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন উন্নয়ন সম্পদ উপজেলার উন্নয়নে মোট ব্যয়িত সম্পদের তুলনায় সীমিত। সাধারণত এটা উপজেলায় উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট অর্থের ৫-১০ শতাংশ (আনুমানিক)। উপজেলা পরিষদ প্রদত্ত এই সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে এর সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করবে। অতএব, এক্ষেত্রে সুপারিশ করা হচ্ছে যে ইউনিয়ন পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ এর মধ্য ভালো সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ জাতীয় বা অন্যান্য উৎসের উন্নয়ন উদ্যোগের সাযুজ্য (Synergy) ও পরিপূরকতা

[১৩] উপজেলা পরিষদের জন্য এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ প্রতি বছর পরিবর্তন হতে পারে। বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বাজেট নির্ধারণের লক্ষ্যে গত বছর উপজেলা পরিষদকে প্রদানকৃত এডিপি-র সমপরিমাণ অর্থকে উপজেলা ব্যবহার করবে বলে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

নিশ্চিত করে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। একইভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উপজেলা পরিষদকে অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প বা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপঃ একটি নির্দিষ্ট বছরে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, এমপি, এনজিও, সিএসও এমনকি ব্যক্তি উদ্যোগে বাস্তবায়িতব্য সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে উপজেলা পরিষদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

এক্ষেত্রে সুপারিশ করা যাচ্ছে যে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এমন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করবে যেখানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আন্তঃ-ইউনিয়নের উন্নয়ন চাহিদার (পরিবেশ, দূর্যোগ, আন্ত-ইউনিয়ন অবকাঠামো) প্রতিফলন ঘটবে। এটি পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময়ও নির্ধারণ করা যেতে পারে।

নিম্নে সারণী ৮ এ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন উৎসের নিরিখে সম্পদ চিহ্নিতকরণের উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

সারণী ৮: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	টার্গেট গ্রুপ ও ফলাফলসহ (Deliverables) সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ট এলাকা (জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প				
আমার বাড়ি আমার খামার	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পটি বাংলাদেশে এমডিজি অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা দারিদ্র বিমোচনের পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিলো। যেহেতু গ্রামীণ পরিবারের ৮০% এর বেশি হচ্ছে ক্ষুদ্র খামার ভিত্তির পরিবার, দারিদ্র বিমোচনের এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের সম্পৃক্ত করে টেকসই ও ন্যায়সঙ্গতভাবে উন্নয়ন সাধন। এখন পর্যন্ত অনেক মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কম কারণ তাদের নিয়মিত আয়ের উৎস নেই; এই ধরণের মানুষদের আওতাভূক্ত করা এই প্রকল্পের অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল। এই প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২.৪৩ মিলিয়ন পরিবার।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বছর
	---	---	---	---
	---	---	---	---
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প				
প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে আসবাবপত্র সরবরাহ	শিক্ষা	ইউনিয়নের নিজস্ব রাজস্ব তহবিল থেকে ৪ টি ইউনিয়নের ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ টি বেঞ্চ প্রদান করা হয়েছে	সুবর্ণ গ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ, হিজলাকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ, মালতি ইউনিয়ন পরিষদ, রাঁধাপুর ইউনিয়ন পরিষদ।	১ বছর
	---	---	---	---
এমপি'র প্রকল্প				
	---	---	---	---
এনজিও ও সিএসও'র প্রকল্প				
নারীদের জন্য দর্জি প্রশিক্ষণ	সমাজ কল্যাণ	উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নের ৯০ জন নারীকে প্রতিবছর একটি জাতীয় এনজিও 'রুপান্তর' এর পক্ষ থেকে বিশেষ দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	উপজেলার অধীন সকল ইউনিয়ন	৩ বছর
	---	---	---	---
বেসরকারি খাতের অর্থায়নে উদ্যোগ				
প্লাস্টিকের বালতি কারখানা	শিল্প	এটা গাজী গ্রুপ অব কোম্পানীর একটি প্রকল্প যেখানে ১০০ স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।	এটা তারাবো ইউনিয়নে অবস্থিত	-
	---	---	---	---
অন্যান্য প্রকল্প/ উন্নয়ন কার্যক্রম				
স্কুল শিক্ষার্থীদের	স্বাস্থ্য	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য	সকল ইউনিয়ন	২ বছর

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	টার্গেট গ্রুপ ও ফলাফলসহ (Deliverables) সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ট এলাকা (জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
জন্য হাত ধোয়া প্রশিক্ষণ		ইউনিসেফ'র সহায়তায় একটি কর্মসূচি এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এর ব্যবস্থাপনা করেছে। এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া।		
---		---	---	---

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা'র পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে ভাল টিমওয়ার্ক (Team Work) গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলার বিদ্যমান কমিটিসমূহ খাত ভিত্তিক পর্যালোচনার জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ইউনিয়নসমূহের সহযোগীতায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পাশাপাশি ইউনিয়নের চাহিদা নির্ধারনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে নিবিড়ভাবে পরামর্শ করে সম্পদ চিহ্নিত করে একত্রিকরনের র কাজটি করতে পারে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য ম্যানুয়ালের ফরম্যাট ১, ২ ও ৮ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) লক্ষ্য, উদ্দেশ্য[১৪] ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য (Goal), উদ্দেশ্য (Objectives) ও অভিষ্ট (Targets) নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এই প্রক্রিয়ায়-

- উপজেলা পরিষদ স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করে যেটি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে শেয়ার করা সম্ভব;
- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ প্রকল্পকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব
- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদনের (Monitoring and Reporting) জন্য স্পষ্ট সূচক নির্ধারণ করা সম্ভব।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ঠ এমনভাবে নির্ধারণ করবে যাতে উক্ত বছরে চিহ্নিত উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার রূপকল্প এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাতের লক্ষ্যসমূহ, উপজেলার বার্ষিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Goal), উদ্দেশ্য (Objective) এবং অভিষ্ট (Target) নির্ধারণে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে। উপরোল্লেখিত উপায়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্বাচন করা সম্ভব হয়। ফরম্যাট ৯ (ম্যানুয়ালের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভিষ্ঠ নির্ধারণের জন্য আদর্শ ফরম্যাট।

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ঠ নির্ধারণের সময় এটা নিশ্চিত করবে যে এগুলো যাতে একটি অপরটির সাথে সঠিকভাবে সামঞ্জস্যপুর্ণ হয়। এ ক্ষেত্রে উপজেলাকে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে:

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ফলাফল (Outcome) অনুযায়ী, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় নির্ধারিত বিভিন্ন শ্রেনীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাগ করতে হবে।
- প্রতিটি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অধিকতর নির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। অন্য কথায়, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য সমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ফলাফল অর্জনে অবশ্যই অবদান রাখতে হবে।
- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলিকে ভেঙ্গে কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বিভাজন করতে হবে।
- প্রত্যেক উদ্দেশ্যর জন্য নির্দিষ্ট বার্ষিক অভিষ্ঠ থাকবে যা কিনা পরিমাপযোগ্য সূচক।

এটি লক্ষ্য রাখা খুবই গুরুত্বপুর্ণ যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য অভিষ্ঠসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় তৈরি করে

[১৪] এখানে উদ্দেশ্য বলতে বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রম (যেমন, স্কিম, প্রকল্প) বোঝাচ্ছে।

উপজেলা তার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং তা অর্জনের পরিমান পরিবীক্ষণ করতে পারে। এভাবে উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ করতে পারে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফলও পরিমাপ করতে পারে।

অনেক উপজেলায় ইউনিয়ন ও অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের দ্বারা গৃহীত বেশ কয়েকটি প্রকল্প থাকতে পারে। অনেক উপজেলা তাদের গৃহীত নিজস্ব প্রকল্পের উপর ভিত্তি করেই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এটি উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি ভুল চর্চা। সুতরাং এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের নীতি নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ঠ নির্ধারণের পরেই কেবল উপজেলাসমূহ তাদের প্রকল্প নির্ধারণ করবে।

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প/স্কীমের আন্তঃসম্পর্ক

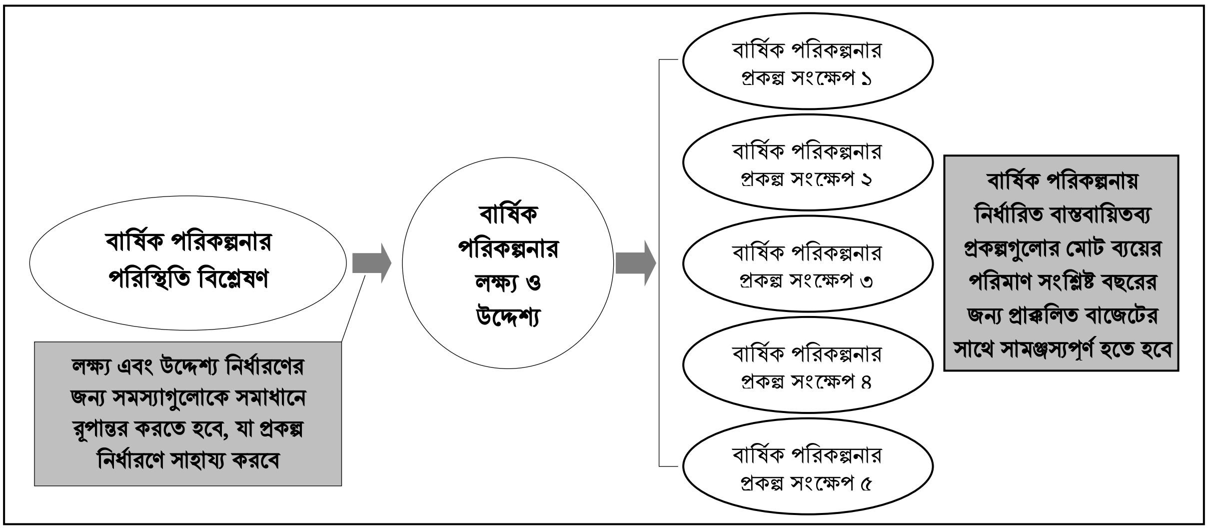

(৩) খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন (এপি)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে অনুসরণ করতে হবে যাতে করে রূপকল্পে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্য (Goals) ও প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Outcomes) কত উত্তমভাবে অর্জন করা সম্ভব সেই চেষ্টা করতে হবে। এছাড়াও উপজেলা পরিষদকে সংশ্লিষ্ট অংশীজন যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, এনজিও ও ব্যক্তিখাত ইত্যাদির সাথে যথার্থ সমন্বয় ও সহযোগিতা বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখা জরুরী যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে।

একটি স্ব-ব্যাখ্যাত (Self-Explanatory) ডকুমেন্ট (Document) হিসেবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাতে উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকতে হবে। যদিও কিছু কিছু তথ্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুরূপ হতে পারে, তবুও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় পূর্ণাঙ্গ তথ্য থাকা উচিৎ। সে কারনে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচিপত্র হিসাবে নিচের ফরম্যাটটি ব্যবহার করার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।

১। মলাট
২। বাণী
৩। উপজেলার মানচিত্র
৪। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত (ফরম্যাট ১)
৫। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (ফরম্যাট ৩)
৬। উপজেলায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের উন্নয়ন কর্মসূচি (এটি অপরিহার্য নয় কিন্তু উপজেলা চাইলে তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে)
৭। বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ণ) (ফরম্যাট ২)
৮। বার্ষিক বাজেটের সার-সংক্ষেপ (ফরম্যাট ৪)
৯। রূপকল্প বিবরণী ও খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে)
১০। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ঠ (ফরম্যাট ৯)
১১। প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (ফরম্যাট ১০)
১২। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা
১৩। প্রকল্প (স্কিম) প্রস্তাবনা (ফরম্যাট ১১)

টিজিপি'র সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায়, নিম্নোক্ত প্রশ্নের আলোকে সূচীর প্রত্যেক শিরোনামের (৪ থেকে ১০) বিপরীতে যৌক্তিকভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি শিরোনামের আওতায় কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর থাকা দরকার যার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিতঃ

- এই ধাপে কি সিদ্ধান্ত (চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত, সমাপ্তি, ইত্যাদি) গ্রহণ করা হয়েছে?
- সিদ্ধান্তটি কিভাবে এবং কেন গ্রহণ করা হয়েছে (বিশ্লেষন, পর্যালোচনা, সভা, ইত্যাদি)?

কাদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছে (ইউনিয়ন, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, সিএসও, এনজিও, জনসাধারণ, ইত্যাদি)?

উপরোক্ত ধাপসমূহের যৌক্তিক ক্রম ঠিক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ধাপ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পরিমাপযোগ্য অভিষ্ঠ অর্জনে সাহায্য করবে। এটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি নির্দিষ্ট বছরে অর্থায়নকৃত প্রকল্প/স্কিমগুলোর তালিকা অবশ্যই থাকতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভিষ্ঠগুলো প্রকল্প/স্কিম বাছাই করার নিয়ামক। কিন্তু এটি উল্টোভাবে করা উচিত নয় অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে আগে থেকেই বাছাইকৃত প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভিষ্ঠ নির্ধারণ করা যাবে না।

প্রায়শই দেখা যায় যে বেশিরভাগ উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় বরাদ্দ দেয়ার জন্য ইউনিয়ন সমূহকে তাদের প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় আদতে, এটা একটা রীতি হয়ে গিয়েছে যে প্রকল্পে অর্থায়ন করার জন্য বেশিরভাগ উপজেলায় বার্ষিক বাজেটকে সব ইউনিয়নের মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়। এটি মাথায় রাখতে হবে যে এর কোনও আইনি ভিত্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। সুতরাং উপজেলা পরিষদের উচিত এই আপাত অদক্ষ অনুশীলনটি বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করা। বরং, ইউনিয়ন পরিষদের প্রয়োজনের যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে সম্পদ বিতরণ করা উচিত। উন্নয়ন পরিকল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকে যে প্রকল্পসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া , যা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং যেখানে উন্নয়নের প্রয়োজনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। উপজেলা পরিষদগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে সুপারিশ করা হচ্ছে যাতে উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত সিদ্ধান্তে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিফলন হয়।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নকৃত সমস্ত প্রকল্পের জন্য সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনার একটি তালিকা তৈরি করে রাখা উপজেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেন প্রয়োজনে সারা বছর ধরে তা ব্যবহার করা যায়। প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের মান বজায় রাখার জন্য উপজেলার প্রতিটি অংশীজনকে প্রকল্প প্রস্তাব কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় তার উপর পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। উপজেলা প্রকৌশলী এই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের কাজ করতে পারেন এবং উক্ত প্রশিক্ষণের রূপরেখা (Outline) হিসেবে প্রকল্প প্রস্তাবনা ফরম্যাট (ফরম্যাট ১১) ব্যবহার করতে পারেন। এইভাবে, উপজেলা সারা বছর জুড়ে অর্থায়ন-যোগ্য উপযুক্ত প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে।

প্রকল্প সার-সংক্ষেপ (ফরম্যাট ১০) শুধুমাত্র অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করবে যা উপজেলার বার্ষিক আর্থিক সম্পদ দ্বারা অর্থায়ন করা যাবে। এতে এমন কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ না যার অর্থায়ন উপজেলার এক বছরেম প্রাপ্ত সম্পদের দ্বারা করা সম্ভব নয়। তবে এরূপ প্রকল্পসমূহকে অপেক্ষমাণ প্রকল্প (Pipeline Project) হিসাবে আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। যদি অন্য কোন উৎস থেকে উপজেলায় অতিরিক্ত তহবিল আসে তখনই শুধু এই অপেক্ষমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় এমন প্রকল্প/স্কিম রাখা যাবে না যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতার বাইরে (রূপকল্প বিবৃতি এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য)।

প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম বাছাইয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বর্তমানে অধিকাংশ প্রকল্পই একবছর মেয়াদের। যদিও কোন কোন অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়নে এক বছরের বেশি সময় লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে, উপজেলা পরিষদকে ঐ প্রকল্পসমূহের অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য বাজেটে আলাদা করে অর্থ বরাদ্দ করে রাখতে হবে।

(8) খসড়া পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাটির খসড়া প্রস্তুত করার পরে উপজেলা পরিষদ উক্ত খসড়া পরিকল্পনা সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, ডিডিএলজি, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও অন্যান্য গুরত্বপূর্ণ কার্যালয়ে প্রেরণ করবে এবং জনমত ও মন্তব্য গ্রহণের জন্য তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। খসড়া পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উপজেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে জনমত ও মন্তব্য গ্রহণের জন্য টানাতে হবে।

খসড়া পরিকল্পনাতে প্রাপ্ত মতামত (Feedback) বিশ্লেষণ পূর্বক উপজেলা পরিষদের পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পরে চূড়ান্ত সংস্করণে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৫) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের জন্য তহবিল বরাদ্দ করা

উপজেলা পরিষদ এর সাধারণ সভায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাক্কলিত বাজেট থেকে অর্থায়ন সম্ভব এমন সকল প্রকল্প পরিষদ পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবে। এটি নীতিগতভাবে অপেক্ষমাণ (Pipeline) তালিকায় থাকা প্রকল্পগুলিকে অনুমোদন করবে। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে শুধুমাত্র অতিরিক্ত তহবিলের ব্যবস্থা হলেই উক্ত বছরে সেই প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করা যাবে।

৪.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের পর উপজেলা পরিষদ উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন করবে। সময়মত বাস্তবায়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারী ক্রয় বিধিমালা (Public Procurement Rules) অনুযায়ী ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন শুরু হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত সকল প্রকল্প/ স্কিম/ কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের। যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উচ্চস্তরের কারিগরি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা প্রয়োজন সে সকল ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ যেমন এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর সহায়তা চাইতে পারে।

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা , নভেম্বর ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ ৮ সুপারিশ করে যে উপজেলা পরিষদ দরপত্র/ খোলা দরপত্র বা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। অনুচ্ছেদ ৮ এর অন্যান্য দফা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত।

- ৮.১) প্রকল্প চূড়ান্ত বাছাই করার পরে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত সম্পদ বিবেচনা করে সরকারী ক্রয় আইন ২০০৬ এবং সরকারী ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ পূর্বক দরপত্র আহ্বান করে, ঠিকাদার নির্বাচন করে, যত দ্রুত সম্ভব কার্যাদেশ জারি করবে এবং প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিলম্ব এড়াতে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে উপজেলা পরিষদ উক্ত বছরে বাস্তবায়নযোগ্য সমস্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য একবারে দরপত্র আহ্বান করতে পারে।
- ৮.২) প্রকল্পগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিৎ যে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে সকল উন্নয়নমূলক কাজ ৩১ মে এর মধ্যে বাস্তবায়িত হয়।
- ৮.৩) কোন প্রকল্প নবায়নের খরচ এবং বিশেষ মেরামতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খাতওয়ারী বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, নভেম্বর ২০১৪ এ উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ধরণ সুনির্দিষ্ট করেছে। ২, ০০, ০০০ টাকা বা এর কম অর্থ ব্যয় হবে এমন প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ৭-৯ জন সদস্য দ্বারা বাস্তবায়িত হবে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যার সভাপতি থাকবেন এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে (অনুচ্ছেদ ১০.২)। উপজেলার সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারাও প্রকল্প কমিটির সদস্য হতে পারেন যদি তা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নতুন নির্দেশিকা অনুসারে এক বছরের মধ্যে এডিপির মোট বরাদ্দের ৩০ শতাংশেরও বেশি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি দ্বারা বাস্তবায়ন করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ১০.৩)। সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে অনুমোদন পাবে। কোন ব্যক্তি একই সাথে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না (অনুচ্ছেদ ১০.৩)। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি মোট ব্যয়ের জন্য উপজেলা পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে (উপজেলা ১০.৪)।

অর্থবছরের শুরুতে প্রকল্পসমূহের সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা পরিষদ দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখবে: ১) বছরব্যাপী উচ্চ মানসম্মত প্রকল্প প্রস্তাবের লভ্যতা (Availability) নিশ্চিত করা; ২) অর্থ বছরের শুরুতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের গুণগত মান বিবেচনা করে প্রায়শই দেখা যায় যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অনুমোদিত প্রকল্পগুলো দরপত্র আহ্বান বা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত কিন্তু তাদের অতিরিক্ত কিছু কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন। এই কারনে অর্থ-বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। অতএব, উপজেলা পরিষদ একটি পদ্ধতি তৈরি করবে যেখানে পালাক্রমিক প্রক্রিয়ায় (Roster System) বছর জুড়ে প্রকল্প প্রস্তাব আসতে থাকবে। এ প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের গুনগত মান এমনভাবে বজায় রাখতে হবে যেন অনতিবিলম্বে অথবা যখনি প্রয়োজন তখনি দরপত্র আহ্বান করে কাজ করা সম্ভবপর হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বছর জুড়ে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ'র কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীরা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবে।

সাধারণত, এডিপি তহবিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে। কখনও কখনও মন্ত্রণালয় কর্তৃক এডিপি তহবিলের বিতরণে পদ্ধতিগত বিলম্বের কারণে উপজেলার এডিপি তহবিল পেতে বিলম্ব ঘটে থাকে। অর্থ-বছরের শুরুতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের বাজেট নিশ্চিত করা উপজেলা পরিষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত বিলম্বের ঘটনার প্রেক্ষিতে যদি এডিপির প্রথম কিস্তি ছাড় নাও হয়ে থাকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ বিগত বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্তকে চলতি অর্থ-বছরের শুরুতে ব্যবহার করতে পারে।

৪.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সার্বক্ষনিক পরিবীক্ষণ করবে। উপজেলা চেয়ারম্যান বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে প্রধান ভূমিকা পালন করবেন, ইউএনও এ কাজে তাকে সহযোগিতা করবেন (এই প্রক্রিয়াটি সেকশন ৪.৪.২ তে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়ে পরিশেষে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে টিজিপি অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটিকে সহায়তা করবে (ফরম্যাট ১২)। উপজেলা পরিষদের সভায় উপজেলা পরিষদ প্রকল্পসমূহ / স্কিমসমূহ পর্যালোচনা করবে। অভিষ্ট সূচক ও প্রত্যাশিত সময়সীমার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পরিষদ পরিবীক্ষনের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রকল্প বাতিল করা অন্য প্রকল্পে সম্পদ স্থানান্তর করার (নতুন জরুরী প্রয়োজন, চাহিদা বা অগ্রাধিকার) সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা পদ্ধতি ও সময়সীমা বাজেট প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বাজেট ও পরিকল্পনার সমন্বয় নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। প্রতিবছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে উক্ত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। উক্ত সংশোধনী উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

৪.৪.১ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

উপজেলা পরিষদ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করবে।

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) জন্য, উপজেলার যথাযথ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকতে হবে। এটা উপজেলা পরিষদকে নিম্নোক্তভাবে সাহায্য করে:

১। সরকারের বিধিমালা ও প্রবিধি মেনে চলার জন্য[১৫];
২। নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ করে তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মদক্ষতা (Perfomance) সূচক/ প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে তাদের কর্মদক্ষতা (Perfomance) ও ফলাফল মূল্যায়ন।
৩। উপজেলা বরাদ্দকৃত তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং এডিপি কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ; এবং
৪। ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কৌশলের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি উপজেলা পরিষদ এবং অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারকে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে:

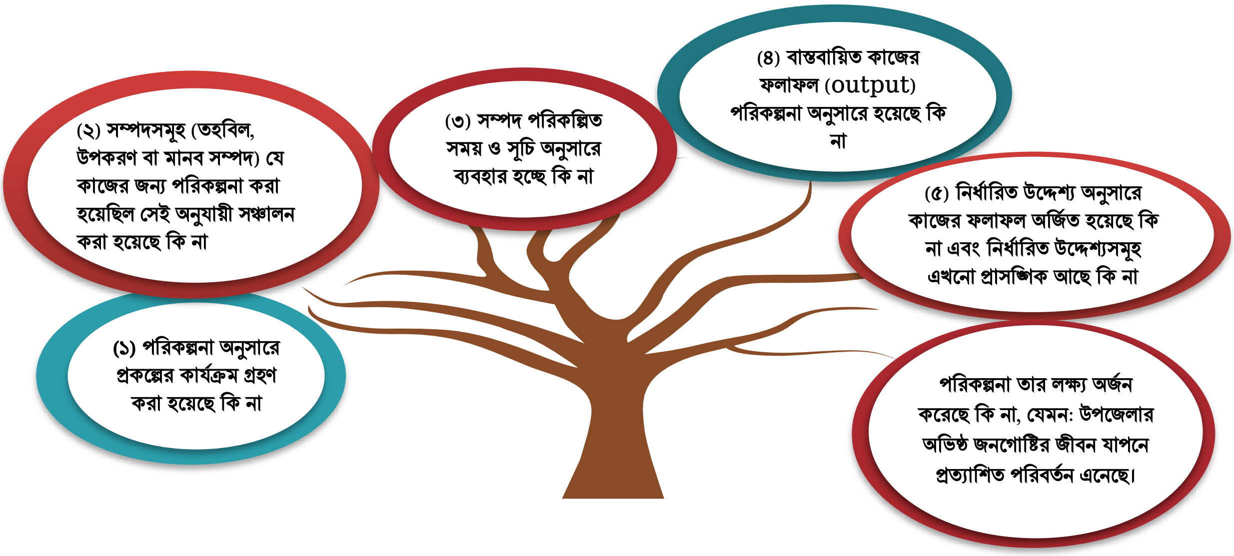

চিত্র ৮: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত বিষয়াদি

[১৫] উপজেলা পরিষদ আইন (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) এবং উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নের এমন একটি পদ্ধতি গড়ে তোলা প্রয়োজন যা সরকারের সামগ্রিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন। এই পরিবীক্ষণ জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার এবং উন্নয়ন অংশীদারদের বিভিন্ন স্তরে সুশাসন (Governance) ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে। এটি সরকারের বিদ্যমান বিধি ও প্রবিধানসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়[১৬]।

এই প্রেক্ষিতে বলার অপেক্ষা রাখে না যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অবশ্যই একটি পরিবীক্ষন প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্টের আলোকে অর্জিত ফলাফল প্রতি ত্রৈমাসিকে নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একইভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষন উপজেলার উন্নয়নের জন্য স্থিরকৃত রূপকল্প ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তাই উপজেলা পরিষদ তার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত বৈঠকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং ফলাফল পর্যালোচনা করবে।

৪.৪.২ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে অর্থায়ন করা প্রকল্প / প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় তালিকাভুক্ত প্রকল্পগুলো বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন কিনা তা দেখা অত্যন্ত জরুরী। উপজেলা পরিষদের সকল অংশীজনদের এ বিষয়ে একমত হওয়া উচিত এবং এটা উপজেলা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত করা প্রকল্প বাছাই কমিটির দায়িত্ব। যখন অর্থ (এডিপি) পাওয়া যাবে, তখন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত নিয়ম ও নির্দেশিকা অনুসারে সময়মত বাস্তবায়ন করতে হবে[১৭]। প্রকল্প পর্যায়ে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি বা উপজেলা প্রকৌশলী দ্বারা প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এবং তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রধান ভূমিকা পালন করবেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাকে সবরকম সহায়তা প্রদান করবেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি টিজিপির সহায়তায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করবে। তারপর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদের নিয়মিত বৈঠকে পর্যালোচনার জন্য উপজেলা পরিষদের কাছে এটা জমা দিবে। উপজেলা পরিষদ নিয়মিত সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (অক্টোবর, জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে) এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন মতামত/ বা সুপারিশ উন্নতি/বা পরিবর্তনের জন্য ইউএনওর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং/অথবা উপজেলা প্রকৌশলীকে জানানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপজেলা পরিষদের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনটির বিশদ পর্যালোচনা করার পরে এটি সময়মতো ডিডিএলজি অফিসে প্রেরণ করতে হবে। ডিএলজি এবং এলজিডি-কে ডিডিএলজি উক্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং উপজেলা প্রকৌশলী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যে সকল বর্ণনামূলক অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিবেন, তা থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার বিশ্লেষণ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষনের অংশ। টিজিপির সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি চিহ্নিত করবে এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে এর সাফল্য বিশ্লেষণ করবে। তাঁরা বাজেট বরাদ্দের নিরিখে ব্যয় পরীক্ষা করবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন (ফরম্যাট ১২) সংকলন ও আনুষ্ঠানিক বৈঠকে তা পর্যালোচনা করে উপজেলা পরিষদের কাছে তা পেশ করবে।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এক্ষেত্রে, নিম্নোক্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা প্রয়োজন:

ক) পরিকল্পিত কার্যক্রম অনুযায়ী অগ্রগতি (কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তার বিবরণসহ);
খ) সম্ভাব্য বার্ষিক বাজেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্নভাবে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার (উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যয়);
গ) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট পূরনে অবদান;

[১৬] উপজেলা পরিষদ আইন (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) এবং উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা

[১৭] উপজেলা পরিষদ আইন (সংশোধিত ২০০৯, ২০১১ এবং ২০১৫) এবং উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকার ধারা ৫, ৮, ৯, ১০।

ঘ) প্রয়োজনে প্রকল্পসমূহের পুনর্বিবেচনা এবং/অথবা স্থগিতকরণ এবং/অথবা উক্ত বরাদ্দ অন্য উদ্দেশ্যে বা অন্য প্রকল্পে বরাদ্দ করার জন্য সিদ্ধান্ত (উদাঃ নতুন আকস্মিক কোন চাহিদা, অগ্রাধিকার বা জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে)।

একইভাবে, প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়নের শেষে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি/উপজেলা প্রকৌশলী প্রতিটি প্রকল্প/স্কিম এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটি টিজিপির সহায়তায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট সূচকগুলির বিপরীতে অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন সংকলন করবে এবং উপজেলা পরিষদের সভায় (জুলাই মাসে) পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করবে।

চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনটি উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পর্যালোচনা ও অনুমোদিত হওয়ার পরে প্রতিবেদনটি ডিডিএলজির কাছে জমা দিতে হবে, যিনি জুলাই মাসে এই প্রতিবেদনটি ডিএলজি এবং এলজিডির কাছে প্রেরণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি/উপজেলা প্রকৌশলী চূড়ান্ত প্রতিবেদন অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটিকে জমা দিবে যা ঐ কমিটি টিজিপি'র সহায়তায় সংকলিত করে বার্ষিক সমীক্ষা প্রতিবেদন (ফরম্যাট ১৩) প্রস্তুত করবে। এবং এই প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে পর্যালোচনা করার জন্য উপজেলা পরিষদে জমা দিতে হবে। উপজেলা পরিষদের সভায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা মূল্যায়নে জড়িত বিষয়সমূহ হচ্ছে:

ক) ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পেরেছে কিনা তা মূল্যায়ন করা;
খ) প্রকৃত উদ্দেশ্যসমূহ পূরনকল্পে সম্পদসমূহ কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;
গ) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সামগ্রিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা গিয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করা; এবং
ঘ) এই প্রক্রিয়ায় লব্ধ শিখন যা পরবর্তী বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে লাগানো।
ঙ) উপজেলার নাগরিকদের কাছে উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

উপরে গ) তে বর্ণিত, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পাদন প্রতিবেদনের বর্ণনামূলক অংশের জন্য (ফরম্যাট ১৩) ব্যবহার করতে হবে। এটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যায়ে সামগ্রিক পর্যালোচনায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করেছে কিনা এবং ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো শিখন রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। নিম্নে ফরম্যাট ১৩ এর বর্ণনামূলক অংশের একটি নমুনা প্রদান করা হলো।

বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপঃ

- বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ১ এর আওতায় কর্ম সম্পাদনের সামগ্রিক অবস্থাঃ
  - ☞ লক্ষ্য ১ এর আওতায়, _ _ লক্ষ টাকা ব্যয়ে _ _ টি প্রকল্প সম্পাদিত হয়েছে।
  - ☞ ২০_ _/২০_ _ অর্থবছর শেষে, ১ নং উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মোট ১৮ টি প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্পের ফলাফল লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। এটি লক্ষনীয় যে ২ টি প্রকল্প প্রাথমিকভাবে পরিকল্পিত লক্ষ্য অতিক্রম করেছে। অতএব, সামগ্রিক উদ্দেশ্য ১ সন্তোষজনকভাবে পূরণ হয়েছে।
  - ☞ উদ্দেশ্য ২ এর আওতায় _ _ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। সবগুলো প্রকল্পই সম্পাদিত হয়েছে এবং প্রকল্পগুলোর প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। তাই, ২০_ _/২০_ _ অর্থবছর শেষে উদ্দেশ্য ২ সন্তোষজনকভাবে পূরণ হয়েছে।
- বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ২ এর ব্যাপারে কর্ম সম্পাদনের সারসংক্ষেপ এর সামগ্রিক অবস্থাঃ
  - ☞

শিখনঃ

- ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত অল্প কিছু প্রকল্প প্রস্তাবের মান ভাল ছিল। দরপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করে উন্নত করা প্রয়োজন। ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ প্রকল্প প্রস্তাবনা ফরম্যাট যথাযথভাবে পূরন করতে পারছেন না বিধায় উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রকল্প শীট প্রণয়ন করার প্রশিক্ষণ প্রদান করার সুপারিশ করা হচ্ছে।
- এডিপির প্রথম কিস্তি প্রাপ্তির বিলম্বের কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ বছরের শুরুতে পরিকল্পনার কিছু প্রকল্পের অর্থায়ন করার জন্য রাজস্ব উদ্বৃত্ত ব্যবহারের অনুমোদন দিতে পারে।

একই সাথে, ক) এর ক্ষেত্রে বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসম্পাদন প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশের জন্য (ফরম্যাট ১৩) ব্যবহার করতে হবে। প্রকল্পটি তার আনুমানিক বাজেট ব্যবহার করে প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা তা দেখার জন্য প্রতিটি স্বতন্ত্র প্রকল্পের একটি পর্যালোচনা এটি । লক্ষ্যমাত্রা (Target) এবং বাজেট উভয়ই শতাংশ দ্বারা পরিমাপ করা হয়। যদি কোনও প্রকল্প তার লক্ষ্য বা বাজেটের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তবে কেন এটি হয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্য একটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে হবে। এটি নাগরিকদের কাছে উপজেলা পরিষদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার একটি উপায়। প্রতিটি প্রকল্প/স্কিম এর প্রতিবেদনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশটুকু নিম্নে প্রদান করা হলো।

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	খাত	বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্যেশ্য/ কার্যক্রম সমূহ	অভীষ্ট সূচক (Target Indicator)	সম্পাদনের বাস্তবিক অবস্থা	বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম	অদ্যাবধি অর্জিত (লক্ষ্য অর্জনের %)	বাজেট/অদ্যাবধি মোট বরাদ্দ (%) (টাকা)
১	স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করন	শিক্ষা	১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবারের জন্য টিফিন বক্স সরবরাহ করা	_ _ জন ছাত্রের মধ্যে টিফিন বক্স বিতরণ	_ _ জন শিক্ষার্থী	১। উপজেলার সকল ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য টিফিন বক্স সরবরাহ করা	_ _ জন শিক্ষার্থী	২৫০,০০০/ ২৫০,০০০ (১০০%)
			২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রীড়া উপকরণ প্রদান	_ _ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ক্রীড়া উপকরণ ক্রয় এবং বিতরণ	_ _ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১। ২ টি ইউনিয়নের _ _ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা	_ _ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০,০০০/ ১০০,০০০ (১০০%)
						২। ১ টি ইউনিয়নের _ _ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা	_ _ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০,০০০/ ১০০,০০০ (১০০%)
						৩। ২ টি ইউনিয়নের _ _ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা	_ _ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০,০০০/ ১০০,০০০ (১০০%)
						৪। ১ টি ইউনিয়নের _ _ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা	_ _ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০,০০০/ ১০০,০০০ (১০০%)

উপরের ঘ) এর জন্য উপজেলা বিগত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন থেকে প্রাপ্ত শিখন সমূহ অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শিখন সমূহ বিশ্লেষণের জন্য নীচের সারণীটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফলাফল **(বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে কি শিখেছি)**	**উন্নতির নির্দেশকসমূহ** **(আপনার উপজেলা শেষ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন থেকে শিখনের মাধ্যমে কি কি ক্ষেত্রগুলি উন্নত করতে পারে)**

এটি করার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদ বিগত বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কালে যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তা সহজেই সনাক্ত করতে সক্ষম হবে এবং সেই সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার উপায় সম্পর্কেও ধারনা লাভ করতে পারে। সবশেষে, অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপি থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সহায়তায় ইউএনও একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে তা চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য বছর শেষে উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবেন।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষন এবং প্রতিবেদন তৈরির সামগ্রিক কর্মপ্রবাহ নীচে চিত্র ৯-এ দেখানো হলো:

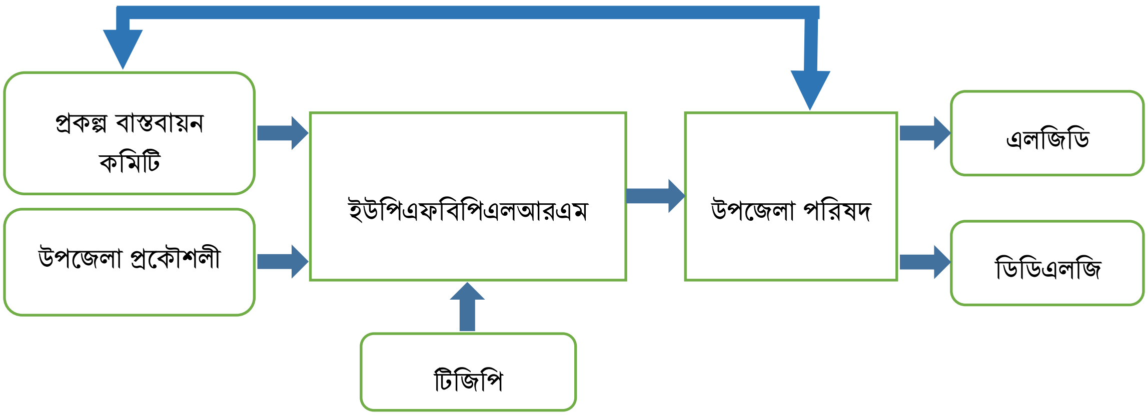

চিত্র ৯: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষন এবং প্রতিবেদনে কর্মপ্রবাহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র

উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন (Annual Accomplishment) প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং লব্ধ শিখন পরবর্তী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ভূমিকা রাখবে। এগুলো বাজেট প্রক্রিয়ার সাথেও ঘনিষ্টভাবে যুক্ত থাকতে হবে যাতে পরিকল্পনা এবং বাজেট সামঞ্জস্যপূর্ন হয়।

প্রতি বছর এপ্রিল মাসের মধ্যে অর্থাৎ পরবর্তী বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতি এবং উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির পূর্বে পূর্ববর্তী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং সংশোধন করতে হবে। প্রয়োজন হলে, বাজেট সংশোধনের সাথে সাথে পরিকল্পনও সংশোধন করা যেতে পারে। তবে উপজেলা পরিষদের সভায় এই সংশোধন অনুমোদিত হতে হবে। নীচে সারণী ৯-এ ২০১৯ এবং ২০২০ সালে বর্তমান বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র দেখানো হলো।

সারণী ৯: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময়সূচী এবং পর্যালোচনা চক্র

মাস	২০১৯	২০২০
মে	বার্ষিক বাজেট এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন	
জুন	বর্তমান বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন	
জুলাই	বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষন	
আগষ্ট		
সেপ্টেম্বর		
অক্টোবর	১ম ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন	
নভেম্বর		
ডিসেম্বর		
জানুয়ারি	২য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন	
ফেব্রুয়ারি		পরবর্তী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় এমন উন্নয়ন প্রকল্প সনাক্ত করন এবং অগ্রাধিকার প্রদান
মার্চ		বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রকল্প তালিকা প্রস্তুতি এবং উপজেলা পরিষদে জমা
এপ্রিল	৩য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন	নতুন প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং ব্যয় প্রাক্কলন
মে		বার্ষিক বাজেট এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন
জুন		
জুলাই	বার্ষিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	নতুন বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষন

আগেই বলা হয়েছে যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন বার্ষিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন এবং এগুলো থেকে প্রাপ্ত শিখন পরবর্তী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই পরিবীক্ষন উপজেলার বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া প্রয়োজন যাতে পরিকল্পনা ও বাজেট সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষন ফরম্যাট

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন করে উপজেলা পরিষদ প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন ফরম্যাট (ফরম্যাট ১২) এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বার্ষিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (ফরম্যাট ১৩) ব্যবহার করতে পারে। টিজিপির সহায়তায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এই পরিবীক্ষন প্রতিবেদন তৈরি করবে।

পরিশিষ্ট:

সূত্র ১- অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সদস্য ও তাদের কার্যাবলী

সম্পর্কিত বিভাগসমূহ	উপজেলায় কোন সংশ্লিষ্ট বিভাগ নেই। উপজেলা পরিষদ অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সদস্যদের নির্ধারণ করবে।
সদস্য সচিব	ইউএনও / উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্মকর্তা
কার্যাবলী	ক) উপজেলা পরিষদের আয়ের উৎসসমূহ হতে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করা। খ) উপজেলা পরিষদের বার্ষিক ও দীর্ঘ মেয়াদী/বহুবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অন্য সকল কমিটির কাছ থেকে প্রস্তাব সংগ্রহ করা এবং উপজেলা পরিষদের জন্য খসড়া বার্ষিক ও দীর্ঘ মেয়াদী/বহুবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণয়ন করা। গ) স্থানীয় সম্পদ আহরণের সম্ভাব্য খাতসমূহ চিহ্নিত করে সম্পদ আহরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা। ঘ) বার্ষিক বাজেটে বিবেচনার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাহিদা সংগ্রহের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে সভা আয়োজনে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা। ঙ) উপজেলা পরিষদের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনার জন্য উন্মুক্ত সভা আয়োজনে পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।

রেফারেন্স: স্থানীয় সরকার বিভাগের ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২১ তারিখের পরিপত্র (উপজেলা পরিষদের কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা), যার স্মারক নম্বর ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.১৮.০১৬.২০১৯-১১৭

সূত্র ২- পরিকল্পনা সংক্রান্ত কারিগরি দল (টিজিপি) সদস্য ও তাদের কার্যাবলী

সদস্যবৃন্দ	• এটি একটি অনানুষ্ঠানিক কারিগরি দল। উপজেলা পরিষদ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র, দক্ষতা সেট এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে টিজিপির সদস্য সংখ্যা এবং গঠন নমনীয়ভাবে নির্ধারণ করতে পারে। এখানে সুপারিশ কয়রা হয় যে, টিএলডি (মূল উন্নয়ন খাত, উপজেলা প্রকৌশলী, ইত্যাদি) এবং উপজেলা পরিষদ কর্মকর্তারা (যেমনঃ ব্যক্তিগত সহায়ক), ইত্যাদি থেকে ৫-৮ জন সদস্য নিয়ে টিজিপি গঠন করতে হবে।
সভাপতি	• ইউএনও
কার্যাবলী	• ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, টিএলডি, উপজেলা কমিটি এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য তথ্য সংগ্রহ করা। • অন্যান্য উৎস থেকে উপজেলার সম্পদের চিত্রায়ণ এবং প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরি করা। • পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলির সাথে পরামর্শের মাধ্যমে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা। • এনজিও, সিবিও, সিএসও এবং বেসরকারী খাত সহ অন্যান্য অংশীজনদের সাথে পরামর্শ ও মত বিনিময় করা। • উপজেলা পরিষদ এর নির্ধারিত লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমস্ত প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই করা। • উপজেলা সমন্বিত **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা** এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এর খসড়া প্রস্তুত করা। • **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা**র খসড়া সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এবং টিএলডি সহ অন্যান্য অংশীজনদের মন্তব্য একত্রিত করা এবং চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করতে সহায়তা প্রদান করা। চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদে জমা দিতে হবে। • স্বতন্ত্র প্রকল্পগুলির পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনারঅগ্রগতি এবং সাফল্য প্রতিবেদন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং সুপারিশ প্রদান করা।

সূত্র ৩- প্রকল্প নির্বাচন কমিটির সদস্য ও তাদের কার্যাবলী

সদস্যবৃন্দ	• উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) • উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান • উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান • উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা • উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা • উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা • উপজেলা জনস্বাস্থ্য সহকারী প্রকৌশলী • উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা • উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা • সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান • উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য
সভাপতি	• উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান
সদস্য সচিব	• উপজেলা প্রকৌশলী
কার্যাবলী	• ম্যানুয়াল এর ফরম্যাট ১১ অনুসারে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এর মাধ্যমে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পের প্রস্তাবগুলির সম্পূর্ণতা পর্যালোচনা এবং নির্ধারণ করা। • সমস্ত উৎস থেকে দীর্ঘ তালিকায় প্রকল্পের প্রস্তাবগুলি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করতে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বারা নির্ধারিত অগ্রাধিকার খাত এবং লক্ষ্য অনুসারে প্রকল্পের প্রস্তাবগুলি নির্বাচন করতে হবে। • পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার ক্ষেত্র এবং লক্ষ্যগুলি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের প্রস্তাবগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা। • সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে কেবলমাত্র সেই প্রকল্পগুলি - যা একটি নির্দিষ্ট বছরে উপলব্ধ সংস্থানসমূহের সাহায্যে অর্থায়ন করা যেতে পারে, এটি বিবেচনার জন্য উপজেলা পরিষদের কাছে সুপারিশ করা।

ফরম্যাট ১: উপজেলার জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	উৎস/বছর
উপজেলার রূপরেখা		
আয়তন	বর্গ কি.মি.	আদমশুমারি ২০১১
জনসংখ্যা	(নারী- ; পুরুষ- ; তৃতীয় লিঙ্গ-)	
খানা/ পরিবার		
প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার সংখ্যা	(নারী- ; পুরুষ- ; তৃতীয় লিঙ্গ-)	
ভোটার সংখ্যা		
জনসংখ্যার ঘনত্ব	প্রতি বর্গ কি.মি.	
পৌরসভার সংখ্যা		
ইউনিয়নের সংখ্যা		
গ্রামের সংখ্যা		
গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অবকাঠামো		
হাট-বাজার		
গ্রোথ সেন্টার (Growth Center)		
হাসপাতাল		
স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র/কমিউনিটি ক্লিনিক		
ব্যাংকের শাখা		
ডাকঘর		
প্রাথমিক বিদ্যালয়		
মাধ্যমিক বিদ্যালয়		
বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ		
মসজিদ		
মন্দির		
কবরস্থান		
নৌকার ঘাট		
পোষ্ট অফিস		
কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		
গণ শৌচাগার		
পাঠাগার		
পার্ক/উন্মুক্ত স্থান		
পুকুরের সংখ্যা		
নদীর সংখ্যা		

এসডিজি’র গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহ এবং টার্গেটসমূহ	**জাতীয় পর্যায়ে বেসলাইন তথ্য (বছর)**	**উপজেলার সর্বশেষ তথ্য (বছর)**	**২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা**
১.২.১ জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্রের হার (%) (এসডিজি- ১, টার্গেট ১.২)	২৪.৩% (বিশ্বব্যাংক, ২০১৬)		৯.৭%
২.২.২ পাঁচ (৫) বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (%) (এসডিজি ২, টার্গেট ২.২)	১৪.৩% (BDHS, ২০১৫)		<৫%
৩.১.১ মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ শিশুর জন্য) (এসডিজি ৩, টার্গেট ৩.১)	১৮১ (SVRS, ২০১৫)		৭০
৪.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর হার (সরকারী হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সের সময়) (%) (এসডিজি ৪, টার্গেট ৪.২)	৩৯% (APSC, ২০১৫)		১০০%
৫.৫.১ স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধিত্বকারী নারী প্রতিনিধির পরিমাণ (%) (এসডিজি ৫, টার্গেট ৫.৫)	২৩% (স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৬)		৩৩%
৬.১.১ নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৬, টার্গেট ৬.১)	৪২.৬%, (*MICS, 2019*)		১০০%

৭.১.১ বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৭, টার্গেট ৭.১)	৭৮% (SVRS, ২০১৮)		১০০%
৮.৬.১ ১৫-২৪ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বা প্রশিক্ষণে না থাকা যুবকের পরিমাণ (%) (এসডিজি ৮, টার্গেট ৮.৬)	২৮.৮৮% (QLFS, ২০১৫-১৬)		৩%
৯.গ.১ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত	2G- ৯৯% 3G- ৭১%		2G, 3G- ১০০%, 4G চালু হয়েছে ২০১৮ সালে
ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার			
স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারকারীর পরিবার (%)			

ফরম্যাট ২: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী (সম্পদের চিত্রায়ণের উপর ভিত্তি করে)	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া না হলে ৫ বছর পর পরিস্থিতি কেমন হবে, তার বিবরণ	৫ বছর পরের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিক/ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/করণীয়
	মূল সমস্যাসমূহ (চ্যালেঞ্জসমূহ)	অবস্থান/ এলাকা	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	সমস্যার কারণসমূহ			

ফরম্যাট ৩: বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদ চিত্রায়ণ)

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট উপকারভোগী ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান (উপজেলার নাম)	মেয়াদ/ বাজেট
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প (সকল জাতীয় খাতের উন্নয়ন উদ্যোগের বিবরণী TLD দ্বারা সম্পন্ন করা হবে)				
এমপি’র উন্নয়ন প্রকল্প				
স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য উন্নয়ন প্রকল্প (উন্নয়ন উদ্যোগের বিবরণী TLD দ্বারা সম্পন্ন করা হবে)				
NGO ও CSO এর প্রকল্প				
শিল্প / বাণিজ্য উদ্যোক্তা				
অন্যান্য প্রকল্প / উন্নয়ন কার্যক্রম				

ফরম্যাট ৪: পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক বাজেট

ফর্ম-ক

অর্থ-বছর…… ……......

বিবরণ		পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বছরের বাজেট
অংশ ১	**রাজস্ব হিসাব** **প্রাপ্তি**			
	রাজস্ব			
	অনুদান			
	মোট প্রাপ্তি			
	বাদ রাজস্ব ব্যয়			
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)			
অংশ ২	**উন্নয়ন হিসাব** উন্নয়ন অনুদান			**পরিমাণ ঘ**
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা			
	মোট (খ)			
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক + খ)			
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়			
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি			
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)			**পরিমাণ গ**
	সমাপ্তি জের			

ফরম্যাট ৫: পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচকসহ ফলাফল

নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১				
২				
৩				

ফরম্যাট ৬: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট

অর্থ বছরঃ .... হতে ....

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়ন সূচি						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
প্রকল্পের আইডি	কর্ম-সূচির নাম	কর্মকান্ডের বিবরণ	অভীষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী, শিশু, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী/ অন্যান্য	খাত	অবস্থান (ইউপি/ পৌরসভা-ওয়ার্ড নং)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাবকারী (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান)
							১	২	৩	৪	৫				

ফরম্যাট ৭: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

<table>
<tr><td colspan="6">পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক মূল্যায়নের সংক্ষিপ্তসার (অগ্রগতি, প্রভাব, ব্যয়, সমস্যা, সমাধান, শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত, শিখন ইত্যাদিসহ)</td></tr>
<tr><td colspan="6">১
২
৩</td></tr>
<tr><td>নং</td><td>পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট</td><td>শুরুর তারিখ/ মেয়াদ</td><td>বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য/ কার্যক্রম/ পরিমাপযোগ্য সূচক অভীষ্ট</td><td>এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভীষ্টের %)</td><td>বাজেট/ এ পর্যন্ত ছাড়কৃত পরিমাণ (%)</td></tr>
<tr><td>১</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>২</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>৩</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>৪</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>৫</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>৬</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>৭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
<tr><td>৮</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত কোন বিষয়:</td></tr>
</table>

ফরম্যাট ৮: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নমুনা ফরম্যাট

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী (সম্পদের চিত্রায়ণের উপর ভিত্তি করে)	১ বছর পর পরিস্থিতি কেমন হবে, তার বিবরণ	সুপারিশকৃত পদক্ষেপ/করণীয়
	সমস্যার ধরন	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			

ফরম্যাট ৯: পরিমাপযোগ্য সূচকসহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট

নং	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভীষ্ট
১				
২				
৩				

ফরম্যাট ১০: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প সারসংক্ষেপ

অর্থবছর: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

প্রকল্পের বিবরণ						**অবস্থান**	**বাস্তবায়নের সময়সূচি**			**বিনিয়োগ**		**পরিবীক্ষণ**	
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী/ পুরুষ/তৃতীয় লিঙ্গ/ শিশু/ প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ বিভাগ	রেফারেন্স (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্রমিক নং)

ফরম্যাট ১১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প (স্কীম) প্রস্তাবনাঃ ফ্যাক্ট শীট

<table>
<tr><td>১ প্রকল্পের নাম</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা</td><td></td><td>৩ প্রকল্পের অবস্থান</td><td></td></tr>
<tr><td>৪ সম্ভাব্য শুরুর তারিখ</td><td></td><td>৫ প্রকল্পের মেয়াদকাল</td><td></td></tr>
<tr><td>৬ প্রকল্পের বাজেট ও এর বিস্তারিত বিবরণ (Breakdown)</td><td></td><td>৭ অন্যান্য অংশীজনদের অবদান (অন্যান্য ইনপুট)</td><td></td></tr>
<tr><td>৮ প্রকল্প ও স্কিমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>৯ উদ্দেশ্য</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>১০ প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিমাপযোগ্য আউটপুট)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>১১ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

(সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

নামঃ

তারিখঃ

ফরম্যাট ১২: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন: ________
প্রতিবেদনের মেয়াদ: ______ থেকে__________

উপজেলা: ____________________

জেলা: ____________________

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

- পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামগ্রিক অগ্রগতি, মোকাবেলা করা সমস্যা/চ্যালেঞ্জ এবং তাঁর সমাধান, মোট বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়, ভালো অনুশীলন এবং শিখন চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি।
    - ত্রৈমাসিক শেষে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-১ এর আওতায় মূল কার্য সম্পাদনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সংক্ষিপ্তসার
        - ○
        - ○
    - ত্রৈমাসিক শেষে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-২ এর আওতায় মূল কার্য সম্পাদনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সংক্ষিপ্তসার
        - ○
        - ○

নং	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড	অভীষ্টের (Target) সূচক	বাস্তব সম্পাদিত কাজ	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম	বর্তমান অবধি অর্জন [অভীষ্ঠ (Target) অর্জনের হার %]	বর্তমান অবধি বাজেট/মোট বিতরণ (%) (টাকায়)
১								

ফরম্যাট ১৩: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম সম্পাদন প্রতিবেদন

কর্ম-সম্পাদন প্রতিবেদন: _______

প্রতিবেদনের মেয়াদ: ______ থেকে __________

উপজেলা: ___________________

জেলা: ___________________

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

- **পঞ্চবার্ষিক/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামগ্রিক অগ্রগতি, মোকাবেলা করা সমস্যা/চ্যালেঞ্জ এবং তাঁর সমাধান, মোট বাজেটের তুলনায় ব্যয়িত প্রকৃত ব্যয়, ভালো অনুশীলন এবং শিখন চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি।**
  - সামগ্রিক অর্জনঃ
  - মোকাবেলা করা সমস্যাসমূহঃ
  - সমস্যার সমাধানঃ
  - মোট বাজেটের বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মোট ব্যয়ঃ
  - ভাল অনুশীলনসমূহঃ
  - যে কোন শিখন যেটা পরবর্তী বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কাজে লাগবেঃ

- **বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-১ এর আওতায় প্রকল্পগুলোর অর্জনের সংক্ষিপ্তসার:**
  - ○
- **বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য-২ এর আওতায় প্রকল্পগুলোর অর্জনের সংক্ষিপ্তসার:**
  - ○

নং	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড	অভীষ্ঠের (target) সূচক	বাস্তব সম্পাদিত কাজ	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প শিরোনাম	বর্তমান অবধি অর্জন [অভীষ্ঠ (target) অর্জনের হার %]	বর্তমান অবধি বাজেট/ মোট বিতরণ (%) (টাকায়)
১								

Manual

For Upazila Integrated Development Planning

(To be used as a training material only)

Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP)

Japan International Cooperation Agency (JICA)

2022

Table of contents

Table of contents .... *i*
List of Figures .... *iii*
List of Tables .... *iii*
Abbreviations and Acronyms .... *iv*

Introduction .... *i*
Why do we need "the Manual for Upazila Integrated Development Planning"? .... *ii*
Who are going to use "the Manual for Upazila Development Plans"? .... *iii*
How is the Manual organized? .... *iv*
Chapter One: Concepts of Development Planning Cycle, RBM and PDCA Cycle **1**
1.1. Basic principles of development planning: what, why, how and with whom? 1
1.1.1. What is development planning? 1
1.1.2. Why development planning is important? 1
1.1.3. How development plans are made? 1
1.1.4. With whom development plans are made? 2
1.1.5. What is the concept of development planning cycle? 2
1.2. What is result-based management (RBM)? 2
1.2.1. What is planning? **4**
1.2.2. What is monitoring? **4**
1.2.3. What is evaluation? **4**
1.3. What is result based management (RBM)- putting planning, monitoring and evaluation together 5
1.4. What is a PDCA (plan, do, check and act) cycle? 6
Chapter Two: Development Planning at the Upazila Level in Bangladesh: The Legal and the Institutional Framework **7**
2.1. What is national development planning in Bangladesh? 7
2.2. What are development plans at the Upazila level? 9
2.3. Key legal frameworks for development planning at the Upazila level in Bangladesh 9
2.3.1. Key legal provisions governing development planning at the Upazila level 10
2.3.2. Other important and relevant plans and guidelines relating to development planning at the Upazila level 11
2.4. Institutional framework for development planning cycle at Upazila level 12
Chapter Three: Formulation of Five-Year Plan (FYP) **15**
3.1. Background 15
3.2. The key steps for the formulation of FYP 15

3.3. Timeline for the FYP cycle 36
Chapter Four: Formulation of Annual Plan (AP) 37
4.1. Background 37
4.2. The steps for the formulation of AP 38
4.3. Implementation of AP 47
4.4. Monitoring and review of AP 48
4.4.1. The purpose of Upazila AP monitoring and evaluation (M&E) 49
4.4.2. AP M&E, institutional framework and reporting 50

<u>List of References</u>

Reference 1: Members and Terms of Reference of UCFBPLRM 56
Reference 2: Members and Terms of Reference of TGP 57
Reference 3: Members and Terms of Reference of the PSC 58

<u>List of Formats</u>

Format 1: Basic demographic, infrastructure and socio-economic data and information (FYP/AP) ... 59
Format 2: Upazila development programs from different sources (resource mapping) (FYP/AP) 61
Format 3: FYP Format for Situation Analysis 62
Format 4: FYP/AP Budget 63
Format 5: FYP Goals and Outcomes with Measurable Indicators 64
Format 6: FYP Planning Format 65
Format 7: FYP Annual Monitoring Report 66
Format 8: AP Format for Situation Analysis 67
Format 9: AP Goals, Objectives and Targets with Measurable Indicators 68
Format 10: AP Project Summary 69
Format 11: Project (Scheme) Proposal: Fact Sheet 70
Format 12: AP Quarterly Monitoring Report 71
Format 13: AP Accomplishment Report 72

List of Figures

Figure 1: RBM Life Cycle Approach 5
Figure 2: PDCA Cycle for Development Planning 6
Figure 3: Different types of development plans 9
Figure 4: Inclusive and participatory planning 12
Figure 5: Planning Steps for FYP Formulation 15
Figure 6: Illustration of the relationship between the FYP and the AP 31
Figure 7: Key Steps for Preparing AP 39
Figure 8: Key factors to be addressed by the AP M&E 49
Figure 9: Work flow of the AP Monitoring and Reporting 53

List of Tables

Table 1: Work Plan for FYP Formulation 16
Table 2: Resources available for development activities at the Upazila from different sources 19
Table 3: A summary of development resources for development plans at Upazila level. 22
Table 4: An example of the logical linkages of development planning and strategy 29
Table 5: Scheduling of FYP-Related Activities 36
Table 6: Work Plan for AP Formulation 38
Table 7: A Summary of the Budget 41
Table 8: Development activities at Upazila from different sources 42
Table 9: Timeframe and Review Cycle of Annual Development Plan 53

Abbreviations and Acronyms

ADP	Annual Development Program
AP	Annual plan
CSO	Civil Society Organization
DC	Deputy Commissioner
DDLG	Deputy Director, Local Government
DLG	Director, Local Government
FY	Fiscal year
FYP	Five-year plan
GOB	Government of Bangladesh
LGI	Local Government Institutions
LGD	Local Government Division
MDG	Millennium Development Goals
M&E	Monitoring and Evaluation
MoLGRD&C	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives
MP	Member of Parliament
NGO	Non-governmental organizations
NILG	National Institute of Local Government
PSC	Project Selection Committee
PDCA	Plan-Do-Check-Act
SDG	Sustainable Development Goals
TGP	Technical Group for Planning
TLD	Transfer Line Department
TLCC	Town Level Co-ordination Committee
UDCC	Union Development Co-ordination Committee
UCFBPLRM	Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization
UNO	UpazilaNibrahi Officer
UP	Union Parishad
UZP	UpazilaParishad

Introduction

"**The Manual for Upazila Integrated Development Planning**" (hereinafter called the "**Manual**") is intended to help the users to have a better understanding of the comprehensive and integrated development planning process at the Upazila level in Bangladesh. The Manual has been developed in line with the **Guidelines for Upazila Integrated Development Planning,** 2021 (hereinafter called the **Guidelines**) which was updated from the Guidelines for preparation and implementation of development plan for Local Government Institutions, 2014 and taking into account the current existing development needs and challenges at the Upazila level.

Formulation of development plans at the Upazila level is a relatively recent phenomenon. The Constitution of Bangladesh (Articles 59 and 60) provides the scope for the formulation of economic development plans at the local level. In the light of the provisions of the Constitution, the law was later enacted in the National Parliament and a legal obligation was laid down to formulate development plans at different levels of local government (Union Parishad, Upazila Parishad, Zila Parishad, Pourashava and City Corporation). Nevertheless, the legal obligation of development planning has been taken into cognizance much later and also to a limited extent by different local government institutions at different tiers. On the other hand, the national planning agency as well as all development and service providing agencies of the national government also did not make any serious attempt to specifically focus on or push through the implementation of the planning and service delivery mandates of the LGIs. There is no denying the fact that formulating a proper five-year development plan will have a significant bearing on rejuvenating developmental activities at the grass-root level Including Upazila. It is also important to understand that there is a dire need for all LGIs to prepare integrated development plans- but it is imperative for the Upazila Parishad to do that given their Structural, jurisdictional uniqueness and functional mandates. However, at present, there exists no manual to guide the Upazila level stakeholders with regard to the formulation, implementation and monitoring of their development plans. Given that, the current manual will immensely help serving that purpose.

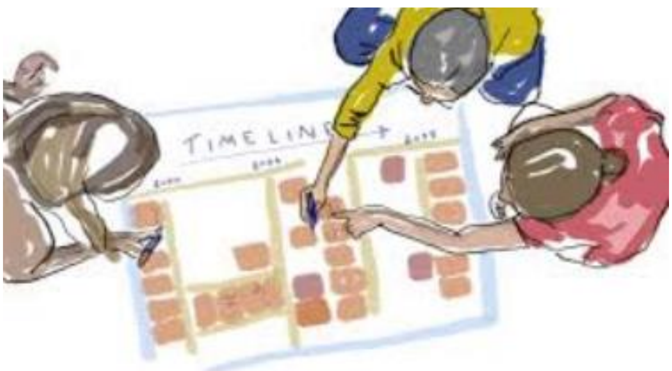

The Guidelines are intended to facilitate a comprehensive and integrated development planning mechanisms and processes at the Upazila level in Bangladesh, where it is imperative that a) Upazila development planning is adequately coordinated towards achieving the common strategic development directions guided by the Perspective Plan 2010-2021 as well as those of the Eighth Five-Year Plan (07/20-06/25); and b) Upazila development needs and opportunities, including those of Unions and Paurashavas, are assessed, identified and adequately integrated into the sectoral and national development plans. The Guidelines are also

meant to facilitate the activities of all development actors operating at the local level (including CSOs, PSO, and communities) to effectively participate in and contribute to the achievements of the common strategic development directions and goals of the local government institutions.

The current Guidelines issued by the LGD will be periodically reviewed and updated. When any need arises, it shall be revised. In accordance with the aforementioned revisions, the Manual will also be simultaneously updated.

Why do we need "the Manual for Upazila Integrated Development Planning"?

In conformity with the Guidelines, the present **Manual** is designed to use in various stages of development planning related activities at Upazila level. The following are more specific **objectives and purposes of the Manual**:

a) Provide the different stakeholders with the basis of user-friendly training contents with a view to enable them to participate in contribute to the development initiatives at the Upazila level.
b) Make the users better understand the basic principles to be followed in development planning and a simple but comprehensive and integrated framework for Upazila development planning cycle (e.g. formulation, implementation, M&E and reporting).
c) Introduce the users to overall concepts and principles of a Five-Year Plan (FYP) and an Annual Plan (AP) at the Upazila level which include the key contents, steps and processes based on the existing legal framework.
d) Help the users having a better understanding of the result-based management. Thereby Upazila's development plans shall be more result based and measurable and also aligned such plan with the goals of the national development plans.
e) Provide the users with some practical steps and recommendations to be followed at the stage of implementation, monitoring and evaluation and reporting of Upazila development plans by establishing an institutional framework with a focus on ensuring accountability, transparency and sustainability.

Upazila Parishads are the middle tier local government institutions, the Manual shall especially emphasize the importance of vertical and horizontal linkages and collaboration with central, regional and local government institutions. The vertical linkages refer to the Upazila development plans being aligned not only with the overall national development's strategic directions and sectoral development goals and perspective plans, but also with the development initiatives of the Unions and the Paurashavas. This contributes to the conformity with and of the Upazila development plans with the national and district plans as well as the Unions/Paurashavas' plans. On the other hand, the horizontal linkages refer to the Upazila development plans being linked with other development activities initiated by other sources (e.g. other development resources from national development via the Transferred

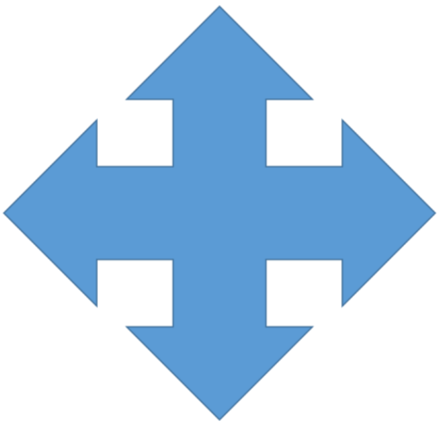

Line Departments (TLDs), Paurashavas, Unions, NGOs, CSOs, and private sector). It is estimated that development funds managed typically by an Upazila Parishad are approximately 5-7% of the total development resources spent in that Upazila. Given the above, it is especially very important that the Upazila development plans create maximum synergies and avoid duplications between development initiatives funded under the Upazila development plans and national development plans. This can be done by ensuring close coordination between the TLDs and the Upazila Parishad at the Upazila level.

Horizontal linkages also need to be extended to other stakeholders, such as non-governmental organizations (NGOs), civil society organizations (CSOs), the private sector and the citizens in general. The Manual also stresses the importance of result-based management in order to ensure that the plans are set to achieve the expected targets and outcomes and thereby ultimately attain the original goals and objectives. It is important to note that the progress of this attainment of the goals and objectives need to be assessed against the measurable indicators which are set at the time of formulation of development plans.

Who are going to use “the Manual for Upazila Development Plans”?

Key users of the Manual will be elected people’s representatives of Upazila Parishad and transferred line department officials at the Upazila level. The following are the specific categories of the users of the Manual:

a) Members of the Upazila Parishads including Upazila Chairmen, Vice Chairs, Paurashava Mayors, Union Chairmen.
b) Upazila Nirbahi Officers (UNOs)
c) Members of the Upazila Committees especially the Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization (UCFBPLRM), members of the Technical Group for Planning (TGP)[1] and members of the Project Selection Committee (PSC).
d) Officials of the Transferred Line Departments (TLDs).
e) Hon’ble Members of the Parliament (MPs), being an advisor to the Upazila Parishads.
f) Local Government Division (which is responsible for instructing relating to development plan at Upazila level).
g) Ministry of Local Government, Rural Development & Cooperatives (MoLGRD&C) that is responsible for offering administrative support and technical advice.
h) Other line Ministries responsible for implementing sector development projects at the Upazila level through TLDs.
i) Facilitators and trainers of the NILG and other training institutions which provide training to local government’s elected representatives, officials, the private sector, NGOs/CSOs and also general public.

[1] Please refer to “Technical Group for Planning (TGP)” on Page __ of the Guidelines for Upazila Development Planning for details.

The Guidelines may be also used by other stakeholders. They include:

j) Civil society organizations (CSOs), non-governmental organizations (NGOs), religious organizations, and community-based organizations.
k) Private sector and enterprises which are willing to integrate their activities into local government development plans.
l) Citizens who are required to participate in the primary stages of the planning process and whose needs form the basic foundation of the local government's development plans.
m) Development partners focusing on and dealing with development planning and its implementation at the Upazila level.

How is the Manual organized?

In line with the Guidelines for Upazila Development Planning, the Manual contains the following chapters:

Chapter One introduces overall concepts of development planning, development planning cycle and result based management. They include the basic information of what, why, how, with whom, etc. with regard to the principles of development planning.

Chapter Two describes the different types of development plans in Bangladesh and their linkages and complementarity with the development plans at the Upazila level. It also highlights the key legal and policy frameworks in Bangladesh underpinning the introduction of development planning at the Upazila level. The current legal regimes define the roles and responsibilities of Upazila Parishad in development planning. Furthermore, the chapter also describes the institutional framework for managing development planning cycle at the Upazila level.

Chapter Three provides the contents and focuses on critically important processes and timelines and work plan for formulating the FYP. It also describes recommends institutional mechanisms for establishing the vertical and horizontal linkages and collaboration within Upazila Parishad and also between Upazila Parishads and other LGIs and entities. Further it emphasizes that Upazila is to establish and manage a development planning cycle, including preparation, formulation, implementation, monitoring and evaluation (M&E) and reporting to meet its transparency and accountability throughout the processes.

Chapter Four introduces the contents, key steps, procedures and timelines for formulating the AP. It also focuses on the institutional frameworks to be established in formulating the AP to manage the AP programme cycle (e.g. implementation, M&E and reporting).

In addition to those chapters, to the extent possible, the Manual also contains several key formats and examples for the users to use in the training as well as undertaking real development planning cycle.

Chapter One: Concepts of Development Planning Cycle, Result Based Management and PDCA Cycle

This chapter explains the basic concepts and principles of development planning cycle and result based management. As formulation of Upazila development plans is relatively a new practice for the local government and the people at the Upazila level. Therefore, it is very important to understand the key concepts and principles of development planning and strategy prior to formulation and implementation of development plans and related initiatives.

1.1. Basic elements/issues relevant to development planning: what, why, how and with whom?

When the Constitutions and the Upazila Act, 1998 (Amended 2009, 2011 and 2015) clearly state that Upazila Parishads are fully responsible for their development plans, it becomes a mandatory requirement for Upazila Parishads to formulate their own development plans. In this context, it is important to understand the basic principles of development planning.

The following are the basic elements for development planning at the national level in terms of what, why, how and with whom. These elements are relevant for and applicable to each respective level of the local government institutions including the Upazila Parishads.

1.1.1. What is development planning?

Development planning is a set of the processes of decision-making and actions for overall sustainable development strategy of a given area or a territory. It shall be formulated in conformity with social, economic and environmental prospects of the area or territory.

At the Upazila level, this principle remains the same that development planning is a set of Upazila's processes for decision-making and actions that determine the overall direction for social, economic and environmental development of the Upazila and its citizens.

1.1.2. Why development planning is important?

Development planning is important as it provides vision of a given nation which the Government shall collectively aim to achieve for the nation and its people.

Similarly, at the Upazila level, development planning provides its vision which the Upazila shall aim to achieve for itself and the people by utilizing vertical and horizontal linkages and collaboration.

1.1.3. How development plans are made?

Based on a long-term vision, a five-year plan (FYP) is formulated as a medium-term framework for a nation to achieve its concrete development goals. And with a view to achieve the medium and long-term development goals, the government needs to create its development strategy and allocate its financial and human resources most effectively

and efficiently. An annual plan (AP) can be formulated to correspond to any given fiscal year in order to realize the goals of the five-year plan.

It is important to keep in mind the above principles while formulating the Five-Year and Annual Development Plans at the Upazila level.

1.1.4. With whom development plans are made?

Development plans need to be people-centered. Thus, citizens must be consulted before and during the preparatory phases of development planning and these consultations will help getting citizen's feedback about local needs and also their endorsement of the plans. Once this endorsement is sought and given, it is expected that the citizens would be motivated to contribute to the attainment of the goals envisaged in the plans. Besides, the citizens may then spontaneously take the ownership and responsibility for monitoring the outcomes of the plans, evaluate the results and also assess its impact at the end.

Being a local government institution, which is situated closer to the communities, Upazilas are in an advantageous position to adopt more inclusive and participatory approaches reflecting the development needs and challenges of the citizens into their FYPs and APs.

1.1.5. What is the concept of development planning cycle?

A common goal of development planning and strategy is to improve people's lives. Once formulated, development plans need to be implemented; then, monitored and evaluated against the set goals, objectives and indicators. The lessons learnt are then fed-back into the next development plans. Good development planning, therefore, is not a one-time exercise, rather, it involves a whole cyclical process of planning, implementation, monitoring& evaluation (M&E), learning and feeding back to the next plans as mentioned already. In order to manage the development planning cycle, it is also important to have a good institutional framework supported by sufficient financial and human resources.

1.2. What is result-based management (RBM)?

Good development plans and strategies must lead to tangible and concrete development results. Thus "**managing for development results**" applies the same basic concepts of "**results-based management(RBM)**"which entails good planning, monitoring, evaluation, learning and feeding back to planning.

Managing for development results is also an effort to **respond to the growing demands for accountability to people** on how resources are used, what results are achieved, and how appropriate these results are in bringing about desired changes in local development. This approach **encourages development partners to focus on building partnerships and collaboration and ensure greater synergy and synergy and coherence**. Similarly, it **promotes stronger focus on sustainability** through measures that enhance collective ownership and capacity development.

Managing for development results is nothing but RBM in action. It is oriented not only towards the external environment and results that are important for the country but also towards any changes in people's performances and livelihoods.

Achieving development results, as most realize, is often much more difficult than our anticipation. To achieve development results and changes in the quality of people's lives, governments often develop a number of different plans, strategies, programmes and projects. These typically include:

- A National Development Plan or Poverty Reduction Strategy
- Sector-based development plans
- Monitoring and evaluation (M&E) frameworks and evaluation plans
- Development and management work plans
- Office and unit specific plans
- Project documents and annual work plans

However, good intentions, large programmes and projects, and lots of financial resources are not sufficient to secure development results. The quality of those plans, programmes and projects, and how well resources are actually utilized, are the most critical factors for success.

To enhance the **chances of success**, attention needs to be placed on some of the common areas of weaknesses in programmes and projects. Four main areas where focus of attention is to be given are as follows:

1. **Scope of Plan/Planning definition:** The FYP has a greater chance of success when the goals, strategies, and scope of the FYP are properly defined and clarified. This reduces the likelihood of experiencing major challenges during implementation.
2. **Stakeholder involvement:** Higher and wider engagements of citizens, stakeholders and development partners in phases of planning are critical success factors in this regard.
3. **Communication and dissemination of information**: Devising good communication and information sharing strategies result in strong stakeholders' buy-in and mobilization. Additionally, communication improves clarity on expectations, roles and responsibilities, as well as information on progress and performance. This clarity helps to ensure optimum use of resources.
4. **Monitoring and evaluation (M&E)**: The FYP with strong monitoring and evaluation components tends to stay on track. Additionally, problems can be easily be detected earlier, which reduces the likelihood of having major cost overruns or time delays later.

Good planning, combined with effective monitoring and evaluation, can play a vital role in enhancing the effectiveness of development plans and programmes and projects. Good planning helps Upazilas to focus on the results that matter, while monitoring and evaluation help them learn from past successes and challenges and it also helps to make the informed decision by combining current and future initiatives which eventually contribute to improve people's lives and expand their choices.

1.2.1. What is planning?

Planning can be defined as the process of setting goals, developing strategies, outlining the implementation arrangements and allocating resources to achieve those goals. It is important to note that planning involves a number of different steps and processes:

- **Identifying the vision, goals and objectives** to be achieved;
- **Formulating the strategies** needed to achieve the vision and goals;
- **Determining and allocating the resources** (financial and other) required to achieve the vision and goals;
- **Outlining implementation arrangements**, which include the devising proper institutional arrangements, monitoring and evaluation of progress towards achieving the vision and goals.

There is an old saying, "failing to plan means nothing but planning to fail": while it is not always true that those who fail to plan will eventually fail in their endeavors, however, there are strong evidence to suggest that having a plan leads to greater effectiveness and efficiency. Not having a plan—whether for an office, programme or project—is in some ways similar to attempting to build a house without a blueprint, that is, it is very difficult to know how the house will look like, how much it will cost, how long it will take to build it, what resources will be required, and whether the finished product will satisfy the owner's needs. In short, planning helps Upazilas to define what the organization's plans or projects aim to achieve and how it should go about it.

1.2.2. What is monitoring?

Monitoring can be defined as the ongoing process in which stakeholders are obtaining regular feedback in order to update the progress being made towards achieving their goals and objectives. Contrary to many definitions that treat monitoring as merely reviewing progress made in implementing actions or activities, the definition used in the guidelines **focuses on reviewing progress against achieving goals or results**. In other words, monitoring in the guidelines is not only concerned with asking "is Upazila taking the necessary actions the Upazila mentioned earlier that it would take?" but also "is Upazila making progress on achieving the expected results that the Upazila mentioned earlier that it would achieve?" The difference between these two approaches is extremely important. A minimalist's approach to monitoring may focus on tracking projects and the use of the Upazila's resources. On the other hand, the maximalist's approach to monitoring involves tracking strategies and actions being taken by partners and non-partners, and figuring out what new strategies and actions need to be adopted to ensure progress towards the most important results.

1.2.3. What is evaluation?

Evaluation is a **rigorous and independent assessment** of either already completed or ongoing development activities to determine the extent to which they are on course in achieving the stated objectives. Evaluations, like monitoring, can apply to many things, including an activity, project, programme, strategy, policy, topic, theme, sector or

organization. The key distinction between the two is that evaluations are done independently to provide managers and staff with an objective assessment of whether or not they are on track. They are also more rigorous in their procedures, design and methodology, and generally involve more extensive analysis. On the other hand, monitoring is the systematic and routine collection of information about the programme's/project's activities. However, the aims of both monitoring and evaluation are very similar: to generate information that can **help making informed decisions, improve performance and achieve planned results**.

1.3. What is result based management (RBM)- putting planning, monitoring and evaluation together

Planning, monitoring and evaluation come together as a package in terms of RBM. RBM is defined as "a broad management strategy aimed at achieving improved performance and demonstrable results," and has been adopted by many multilateral development organizations, bilateral development agencies and public administrations throughout the world.

Good RBM is an ongoing process. This means that there is constant feedback, learning and improving. Existing plans are regularly modified based on the lessons learned through monitoring and evaluation, and future plans are developed based on these lessons.

Monitoring is also an ongoing process. The lessons from monitoring are discussed periodically and based on which the future actions and decisions are made. Evaluations should be done for programmatic improvements while the programme is still ongoing and it also helps the planning of new programmes. This ongoing process of **doing, learning and improving** is what is referred to as the RBM life-cycle approach, which is depicted in Figure 1.

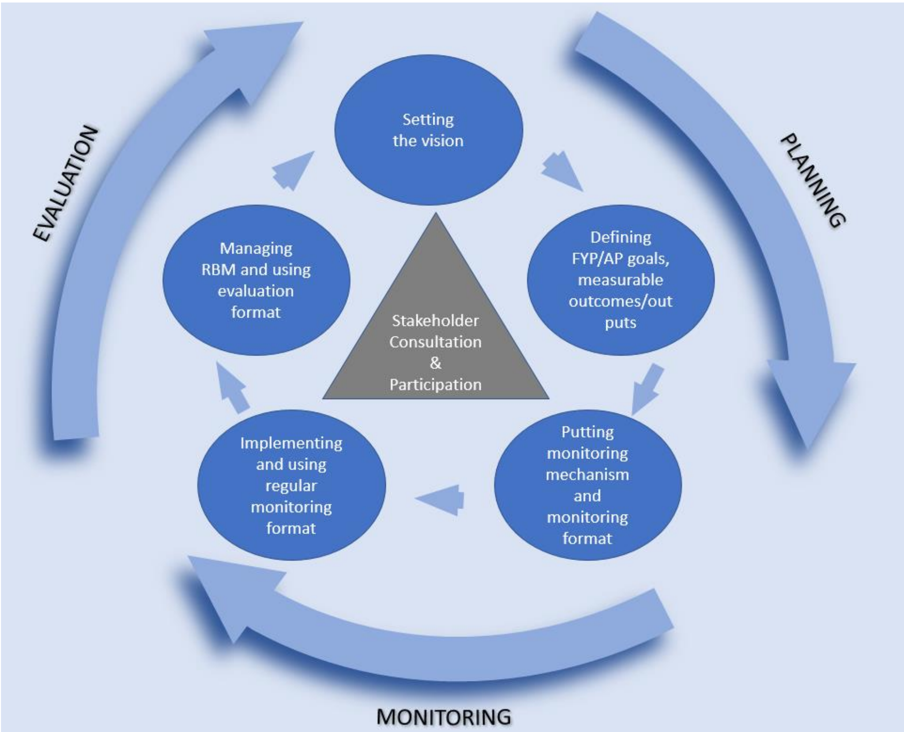

Figure 1: RBM Life Cycle Approach

RBM is concerned with **learning, risk management and accountability**. Learning not only helps improve results of existing programmes and projects, but also enhances the capacity of the organizations and individuals to make better decisions in the future and improves the formulation of future programmes and projects. Since there are no perfect plans, it is essential that managers, staff and stakeholders learn from the successes and failures of each programme or project.

There are many risks and opportunities involved in pursuing development results. RBM systems and tools should help promote awareness of these risks and opportunities, and provide managers, staff, stakeholders and partners with the tools to mitigate risks or pursue opportunities.

RBM practices and systems are most effective when they are accompanied by clear accountability arrangements and appropriate incentives with a view to promote desired behaviour. In other words, RBM should not be seen simply in terms of developing systems and tools to plan, monitor and evaluate results. It must also include effective measures for promoting a culture of results orientation and ensuring that the individuals associated with it are accountable for both the results achieved and their actions and behaviour.

1.4. What is a PDCA (plan, do, check and act) cycle?

PDCA cycle is another development management concept similar to the RBM cycle but it is a more iterative four-step management method used in development planning for control and continuous improvement of processes and development results. Figure 2 is the PDCA cycle for development planning.

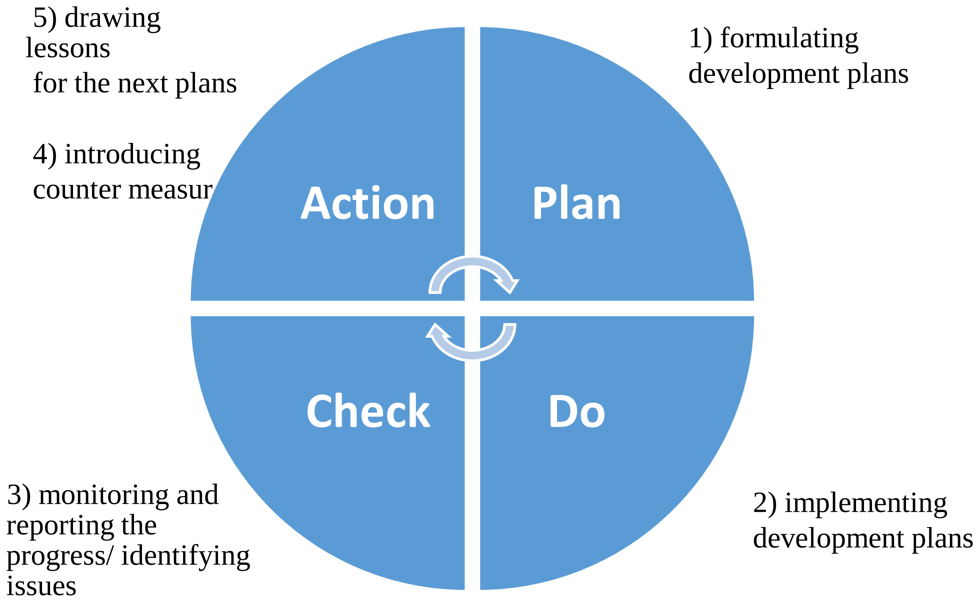

Figure 2: PDCA Cycle for Development Planning

"Plan" refers to the formulation of development plans (i.e. FYP and AP). "Do" is to implement development plans (i.e. projects/schemes). "Check" is done under monitoring and reporting of plans (i.e. M&E). "Action" is to respond to the issues identified and also to draw the lessons learned for formulating the next plans (i.e. evaluation and lessons learned).

Chapter Two: Development Planning at the Upazila Level in Bangladesh: The Legal and the Institutional Framework

This chapter provides the users with the fundamentals in ensuring the development plans at the Upazila level. They include:

- Different types of development plans in Bangladesh and their inter-linkages.
- Legal framework for development planning at the Upazila level.
- Institutional framework for managing the development planning cycle at the Upazila.

2.1. What is national development planning in Bangladesh?

In Bangladesh, the Planning Commission was established in 1972 after the independence and it was entrusted with the responsibility to formulate the national development plans. At present, a long term 'Perspective Plan of Bangladesh' (2021-2041) and a mid-term 'Eighth Five-Year Plan' (FYP 07/20-06/25) have been formulated by the Planning Commission.

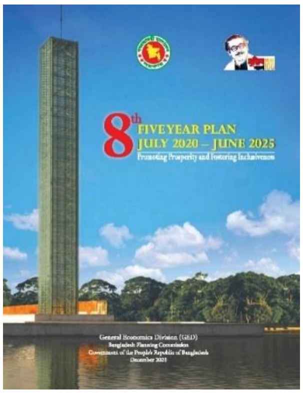

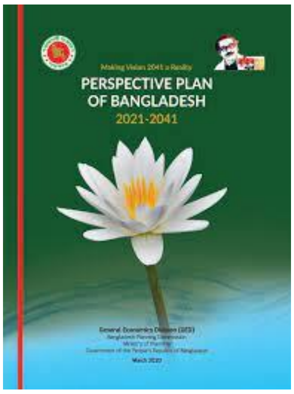

The main themes of the Eighth FYP and the Second Perspective Plan are to eradicate all forms of poverty and become a high-income country by 2041 by ensuring through a) good governance; b) expansion of democracy; c) decentralization; and d) capacity development.

In addition, having gained significant progress in each of the MDGs in 2015, Bangladesh has made clear commitments to attain the SGDs by 2030 and aim to be a middle-income country by 2021.

There are different types of development plans that exist in Bangladesh: the national and other development plans (please refer to Figure 3), which are described below:

(1) National Plans

The national plans include 1) Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041); 2) 8th Five Year Plan (July 2020-June 2025); and 3) Annual Development Programme[2]. As the central planning organization of Bangladesh, the Planning Commission is responsible for translating the ideas, aspirations and political agendas of the government into macro and micro economic policies, and incorporates them into long-, medium- and short-term plans. The Planning Commission is responsible for preparing, processing and approving the development plans. Those plans are also consistent with the Government's long-term visions such as the Vision 2021 and the Vision 2041.

(2) Sector Development Plans

A sectoral plan is a long-range plan for a specific sector, for instance, agriculture, fisheries, education, public health and communication. Such sectoral plans are prepared with a clear vision to develop a particular sector in a systematic and sustained manner.The line ministries are responsible for preparing, approving and implementing the sector development plans in line with the National Plans described in (1) above.

At the Upazila level, different transferred line department (TLDs) in general have their sector-specific development plans/strategies prepared by their parent ministries or departments. For instance, for the local government and rural development sector a "Sector Strategy Paper (SSP)" was prepared in 2017 and it was further revised in 2021 in line with the spirit of the 8FYP. This strategy paper entails but a broader sector planning framework. Similarly, in the communication and transport sector, **Bangladesh Road Master Plan (RMP) 2007** was formulated which provides a physical plan for new road construction. For the health sector, the **Health, Population and Nutrition Sector Strategic Plan of 2010**is an example of a sectoral plan. The **National Livestock Extension Policy of 2013** also provides a planning framework for the livestock sector. These sectoral plans are formulated at the different levels, however, no single rules issued or guidelines formulated by the government for these sector plans. Such sectoral plans are expected to be consistent with the national plans and other related plans. Likewise, the Upazila development plans should also be aligned with those sector plans.

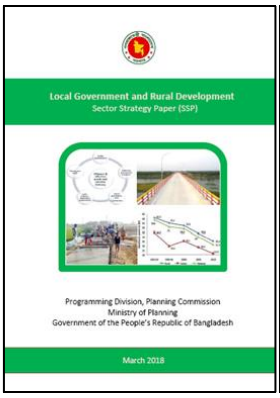

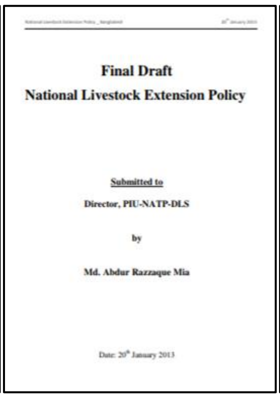

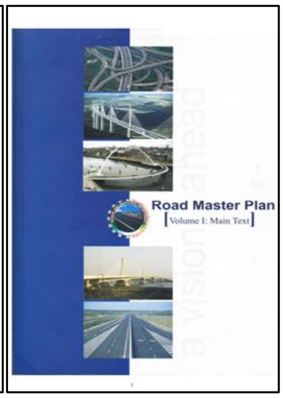

[2]Planning Commission Website: http://www.plancomm.gov.bd/functions/

2.2. What are development plans at the Upazila level?

(3) Development Plans at Upazila-level

At the Upazila level, the Upazila Parishads are required to formulate the Five-Year Plan (FYP) and the Annual Plan (AP) for the Upazila based on their situational analysis, local needs and priorities, capacity and available resources. The development plans at the Upazila level shall cover needs and priorities of Union Parishads and TLDs working at the Upazila (horizontal harmonization). Upazila-level development plan needs to be a consolidated and comprehensive plan involving these institutions. At the same time, the Upazila-level development plans are supposed to be consistent with the focus of the national and sectoral plans, and contribute to achieving the national targets through different local interventions (vertical harmonization).

- ***Upazila Five-Year Plan (FYP)***

The FYP is a mid-term development plan of Upazila Parishad. It is expected that it will be comprehensive and also inclusive in nature to reflect the needs and challenges of all stakeholders such as Unions, Paurashavas, TLDs, NGOs, private sector and the citizens of the Upazila at large. It should entail the vision, goals, objectives, development outcomes (expected changes with measurable indicators), and timeframe indicating the implementation schedules. It should also include the details of monitoring and evaluation (M&E) mechanism. The FYP is to be formulated in a way that it is consistent with and contribute to the national and sectoral plans of the government.

- ***Upazila Annual Plan (AP)***

The Annual Plan (AP) is the annual breakdown of the Upazila FYP. This contains further details on goals, objectives, targets with measurable indicators and specific projects/schemes, costs involved and sources of funding, implementation modalities, implementing agencies, monitoring mechanism and other relevant information.

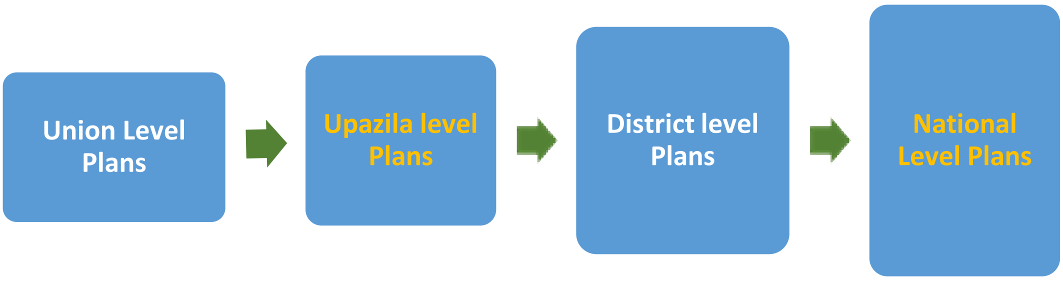

Figure 3: Different types of development plans

2.3. Legal frameworks for development planning at the Upazila level in Bangladesh

In Bangladesh, preparation and implementation of development plans are legal requirements for all local government institutions (LGIs). Article 59 of **the Constitution** of the People's Republic of Bangladesh states that LGIs shall prepare and implement the plans related to public services and economic development. Section 42 of **the Upazila Parishad Act, 1998** (amended

2009, 2011 and 2015) stipulated that the Upazila Parishad shall prepare and implement development plans, including the Five-Year Plan (FYP) and annual plan (AP) for socio-economic development of the Upazila. This also has been indicated in Section 1 of the Second Schedule of the Act.

2.3.1. Legal provisions governing development planning at the Upazila level

A. Constitution of People's Republic of Bangladesh

Article 59-2: Everybody such as is referred to in clause (1) shall, subject to this Constitution and any other law, perform within the appropriate administrative unit such functions as shall be prescribed by Act of Parliament, which may include functions relating to-
(a) administration and the work of public officers;
(b) the maintenance of public order;
(c) the preparation and implementation of plans relating to public services and economic development.

Article 60: For the purpose of giving full effect to the provisions of article 59 Parliament shall, by law, confer powers on the local government bodies referred to in that article, including power to impose taxes for local purposes, to prepare their budgets and to maintain funds.

B. Upazila Parishad Act 1998(amended 2009, 2011and 2015)

Section 42: Development Plans

1) The Parishad may prepare and implement five-year development plans and other development plans for a specified period based on its financial capacity. In formulating such plans the Parishad may consult on any subject under its jurisdiction, with the Union Parishads in the Upazila, non-governmental organizations actively involved in development work and individuals working at the Unions under the jurisdiction of the Upazila Parishad.

2) Such plans shall have the following directives as to:
    a) How the plans shall be financed, implemented and monitored;
    b) By whom the plans shall be implemented; and
    c) Necessary matters related to planning.

3) The Parishad, before implementation of any plan (subject to approval of the concerned Member of Parliament) shall send a copy of each development plan to the government and publicize those in manners deemed appropriate by the Parishad, and in special cases consider incorporation of the opinions and suggestions of the local citizens.

C. Upazila Parishad (Programme Implementation) Rules, 2010

Section 5:

Without deviating the rules, for discussion and making decisions, the following

financial, developmental, operational, coordination and other issues can be presented at the Parishad meetings for discussion and making decisions.

Developmental:

(2) Preparing and updating five-year, annual development plans, and plan books of the Parishad.

D. UpazilaParishad Budget (Preparation and Approval) Rules, 2010

Section 13:

Budget allocation to different sectors should be decided based on five-year and annual development plans. Schemes which are not listed in these plans shall not be given any budget allocation.

2.3.2. Other important and relevant plans and guidelines relating to development planning at the Upazila level

The 8th Five Year Plan (2020-2025), among other things, suggests that "As per the provisions of the Local Government Acts, each tier of the LGIs is mandated to prepare annual and/or multi-year development plans, to which the allocation of budgets should be well linked. Predictability of the amount and timing of the transfer of Annual Development Programme (ADP) grants will be improved, considering the due process of preparing annual budgets. In light of ensuring the right to information as well as its disclosure, the preparation, execution and reporting of Annual Development Plans/Budgets will be undertaken through a more transparent and accountable process for the respective citizens. For the Upazila Parishads, adequate coordination with Transferred Line Departments will be prioritized as it is essential for preparing comprehensive development plans" (Chapter 7, P.452)

The Guidelines for Development Planning and Implementation, Memo No. 46.046.006.00.00.001.2012-1057 dated 2nd November 2014, issued by the Local Government Division (LGD) provides the overall framework for the preparation of the FYP at the Upazila level. Some other key guidance includes:

MDGs/SDGs linkages: the development plans at the Upazila level can contribute to the achievement of the national targets. Section 11 of the Guidelines suggests to set the targets for 2015 in line with the Millennium Development Goals (MDGs), which have been replaced in December 2015 by the Sustainable Development Goals (SDGs). It is expected that Upazila Parishads set their priorities and targets of the FYP in line with the SDGs. The Planning Commission has also established the Monitoring and

Evaluation Framework of SDGs: Bangladesh Perspective in March 2018.

- **Consistency of plans at the different LGI levels**: Section 16 of the Guidelines also states that by reflecting the goals, objectives and strategies of national planning, local institutions, the Ministry of Planning and Local Government Division shall complete administrative arrangements for overseeing the local planning so that all LGIs can ensure such plan including Upazila Parishads.

- **Inclusive and participatory planning**: with regard to the public consultations on the plans, Section 12 of the Guidelines envisages that the Upazila Parishad shall arrange for a substantive discussion among the citizens and ensure people's participation during the illustration/deliberations on "Vision-2021" in the discussion meetings. Union Parishad, Paurashava, local non-governmental organizations (NGOs), civil society organizations (CSOs), cooperatives, the private sector, professional communities and also the common people can be included in the discussion. See **Figure 4** for reference. These discussions will be recorded for future use as input in the next planning exercise.

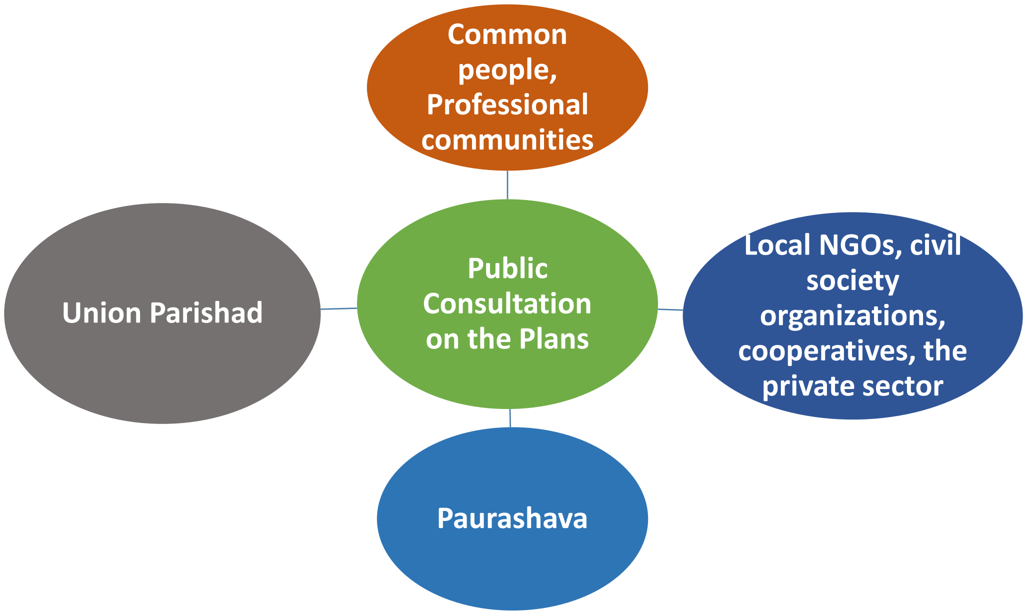

Figure 4: Inclusive and participatory planning

2.4. Institutional framework for development planning cycle at Upazila level

As stated in Section One, good development planning is not a one-time exercise. Rather, it is about the management of an entire development planning cycle. Therefore, it is indispensable to have a solid institutional framework. The following are the key institutional mechanisms recommended to manage the development planning cycle at the Upazila level:

(1) Upazila Parishad

Upazila Parishad Act 1998 (amended 2009, 2011 and 2015) provides the Upazila Parishad with the full responsibility to formulate and implement its development plans. The Upazila

Parishad is the final decision-making body for its development plans. It is therefore mandatory for all Upazila Parishads to prepare their own FYPs and APs. In preparing FYPs and APs, it is important for Upazila Parishads to ensure inclusive and participatory processes and seek opinions and views of the wider stakeholders and development partners[3].

(2) Upazila Committees

Upazila Parishad Act 1998 (amended 2009, 2011 and 2015) also states that 17 Upazila (Standing) Committees shall be established to ensure sectoral development and coordination at the Upazila level. However, in most Upazilas these committees were established but not made fully functional as yet.

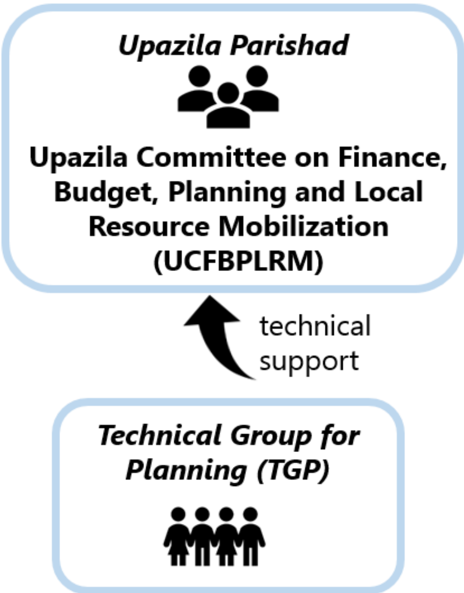

In order to effectively manage the development planning cycle, it is important to revitalize the Upazila Committees. These are the statutory committees at the Upazila level, which can play critical roles in coordinating development activities and schemes in respective sectors and sharing the critical information amongst them. In particular, the **Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization (UCFBPLRM)** has the prime responsibility to lead the management of this development planning cycle (i.e. formulation, implementation, M&E, reporting of the development plans) in close collaboration with the Upazila Parishad and TLDs.

(3) Technical Group for Planning (TGP)

The current Guideline for Upazila Development Planning recommends the creation of a Technical Group for Planning (TGP) which will assist UCFBPLRM and Upazila Parishad in managing the development planning cycle at the Upazila level on a regular basis. This is a technical (informal) group, consisting of 5-8 members, headed by the Upazila Nirbahi Officer (UNO). It is suggested that 3-6 members may be selected from TLDs (e.g. Upazila Engineer) and 1-2 members from the NGOs and/or private sector. Recommended members and terms of reference of the TGP is shown in Reference 2 below:

(4) Project Selection Committee (PSC)

Based on the goals, objectives set in the development plans (e.g. AP) and considering the availability of resources (i.e. AP estimated budget for the year), it is the responsibility of

[3]UpazilaParishad Act 1998 (amended 2009, 2011 and 2015), Section 42 (1)

the Project Selection Committee (PSC)[4]to select the projects and schemes to be funded under the AP. The project proposals are expected to be collected from the Unions, the Paurashava and other relevant stakeholders. The AP should contain the list of those projects selected by the PSC and approved by the Upazila Parishad. It can include the list of the pipeline projects in the AP, which can be funded only in case additional resources are available in a given year.

(5) Transferred Line Departments (TLDs)

In accordance with the Upazila Act, the TLD officers shall be part of the Upazila Parishad for providing their respective sectoral services to the citizens within the Upazilas. Being stationed at the regional and field offices, those TLD officers shall be responsible for gathering sectoral socioeconomic and demographic data, information about development needs and challenges in the communities at the Upazila level and information regarding ongoing planned development initiatives in the Upazila by other entities(e.g. national government's projects being directly implemented by Ministries or projects being implemented by the member of parliament/NGOs/the private sector/Unions' ADPs, etc.).Given this, the officers of the transferred line departments are best positioned to undertake a situation analysis of their respective sectors.

In preparation of the FYP/AP, it is vital for the Upazila Parishad to have a comprehensive overview of development needs and challenges. For this reason, TLD officers are expected to take a lead role in undertaking situation analysis. Given the development needs and challenges exist in the Upazila, the Upazila Parishad ultimately determines where the priorities shall be given in their FYP/AP.

[4]Guidelines for UpazilaParishad Development Fund Utilization, 10 November 2014. LGD, Government of Bangladesh

Chapter Three: Formulation of Five-Year Plan (FYP)

3.1. Background

Five-Year Plan (FYP) is a comprehensive document containing a medium-term development policy and strategy of the Upazila. It presents a set of priorities of a given Upazila with its vision, FYP goals, and expected outcomes with measurable indicators. The set of priorities need to reflect the views and desires of the people of the Upazila at large. In accordance with the timelines set-forth, Upazila Parishads are expected to formulate the FYP by devising clear accountability and transparency mechanisms with a view to ensure that the contents of FYP are shared with the people in the Upazila and its status is periodically reported to them.

The FYP is to be generally aligned with the Upazila election cycle.[5] For the elected officials of the Upazila Parishad, the FYP is an important instrument to realize the expectations of their constituencies during their terms by demonstrating development plans and strategy to address the local needs of the people in the Upazila.

Being the principal document concerning Upazila's development for a given five-year period, the FYP shall be an integrated, comprehensive and self-explanatory document for all stakeholders. It shall be constantly referred to during the given period. In addition, it shall serve as the basis for formulating an annual plan (AP) each year during the period.

3.2. The key steps for the formulation of FYP

FYP formulation follows the key steps described in **Figure 5**.

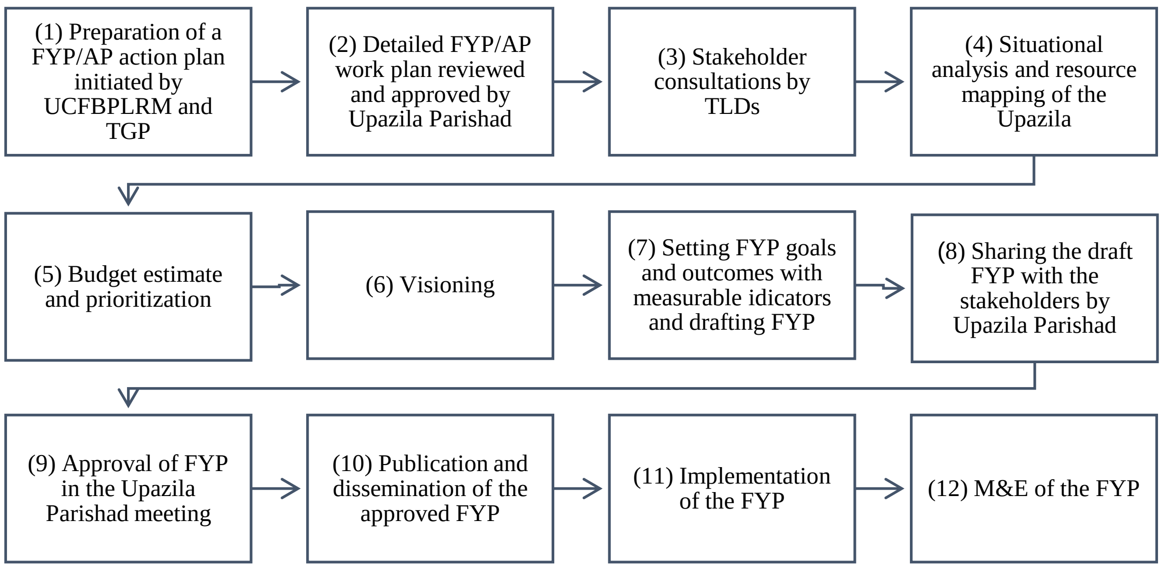

Figure 5: Planning Steps for FYP Formulation

[5]Upazila elections usually take place in phases between March and June every five years. Thus, it is not feasible to embark on the preparation of the FYP prior to taking of offices by the elected representatives, especially the Upazila Parishad Chairmen. Thus, it is expected that the preparation of the FYP/AP shall begin in June/July for the election year.

More detailed actions to be taken at each step are described as follows.

(1) Preparation of the FYP action plan initiated by the Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization (UCFBPLRM)and the Technical Group for Planning (TGP)

The Upazila Parishad will begin its work in March to formulate a Five-Year Plan. The Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization will lead the task. If this committee is not effective, it is important to revitalize it. TGP is an informal technical team, which will provide technical support to this committee. As stated earlier, the Upazila Parishad will select TGP members on the basis of their skills and knowledge and experience in development. The Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization will meet and discuss how to proceed with the development of a five-year plan and an annual development plan as per the Guidelines of Development Plan.

(2) Detailed FYP/AP work plan reviewed and approved by the Upazila Parishad in its meeting

After the preparation of the draft work plan for the formulation of the FYP and the AP by the Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization, Upazila Parishad will review and make a decision on the work plan at a Upazila Parishad meeting. In this process, the Upazila Parishad may invite opinions from the concerned Union Parishads, Paurashavas, NGOs, professional groups and informed general citizens. The opinions of these stakeholders will be recorded and preserved by the Upazila Parishad[6].

The Upazila Parishad discusses the process of preparation of the FYP as well as the time required for each step, and assign responsibilities to each stakeholder for the preparation of the FYP. It is also important for the Upazila Parishad to approve a certain budget for financing the FYP and AP cycle (formulating, implementing and monitoring and evaluation). The budget should include, among other things, the operational costs such as organizing stakeholder meetings, publishing the FYP and the AP, etc. The estimated budget can be prepared by the UCFBPLRM with the help of TGP for the approval by the Upazila Parishad.

Table 1exhibits the suggested format for the planning process to be followed while preparing the FYP.

Table 1: Work Plan for FYP Formulation

[6] Section 12, the Guidelines for Preparation of Development Plan and Implementation, Memo No. 1057, 2 November 2014

FYP Preparation Tasks	Responsible Person	Timeline	Remarks
Preparation of a FYP/AP action plan	UCFBPLRM with TGP	August	Within a month after the Upazila Parishad is formed after the election
Decision making on the action plan and tasks by Upazila Parishad	Upazila Parishad	August	First Upazila Parishad meeting
Stakeholders consultations	Upazila Committees/ TLDs and Pourashava and Unions	August	Discussions via TLDs/ Upazila Committees
Situation analysis of the Upazila Analysis and prioritization	Upazila Committees/ TLDs TGP/UCFBPLRM	September September	Socio-economic data and information gathering Compilation and recommendation
Mapping of development resource and activities	TGP with TLDs, Unions, Pourashava, NGOs/CSOs	September	TLDs consult with the line ministries of the GoB. TGP gathers relevant information from other sources
Visioning exercise	Upazila Parishad with Upazila Committee and support from TGP	September	Discussions, analysis and decision making
Setting FYP goals and outcomes and drafting a FYP	UCFBPLRM with TGP support	September	Discussions, analysis, decision making and drafting
Sharing the draft FYP with stakeholders	Upazila Parishad with UCFBPLRM support	September	Ensuring inclusive and participatory consultations
Approval of the FYP by Upazila Parishad	Upazila Parishad	October	Decision making
Publication and dissemination of the FYP	Upazila Parishad with UCFBPLRM and TGP	October	Reporting to LGD, DDLG and the people in Upazila
Implementation of the FYP	TLDs and other implementing agencies	Continuous	
M&E of the FYP	UCFBPLRM and TGP	Continuous	Annual monitoring and revision as needed

*Given the fact that Upazila elections end in June/July every 5 years, the timing of FYP formulation starts in August.

(3) Stakeholder consultations by transferred line departments (TLDs)

As mentioned in Table 1 above, the transferred line department's (TLDs) officers are responsible for collecting socio-economic data and information, and also for making a need assessment at the Union level throughout a year. In this regard, it is suggested that they

would collect grass-root level information about people's needs from the Ward Shava and UDCC meetings held at the Union Parishad. If required, the TLDs can also arrange consultations with communities, NGOs, CBOs, CSOs and private sector entities to identify sectoral needs. This facilitates the participatory planning process at the Upazila level, and in this way the real needs and priorities of the local people can be identified and also be incorporated into the FYP. In this regard, UDCC can be a good forum to gather consolidated opinions of various stakeholders at the union level. Similarly, the TLDs officers shall gather Union level socio-economic data and information and keep them updated throughout the year.

For the formulation of FYP, the TLDs shall review and analyze those collected data and information in the month of August (e.g. socio-economic data, demographic data, SDGs data, needs assessments, etc.) by using the Format 1 (see the Annexes).

(4) Situation Analysis and resource mapping of Upazila by TLDs and Upazila Committees

Situational analysis requires collection of accurate **demographic and socio-economic data and information** as well as **a proper needs assessment** of the citizens residing within the territorial boundary of the Upazila Parishad. Such data and information are expected to be available at the Transferred Line Departments (TLDs)[7] and Union Parishads (e.g. Ward Shava, Union Development Coordination Committee - UDCC) and Paurashava (e.g. Ward Level Coordination Committee-WLCC, Town Level Coordination Committee - TLCC). Thus, it is recommended that the TLDs shall be responsible for gathering those socio-economic data and information and updating them in close coordination and collaboration with Union Parishads and Paurashava. It is recommended that some updated data may be available at the Bangladesh Bureau of Statistics (some data can be collected on line from the BBS webpage). It is important to collect those data especially the ones relating to key **Sustainable Development Goals (SDGs)** indicators (see **Reference 4: SDGs**) which the Government of Bangladesh identifies as critical in pursuit of achieving the Vision 2030 as well as the goals of the 8th Five Year Plan.

Reference 4: Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs are intergovernmental set of aspirational goals adopted at the United Nations in September 2015. 17 goals with 169 targets are to be achieved by 2030. The 17 goals cover the following areas.

1) Poverty	6) Water	11) Habitation	16) Institutions
2) Food	7) Energy	12) Consumption	17) Sustainability
3) Health	8) Economy	13) Climate	
4) Education	9) Infrastructure	14) Marine-ecosystems	
5) Women	10) Inequality	15) Ecosystems	

[7]Transferred Line Departments (TLDs) are the local field offices of the central ministries and Divisions in the UpazilaParishad.

Consultations can also be made with NGOs/CSOs, private sector and general public. This exercise must be done throughout the year and this is how the information can be always kept updated. **Format 1** (see in the annex of the Manual) is to be used for basic demographic, infrastructure and socio-economic data and information.

Resource mapping is a very important exercise for the Upazila Parishad to undertake in formulating a FYP and an AP, especially in view that the development resources (budget) directly managed by the Upazila Parishad are only 5-7% of the total development funds being spent for the development initiatives being implemented within the Upazila in any given year. Without understanding of what other development activities are or will be taking place within the Upazila, the Upazila Parishad will not be able to formulate a comprehensive FYP or determine an efficient use of its limited resources at its disposal for development initiatives in the Upazila.

In this exercise TLDs officers can play an important role by gathering necessary financial information and data from different sources. These sources include the development activities in a year funded under: 1) annual development programmes (ADP) for the Upazila; 2) special programme grant; 3) locally mobilized resources; 4) the national development plan, managed by the central ministries/divisions and implemented by central ministries and/or the TLDs; 5) the Local Government Institutions (LGIs – Unions and Paurashava); 6) the member of the Parliament (MP); 7) NGOs; and 8) private entities at the Upazila. Among those, the information from the Central Ministries and Departments is most critical. For this reason, the TLDs shall closely keep in touch with the central Ministries and Divisions and their district level offices to have necessary information and data regarding what development activities are and will be undertaken in the Upazila and their budget estimate(s) throughout the year.

Upazilas shall map all the resources available for development activities in their own Upazilas. All types of resources available to fund projects/schemes within the Upazila need to be captured in the resource mapping for the FYP formulation. They include the funds from TLDs, LGIs, NGOs and even private entities for maintaining a greater level of harmony in local development initiatives.

Table 2 summarizes the total resources available for development activities from the different sources at the Upazila level.

Table 2: Resources available for development activities at the Upazila from different sources

Projects funded by the National Plan	Projects funded by LGIs	Priority projects funded by the MP	Initiatives funded by private sector	Other Projects
National Projects at Upazila	Projects of Upazila Parishad	Projects of MP	Industrial / Commercial Projects	Projects of NGO
District level projects the	Projects of Zila Parishad			

Upazila			Banking / Loan Programmes	Projects of CSO
Union level projects within the Upazila	Projects of Paurashava			
	Projects of Union Parishad			

Source: Guidelines for Upazila Integrated Development Planning, LGD, 2021.

By establishing better coordination and collaboration with the TLDs and Union Parishads, Upazila Parishads must consider the best use of available resources in order to achieve the vision and development priorities sectors for FYP. Upazila Parishads have the direct control of the Annual Development Programme (ADP) and the locally mobilized resources for development activities. By having a clear knowledge about all the resources available for development activities to be implemented within the Upazila, each Upazila Parishad will be in a position to create synergy and complementarity with other development efforts and also to avoid duplications among the development activities. Thus, Upazila Parishad should aim for the best use of the development funds set aside for its FYP and which will eventually ensure achievement of maximum outcomes (results) and impacts for a Upazila Parishad.

The TLD officers in collaboration with TGP will undertake the resource mapping and gather information from different sources by using the **Format 2**.

A **situation analysis** entails a “snapshot of the existing ground realities”. Such analysis involves gathering, analyzing, and synthesizing data to make decisions along the lines of the strategic objectives using the available resources. Situation analysis refers to the analysis of the internal and external factors that affect the lives and livelihoods of people living in the Upazilas.

In analyzing data and information in a comprehensive manner, consultations involve but not limited to Upazilas’ key development potentials, opportunities, constraints and challenges and also identification of key development priorities. It is also important to learn the lessons from the past experiences (e.g. from the past APs and FYP). What has been achieved and not been achieved and why? What development initiatives have worked and what have not worked? What approaches need to be strengthened or be suspended? Upazilas shall draw lessons from the past development activities to use for future planning.

The UCFBPLRM with support from the TGP, is expected to assist the Upazila Parishad in undertaking the situation analysis. In order to analyze the existing situation in the Upazilas, the following questions need to be considered.

A) What is the existing situation in Upazila? (including development needs, existing and emerging problems in the sectors)
B) How the situation may evolve over the next five years? (e.g. getting better or worse)
C) Given the circumstances, what would be possible actions which Upazila could take to address those development challenges and/or emerging problems? (e.g. possible

projects/interventions in which sectors)

D) How much resources would be required to implement the projects in those areas? Are there any ongoing/future projects addressing the same challenges/problems within the boundary of Upazila? How could they complement each other to overcome those challenges/problems?

For implementing situation analysis at the Upazila level, TLD officers undertake sectoral analysis by using the Format 2. It is recommended that the Upazila will follow steps mentioned in the Format 2. Please see below the sample situation analysis on the education sector:

(1) Each TLD officer determines 1-2 key problems (challenges) affecting most the development in the Upazila.

(2) The TLD officer describes:

a) Nature of the problem: Please provide some details of the problem which the community have and the reasons why. Please avoid using a description of "the lack of ….".

b) Specific locations and area: Please specify the location(s) e.g. name of Unions and/or communities.

c) Magnitude of effects: Please indicate # of people/communities affected by the problem.

d) Reasons which are causing the problem ⑤ Please analyze and specify the reasons/factors contributing to the problems. Usually reasons are multiple and complex.

(3) Against this problem, the TLD officer identifies what projects/schemes are ongoing and/or planned by Government, NGOs or by other entities from the information in the resource mapping list.⑥ Please list the activities addressing each reason ⑤ before.

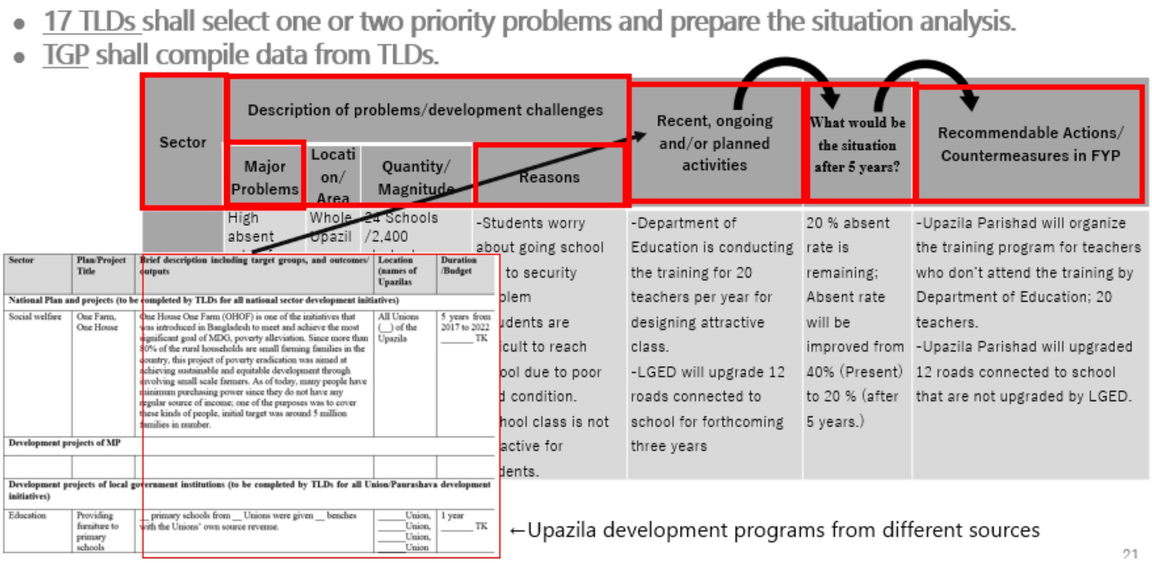

(4) Taking into account of all ongoing and/or planned projects/schemes, the TLD officer determines if the said problem can be overcome in 5 years.

(5) The TLD officer also determines if any remaining problem to be addressed by additional

action. 8If the problem can be resolved by the ongoing and planned project, no action is needed and thus this is not a priority for the FYP. If remaining actions required to overcome the problem, the TLD officer recommends the actions needed to be undertaken (i.e. they are potential programmes to be funded under the FYP).

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
Sector	Description of problems/development challenges				Recent, ongoing and/or planned activities of Govt and NGOs (based on resource mapping	Remaining problem to be addressed if no additional action is undertaken in 5 years	Recommendable Actions/ Counter Measures
	Problem	Location/ Area	Quantity/ Magnitude	Reasons			
Education	Numbers of students are reducing in the schools	Whole Upazila (14 Unions)	120 primary schools in 14 Unions and 1 Paurashava	a) involvement of children in IGAs; b) security problem; c) less interest in children education; d) insufficient access roads to schools; e) insufficient infrastructure.	a) no project; b) no project; c) awareness programs by UGDP; d) no project; e) School construction project building new school building and rooms every year	Attendance of students will still remain below 70%.	a) parents' meeting be held; b) patrol duty by policy be increased; c) awareness program be organized; d) access roads be improved / constructed; e) eco-friendly new buildings be renovated/built and equipment be purchased. Purchased; f) qualified teachers be recruited.

Based on the situation analysis, Upazilas are expected to set a vision, prioritize sector goals and expected outcomes with measurable indictors for the next FYP. It also helps to identify the sectoral development needs and challenges, possible interventions and potential impacts. The process of situational analysis consists of consultations and data collections.

In the situational analysis for the FYP, the focus shall be given more to the priority sectors rather than the priority projects. The FYP is a medium-term plan for development where Upazila needs to identify the priority areas and/or sectors for development (not more than 5 sectors) in the next five years in accordance with the situational analysis on the Upazila. In the AP, on the other hand, Upazila shall identify more specific projects/interventions to address those development challenges.

For estimating the development resource for FYP and AP, "**a summary of the development resources (Table 3)**" below can be used for the financial projection for the preparation of the FYP.

Table 3: A summary of development resources for development plans at Upazila level.

	Funding Sources	Annual Average Allocations	Five Year Projections (annual allocation x 5)
1	Annual Development Programme (ADP) Grant		**Amount A**
2	Special Programme Grant		**Amount B**

3	Resources locally mobilized	**Amount C**
4	Resources funded by national development plan in Upazila	Amount D
5	Resources funded by Union/Paurashava development plans	Amount E
6	Member of Parliament's projects in Upazila	Amount F
7	NGO/CSO projects	Amount G
8	Private sector projects	Amount H

It is to be noted that amounts A, B, and C in Table 3 above are under the direct control of the Upazila Parishad for financing the projects/schemes for the FYP and the AP. In case Upazila Parishad could not obtain the resource mapping for a period of five years, it can multiply the current annual estimate by 5 to have a projection about the five-year budget.

For maximizing the development results and effective utilization of limited development resources at the Upazila level, Upazila Parishad shall ensure effective coordination and collaboration with Unions, Paurashava and TLDs to create complementarity and synergy among different projects/schemes being implemented within the Upazila, which are financed by other sources of funds (Amount D, E, F, G and H). Having a good resource mapping, the Upazila Parishad will be able to avoid duplications of the use of the development resources and identify the resource gaps in key development sectors. Thereby Upazila Parishads may decide to focus on which sectors they are going to focus on and which should be their priority areas for funding under the FYP. It may also consider funding of inter-Union development initiatives which cannot be funded by one single Union.

Sector	Plan/Project Title	Brief description including target groups, and outcomes/ outputs	Location (name of Upazilas)	Duration /Budget/Year
National Plan and projects (to be completed by TLDs for all national sector development initiatives)				
Social welfare	Amar Gram, Amar Shohar (My Village, My Town)	'Amar Gram, Amar Shohar' is a LGD supported project of the government. The aim of the project is to develop every village where they will enjoy all facilities to have a decent life. Under the project government would create the civic amenities of urban areas for rural people, which would include access to electricity, expansion of trade and business, development of all modes of communication, planned housing and sewerage system, pure drinking water, healthcare facilities and coverage of Internet and	15 Pilot villages from 8 Division	Project initial budget: 150 Core taka Duration: 2020-2025

Sector	Plan/Project Title	Brief description including target groups, and outcomes/ outputs	Location (name of Upazilas)	Duration /Budget/Year
		technology-based communication. This project will be piloted in 15 model villages of 8 Divisions of the country and the LGED will be responsible for the implementation of the project.		
Development projects of MP				
Development projects of local government institutions (to be completed by TLDs for all Union/Paurashava development initiatives)				
Education	Providing furniture to primary schools	200 primary schools from 10 Unions are given 6,000 benches with the Unions' own source revenue.	10 Unions	1 year /9,000,000 TK
Projects of NGOs and CSO				
Social welfare	Tailoring training for women	80 women from 10 Unions under the Upazila, would be given special tailoring training each year by Rupantor- a national NGO	All Unions under the Upazila	3 years/ _ _ -_ Taka
Industry/trade entrepreneurship				
Industry	Plastic bucket factory	This is a project of Gazi Group of companies in which 100 local people have found employment	1 Union	---
Other projects/Development programme				
Health	Hand wash training for school children	UNICEF support programme meant for all the students of the primary school and managed through SMCs and the purpose is to teach the children about the health and hygiene and to build wash blocks for 200 primary schools	10 Unions	2 Years 3,000,000 TK

For the situation analysis, Upazila Parishad can use **Format 3: FYP format for situational analysis** to make analysis and set priority among different development challenges (problems) and activities. **Format 2: FYP Upazila development initiatives from different sources** can be used for resource mapping.

(5) Budget estimate and prioritization

With regard to the budget estimate for the FYP, often it is difficult to obtain the exact figure of development resources for multiple years (5 years).In such a situation, the FYP may include the projections (estimates) based on the estimated budget for the current year (use the **Format 4**) multiply by 5.

In order to estimate the budget for the year, **Format 4** can be used for the financial projection. As mentioned earlier, estimated budget for the current year multiply by 5.

Format 4: A Summary of the Budget

Particulars		Actual of previous year	Budget or revised budget for current year	Budget for next year
Part 1	Revenue account/ Receipt			
	Revenue			
	Total Income			
	Expenditure from revenue account			
	Revenue surplus / deficit (A)			
Part 2	Development Account			Amount X
	Other grants and contribution			Amount Y
	Total (B)			
	Total resources available (A+B)			
	Expenditure from development account			
	Total budget surplus / deficit			
	Carry over (1 July)			Amount Z
	Closing balance			

In **Format 4**, a total of **Amount X (ADP funds) and Amount Y (other development funds like UGDP funds)** will be the estimated budget for the development activities of the given year. **Amount Z (revenue surplus – carried over from the previous year)** can be calculated based on the actual budget of the year minus the expected expenditures of the year. **Amount X** can be the same ADP amount of current year[8].They (total amount of X, Y, and Z) are the total available resources directly under the control of the Upazila Parishad for funding in a given year. For FYP, the Upazila will multiply the estimated budget for a year times 5 (X amount x 5 = total estimated resources available for 5 years) to have the estimated budget for FYP.

The development resources directly under the control of Upazila Parishad are limited, comparing to the total development resources spent in the Upazila for development initiatives. They are estimated at 5-7% of the total development funds spent in the Upazila. Given the scarce resources, Upazila Parishad shall **determine the best use of such resources so that they can maximize the results**.

By reviewing the outcomes of the situation analysis in all different sectors by the TLDs, the Upazila Parishad shall determine which areas (sectors) the Upazila should determine as the priority (focused) areas for development for the next five years. The Upazila Parishad must also determine the amount of financial resources available at the Upazila for the next

[8]The amount of ADP allocations for the Upazila Parishad may vary each year. For the purpose of determining the budget for the AP, it is suggested that the Upazila will use the same amount of the ADP given to the Upazila Parishad last year.

five years. With those two criteria, Upazila Parishad can decide the scope of the FYP and focused areas for development.

(6) Visioning

Each Upazila development plan should have a vision. Based on the situation analysis, Upazila Parishad sets its vision, sector goals and expected outcomes so as to address the development challenges in the next five years.

A vision is an important element of development planning. Planning is a process of taking stock of current problems and issues as well as future requirements and wants, and systematically identifying the most effective ways of resolving those issues and achieving the desired outcomes. A **vision** is a desired state or scenario of the Upazila and its people. It is the people's shared image of the Upazila's future and describes what the Upazila wants to become or where it wants to get to within a specific time period. Therefore, it serves as an inspiration and a guide for Upazila's course of action towards its future destination. In this context, an important question to be asked is "where do you want to see your Upazila in near future?"

Given the current situational analysis, a vision is an inspiring picture of the preferred future of the people in the Upazila. It usually reflects long term perspectives and serves as a foundation for development policy and strategic planning in the Upazila. It should be specific to each Upazila reflecting a comprehensive and multi-sectoral development aspirations based on the current situational analysis of Upazila. It can also be linked with the SGDs and the 8th Five Year Plan as Upazila's FYP is expected to contribute to the national development plans.

A good Upazila vision should ideally be a local level aspiration eventually contributing to the national vision such as "Vision 2041". It may have two major dimensions- in one hand it is expected to contribute to the government's agenda for national development and on the other hand, it is also expected to contribute to the development of the local area. The two dimensions of vision can also be described in the following manner:

1. "Outward-looking" component or the desired role of the Upazila or the best contribution it can make to the development of the nation. It means:
   - Identifying the wider region to which the Upazila will make a substantial contribution; and
   - Defining the desired role that the Upazila will play in that region both at present and in the future.

2. "Inward-looking" component meaning creating a desired environment within Upazila for its inhabitants where they can make a living in accordance with their expectations. It defines the desired conditions of the following:
   - Local population (social sector)
   - Local economy (economic sector)

- Natural environment (environment sector)
- Local building and construction (infrastructure sector)
- Local leadership/governance (institutional sector)

A vision must cover a fairly long-term perspective. Drafting a vision statement must be done at an early stage of the formulation of the FYP. It is also important for the citizens of the Upazila to have a "say" in setting the vision statement. The visioning exercise should be an inclusive and participatory process because it entails determining the desired future state or condition of the Upazila in which these people live and also make their living. Special attention should be given to involve various stakeholders representing the different development sectors and sub-sectors (social, economic, infrastructure, environment and institutional), and as many societal sectors (women, indigenous peoples, youth, business, academic, civil society organizations, religious, farmers, etc.) as possible.

A vision statement must be Upazila specific and this cannot be the same for all Upazilas. Some sample formats are given below:

Example 1

> *To promote sustainable development for citizens of the Upazila and their livelihoods by improving quality of education, health and sanitation, enhancing employments and productivities in agriculture and fishery and empowering women and girls.*

Example 2

> *To reduce poverty and promote employment opportunities and productivities in local industries in the Upazila by strengthening agriculture and fishery productions, improving food processing and marketing food products.*

(7) Setting FYP goals and outcomes with measurable indicators and drafting of FYP

FYP goals must be more specific objectives which are directly linked with the vision statement of the FYP. Each Upazila Parishad based on its`` situation analysis, sets its own FYP goals, which assert what the FYP will focus on and aim at in the next five years. Upazilas also determine the development of key sectors--which will contribute to the realization of the vision. The process for setting FYP goals should be inclusive and participatory for ensuring the ownership of the stakeholders.

In setting FYP goals, it is recommended that each Upazila should focus on 3-5 sectors only which the Upazila Parishad considers most important and priority sectors based on the Upazila's existing situation analysis. Given the limited resources available at the Upazila Parishad, the FYP goals should have specific focus and clear prioritization. From the priority sectors, the FYP goals shall be formulated in order to address the development challenges and issues which Upazila is facing.

For each FYP goal, desired **outcomes** must also be determined. Outcomes are the expected changes as a result of the current development initiatives over the next five years. All

development plans must be result-based. Therefore, the results (expected changes) must be **measurable with a set of indictors**. Upazila Parishad shall come up with concrete indicators to measure the outcomes (changes/results).

The Government of Bangladesh has set various socio-economic national targets in pursuit of SDGs and also the 8th Five Year Plan. The Local Government Institutions (LGIs) including Upazilas are required to follow these goals and targets based on their local needs and priorities and by using their readily available financial, technical, and human resources. Thus, Upazilas may choose some outcomes (targets) of SDGs[9], (which can be considered as Upazila's priorities) based on their situational analysis and these targets (outcomes) should ideally be measurable indicators against which the progress of the FYP can be assessed.

In the context of Bangladesh, it is important to note that the 8th Five Year Plan has been formulated already and thus the targets of the new FYP should be revised in accordance with the latest national targets and targets of SDGs.

No	FYP goals	Sector	Outcomes/Outputs	Measurable indicators
1	Improve access to primary education	Education	By 2024, communication facilities improved between the schools and villages	Maintenance of link roads in ___ UPs Maintenance of link bridges in ___ UPs
			By 2024, regular inspections to all the schools improved	Bi-monthly inspection of all primary schools of ___ Unions
2	Improve the communication for livelihoods and public services	Communication Education	By 2014, roads constructed connecting the residents of __ villages to nearby market facility	Construct ___roads connecting ____ villages Construct ___ bridges connecting ___ villages
			By 2024, communication facilities improved between the schools and villages	Maintenance of ___ link roads in ___ Unions Maintenance of link roads in ___ UPs

By setting vision statement, FYP goals, outcomes and measurable indictors, the Upazila Parishad focus on setting the priority and on the development activities and implementation modalities to be undertaken in the Upazila for the next five years. **Format 5** (See the Annexes) provides the standard process for setting the FYP goals, outcomes and indicators.

It is pertinent to mention that the activities related to setting vision statement, FYP goals, outcomes and indicators shall be led by the UCFBPLRM and TGP. It should be kept in mind that the process should be as inclusive and participatory as possible. At the end, they

[9]Please refer to the Monitoring and Evaluation Framework of SDGs: Bangladesh Perspective, published by the Planning Commission in March2018.

should be approved by the Upazila Parishad.

(8) Prioritization and development strategy

As mentioned already, based on the situation analysis, Upazilas shall formulate their visions, FYP goals, and expected outcomes with measurable indicators. They will also set the development priorities for the Upazila to address in the next five years.

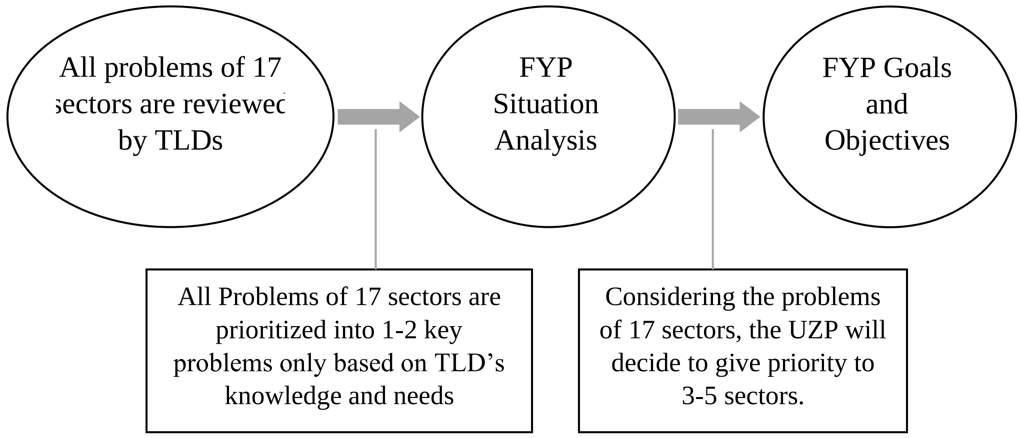

Such priorities provide the basis for making the **choices of Upazila's development strategy**. The development strategy is the medium-term policy direction which focuses on what development approach would be most effectively and efficiently realize the vision, FYP goals and expected outcomes (results). This will guide the prioritization as to what projects, schemes, or initiatives are to be funded by the AP during the period of five years to meet the FYP goals and outcomes.

Table 4 is an example (a hypothetical case) of the linkages of development planning and strategy (the situational analysis, settings of vision, sector goals, expected outcomes with measurable indicators and the development strategy) at the national and local levels.

Table 4: An example of the logical linkages of development planning and strategy

	Situation Analysis	Vision Setting	Sector Goals Setting	Outcomes Setting	Development Strategy
National	Widespread poverty and illiteracy, more than 50 percent people living below the poverty line, lack of access of common people to education and health, and unemployment, women are lagging behind men	Alleviating poverty and sustaining the economic growth with a view to become a middle-income country by 2021	Reducing the poverty by undertaking pro-poor development initiatives Enhance people's access to education Enhance people's access to health	Reduce poverty by 50 percent by 2021 Enhance the social safety net programmes by 20 percent in all the district Build at least 2 new primary schools in each year at each Upazila in Bangladesh and maintain the quality of education in the existing ones Provide district level	FYP Perspective Plan

	Situation Analysis	Vision Setting	Sector Goals Setting	Outcomes Setting	Development Strategy
			Create special employment opportunities for all, especially for women	training to all the personnel of the community clinics by 2021 Provide the Upazila Health Complex of the country with an ambulance by 2021 Enhance rural employment opportunities (farm and non-farm) by 50 percent within 2021.	
Local (Upazila)	More than 50 percent people live below the poverty line, low level of literacy, poor health care and primary education facilities, women's role in productive activities is minimal	Making an accountable and service oriented Upazila by 2021 through undertaking pro-poor development initiatives with a clear focus on increasing the access of poor and disadvantaged to education and primary health care services		Activate all the Upazila Committees by 2021 30 percent enhancement of Upazila wide pro-poor development scheme implementation Enhance the primary education enrolment by 90 percent within 2021 Ensure Upazila's poor people's access to primary health care (100 %) 2021	Inclusive FYPs with a clear focus on poverty alleviation, enhancement of pro-poor development initiatives Inclusive APs with a clear focus on poverty alleviation, employment, ensuring access to education and health

By analyzing what development initiatives undertaken in the Upazila based on the national development plan (via resource mapping), the Upazilas should try and make synergies and complementarity with such national plans in order to maximize the outcomes and the results. Adoption of such development strategies can help minimize or avoid the duplication of development efforts and thereby help saving scarce development resources.

In this step for development strategy, the Upazila Parishad can also determine how individual projects/activities can be implemented within the period of 5 years. For prioritization of the development schemes, the following criteria may be followed:

- Contribution of the proposed programmes to the achievements of the vision, sector goals and outcomes desired by the Upazila
- Response to emergency
- Relative benefits (multi-sectors, multi stakeholders, larger beneficiary coverage)
- Potential positive effects on the women, poor and other vulnerable groups
- Potential benefits to an extremely marginalized community
- Potential benefits to the Upazila at large
- Union wise priority schemes

- Sector wise priority such as education, sanitation, and health
- Projects for institutional capacity building
- Contribution to the achievements of SDGs
- Contribution to the environmental conservation
- Contribution to the goals of the national plans

In development strategy, special considerations should also be given to issues such as the gender, disability and other important social aspects of the beneficiaries. Possible impact on the environment, disaster risk reduction and climate change adaptation should also be given due considerations, as appropriate. Those strategies/programmes that are not feasible, not cost-effective, or lead to negative impacts on the environment or enhance future disaster risks or beyond the capacity of the Upazila Parishad to implement should be excluded from the FYP.

As APs are important building blocks for the Upazila Parishad to achieve the FYP goals and outcomes, it is also important for the Upazila Parishad to determine how to design and strategize the APs within the five-year period to realize the overall goals and outcomes of the FYP.

Figure 6 below illustrates an example as to how development initiatives in the priority sectors of the FYP could be implemented in each year in terms of AP and thus aim toachieve the goals and outcomes of the FYP.

Priority sectors identified for FYP	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Education					
Health and Sanitation					
Agriculture & Fishery					
Road constructions/repairs					

Figure 6: Illustration of the relationship between the FYP and the AP

Once the priority is set for the FYP, UCFBPLRM and the TGP shall prepare development strategy and compile a provisional list of development initiatives in accordance with the **Format 6** (please see the annex).

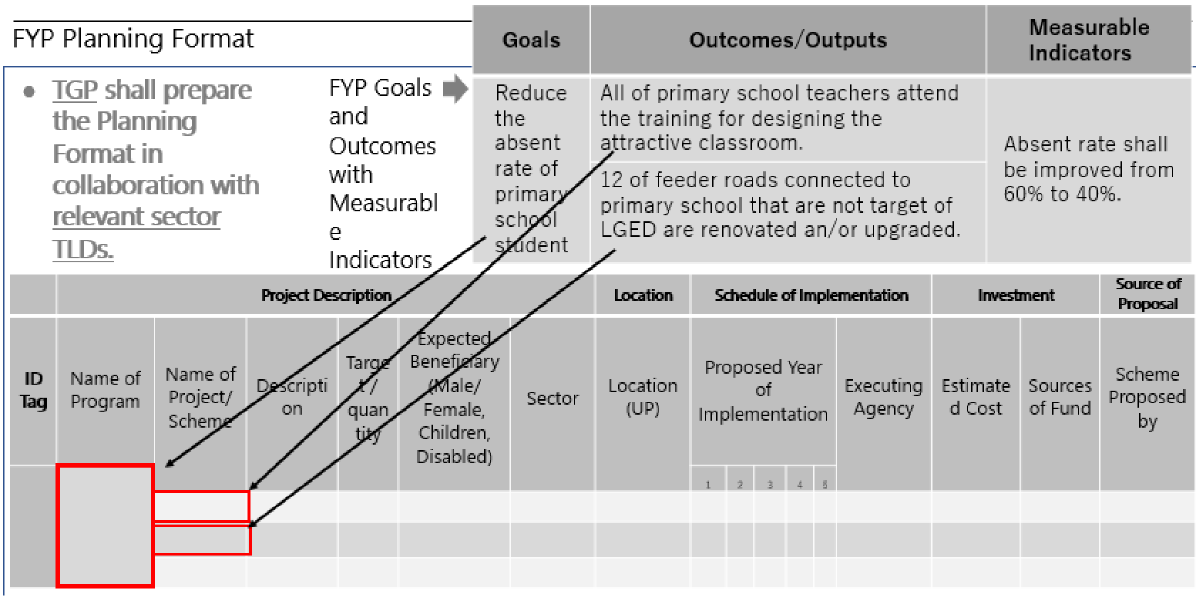

It is stated earlier that Five-Year Plan (FYP) is a comprehensive document showing a medium-term development policy and strategy of the Upazila in a period of five years. It presents the vision, FYP goals, and expected outcomes with measurable indicators. It also describes the institutional framework and procedures of the Upazila Parishad to formulate, implement and monitor and evaluate development initiatives in the Upazila.

The UCFBPLRM with support of the TGP will formulate a draft FYP and submit it to the Upazila Parishad for review.

While preparing the draft, it is recommended that the following FYP table of contentscan be used. It includes:

1. Cover page
2. Foreword
3. Map of the Upazila
4. Basic demographic and socio-economic data and information (Format 1)
5. Situation analysis (Format 3)
6. Budget summary (Format 4)
7. Key development activities implemented in the Upazila by each TLD (this is not compulsory but Upazila can include them)
8. Vision Statement
9. FYP Goals and Outcomes (Format 5)
10. FYP Planning Format (Format 6)
11. M&E plan
12. List of the members of UpazilaParishad, UCFBPLRM and TGP

The FYP must be self-explanatory document for all stakeholders and partners .Thus, it is utmost important that for each above heading between 4 and 10, good descriptions of the processes undertaken in each step and comprehensive explanations on the linkages and logical flows between the steps must be provided in the text of the FYP. This will enable any readers of the FYP to understand the development policy and strategy which the

Upazilais going to undertake. Especially key clarifications must be provided at each step asking the following questions:

- What has been decided (final decisions, conclusions, etc.) at the end of the step?
- Why and how the decisions were made (e.g. analysis, review, meeting, etc.)?
- With whom the decisions were made while having consultations (e.g. Unions, TLDs, CSOs/NGOs, people, etc.)?

(9) Sharing of draft FYP with the stakeholders by Upazila Parishad

Prior to a final approval of the FYP, the Upazila Parishad considers the draft FYP in a meeting then sends the draft out to the Member of Parliament (MP), Deputy Commissioner (DC), Deputy Director Local Government (DDLG), all Union Parishads, and Paurashava. A summary of the draft FYP is also expected to be put on in the notice board for public display and also in the website of the Upazila Parishad for public views and comments.

(10) Approval of the FYP in the Upazila Parishad's meeting

Having received the comments and feedback from the stakeholders Upazila Parishad is expected to consider those comments and then also try and incorporate those into the FYP if found important. Then the copy of the FYP will be placed to the Upazila Parishad for review and final approval in its meeting. The Upazila Parishad may invite representatives from different professional groups and informed citizens to this meeting.

(11) Publication and dissemination of the approved FYP

As part of its transparency and accountability, Upazila Parishad must establish a communication strategy for public relations. After having the FYP approved, the Upazila Parishad shall ensurethe wider dissemination of the FYP. The Information Book of the Upazila may include the FYP, annual development plan and Annual Budget related information along with other information. It is also important for the Upazila Parishad to post an annual FYP monitoring report and the final accomplishment report in the website as well as the notice board of the Upazila Parishad for public view.

Once the FYP is approved, the Upazila Parishad shall send the final copy of FYP to the MP, DC, DDLG and all Union Parishads, Paurashava, and all members of the Upazila Parishad. It will also put up a copy in the notice board of Upazila Parishad and other important offices, and post it on the websites of Upazila Parishad, and District Web portal for wider dissemination. A copy may also be shared with the local newspaper/journalists.

(12) Implementation and Monitoring and Evaluation (M&E) of the FYP

The Five-Year Plan (FYP) provides a basic medium-term framework for the development of the Upazila. As far as the implementation of FYP is concerned, all development activities of the Upazila are expected to be implemented in the form of the annual plan (AP) in conformance with the FYP. Monitoring of FYP is an important exercise which provides an

opportunity to the Upazila stakeholders to track the progress made over a period of time against the stated development goals.

It is to be noted that the **monitoring of FYP** is conducted **on an annual basis**. As for the institutional set-up for the monitoring, Upazila Parishad Chairman and Vice-Chairs are responsible for monitoring and supervision of the operations of the development activities, utilization of resources and their results. The UNO is responsible for providing support to the Upazila Parishad[10] for the execution of the development plans, and supervision and reporting on the progress. Upazila Nirbahi Officer reviews all project-related reports and monitoring visit reports of the Parishad members, and prepares a summary report to be presented in the Upazila Parishad meeting. UNO will also be responsible for the record-keeping of the project implementation-related documents.

As mentioned earlier, monitoring involves a regular collection and analysis of information to identify the progress and achievement of a plan against its goals and expected outcomes with measurable indicators. Monitoring of the FYP is done by the UCFBPLRM with the support from the TGP on an annual basis. FYP's M&E is expected to be result-based. The FYP's annual monitoring is done by consolidating the AP monitoring reports of the given year. In accordance with the contributions made towards the expected outcomes by the projects and schemes during the given year, the FYP's annual monitoring report will be prepared.

A FYP monitoring report will be reviewed at the Upazila Parishad meeting every year. The FYP monitoring report will then be submitted to the DC office as well as the DDLG office as part of accountability and transparency. The status of FYP progress shall be posted in the website of Upazila for public display which will also help ensure transparency and accountability.

Format 7 shall be used for annual monitoring of FYP.

[10] Charter of Duties of the officials of the transferred departments, Circular no: 1422, Dated 17-06-2014

Format 7: FYP Annual Monitoring Report

<table>
<tr><th>No.</th><th>FYP Goals</th><th>Outcomes / Outputs</th><th>Measurable indicators</th><th>Achievements to date (%) of the targets achieved)</th><th>Resources (%)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Improve infrastructure in the rural communities</td><td>Citizens' access to livelihoods and public services improved</td><td>__ Km of the roads
__ bridges</td><td>2019: 15%
2020: 20%
2021: __%
2022: __%
2023: __%</td><td>2019: 15%
2020: 22%
2021: __%
2022: __%
2023: __%</td></tr>
<tr><td colspan="6">Any issues to be highlighted during the period:
• For the year 1, due to the delayed formulation of the FYP and the AP, Upazila Parishad was not able to implement the AP project in full. Upazila Parishad needs to catch up the implementation of the AP projects.
Important lessons learned:
• Due to some delay in receiving the first ADP installment, the implementation of the projects was also delayed. It is important that Upazila Parishad would approve the use of the revenue surplus to be utilized for financing some AP project at the beginning of the fiscal year.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reduce school dropout rate in secondary and</td><td>Food support provided to all students in lower income families</td><td>___ food support to _____ students</td><td>2019: 20%
2020: 23%
2021: __%</td><td>2019: 20%
2020: 23%
2021: __%</td></tr>
</table>

During the mid-term of a FYP (generally in Year 3), a **mid-term evaluation** will take place to determine the progress and based on the review, if required, the Upazila Parishad may consider revising the FYP to capture the situation on the ground better and also the needs of local people of an Upazila at a given time.

The review points may include the following:

- Progress and prospects for the implementation;
- Results and benefits of implemented schemes/projects;
- Delay of the progress and its reasons;
- Changes in situation, needs or priorities of the local people;
- Urgent needs, such as disasters, accidents and others;
- Availability of local resources to address the present needs and priorities; and
- Plans, development projects, technical assistance projects newly or to-be-implemented in the near future.

If the majority of the Upazila Parishad members decide to revise the FYP, the same principles ideally are to be followed as followed during the time of formulation of FYP. However, the process can be simplified taking into consideration importance of the suggested revisions. If the FYP is revised, the annual development plan and budget also need to be revised accordingly.

At the end of the implementation of FYP, a **final evaluation** will take place to examine if expected outcomes (changes) have been achieved and what lessons can be drawn in preparing the next FYP. The final evaluation should be undertaken by a third party

contracted to determine if the expected outcomes and the concrete indicators have been attained as planned. If not, what are the attributions? It also examines the lessons learnt (e.g. what worked and what did not work well in terms of the management of the FYP cycle (e.g. formulation, implementation, M&E), processes (e.g. situation analysis, resource mapping, prioritization, etc.) and institutional framework. All these exercises will help the Upazila Parishad to improve the processes as well as the quality of the development programme cycle in future.

3.3. Timeline for the FYP cycle

The FYP is usually coherent with the Upazila's local election cycle. The timeframe may be determined based on the priority of needs, availability of resources, or logical sequence of actions to be taken within the next 5 years. It should also encompass a realistic timeframe for the implementation of the APs (projects/schemes).

A standard timeline of the FYP is presented in **Table 5** below. The plan is ideally expected to be approved in June, i.e. before the beginning of the fiscal year. In each year, an annual review of the FYP should be carried out in April and therefore any revisions and updates can be made if necessary. Upazila Parishad's approval can be sought and obtained before June. The implementation of the FYP is expected to begin right after the approval of the plan by the Upazila Parishad. Mid-term review of the implementation of the FYP is scheduled to be performed in April of the Year 3. The preparation process of the next FYP is expected to be completed in March of the Year 5.

Table 5: Scheduling of FYP-Related Activities

Activity	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
FYP formulation	June-August	N/A	N/A	N/A	April
FYP approval	August	N/A	N/A	N/A	June
FYP implementation	August-June	July-June	July-June	July-June	July-June
Annual review	N/A	July	July	July	Final review (July)
Mid-term review	N/A	N/A	June	N/A	N/A
Approval of revised FYP	N/A	N/A	August	N/A	N/A
Evaluation & lessons learnt for the new FYP	N/A	N/A	N/A	N/A	April

Chapter Four: Formulation of Annual Plan (AP)

4.1. Background

Section 42 of the Upazila Parishad Act, 1998 (amended 2009, 2011 and 2015) has clearly envisaged that the Parishads are required to prepare both FYPs and also APs. Generally, UpazilaParishad shall determine the AP based on several conditions:

- The medium-term development planning and strategy defined in the FYP;
- Existing situations (e.g. emergency and/or urgency)
- The existing prioritized projects and schemes;
- Availability of financial resources;
- Technical capacity for the implementation of the projects.

As each AP within the period of the five years is **an important building block to realize the already determined goals of the medium-term development planning and strategy**, the AP must be linked with the FYP.

As for the contents, the AP and the FYP have some similar and/or same information (e.g. demographic and socio-economic data and information, situational analysis, etc.), which are important as the AP is part of the FYP. But that information should be included in the AP so that everyone can easily understand the nature of annual development plan of the Upazila by reading the AP (a self-explanatory document) without referring back to the FYP.

At the same time, the AP should contain some updated information and data for the year it is formulated for, and which are always relevant for local development activities. They include some emerging needs and responses (e.g. disaster responses including COVID-19 pandemic) and updated statistical data and information. Furthermore, it must contain the actual projects/schemes information to be funded by the AP (e.g. what projects/schemes the Upazila Parishad will implement in a given year, what targets will be achieved, and how project activities will be executed and managed). It also describes clear deliverables (outputs) and implementation strategies. So only the AP (not the FYP) contains the list of the projects to be funded by the AP and their project summaries.

The Upazila Parishad is primarily responsible for the formulation and implementation of the AP. The institutional framework for formulating the AP is just the same as the FYP. The UCFBPLRM is responsible for drafting the AP with technical support received from the TGP. The Project Selection Committee (PSC) is responsible for the selection of projects/schemes. The draft AP is supposed to be finally approved at the Upazila Parishad meeting.

According to the LGD Guidelines[11], the Upazila Parishad has to prepare the AP and FYP, and

[11] Section 3 of the Guidelines for Development planning and implementation, Memo No. 1057 dated 2nd November 2014

undertakes all development schemes/projects as per these plans.

The standard timeframe of the AP is same as the **fiscal year of Upazila starting from 1 July and ending on 30 June each calendar year**. Thus, AP preparation process must start in April every year. Every five years, the FYP shall be prepared so that the AP can be prepared right after the formulation of FYP.

4.2. The steps for the formulation of AP

While preparing the AP, UCFBPLRM and TGP shall prepare a work plan for the formulation of AP in the first instance. Table 6 illustrates the suggested format for the work plan for AP formulation. The work plan shall be approved by the Upazila Parishad.

Table 6: Work Plan for AP Formulation

AP Preparation Tasks	Responsible Person	Timeline	Remarks
Stakeholders' consultations	TLDs' officials with UPs (UDCC) and Paurashava (WLCC, TLCC)	Continuous	TLDs is responsible for determining the needs of the Upazila/Unions
Collection of data/information	Upazila Committees, UPs and TGP	Continuous	Upazila Committees, Unions continues to update and socio-economic data/information
Stakeholders' consultations	Upazila Committees/ TLDs and Paurashava and Unions	April	Discussions led by TLDs/ Upazila Committees
Situational analysis of the Upazila and prioritization	Upazila Committees/ TLDs and TGP	April/May	Socio-economic data and information gathering
Approval of the budget for AP cycle (formulation, implementation, M&E) Development resource and activities mapping	Upazila Parishad TGP with TLDs, Unions, Paurashava, NGOs/CSOs	April/May May	- UNO/Upazila Committee estimate a budget - TLDs consult with the line ministries of the GoB - TGP gathers other sources
Setting AP goals and outcomes and drafting a AP	UCFBPLRM with TGP support	June	Discussions, analysis, decision making and drafting
Sharing the draft AP with stakeholders	Upazila Parishad with UCFBPLRM support	June	Ensuring inclusive and participatory consultations
Approval of the AP by Upazila Parishad	Upazila Parishad	July	Decision making
Publication and dissemination of the AP	Upazila Parishad with UCFBPLRM and TGP	August	Reporting to LGD, DDLG and the people in Upazila
Implementation of the AP	TLDs and other implementing agencies	Continuous	

M&E of the AP	Upazila Parishad with UCFBPLRM and TGP	Continuous	Quarterly monitoring and reporting as needed

After having the work plan approved, the key steps for AP preparation will be followed. These are presented in below.

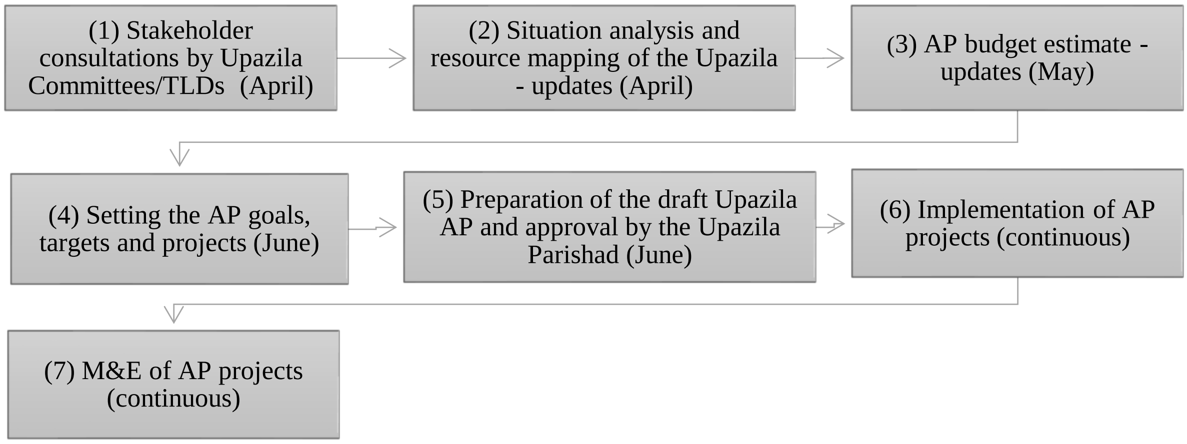

Figure 7: Key Steps for Preparing AP

More detailed actions to be undertaken are described as follows:

(1) Situation Analysis of the Upazila

A situation analysis entails a "snapshot of the existing ground realities". Such analysis involves gathering, analyzing, and synthesizing data to make decisions along the lines of the strategic objectives using the available resources. In every five years, Upazilas prepare the new FYP and also AP to begin the implementation of FYP. In such a case, Upazilas may use the FYP situational analysis for the AP.

For more detailed processes and requirements for situational analysis, please refer to **the Situational Analysis and Resource Mapping of Upazila, of Chapter 3: Formulation of Five-Year Plan (Page. 21 of the Manual)**.

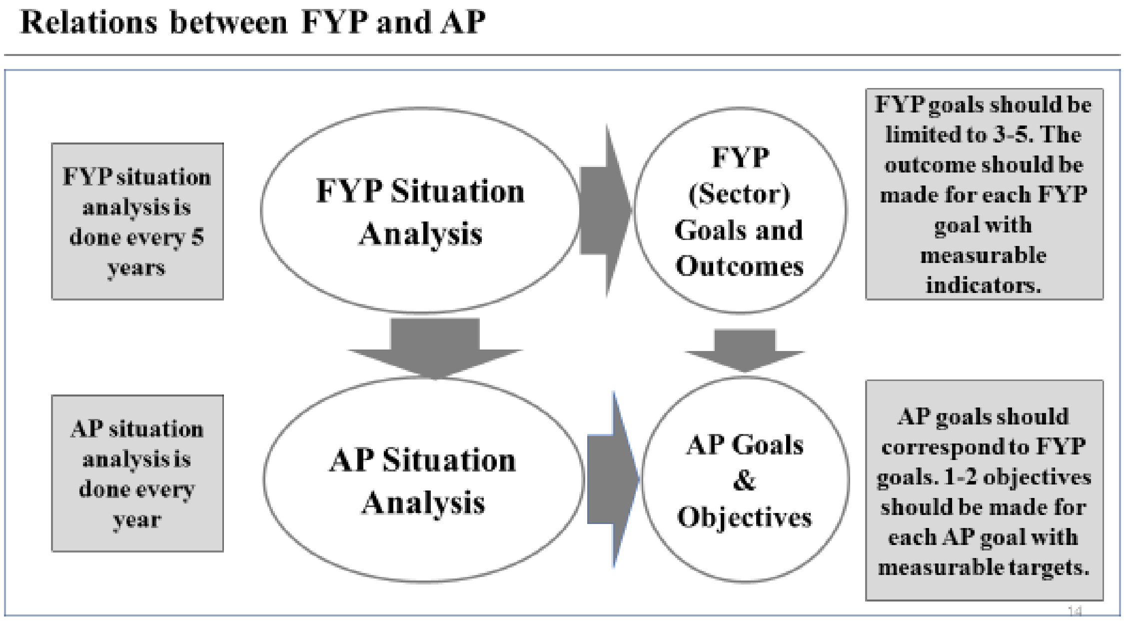

The UCFBPLRM with support received from the TGP, shall undertake situation analysis for the Upazila Parishad. To determine the current situation in the Upazila, the following questions may be asked:

A) What is the existing situation in Upazila? (including development needs and emerging problems in different sectors)
B) How the situation may look like after the implementation of AP in a given year or after five years? (e.g. getting better or worse)
C) Given the circumstances, what would be possible actions which Upazila may undertake to address those development challenges and/or emerging problems? (e.g. possible projects/interventions in which sectors)
D) How much resources would be required to implement the projects in those sectors? Are there ongoing/future projects addressing the same challenges/problems in the Upazila? If so, how could they complement each other to overcome those problems?

Those are the same key questions raised at the time of FYP formulation. If the situations remain unchanged, the same situational analysis as used in the FYP can be included in the AP. If there is any update or emerging issue, they can be added to the e AP's situation analysis.

Similarly, good situation analysis requires comprehensive **demographic and socio-economic data and information** as well as **needs assessment** of the citizens in the Upazila. Such data and information are available at the Transferred Line Departments (TLDs) and Union Parishads. Thus, it is recommended that the TLDs shall be responsible for gathering those socio-economic data and information and for making the needs assessments and updating them in close coordination with Union Parishads and Paurashava throughout the year. Formats 1 and 7 can be used for this purpose. Again, if there is any updated data and information for the year, UCFBPLRM must use the latest data and information in formulating the AP.

In formulating the AP, the estimation of the available budget of the year is extremely important as the AP would approve a number of the projects and schemes to be implemented in the Upazila for the year. In order to estimate the budget for the year, the following “A Summary of Budget” (**Table 7/ Format 4**) can be used for the financial projection while preparing the AP.

Table 7: A Summary of the Budget

Description		Previous year (Actual)	Budget for current year	Estimated Budget for the next year
Part 1	Revenue account/receipt			
	Revenue			
	Grant			
	Total income			
	Expenditure from revenue account			
	Revenue surplus / deficit (A)			
Part 2	Annual Development Programme (ADP) provided by the Government			**Amount D**
	Other grant and contribution			
	Total (B)			
	Total resources (A+B)			
	Expenditure from development account			
	Total budget surplus / deficit			
	Revenue carried over from the previous year			**Amount C**
	Closing balance			

In the **Table 7** above (**Format 4**), a total of **Amount C and Amount D** will be the estimated budget for the development activities of the given year. **Amount C** can be calculated based on the actual budget of the year minus the expected expenditures of the year. **Amount D** is the ADP amount of current year[12]. They are the total available resources directly under the control of the Upazila Parishad for funding in a given year.

The development resources directly under the control of Upazila Parishad are limited, comparing to the total development resources spent in the Upazila for development initiatives. They are estimated at 5-7% of the total development funds spent in the Upazila. Given the scarce resources, Upazila Parishad shall **determine the best use of such resources in order to maximize the results**. Therefore, it is recommended that by ensuring better coordination and collaboration between Union Parishads, Zila Parishad and TLDs, Upazila Parishad would create **complementarity and synergies** with other development initiatives funded by the national and other plan/projects in the Upazila. In order to do so, Upazila Parishad shall capture a good overview of all development initiatives being funded

[12]The amount of ADP allocations for the Upazila Parishad may vary each year. For the purpose of determining the budget for the AP, it is suggested that the Upazila will use the same amount of the ADP given to the Upazila Parishad last year.

by other entities at the time of formulation of AP. For examples, they should include development activities undertaken by TLDs, MP, NGOs/CSOs and even private sector in a given year.

It is also recommended that Upazila Parishad would formulate new projects to be included in the AP, which can respond to **inter-Union development needs** (e.g. environment, disaster, inter-Union infrastructure, etc.) in line with the FYP. They can be identified at the time of situation analysis.

Table 8 below illustrates an example of resource mapping at different sources in the Upazila level.

Table 8: Development activities at Upazila from different sources

Plan/Project Name	Sector	Concise Description including target groups and deliverables	Target Area (District/ Upazila/ Union Name)	Duration of Project
Projects funded by National Plan				
Social welfare	Amar Gram, Amar Shohar (My Village, My Town)	'Amar Gram, Amar Shohar' is a LGD supported project of the government. The aim of the project is to develop every village where they will enjoy all facilities to have a decent life. Under the project government would create the civic amenities of urban areas for rural people, which would include access to electricity, expansion of trade and business, development of all modes of communication, planned housing and sewerage system, pure drinking water, healthcare facilities and coverage of Internet and technology-based communication. This project will be piloted in 15 model villages of 8 Divisions of the country and the LGED will be responsible for the implementation of the project.	15 Pilot villages from 8 Division	Project initial budget: 150 Core taka Duration: 2020-2025
Development Project of LGIs				
Providing furniture to primary schools	Education	6 primary schools from 4 Unions were given 60 benches with the Unions' own source revenue.	Subornagram UP, Hijlakandi UP, Maloti UP, Radhapur UP	1 year
Projects of MP				
Projects of NGO and CSO				
Tailoring training from the women	Social Welfare	90 women from 9 UPs under the Upazila would be given special tailoring training each year by	All UPs under the Upazila	3 years

Plan/Project Name	Sector	Concise Description including target groups and deliverables	Target Area (District/ Upazila/ Union Name)	Duration of Project
		Rupantor- a national NGO		
Initiatives funded by the private sector				
Plastic bucket factory	Industry	This is a project of the Gazi group of companies in which 100 local people have found employment	It is located in Tarabo UP	-
Other Projects/Development Activity				
Hand wash training project for the school children	Health	UNICEF supported programmes meant for all the students of the primary school and managed through SMCs and the purpose is to teach the children about the health care and hygiene	All UPs	2 Years

For the situational analysis of the AP, the good team work at the Upazila is critical. The existing Upazila Committees can effectively be used for sectoral review. The TLDs in collaboration with the Union Parishads takes a lead of gathering socio-economic data and information as well as the need assessment at the Union level. The UCFBPLRM and the TGP can compile the information received from other entities regarding their respective development initiatives within the Upazila and conduct a resource mapping exercise. They can use **Formats 1, 2 and 8** of the Manual for situation analysis for the AP.

(2) Setting AP Goals, Objectives[13] and Targets

It is important for the Upazila to set the AP goals, objectives and targets because it serves as:

- A clear and concrete development strategy for the Upazila, which can be shared with concerned stakeholders
- A direct reference to prioritizing what projects/schemes are to be funded in the AP
- Clear indicators for monitoring and reporting of the AP

Based on the situation analysis, the Upazila Parishad sets AP goals and targets to address the development challenges/problems in a given year. The vision statement, the FYP goals and outcomes become the guiding principles to set more specific AP goals, objectives and annual targets for the Upazila. According to those AP goals and objectives, targets, the projects and schemes can be prioritized. **Format 9** (please see in the Annexes) provides the standard format for setting the AP goals, objectives and targets.

For setting the AP goals, objectives and targets, Upazila shall ensure that they are **properly aligned with each other**. It is recommended for Upazila to go through the following steps:

- In accordance with FYP goals and outcomes, the AP goals will be grouped into different priority sectors.

[13] Objectives here means the activities (e.g., schemes, projects) undertaken in order to achieve the AP goals

- In each sector, more specific AP goals will be set in accordance with the FYP goals and outcomes. In other words, the AP goals must contribute to attainment of the FYP goals and outcomes.
- The AP goals will be further broken down to specific objectives.
- Each objective will come with specific annual target(s), which is/are measurable indicator(s).

It is very important to note that by creating proper alignments between- the AP goals, objectives and measurable targets, the Upazila will be able to monitor and report the progress and achievements of the AP. This way, it is possible also on the part of the Upazila to monitor the FYP and measure the outcomes of the FYP.

In many Upazilas, they have a number of projects/schemes developed by Unions, other stakeholders, and/or development partners. Some Upazilas determine the AP goals based on the actual projects. This is a wrong practice for development planning. Thus, it is important that the AP goals must be determined only with the guiding principles on how to attain the FYP goals. Actual projects can be selected only after having set the AP goals, objectives and targets.

Relation between AP goals and objectives to AP projects/schemes

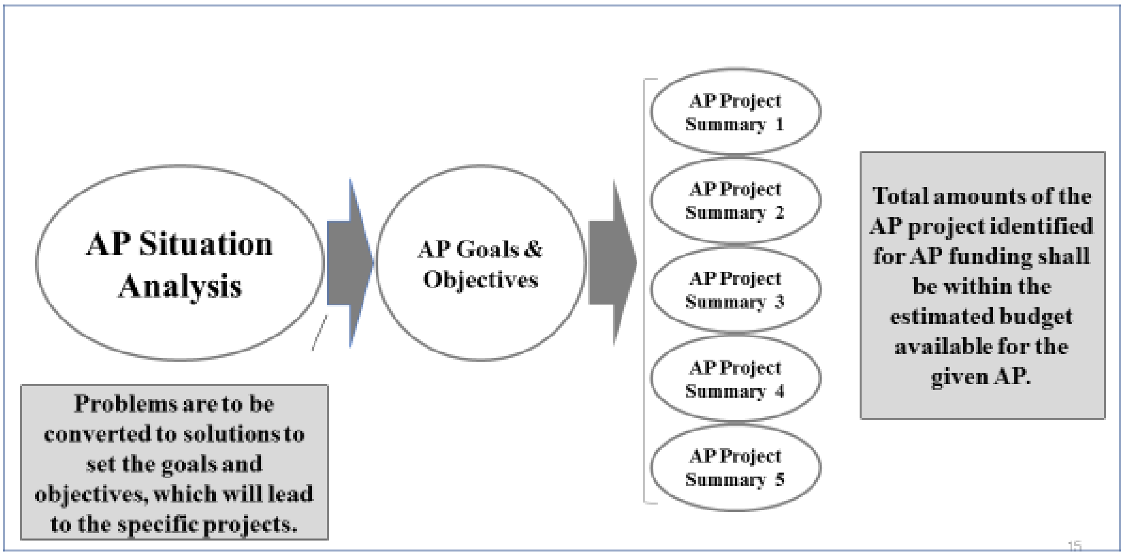

(3) Preparation of the draft annual plan (AP)

During the preparation of the AP, the Upazila Parishad shall always refer to the FYP and consider how best it can realize the vision statement, the FYP goals and expected outcomes by implementing the AP each year. In addition, the Upazila Parishad shall keep good coordination and collaboration with concerned stakeholders such as Unions Parishads and Paurashava, NGOs and private sector. Therefore, the processes of AP formulation and implementation should always be inclusive and participatory.

Being a self-explanatory document, the AP must contain all necessary information regarding the annual development plan and strategy of the Upazilain a given year. Although

some information may be duplicated with the ones in the FYP, it is still important to provide the complete information in the AP document.

For this reason, the following table of contents is recommended for the use:

1. Cover page
2. Forward
3. Map of the Upazila
4. Basic demographic and socio-economic data and information (Format 1)
5. Situation analysis (Format 8)
6. TLD initiated development activities in the Upazila (this is not compulsory but Upazila can include them)
7. Upazila development programs from different sources (resource mapping) (Format 2)
8. Annual budget summary (Format 4)
9. Vision statement and sector goals (from the FYP)
10. AP Goals, Objectives and Targets (Format 9)
11. Project summary (Format 10)
12. M&E plan
13. Scheme Proposal (Format 11)

The UCFBPLRM with help of the TGP are responsible for drafting the AP. In drafting the AP, good descriptions and explanations are to be provided to each heading starting from 4 to 10 of the above table of contents. Some key questions need to be answered in each heading which should include the following:

- What has been decided (final decisions, conclusions, etc.) in the step?
- Why and how the decisions were made (analysis, review, meeting, etc.)?
- With whom the decisions were made during consultations (Unions, NBDs, CSOs/NGOs, people, etc.)?

It is also very important that logical sequences are maintained among the steps. Each step should be an important building block to reach the AP goals, objectives, and targets. These should always be consistent with the FYP.

The AP must contain a list of the projects/schemes to be funded in a given year. The AP goals, objectives and targets are the determining factors for the selection of the projects and schemes. It should not be the other way around--meaning the AP goals, objectives and targets should never be determined based on the projects arbitrarily selected.

At the Upazila level, it is often observed that most Upazilas invite the Unions to submit project proposals for AP funding. In fact, it has been a practice at the Upazila level that the Upazila's ADP is divided among the Union Parishads. It should be kept in mind that there is no legal binding on the Upazila to do it. Therefore, Upazila Parishad should try and break away with this apparently inefficient practice. Rather, the distribution of resources should be based on criteria of proper assessment of needs of the Union Parishads. From the view point of good development planning, however, **Upazila Parishad shall give priority on those projects which fall into the FYP goals as well as the AP goals, which are**

determined by the situation analysis, where development needs are considered most critical and urgent. It is also recommended that Upazila Parishads to give due diligence to have development planning cycle inclusive and participatory and so that the decision making on development planning shall reflect the interests of the wider spectrum of the stakeholders.

For project proposals for AP funding, it is important for Upazilas to maintain a good **depository (roster) of qualified development project proposals** at the Upazila level throughout the year. In order to keep up the quality of project proposals, it is recommended that each Upazila shall undertake a **periodic training on how to prepare a project proposal** for the stakeholders. The Upazila engineer may act as the trainer and use the project proposal format (**Format 11**) as an outline for such training. In this way, Upazilas will be in a position to constantly maintain a number of qualified project proposals which are fundable throughout the year.

The **project summary** (**Format 10**) covers only the prioritized projects/schemes which can be funded by the financial resources available in the Upazila in a given year. It should not include any other projects/schemes whose funding are beyond the capacity of the Upazila in a given year. These can be listed separately as **the projects on pipelines. These pipelines projects can only be implemented if additional funds are available to the Upazila from some sources.** It is important to note that the AP should not contain a long list of project/scheme proposals which are outside the scope of the FYP (the vision statement and the FYP goals).

The **Project Selection Committee** is responsible for selecting the priority projects and schemes for the AP. At present, the majority of the projects and schemes are the ones with a single year duration. However, some prioritized projects may require a duration of multiple years for implementation. In such cases, Upazila Parishad needs to set aside sufficient resource allocations for those projects which go beyond a fiscal year.

(4) Presenting the Draft AP at the Upazila Parishad Meeting for Approval

After the preparation of the draft AP, the Upazila Parishad shall share it with the relevant stakeholders such as Union Parishads, Paurashava, Zila Parishad, Upazila Committees, MP, DC/DDLG, and private sector entities and also with citizens by posting it on the website. The draft AP should also be put up in the Upazila Parishad's notice board for public display.

Feedbacks and comments received on the draft AP shall be scrutinized and to the extent possible incorporated into the final version of the AP after the Upazila Parishad's review and approval.

(5) Approval of the AP and Allocation of Resources for Implementation

Upazila Parishad shall approve the final AP at a meeting of the Upazila Parishad. The Parishad shall also review and approve all the projects and schemes to be funded under the AP within the estimated budget available for the year. It shall also approve in principle

those projects under the pipeline list and as mentioned already and these will only be funded when additional financial resources are available in a given year.

4.3. Implementation of AP

After the approval of the AP, the Upazila Parishad shall implement the projects and schemes. Timely implementation is important as a part of the development planning cycle management. Implementation will begin with the required procedure either through PICs or by selecting a contractor for the project/scheme in accordance with the Public Procurement Rules of the Government.

The Upazila Parishad shall continue to be primarily responsible for the implementation of all development schemes/projects/activities listed in the AP. For the schemes which require higher technical capacity of design and supervision, the Upazila Parishad may seek assistance from the TLDs such as the Executive Engineer of LGED.

The Article 8 of the Upazila Parishad Development Fund Utilization Guidelines, November 2014 suggests that the Upazila Parishad will implement the project through RFQ/open-tendering or through the project implementation committee. The other clauses of Article 8 with regard to implementation of development plan are as follows:.

8.1) The Upazila Parishad, after finalising project selection, considering the allocated resources provided by it, following the rules (Contract), public procurement Act 2006 and PPR 2008, will issue the work order by inviting tenders, selecting contractors, as soon as possible. And take the necessary steps for prompt implementation of the project. To avoid delays, if necessary, the Upazila Parishad may call all the tenders at once for all the proposed projects that are implementable throughout the entire year.

8.2) The projects should be planned in such a way that all the planned development works for the relevant fiscal year are implemented within the 31st May of each year.

8.3) The expenses of the renewal of any project and in case of especial maintenance need to be limited within the relevant sectoral allocations.

Upazila Parishad Development Fund Utilization Guidelines, November 2014 also specifies the modalities for the implementation of development schemes. Those schemes that cost TK. 200,000 or less are implemented by 7-9 members of the **Project Implementation Committees** headed by locally elected representatives and composed of popular leaders and prominent members of the society (Article 10.2). Officers of concerned Upazila departments can also be members of scheme committees which are to be approved by the UZP. Under the new guidelines not more than 30 percent of the total allocated ADP funds can be implemented by scheme committees in a year (Article 10.3). All project implementation committees will be approved through the Upazila Parishad. No one can be a Chairman of more than one project implementation committee at the same time (Article 10.3). Project implementation committee will be accountable to the Upazila Parishad for the total expenditure (Article 10.4).

In order to ensure the timely implementation of the projects/schemes from the beginning of the

fiscal year, Upazila Parishad shall ensure two aspects: 1) to ensure **high quality of the project proposals** throughout the year; and 2) to secure the **budget for funding AP projects** from the beginning of the fiscal year.

As for the quality of the project proposals, it is often observed that those projects approved for funding for the AP are immediately ready for tendering or implementation as these require additional technical inputs and supports. It causes the delay in implementing the AP projects/schemes at the first quarter of the fiscal year. Therefore, it is recommended that Upazila Parishad should create a system whereby it will maintain **a roster of the project proposals** throughout a year. There should be a serious attempt made to improve their qualities to the extent possible and make them ready for tendering immediately or anytime as required. If any assistance is required, the support shall be given by the technical staff of the TLDs throughout the year.

Generally, another delay occurs on the front of receipt of ADP funds. Sometimes, due to procedural rigidity in disbursement of ADP funds by the central ministry causes delay in receipt of installment of ADP funds by Upazilas. It is, however, important and ideal for Upazila Parishad to try and secure the budgets for implementing the projects/schemes at the beginning of the fiscal year. In the event of aforesaid delays and for ensuring the timely implementation of AP, Upazila Parishad may wish to consider the use of the carried over revenue funds of the previous year with a view to kick-start the development works.at the beginning of the year and without waiting for the disbursement of the first installment of the ADP funds.

4.4. Monitoring and review of AP

Implementation of the AP should be monitored by the Upazila Parishad on a constant basis. The Chairman will take the lead role in undertaking a quarterly monitoring of the AP implementation, while UNO will assist him in this regard (The details of this process has been discussed in section 4.4.2 below). The TGP will help UCFBPLRM in compiling the individual progress reports received from the implementing agencies and finally preparing an AP monitoring report (**Format 12**). At the Upazila Parishad meeting, Upazila Parishad review the projects/schemes. Special attention should be given to see if these are on track in terms of the target indicators and/or the expenditures to date, it may make decisions for the suspension of the projects and/or the reallocation of the resources for other purposes (e.g. newly emerging needs and priorities or emergencies) if needed.

The timeframe and processes for review of the AP are closely aligned with the budget process to ensure that plans and budgets are well integrated. The review and revision will take place within April of each year and ideally before the preparation of the annual budget of the Upazila Parishad. If required, the annual development plan can be revised along with revision of the budget of a given fiscal year. This revision must be approved the Upazila Parishad in a formal meeting.

4.4.1.The purpose of Upazila AP monitoring and evaluation (M&E)

It is the responsibility of the Upazila Parishad to monitor the progress of the implementation of the schemes/projects.

For the Upazila Development Plans (both FYP and APs), they should have a proper M&E mechanism in place. It enables Upazila Parishad:

1. to comply with the Government's rules and regulations [14] for transparency and accountability;
2. to regularly and systematically track progress of implementation of projects/schemes and assess their performances and results in line with the development planning especially against the agreed upon goals, objectives and performance indicators/expected results;
3. to ensure the efficient use of the resources allocated to Upazila and report to the Government on the effective use of the ADP; and
4. to learn the lessons for the future development planning and strategy.

The M&E mechanism helps the Upazila Parishad and other stakeholders to know, among others, the following key factors:

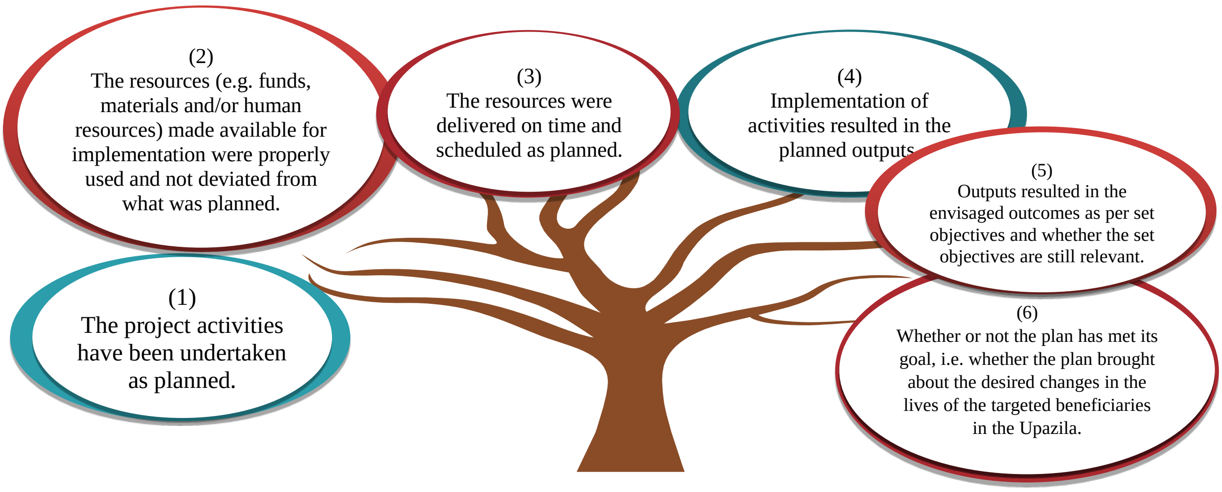

Figure 8: Key factors to be addressed by the AP M&E

Upazila Parishad is required to develop an AP M&E mechanism which will eventually feed into the overall government-wide M&E system. It is required to serve other governance and administrative objectives at different level of local and national governments as well as those of development partners. This mechanism should also correspond to the existing rules and regulations of the Government[15].

[14]Upazila Parishad Act (amended 2009, 2011 and 2015) and The Guidelines for Use of Upazila Parishad Development Fund

[15]Upazila Parishad Act (amended 2009, 2011 and 2015) and the Guidelines for Use of Upazila Parishad Development Fund

Similarly, the AP must have a monitoring mechanism which will also feed into the FYP M&E. Thus, it is crucially important that the AP is monitored closely on a quarterly basis against the set goals, objectives and targets.

On the whole, it is important to bear in mind that AP M&E is an important instrument for measuring the attainment of development visions and goals of the Upazila. Thus, the Upazila Parishad should periodically review the progress and results in its regular meetings to ensure its accountability.

4.4.2.AP M&E, institutional framework and reporting

Prior to the implementation of the projects/schemes to be funded under the AP, it is crucially important to see if all the projects/schemes listed in the AP are properly aligned with the AP goals, objectives and targets. It should be agreed upon by the wider-stakeholders of the Upazila and approved at the Upazila Parishad meeting. It is the responsibility of the Project Selection Committee to ensure this. When the resources (ADP) are secured, those projects/schemes shall be implemented on a timely basis in accordance with the established rules and guidelines[16]. At the project level, projects and schemes are implemented and closely monitored by either the **Project Implementation Committee** or the **Upazila Engineer**.

The Project Implementation Committee and the Upazila Engineer are responsible for submitting progress reports of individual projects/schemes to the UCFBPLRM. With the technical support provided by the Technical Group for Planning, the UCFBPLRM compiles the AP quarterly monitoring report and submit that to the Upazila Parishad for review in a meeting (in October, January and April).Any feedback and/or recommendation made by the Upazila Parishad is expected to be communicated to the Project Implementation Committee and/or the Upazila Engineer through the UNO for improvement and/or change. After a thorough review of quarterly progress report by the Upazila Parishad it is then supposed to be sent to **the DDLG Office** on a timely manner. **The DDLG reports to the DLG and LGD.**

AP monitoring involves a regular collection and analysis of information and data from the progress reports submitted by the Project Implementation Committee and Upazila Engineer. Then the UCFBPLRM with help of TGP identifies the progress and analyze the achievements of the AP against its expected goals, objectives and targets. They also check the resource disbursed against the budget originally allocated. The UCFBPLRM compile the **quarterly monitoring report** (**Format 12**) and submit it to the Upazila Parishad for review and recommendation in its formal meeting.

[16]Upazila Parishad Act (amended 2009, 2011 and 2015) and Article 5, 8, 9, 10 of the Guidelines for Use of Upazila Parishad Development Fund, 2014.

Upazila Parishad Chairman and Vice-Chairs are responsible for monitoring and supervising implementations of the development activities with special attention to the following important aspects:

a) Intended progress made in accordance with the planned activities (including any problems encountered);
b) Proper utilizations of resources (expenditures to date) in line with the estimated annual budget;
c) Contributions toward the goals, objectives and targets set in the AP.
d) A decision of any need for revision and/or suspension of the projects and/or their allocations of resources for other purposes (e.g., newly emerging needs and priorities or emergencies) in Upazila if needed.

Similarly, at the end of the projects/schemes, the Project Implementation Committee and the Upazila Engineer are responsible for submitting a final report of individual projects/schemes. The UCFBPLRM with the help of the TGP analyze the accomplishments against the AP goals, objectives and target indicators and compile the annual accomplishment report and submit it to the Upazila Parishad for its review in a meeting (in July). Once the final annual report is reviewed and approved by the Upazila Parishad, the report is then submitted to the **DDLG, who is expected to send this report to the DLG and to LGD in July.**

At the end of the projects/schemes, the Project Implementation Committee/Upazila Engineer are responsible for the preparation of the final reports which are to be submitted to the UCFBPLRM. The UCFBPLRM is then expected to compile the reports with the help of TGP as the **annual accomplishment report** (**Format 13**). And this report is then submitted to Upazila Parishad for review and approval in a formal meeting. At the Upazila Parishad meeting, AP evaluation involves in:

a) Evaluation of the projects/schemes already implemented to see whether the originally set objectives and targets have been achieved **at the project level**;
b) Review whether the resources have been effectively used for the purposes originally intended;
c) Review and analyze whether the overall AP goals, objectives and targets have been achieved **at the AP level**;
d) Any lessons learned for the next AP formulation and revision of the FYP; and
e) **Transparency and accountability** of the Upazila Parishad to the citizens of Upazila.

For c) above, the narrative section of the AP accomplishment report (**Format 13**) should be used. This is an overall review at the AP level to examine if the AP goals and objectives have been achieved and whether important lessons can be drawn from the already implemented AP. See below is the **Format 13** for narrative summary:

Narrative Summary:

- **Summary of overall accomplishment of the projects regarding the Annual Plan Goal 1:**
  - Under the Goal 1, a total of ___ projects were completed at the total expenditures of ___________TK.
  - At the end of the fiscal year 2019/20, under the objective 1, a total of __ projects were successfully completed and met the targets of each outputs. It is also noted that _____ project has exceeded the target initially planned. Therefore the overall objective 1 has met satisfactory.
  - Under the Objective-2, a total of __ projects planned to be implemented. All __ projects were completed and met the initial targets. Therefore the objective 2 was fully met its targets by the end fiscal year 2019/20.
- **Summary of overall accomplishment of the projects regarding the Annual Plan Goal 2:**

- **Lessons learned:**
  - The quality of some project proposals from the Unions were poor. They needs to be improved to expedite the processes of tendering and implementation. It is recommended that the Upazila engineer would provide training on formulating project sheet to the officials at Union level.
  - Due to some delay in receiving the first ADP installment, the implementation of the projects was also delayed. It is important that Upazila Parishad would approve the use of the revenue surplus to be utilized for financing some AP project at the beginning of the fiscal year.

At the same time, for a) above, the later part of the AP accomplishment report (Format 13) should be used. This is a review at each individual project level to see if the project has achieved its initial targets using its estimated budget. Both targets and budgets are measured by percentages. In case, any project exceeded its target and/or budget, a full explanation must be given to clarify why it has happened. This is part of the accountability and transparency of the Upazila Parishad to the citizens. Please see below is the latter part of the AP accomplishment report for reporting individual project/scheme.

No.	AP Goals	Sector	AP Objectives/ Activities	Target Indicator	Actual accomplish ment	AP Project Title	Achievements to date (% of the targets achieved)	Budget/ Total disburseme nt to date (%) (Taka)
1	To prevent drop out from school and ensure proper environment for education	Education	1. To provide tiffin box for initiating midday meal in primary schools	Distributing tiffin box among ____ students	_____ students	1. Providing tiffin box to different educational institutions in the all Unions in the Upazila	_____ students	250,000/ 250,000 (100%)
			2. To provide sports materials to the educational institutions	Purchasing and distributing sports materials among __ schools	__ schools	1. Distributing sports materials in educational institutions of ____ Union	__ primary schools	100,000/ 100,000 (100%)
						2. Distributing sports materials in educational institutions of Union	__ primary schools	100,000/ 100,000 (100%)
						3. Distributing sports materials in educational institutions of _____ Union	__ primary schools	100,000/ 100,000 (100%)
						4. Distributing sports materials in	__School	100,000/ 100,000

For d) above, Upazila must draw the lessons learned from the implementation of the past AP. For this purpose, the following table can be used for some analysis on the lessons learned.

Findings (what are the lessons learned from the review of the AP Accomplishment Report)	**Points of Improvement** (what are the areas your Upazila can improve by learning the lessons from the implementation of the last AP)

In doing so, Upazila can easily identify the issues and/or problems, which Upazila

encountered during the implementation of the previous year's AP and also suggest any solutions and/or recommendations to overcome those problems/issues.

Finally, UNO with support received from the UPFBPLRM and TGP prepare an information note and submit that to the Upazila Parishad for the final evaluation in a meeting at the end of the fiscal year. Upazila Nirbahi Officer (UNO) also arranges the posting of the final results of the AP at the web portal of Upazila for ensuring general people's easy access to this.

Overall workflow of the AP monitoring and reporting is shown in **Figure 9** below:

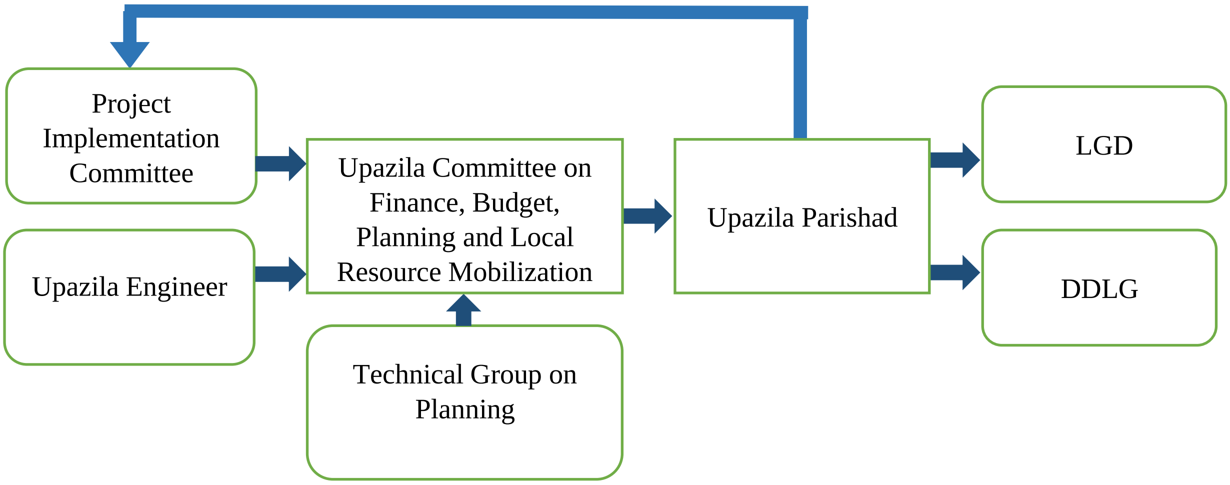

Figure 9: Workflow of the AP Monitoring and Reporting

Development Planning Cycle for the AP

Development planning is a continuous process. The review of quarterly monitoring reports and annual accomplishment report as well as the lessons learned will be important inputs in preparation of the next AP development planning cycle. They will be also closely aligned with the budget process to ensure that plans and budgets are well-integrated. The review and revision will take place within April of each year and before the preparation of the next annual budget as well as the AP of the Upazila Parishad. If required, the plans can be revised along with revised budget in a given fiscal year. However, this revision must be approved by the Upazila Parishad in a formal meeting. **Table 9** below shows the overall development planning cycle for the current APs in 2019 and 2020.

Table 9: Timeframe and Review Cycle of Annual Development Plan

Month	2019	2020
May	Approval of annual budget & AP	
Jun	Approve of the current AP	
Jul	Implementing and monitoring projects	
Aug		
Sep		
Oct	1st quarterly monitoring report	
Nov		

Month	2019	2020
Dec		
Jan	2nd quarterly monitoring report	
Feb		Identify development needs & priorities for the next AP
Mar		List projects for annual development plan & submit projects to Upazila Parishad
Apr	3rd quarterly monitoring report	Detailed planning and cost estimation of new projects
May		Approval of annual budget & the AP
Jun		
Jul	Annual Accomplishment Review	Implementing and monitoring the new AP

It is also important to note that the review of quarterly monitoring reports and annual accomplishment report as well as the lessons learnt will be important inputs in the preparation of the next AP development planning cycle.

What is the AP monitoring formats?

In accordance with the AP M&E mechanism, Upazila Parishad can use the recommended **AP quarterly monitoring report format (Format 12) and AP annual accomplishment report (Format 13)**. They will be prepared by the UCFBPLRM with the help of TGP.

Annexures

Reference 1: Members and Terms of Reference of UCFBPLRM

CONCERNED DEPARTMENT(s)	• No Concerned Department at the Upazila. Upazila Parishad determines the members of UCFBPLRM.
MEMBER SECRETARY	• UNO/any officer to be assigned by the Upazila Parishad
FUNCTIONS	A) To advise the Upazila Parishad to ensure the earning of money from own revenue sources. B) To collect proposals from all other committees for preparing the annual and long-term / multi-year development plans of Upazila Parishad and prepare the draft annual and long-term / multi-year plans. C) To assist the Upazila Parishad in taking necessary steps to identify the potential sectors for the mobilization of local resources. D) To assist the Upazila Parishad in organizing meetings in each Union Parishad to collect the local demands on a priority basis for the consideration in the annual budget. E) To assist the Parishad in organizing open budget meetings for general discussion on the budget of the Upazila Parishad.

Source: Circular of the Local Government Division dated February 15, 2021 (Instructions for conducting the activities of the Upazila Parishad Committee), whose memo no. is 46.00.0000.045.18.016.2019-117

Reference 2: Members and Terms of Reference of TGP

MEMBERS	• It is an informal technical group. Upazila Parishad can flexibly determine the numbers and the composition of the TGP based on the priority areas, skills sets, and knowledge. It is recommended that the members can be 5-8 from the TLDs (key development sectors, Upazila engineer, etc.) and Upazila Parishad officials (e.g. personal assistant), etc.
CHAIRMAN PERSON	• UNO
FUNCTIONS	• To collect data to prepare development plans of the Upazila Parishad with assistance from Union Parishads, Paurashava, TLDs, Upazila Committees and also the Bangladesh Bureau of Statistics. • To create the resource and project mapping of the Upazila from other sources. • To review and analyze situational analysis and set priorities in consultations with Upazila Committees and Union Parishads • To consult ideas with other stakeholders including NGOs, CBOs, CSOs and private sector. • To scrutinize all the proposals based on the goals and priorities set by the Upazila Parishad. • To draft an integrated Upazila FYP and AP. • To consolidate all the comments of the stakeholders, including Upazila Parishad, concerned Union Parishads and TLDs on the draft FYP, and assist in preparing the final draft. The final draft will be submitted to the Upazila Parishad for approval. • To review monitoring and evaluation reports of the individual projects and make necessary AP progress and accomplishment reports, advice and recommendations to Upazila Parishad via UCFBPLRM.

Reference 3: Members and Terms of Reference of the PSC

MEMBERS	• Upazila Nirbahi Officer (UNO) • Upazila Vice Chair • Upazila Vice Chair (female) • Upazila Agriculture Officer • Upazila Health and Family Welfare Officer • Upazila Livestock Officer • Upazila Public Health Assistant Engineer • Upazila Project Implementation Officer • Upazila Education Officer • Concerned UP Chairman • Upazila Preishad's Reserve Female Member
CHAIRMAN PERSON	• Upazila Parishad Chairman
MEMBER SECRETARY	• Upazila Engineer
FUNCTIONS	• To review and determine the completeness of the project proposals for funding by the AP in accordance with the **Format 11** of the Manual. • To review and examine the project proposals in the long list from all sources and select the project proposals in accordance with the priority sectors and goals set by the FYP and the AP. • To prepare a short list of the project proposals taking into account the priority sectors and goals of the FYP and the AP. • To recommend to the Upazila Parishad for its consideration, only those projects from the short list- which can be funded with the resources available in a given year.

Format 1: Basic demographic, infrastructure and socio-economic data and information (FYP/AP)

Topics	Quantity / Number	Source/ Year
Outline of Upazila		
Area	sq. km.	District Census 11
Populations	(Male -; Female - Third Gender-)	
Households		
Number of population with disability	(Male -; Female - Third Gender-)	
Number of voters		
Population density	per sq. km.	
No. of Municipalities		
No. of Unions		
No. of Villages		
Important Public Infrastructure		
Hat-bazaars		
Growth centers		
Hospitals		
Health sub-centers/Community Clinic		
Bank branches		
Post offices		
Primary schools		
Secondary schools		
Universities/Colleges		
Mosques		
Temples		
Graveyards		
Boat jetties (Ghat)		
Technical training institutes		
Public toilets		
Libraries		
Park/Open places		
Number of ponds		
Number of rivers		

Key indicators for SDGs and its targets	Baseline data (year) at the national level	Latest data at the Upazila (year)	Target by 2030
1.2.1 Proportion of population living below the national poverty line (%) (SDG1, target 1.2)	24.3% (World Bank, 2016)		9.7%
2.2.2 Prevalence of malnutrition among children under 5 years of age (%) (SDG2, target 2.2)	14.3% (BDHS)		Wasting: <5%
3.1.1 Maternal mortality rate (per 1,000 live births) (SDG3, target 3.1)	181 (SVRS, 2015)		70

4.2.2 Participation rate in organized learning (one year before the official primary entry age) (%) (SDG4, target 4.2)	39% (APSC, 2015)		100%
5.5.1 Proportion of seats held by women in local government (%) (SDG5, target 5.5)	23% (LGD, 2016)		33%
6.1.1 Proportion of population using safely managed drinking water services (%) (SDG6, target 6.1)	42.6% (MICS, 2019)		100%
7.1.1 Proportion of population with access to electricity (%) (SDG7, target 7.1)	78% (SVRS, 2015)		100%
8.6.1 Proportion of youth (aged 15-24 years) not in education, employment, or training (%) (SDG8, target 8.6)	28.88% (QLFS, 2015-16)		3%
9.c.1 Proportion of population covered by a mobile network, by technology	2G: 99% 3G: 71%		2G &3G: 100% 4G launched in 2018
Dropout rate of students			
Family of hygienic toilet users (%)			

Format 2: Upazila development programs from different sources (resource mapping) (FYP/AP)

Sector	Description of problems/development challenges				Recent, ongoing and/or planned activities addressing the problems	Given the ongoing and planned activities, what would be the situation after 5 years?	Based on the situation forecasted in 5 years, what are the recommendable actions/ counter measures in the FYP?
	Major Problems (Challenges)	Location/ Area	Quantity/ Magnitude	Reasons contributing to the problems			

Format 3: FYP Format for Situation Analysis

Sector	Plan/ Project Title	Brief description including target groups, and outcomes/ outputs	Location (names of Upazilas	Duration /Budget
National Plan and projects (to be completed by TLDs for all national sector development initiatives)				
Development projects of MP				
Development projects of local government institutions (to be completed by TLDs for all Union/Pourashava development initiatives)				
Projects of NGOs and CSOs				
Industry/trade entrepreneurship				
Other projects/Development programmes				

Format 4: FYP/AP Budget

Form A

Fiscal Year ________

Particulars		**Actual of previous year**	**Budget or revised budget for current year**	**Budget for next year**
Part 1	Revenue account/ Receipt			
	Revenue			
	Total Income			
	Expenditure from revenue account			
	Revenue surplus / deficit (A)			
Part 2	Development Account			
	Other grants and contribution			
	Total (B)			
	Total resources available (A+B)			
	Expenditure from development account			
	Total budget surplus / deficit			
	Carry over (1 July)			
	Closing balance			

Format 5: FYP Goals and Outcomes with Measurable Indicators

No	FYP goals	Sector	Outcomes/Outputs	Measurable indicators
1				
2				
3				

Format 6: FYP Planning Format

Period: FY_ _ - FY_ _

Project Description						**Location**	**Schedule of Implementation**						**Investment**		**Source of Proposal**
ID Tag	Name of the Scheme	Description	Target / quantity	Expected Beneficiary Male/ Female, Children, People with special needs / others	Sector	Location (UP/Pourashava -Ward No.)	Proposed Year of Implementation					Executing Agency	Estimated Cost	Sources of Fund	Scheme Proposed by
							1	2	3	4	5				

Format 7: FYP Annual Monitoring Report

<table>
<tr><td colspan="6">Summary of overall assessment of FYP status (including progress, impact, expenditure, problem, solution, good practice, lessons learned, etc.)</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.

2.

3.</td></tr>
<tr><td>No.</td><td>FYP Goals</td><td>Date of Start/ Duration</td><td>AP Goals/ activities/ targets with measurable indicators</td><td>Achievements to date (% of the targets achieved)</td><td>Budget/Disbursement to date (%)</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Any issues to be highlighted during the period:</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Any issues to be highlighted during the period:</td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Any issues to be highlighted during the period:</td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Any issues to be highlighted during the period:</td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Any issues to be highlighted during the period:</td></tr>
<tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Format 8: AP Format for Situation Analysis

Sector	Description of problems/development challenges				Recent, ongoing and/or planned activities addressing the problems	Given the ongoing and planned activities, what would be the situation after 1 year?	Based on the situation forecasted in 1 year what are the recommendable actions/ counter measures in the AP?
	Major Problems (challenges)	Location / Area	Quantity/ Magnitude	Reasons contributing to the problems			

Format 9: AP Goals, Objectives and Targets with Measurable Indicators

No	AP Goals	Sector	Objectives	Annual measurable targets
1				
2				
3				

Format 10: AP Project Summary **FY: 2019/2020**

Name of Upazila: ___________________

Project Description						Location	Schedule of Implementation			Investment		Monitoring	
ID Tag	Title of the project	Description	Target / quantity	Expected Beneficiary Male/ Female/Third Gender/ Children, Disable	Sector	Location	Start Date	End Date	Executing Agency	Estimated Cost	Sources of Fund	Responsible Agency	Reference [SN-2 of FYP]

Format 11: Project (Scheme) Proposal: Fact Sheet

1. Project title			
2. Name of implementing agency		3. Project location(s)	
4. Proposed starting date		5. Project duration	
6. Project budget and breakdown		7. Counterpart contributions (other inputs)	
8. Brief description of the project / scheme			
9.Objectives			
10.Expected results (measurable outputs)			
11.Implementing arrangements			

(Signature of the concerned officer)

____
Name:
Date:

Format 12: AP Quarterly Monitoring Report

Quarterly Monitoring Report: 2019-2020
Reporting Period: July 2019 to December 2019

Name of Upazila: ____________________
District: ____________________

Narrative Summary:

- Overall progress toward the FYP/AP goals, any problems/challenges encountered and solutions, total expenditures incurred against the total budget, good practices identified, lessons learned, etc. during the quarter.
    -

- Summary and overall situation of the key performance at the end of the quarter regarding the Annual Plan goal 1:
    -

- Summary and overall situation of the key performance at the end of thequarter regarding the Annual Plan goal 2:
    -

No.	AP Goals	Sector	AP Objectives/ Activities	Target Indicator	Actual accomplishment	AP Project Title	Achievements to date (% of the targets achieved)	Budget/ Total disbursement to date (%) (Taka)
1								

Format 13: AP Accomplishment Report

Accomplishment Report

Reporting Period: _________ to _________

Name of Upazila: _________________

District: _________________________

Narrative Summary:

- Overall accomplishments against the FYP/AP goals, any problems/challenges encountered and solutions, total expenditures incurred against the total budget, good practices identified, lessons learned, etc. at the end of AP.
  - Overall accomplishments:
  - Problems/challenges encountered:
  - Any solutions:
  - Total AP expenditures against total AP budget:
  - Any good practices identified:
  - Any lessons learned during the year to be incorporated in the next AP:
- Summary of accomplishment(s) of the projects regarding the Annual Plan Goal 1:
  -
- Summary of accomplishment(s) of the projects regarding the Annual Plan Goal 2:
  -

No.	AP Goals	Sector	AP Objectives/ Activities	Target Indicator	Actual accomplishment	AP Project Title	Achievements to date (% of the targets achieved)	Budget/ Total disbursement to date (%) (Taka)
1								